প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৭৭

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ—৩/৮৬-৮৭

প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আবদুল জব্বার খান
সলিমাবাদ প্রেস
২১/৩, কোর্ট হাউজ স্ট্রীট
ঢাকা-১

মোঃ আনিসুর রহমান
চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস
২২/২, শেখ সাহেব বাজার
ঢাকা-৫

প্রচ্ছদ ঃ মামুন কায়সার

সূচীপত্র

[এই কাহিনীর নায়কের কথা আমি বলতে চাই, হে কাব্যের অধিষ্টাত্রী দেবী, আমার সহায়ক হও তুমি, ঐ ঐশ্বর্যবান মানুষের কথা আমি বলব, যিনি পবিত্র নগরী ট্রয় অধ্যুষিত করে সুবিশাল ধরণী অতিক্রম করে ফিরেছিলেন। বহু জনপদের আবাসনগর তিনি দর্শন করেছেন, আর তাদের জীবন-পদ্ধতিও জেনেছিলেন তিনি। নিজের জীবন রক্ষার আর সহচরদের গৃহে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে গভীর সমুদ্রে অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু হায়, তাঁর সকল চেষ্টা সত্ত্বেও, সহচরদের জীবন রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। এ ছিল তাদের নিজেদেরই পাপ, তাদের নিজস্ব পাপই তাদেরকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কেননা নিজেদের অজ্ঞতায় সূর্যদেব হাইপোরিয়েনের ষাঁড়গুলো তারা খেয়ে ফেলেছিল, আর ঈশ্বর লক্ষ্য রেখেছিলেন তারা যেন আর কখনো ঘরে ফিরতে না পারে। এই সেই কাহিনী, হে কাব্যের দেবী, তুমি আমাদের কাছে উন্মুক্ত কর, এই আমার প্রার্থনা। শুরু কর হে দেবী, যেখান থেকে শুরু করতে তোমার ইচ্ছে হয় !]

যুদ্ধে রক্ষাপ্রাপ্ত সবাই, সংগ্রামের সমস্ত দুঃখকে পেছনে ফেলে এতদিনে ঘরে পৌঁছে গেছে। কেবল ওডিসিয়ুস ফিরতে পারে নি। বহু আকাঙ্ক্ষিত গৃহ আর স্ত্রীর কাছে ফিরতে পারে নি ওডেসিয়ুস, কেননা শক্তিমতি দেবী নিম্ফ্ কেলিপসো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এতে, কেননা দেবী চেয়েছিলেন ওডেসিয়ুস তাঁকে বিয়ে করবে আর তিনি তাঁকে রেখে দেবেন তাঁর খিলান-সজ্জিত গুহার মধ্যে। ঘূর্ণ্যমান ঋতুচক্র যখন নিয়ে এল সেই বৎসর দেবতারা যা ওডেসিয়ুসের ইথাকায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তখনও তিনি বিপদমুক্ত হতে পারলেন না, ফিরতে পারলেন না স্বজনের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে। তবু পসিডন ছাড়া সব দেবতারাই তাঁর জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। কেবল পসিডনই এক অনিঃশেষ দ্বেষ নিয়ে বীর ওডেসিয়ুসের পিছে পিছে ফিরেছেন সর্বক্ষণ ; তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিনটি পর্যন্ত ক্ষান্ত হন নি এক মুহূর্তও।

যা-হোক, পসিডন এবার মানব জাতির সর্বশেষ ঘাঁটিসমূহ পরিভ্রমণে গেছেন। ইথোপিয়ান অঞ্চলে, যেখানে অর্ধেক মানুষ বাস করে সূর্য যেখানে উদিত হন সেখানে, আর বাকী অর্ধেক বাস করে সূর্য যেখানে অস্ত যান সেখানে। পসিডন সেখানে গেছেন ষাঁড় আর মেষের উৎসর্গ গ্রহণের জন্যে।

সেখায় অবস্থান করে ভোজ উৎসব উপভোগ করছিলেন তিনি। আর ইতোমধ্যে বাকী দেবতারা মানুষ এবং দেবতাদের পিতা অলিম্পিয়াস জিউসের প্রাসাদে সমবেত হলেন এক আলোচনা সভায়। জিউস ভাবছিলেন এইগিসথাসের কথা। এই মহান ব্যক্তিটিকে এগামেমননের পুত্র ওরেসটেস হত্যা করে নিজের সুনাম বৃদ্ধি করেছিলেন। এইগিসথাসের কথাই মনে রেখে জিউস সমবেত অমরদের সম্বোধন করে বলতে শুরু করলেন :

"কী পরিতাপের বিষয় যে, মানব জাতি দেবতাদের দোষারোপ করবে এবং তাদের সকল দুর্ভোগের উৎস মনে করবে আমাদেরকে। কিন্তু এই তো সত্য যে, তাদের দুষ্কৃতিই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। ললাট লিখনে যা নির্দিষ্ট রয়েছে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তার চেয়েও বেশী কষ্ট পায় তারা। এইগিসথাসের কথা মনে করে দেখ। বিধিলিপিকে অবজ্ঞা করে এগামেমননের স্ত্রীকে সে অপহরণ করেছিল। সেই রমণীর স্বামীকে সে হত্যা করে যখন গৃহে ফিরে এসেছিল, তখনও সে জানতো না কী সর্বনাশ তার এই কৃতকর্মের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কেননা, আমরা নিজেরাই তীক্ষ্ণ-চক্ষু দৈত্য নিধনকারী হেরমেসকে পাঠিয়েছিলাম তাকে সতর্ক করার জন্যে, যেন সে এগামেমননকে হত্যা না করে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমও না করে। কেননা হেরমেস তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, ওরেসটিস বড় হয়ে ওঠা মাত্র এগামেমনন হত্যার প্রতিশোধ নেবেই নেবে। কিন্তু বন্ধু ভাবাপন্ন সকল উপদেশ সত্ত্বেও, হেরমেস তাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। আর এখন তাই এইগিসথাস তার সকল পাপের চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধ করেছে অবশেষে।"

বিদ্যুৎ-আঁখি অ্যাথিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথার সূত্র ধরে বলতে শুরু করলেন :

"হে আমাদের পিতা, ক্রনোসের পুত্র রাজ-অধিশ্বর, এইগিসথাসের যথাযোগ্য পরিণাম হয়েছে। তার মতো যারাই করবে প্রত্যেকেই তার মতো প্রতিফল পাক। কিন্তু যার জন্যে আমার হৃদয় কাতর হয়ে উঠেছে সে হলো ওডেসিয়ুস। জ্ঞানী কিন্তু হতভাগ্য ওডেসিয়ুস। কতকাল হলো সে তার স্বজনদের থেকে বিছিন্ন হয়ে রয়েছে, মধ্য সমুদ্রে এক জনহীন দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ঘনবন পরিবেষ্টিত সেই দ্বীপে একজন দেবী বাস করেন। ঈর্ষাপরায়ণ এটলাসের সন্তান সে। এ সেই এটলাস, সমুদ্রের সকল গভীরতার পরিমাপ যার জানা, এবং যে নিজের স্কন্ধের সাহায্যে আকাশ ও মৃত্তিকাকে বিছিন্নকারী বিরাট স্তম্ভকে দণ্ডায়মান রেখেছে। এমন যাদুকরের কন্যাই সেই অসুখী মানুষটাকে তার সমস্ত চোখের জল উপেক্ষা করে আটকিয়ে রেখেছে। দিনের পর

দিন নানাপ্রকার মিথ্যে এবং মনোরঞ্জক কথা দিয়ে সে চাচ্ছে ওডেসিয়ুসের মন থেকে ইথাকার স্মৃতি চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে। কিন্তু ওডেসিয়ুসের মনে তার দেশ চিরজাগ্রত, স্বদেশের উপর সামান্য ধূম্রজাল দর্শনের বিনিময়ে সে সর্বস্ব পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে। এ অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষা করতে পারে সে! কিন্তু তথাপি তোমার অলিম্পিয়ান হৃদয় একটুও বিগলিত হলো না। আমাকে তুমি বল ট্রয়ের সমতল ভূমিতে আরগাইভ জাহাজের যে উৎসর্গ তোমার প্রতি সে নিবেদন করেছিল, তা কি তোমার মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক করতে পারে নি? এত তিক্ততা কেন তার প্রতি, জিউস?"

"অহেতুক কথা বৎসে"; বল্লেন মেঘসংহতকারী। "প্রশংসনীয় ওডেসিয়ুসকে কী করে আমি ভুলে থাকতে পারি। জীবিতদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নন বটে, তবে স্বর্গবাসী অমরদের প্রতি উৎসর্গ দানে সবচেয়ে বেশী-উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তিনিই। কিন্তু পৃথিবী বেষ্টনকারী পসিডনের জন্যেই তাঁর এই দশা। মহান পলিফেমাস সাইক্লোপসকে অন্ধ করে দিয়েছিল ওডেসিয়ুস, সেই জন্যেই পসিডনের এই ক্রোধ। পলিফেমাস তার গোত্রের প্রধানই ছিল না মাত্র, বিশেষতঃ সে ছিল লবণ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের অধিষ্ঠাত্রী ফরসিসের কন্যা দেবী থুসার সন্তান। থুসার সমুদ্রবেষ্টিত গুহায় পসিডনের আতিথ্যের সময়ে তাঁদের সহবাসের ফলে এই সন্তানের জন্ম হয়। যখন থেকে পলিফেমাস অন্ধ হয়েছে, পৃথিবী কম্পনকারী পসিডন তখন থেকেই ওডেসিয়ুসকে প্রবাসে বন্দী করে রেখেছে, যদিও অল্পের জন্যে হত্যা সে করছে না। যাক, এখন এসো আমরা সবাই মিলে চিন্তা করে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্যে এক উপায় বের করি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পসিডন দয়ার্দ্র হবে। কেননা অমর দেবতারা সব ঐক্যবদ্ধ হলে, সে সকলের বিরুদ্ধে একা যেতে পারবে না বলেই আমার ধারণা।"

উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি উত্তরে বল্লেন, "হে আমাদের পিতা, ক্রনোসের পুত্র, রাজ-অধীশ্বর, স্বর্গীয় দেবতাদের যদি এই ইচ্ছে হয় যে, ওডেসিয়ুস ইথাকায় তার গৃহে ফিরে যাবে, তাহলে আমাদের দূত দানব-ধ্বংসী হেরমেসকে ওজিজিয়া দ্বীপে পাঠানো হোক। সে গিয়ে সুন্দরী ক্যালিপসোকে এক্ষুণি আমাদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিক যে, তার নির্যাতন পীড়িত অতিথিকে এখন ঘরের পথে মুক্ত করে দিতে হবে। ইতোমধ্যে আমি নিজে ইথাকায় যাব ওডেসিয়ুসের পুত্রের মনে কিছুটা উৎসাহ সঞ্চার করতে, তাকে এতটুকু সাহসী করে তুলতে যাতে সে তার দীর্ঘকেশী স্বদেশবাসীকে, যারা তার মেষ ও মোটাসোটা ষাঁড়গুলো একতরফা হত্যা করে দিন কাটাচ্ছে, এক সভার

সমবেত করতে পারে এবং তার মনের কথা এই বিচ্ছৃংখল জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে পারে। এরপর তাকে আমি স্পার্টা এবং বালিধূসরিত পাইলসে পাঠাবো তার পিতার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে! খুব সম্ভব সংবাদ সে সংগ্রহ করতে পারবে। তার এই প্রচেষ্টা তার কৃতিত্বই বাড়াবে।”

বক্তব্য শেষ করে অ্যাথিনি নিখাদ স্বর্ণের সুন্দর একজোড়া পাদুকা পরিধান করতে শুরু করলেন। এই পাদুকা বায়ুর গতিতে তাকে অসীম জলরাশি কিংবা অন্তহীন স্থলভাগের উপর দিয়ে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। তারপর তিনি তাঁর ভারী বর্শাটি হাতে তুলে নিলেন ; ব্রোঞ্জের ধারে তীক্ষ্ণ এই বর্শার মুখ. সর্বশক্তিমান পিতার কন্যা যখন ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন, তখন বিরাট এবং দীর্ঘ এই বর্শা দিয়ে তিনি বীর যোদ্ধাদের সারি ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর অলিম্পাসের চূড়া থেকে বিদ্যুৎদীপ্তিতে নেমে এলেন তিনি। ইথাকায় তিনি ওডেসিয়ুসের প্রাসাদ প্রাঙ্গণের পাশে এসে নামলেন। একজন অভ্যাগতের মতো যাতে দেখা যায় সে জন্যে মেন্টেস নামীয় এক তেফিয়ান দলপতির রূপ পরিগ্রহ করলেন তিনি। হাতে ব্রোঞ্জের বর্শাটি।

গৃহদ্বারের সম্মুখেই উদ্ধত প্রার্থীদেরকে তিনি দেখতে পেলেন। যে সমস্ত ষাঁড় তারা নিজেরাই হত্যা করেছে সেই ষাঁড়যুগের মধ্যে তারা বসে আছে পানাহারে উন্মত্ত, তাদের অনুচর ও বালক-ভৃত্যরা ব্যস্ততা-সহকারে তাদের চারপাশে ঘুরছে। অনুচরেরা বিরাট পাত্রসমূহে মদ এবং জল মিশাচ্ছে আর বালক-ভৃত্যরা হয়তো বিরাট বিরাট খণ্ডে প্রচুর মাংস কাটছে, নয়তো খাবার সাজাবার আগে স্পঞ্জ দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করছে।

এক টেলেমেকাস ছাড়া কেউ তাকে দেখতে পেল না। টেলেমেকাস বিষণ্ণ-ভাবে প্রার্থীদলের মধ্যে বসেছিল, স্বপ্ন দেখছিল সে কী করে তার পিতা সুদূর নীলিমা থেকে ফিরে আসবে, এই অসুরগুলোকে তাড়িয়ে দেবে তার গৃহ থেকে, তার রাজকীয় সম্মান সে আবার ফিরে পাবে, নিজের সম্পদের ওপর পুনর্বার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে তার। এই ধরনের সঙ্গদলে এ চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। এমন ভাবনার মধ্যেই অ্যাথিনিকে দেখতে পেল টেলেমেকাস, তৎক্ষণাৎ সে তোরণের দিকে এগিয়ে গেল। কেননা একজন আগন্তুক দরোজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে এটি তার কাছে খুবই লজ্জার বিষয় বলে মনে হলো। সরাসরি তার অতিথির সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল, হাত মিলাল তার সঙ্গে, ব্রোঞ্জের বর্শার ভার থেকে তাঁকে মুক্ত করল এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো তাঁকে।

“স্বাগত”, বলল সে, “হে আমাদের অতিথি। আপনার শুভাগমনের বৃত্তান্ত সামান্য আহার্য গ্রহণের সময়ে আপনি আমাদেরকে বলতে পারবেন।”

এই বলে সে পথ প্রদর্শন করল। প্যালাস অ্যাথিনি তাকে অনুসরণ করলেন। সুউচ্চ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অ্যাথিনি বর্শাটি একটি বিরাট স্তম্ভের পার্শ্ববর্তী কাঠের তাকে রেখে দিল—বিশালদেহী ওডেসিয়ুসের বর্শাগুলিও সেখানেই সংরক্ষিত ছিল। তারপর সে তাকে একটি হেলানো চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল, একটি কম্বল বিছিয়ে দিল তার উপর এবং সেখানে তাকে বসালো। আর পা রাখার জন্যে একটি টুলও এনে দিল তার পায়ের কাছে। নিজের জন্যে একটি আরামকেদারা কাছে টেনে নিল। প্রার্থীদের ভীড় থেকে অনেক দূরেই তারা বসল। তার আশংকা হচ্ছিল যে তার অতিথি হয়তো ঐ হৈ-হল্লায় বিরক্ত হতে পারে। এবং সে নিজেও যে এমন অভদ্র সঙ্গীদের একজন, এই কথা মনে হওয়াতে কিছু খেতে পর্যন্ত তার ইচ্ছা হলো না। তাছাড়া সে তার প্রবাসী পিতার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করবে বলে মনে করেছিল। এমন সময় একটি পরিচারিকা একটি সুন্দর সোনার পাত্রে জল নিয়ে এল। এবং তা একটি রুপার বেসিনে তাদের হাত ধোবার জন্যে ঢেলে দিল। তারপর একটি সুমসৃণ টেবিল তাদের কাছে এনে রাখল এবং সেই শান্তশ্রী পরিচারিকাটি কিছু খাবার এনে তাঁদের রুচি অনুসারে পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগল। এমন সময় একজন অনুচর বহু-প্রকার মাংসে পরিপূর্ণ থালা এবং কয়েকটি সোনার পেয়ালাও নিয়ে এলো তাদের কাছে। আর একজন ভৃত্য বার বার সেই পিয়ালায় মদ ঢেলে দিতে লাগল।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দলটিও গর্ব-ভরে হেলে দুলে সেখানে এসে উপস্থিত হলো আর সারিবেঁধে আসনগুলির উপর বসে পড়ল। অনুচরগুলি তাদের হাত ধোয়ালো এবং পরিচারিকাগুলি রুটি ভর্তি ঝুড়ি এনে দিতে লাগলো। তাদের পাশে আর বালক ভৃত্যগুলি মদের পাত্রগুলি পরিপূর্ণ করতে লাগলো। সামনে পরিবেশিত সুখাদ্যের সদ্ব্যবহারে তারা লেগে গেল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দলের তখন নজর ফিরল অন্য আনন্দের দিকে। গান আর নাচ ছাড়া অবশ্য কোন ভোজ উৎসবই সম্পূর্ণ হতে পারে না। একজন ঘোষক সুন্দর একটি লায়ার এনে ফোমিয়াসের হাতে দিল। এই গায়ককে তারা ধরে এনেছিল গান বাজনার জন্যে। বাজনা শুরু হওয়া মাত্রই টেলেমেকাস একটু ঝুঁকে যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমন ভাবে অ্যাথিনিকে বলল, ''ভদ্র মহোদয় আমার নিরপেক্ষতা দিয়ে আপনাকে আমি আর বিরক্ত করতে চাই না। অন্য কিছুর তোয়াক্কা না করে গান আর বাজনা নিয়ে মেতে ওঠা এদের পক্ষে কতই সোজা। আর একজনের পাতে নিখরচায় পরম আরামে এদের দিন কাটছে। আর সেই লোকের শুভ্র

কংকাল হয়তো কোন দূর দেশে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পচে যাচ্ছে, নয়তো লবণ-সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। ইথাকার একবার যদি সে মাত্র দেখা দিতে পারত তাহলে এই লোকগুলি পালিয়ে কুল পেত না। কিন্তু হায় রে, তার হয়তো কোন্ সর্বনাশা পরিণতি হয়েছে। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে, সে ফিরে আসবে—শুধু এই কথাটা বলে আমাদের শান্তি দিতে পারে। তেমন আশা চিরতরে বিলীন হয়েছে।

"যাক্‌গে, এখন আপনি বলুন, আপনি কে, এবং কোথা থেকেই বা আপনি এসেছেন? আপনার জন্মভূমি কোথায়? কোন্ গোত্রের লোক আপনি? আপনি তো নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে এতদূরে আসেন নি, তাহলে কি ধরনের যানে চড়ে এসেছেন? আপনার মাল্লারা কি করে আপনাকে ইথাকায় নিয়ে এল এবং তারাই বা কে? আর একটি কথা আপনার কাছে আমি জানতে চাই। আপনি কি এই প্রথমবারের মতো ইথাকায় এলেন, না এর আগেও আমার জনসাধারণ আপনাকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়েছিল? এর আগে আপনার এখানে আগমন হওয়া খুবই সম্ভব—কেননা, আমার পিতা বিদেশে যেমন ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন, তেমনি নিজের গৃহে অতিথিদের সমাদর করতেন তিনি।"

"আমি তোমাকে সবই বলব", বললেন উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি। "আমার পিতা ছিলেন রাজকুমার এনচিয়ালাম। আমার নিজের নাম হলো মেনটেস। সুদূর সমুদ্র পারের তেফিয়ান অঞ্চলের আমি একজন দলপতি। আমার নিজের জাহাজ এবং মাল্লার সাহায্যেই আমি ইথাকায় এসেছি ফেনিল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। বিদেশী বন্দর টেমিসির দিকে আমরা যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে ঝকঝকে লোহার তৈরি এক মালবাহী জাহাজ। এতে ব্যবসার জন্যে তামা রয়েছে। এই শহরে আমরা নোঙর করি নি। রেইবর্ন উপসাগরে অবস্থিত স্বাধীন অঞ্চলে নিয়ন বনভূমিতে আমি জাহাজ রেখে এসেছি। আর আমাদের পরিবারের কথা যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে বহু পেছনে চলে যেতে হবে। বৃদ্ধ লর্ড লেয়ারটেস তোমাকে সব কথা বলতে পারবেন যদি তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর। তিনি অবশ্য শহরে আসেন না। তিনি তার খামারে নির্জন এবং দুরূহ জীবনযাপন করেন। সঙ্গী কেবল মাত্র একটি বৃদ্ধ পরিচারিকা। তিনি যখন তার পাহাড়ের উপরের আঙুর খেত তদারকে নিজেকে একেবারেই ক্লান্ত করে ফেলেন ওঠা-নামা করতে করতে, তখন সে-ই তাঁকে খাবার এবং পানীয় দিয়ে সেবা করে।

"আমার এখানে আসার কারণটা তোমাকে বলছি। আমি প্রকৃতপক্ষে শুনেছিলাম তিনি গৃহে ফিরেছেন—মানে তোমার পিতা। এখন যদিও মনে হচ্ছে যে, দেবতারা তার ঘরে ফেরার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করছেন, তবু আমার ধারণা মহান ওডেসিয়ুসের মৃত্যু হয় নি। পৃথিবীর কোথাও তিনি জীবিতই রয়েছেন। মনে হয় গভীর সমুদ্রে কোন সুদূর দ্বীপে তিনি বন্য শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে আছেন, জোর করে তারা তাঁকে ধরে রেখেছে। আমি কোন দিব্যদ্রষ্টা বা ভবিষ্যৎ-বক্তা নই, তবু একটা ভবিষ্যৎ বাণী তোমাকে আমি করব, মন আমার এই কথা বলছে এবং নিশ্চয়ই এ ফলবেঃ তোমার পিতা আর বেশীদিন তাঁর এই প্রিয়দেশ থেকে দূরে থাকবেন না, হাজার লোহা দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হোক না কেন। ওডেসিয়ুসের যুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পার—তিনি একটা না একটা উপায় সবসময়েই পেয়ে যান।

"কিন্তু এখন আমাকে একটা কথা তুমি বল, তুমি কি সত্যিই ওডেসিয়ুসের সন্তান? কেমন করে তুমি এতবড় হয়েছ? তাঁর মাথা আর সুন্দর চোখজোড়া তুমি পেয়েছ ঠিকই। আমার মতো ওডেসিয়ুসকে যারা অহরহ দেখেছে তাদের কাছে অবশ্যই এই আশ্চর্য সাদৃশ্য ধরা পড়বে। তবে কথা হলো কী, ওডেসিয়ুস আর তার সহযাত্রী বীরদের ট্রয়ের পথে যাত্রা করার আগেই যা কিছু এই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেদিনের পর ওডেসিয়ুস আর আমার মধ্যে আর একবারও দেখা হয় নি।"

টেলেমেকাস স্পষ্ট উত্তর দিল, "বন্ধু", সে বলল, "আমারও অকপট হওয়া দরকার। আমার মা নিশ্চিতরূপেই বলেন যে, আমি ওডেসিয়ুসের সন্তান। কিন্তু আমি নিজে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। সৌভাগ্যবান সন্তানই নিজের পিতাকে ভালো করে জানতে পারে। আহা, আমি যদি তেমন ভাগ্যবান লোকের সন্তান হতে পারতাম যিনি নিজের সহায় সম্পদের মধ্যে থেকেই বুড়ো হতে পেরেছেন। আমাকে যখন জিজ্ঞেসই করেছেন, তখন আমার অবস্থার কথাটা বলতেই হয়। যার সন্তান বলে আমাকে বলা হয় তাঁর মতো হতভাগ্য লোক কে আর আছে।"

"কিন্তু তবু" বিদ্যুৎ-আঁখি দেবী বললেন, "তোমার এবং তোমার মা পেনেলপির কথা ভেবেই তোমাদের সংসার এমনভাবে ধ্বংসের মুখে পতিত একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আর একটা বিষয় আমি তোমার কাছে পরিষ্কার করে জানতে চাই। ভোজ উৎসবের অর্থ কী? এই লোকগুলোই বা কারা? আর এইসব কাজে তোমার সম্পর্ক কী? চাঁদা তুলে তো এই

ভোজ উৎসব নয়—তেমন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। হয়তো এ এক নিমন্ত্রণ জলসা, নয়তো বিবাহ মজলিস? সে যাই হোক, মনে হচ্ছে এই ভোজসভা তোমার বাড়িঘর যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের এক বিরাট সুযোগ পেয়ে গেছে। যে-কোন রুচিবান লোক এই ধরনের অদ্ভুত আচরণে এক মুহূর্তে বিরক্ত বোধ করবে।"

"বন্ধু", টেলেমেকাস সংযতভাবে উত্তর করল, "যা কিছু ঘটছে সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন। এমন এক সময় ছিল যখন এই গৃহ সমৃদ্ধ ও সম্মানিত ছিল। কিন্তু তা ছিল যখন ওডেসিয়ুস আমাদের মধ্যে ছিলেন, যাঁর কথা এখনি আপনি বল্লেন। কিন্তু দেবতাদের ইচ্ছে ছিল অন্যরূপ, তাঁদের মনে অনেক দুরভিসন্ধি ছিল এবং তাঁরা ওডেসিয়ুসের প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন যা অন্য কোন মানুষের প্রতি তাঁরা কখনো করেন নি। তাঁরা তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে গেছেন। তিনি যদি ট্রয়ের যুদ্ধে বা অন্য কোন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মারা যেতেন তবে এত দুঃখ আমার হত না। কেননা, তাহলে সমগ্র গ্রীস জাতি তাঁর জন্যে স্মৃতিসৌধ বানাত এবং তিনিও তাঁর সন্তানের উত্তরাধিকারে এক বিরাট ঐতিহ্য রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর তো কোন খ্যাতিমূলক পরিসমাপ্তি ঘটে নি। ঝড় দানবেরা তাঁকে উধাও করে নিয়ে গেছে। আমাদের জন্যে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই, আর বিশেষ করে আমার জন্যে তিনি শুধু দুঃখ ও অশ্রু ছাড়া আর কিছুই রেখে যান নি। শুধুমাত্র তাঁর জন্যেই যে আমার এত অশান্তি ও অস্বস্তি তাও নয়; দেবতারা আমার মাথার ওপরেও অনেক বিপদ ঝুলিয়ে রেখেছেন। ডুলিসিয়াস, সাম, বনাকীর্ণ জ্যাকিনথাস বা পাহাড় সমন্বিত ইথাকা দ্বীপসমূহে এমন কোন দলপতি নেই যিনি না আমার মা'র প্রতি প্রেম নিবেদনের প্রচেষ্টা করছেন, আর আমার সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছেন। আর মা'র ব্যাপারটা হলো, যদিও তিনি আবার বিয়ে করার বিষয়টাই ঘৃণার সঙ্গে দেখেন, তবুও না পারেন ঐসব লোককে প্রত্যাখান করতে, না পারেন কোন কিছু স্থির সিদ্ধান্ত নিতে। আর এই সুযোগে তারা আমার ঘর গৃহস্থালী খেয়ে শেষ করছে। আর আমি এতেও আশ্চর্য হব না যদি তারা আমাকেও শেষ করে ফেলে।"

ঘৃণা ঝরে পড়ল প্যালাস অ্যাথিনির চোখে-মুখে। "ছি ছি!" চিৎকার করে উঠলেন তিনি, "যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এবার তোমার বাবার ফিরে এসে এই বেহায়ার দলকে ঠাণ্ডা করার সময় হয়ে গেছে। এখন যদি তিনি শুধুমাত্র প্রাসাদদ্বারে এসে দাঁড়াতেন। হেলমেট মাথায়, হাতে ঢাল আর

তাঁর বর্শা দুটো—এই রূপেই তাঁকে আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম পানাহারের উচ্ছল পরিবেশে। সে সময়ে মারমারাসের পুত্র ইলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইফায়ার থেকে ফিরছিলেন। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন তীরের ফলায় মাখাবার জন্যে মারণ-বিষ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, ইলাস ধর্মভীরু মানুষ বলে তা দিতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমার বাবা তাঁকে খুব ভালবাসতেন বলে তাঁর মনের সাধ পূর্ণ করেছিলেন। হ্যাঁ সেই ওডেসিয়ুস যদি ফিরে আসত তাহলে এই ঘৃণ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের ভীড়ে মড়ক লেগে যেত এবং তাদের সকলেরই বিবাহ-সাধ বিলাপের কান্নায় পরিণতি পেত। কিন্তু সবই দৈবের উপর নির্ভর করে। দেবতারাই ঠিক করবেন ওডেসিয়ুস ফিরে আসবে কিনা এবং তাঁর গৃহের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে কিনা। ইতোমধ্যে এদের হাত থেকে অন্ততঃ এই প্রাসাদ মুক্ত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি, ভালো করে শোন। আগামীকাল সকালে অ্যাকিয়ান সামন্তদের সবাইকে এক সভায় তুমি আহ্বান কর। দেবতাদের সাক্ষ্য মেনে তুমি সেখানে তোমার মনোভাব ঘোষণা করবে। সমস্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে তুমি নিজের নিজের বাসস্থানে চলে যেতে বলবে। আর তোমার মা'র ব্যাপারে, তিনি যদি বিবাহ করবেন বলে স্থির করে থাকেন তবে তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে চলে যেতে দেবে। তাঁর পিতা বিবেচক লোক—তাঁর পরিবার বিবাহ-ভোজের ভাল ব্যবস্থাই করবে। তুমি শুধু দেখবে তোমার মা যাতে তাঁর উপযুক্ত যৌতুক পান। এ তাঁর প্রাপ্য। তোমার জন্যে এই হলো আমার উপদেশ। যথার্থ এই উপদেশ আশা করি তুমি গ্রহণ করবে।

তারপর তোমার সবচেয়ে ভাল জাহাজগুলি বাছাই কর, বিশজন করে দাঁড়ী দিয়ে প্রস্তুত করে নাও সেগুলিকে এবং বেরিয়ে পড় তোমার বাবার খোঁজে। খোঁজ নাও, কেন তিনি এত দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন। কেউ হয়তো তোমাকে তাঁর কথা জানাবে, অথবা তুমি তাঁর কোন বাণীও শুনে যেতে পারো হয়তো—এমন বাণী তো অহরহই অনেক গূঢ় সত্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। প্রথমে পাইলসে যাও, সেখানে সম্ভ্রান্ত নেসটরকে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে পারবে, তারপর স্পার্টাতে গিয়ে লালচুলো মেনিল্যায়াসের সাক্ষাৎ পাবে—তিনিই অ্যাকিয়ানদের মধ্যে সবার শেষে যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। তুমি যদি জানতে পার তোমার বাবা বেঁচে আছেন, এবং ফেরার পথে রয়েছেন, তাহলে এতদিনের ক্ষয়-ক্ষতির দুঃখ আর একটা বছরের জন্যে তুমি সহ্য করতে পারবে। কিন্তু যদি জানতে পার যে তোমার বাবার মৃত্যু হয়েছে, তিনি আর ইহজগতে নেই, তাহলে তুমি গৃহে ফিরে আসবে। একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাবে

তাঁর উদ্দেশ্যে, এবং তাঁর মর্যাদানুযায়ী সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে তুমি। এবং তোমার মাকে বিয়ে দিয়ে দেবে অন্যত্র। সবকাজ শেষ করে, তোমার ওপর জেঁকে-বসা এই ভীড় তাড়াবার ব্যবস্থায় লেগে যাবে। যদি পার বুদ্ধির সাহায্যে তাড়াবে এদের, নয়তো সোজা যুদ্ধ করে উৎপাটিত করে দেবে। তুমি আর শিশুমাত্র নও, বালসুলভ সব খেয়াল এখন ঝেড়ে ফেল। তুমি কি জান না রাজপুত্র ওরেসটিস পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক এইগিসথাসকে নিহত করে জগৎজোড়া কেমন খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তুমিও তো বন্ধু, কী বিশাল ও বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠেছ, ওরেসটিসের মতো সাহসীও তোমার হতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ জনপদ তোমার কীর্তিগাঁথা গাইবে।

"আমার নাবিকরা এতক্ষণে হয়তো আমার প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এখন আমার জাহাজে ফেরা উচিত। তোমার উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, ভেবে দেখো আমি যা বল্লাম।"

"ভদ্রমহোদয়", বুদ্ধিমান টেলেমেকাস বলল, "আপনি বড় সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে উপদেশগুলো দিয়েছেন। ঠিক যেমন বাবা ছেলেকে দেয়। আপনার কথা আমি কখনো ভুলব না। আমি বুঝতে পারছি চলে যাওয়ার জন্যে আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমার এই একটু অনুরোধ, আপনি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্নান সমাপন করে নিন। তাহলে তাজা হয়ে উঠতে পারবেন আপনি এবং প্রফুল্ল মনে আবার যাত্রা করতে পারবেন। আর আমি সামান্য একটা প্রীতি উপহার আপনাকে দিতে চাই—সুন্দর আর মূল্যবান। নিজের কাছে আপনি রাখবেন আমাদের এই বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।"

"না", উজ্জ্বল-আঁখি দেবী বল্লেন, "আমি এখুনি চলে যেতে চাই। আমার আর দেরী করিয়ো না। আর প্রীতি উপহার তুমি বাছাই করে রেখো, ফেরার পথে আমি নিয়ে যাব। যত ভাল উপহারই তুমি দাও না কেন প্রতি-দান পেলে দেখবে তুমি হারোনি।"

কথাটা শেষ করেই দেবী অন্তর্হিত হলেন, ঠিক যেমন ঘুলঘুলিয়ে মিলিয়ে যায় এক মুহূর্তে তেমনি করে। কিন্তু টেলেমেকাসের মনে তিনি রেখে গেলেন সাহস ও অনুপ্রেরণা এবং আগের চাইতে অনেক বেশী পিতার প্রতি কর্তব্য-বোধ। টেলেমেকাস এই পরিবর্তন অনুভব করতে পারল, অস্বস্তি থেকে মুক্ত হলো সে। কেননা একথা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, একজন দেবতা তাকে সাক্ষাৎ দিয়ে গেলেন।

তরুণ রাজকুমার এবার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের দলে ফিরে এলেন। জনতা নীরবে কবির কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শুনছিল। অ্যাকিয়ানরা কী করে ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফিরল আর প্যালাস অ্যাথিনির কোপে পড়ে কী দুর্ভোগের সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছিল—সেই কাহিনী তিনি বর্ণনা করছিলেন। দ্বিতলে নিজের কক্ষে বসে ইকারাশের কন্যা ধীমতি পেনিলাপ এই গান শুনতে শুনতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন, নিজের দুজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। মস্তিষ্কসজ্জা থেকে এক ফালি উজ্জ্বল কাপড় মুখের দুধারে টেনে দিয়ে ছাদ-ছোঁয়া সুবিশাল স্তম্ভের পাশে জায়গা নিলেন তিনি। দুই পরিচারিকাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন দুপাশে। তারপর কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিকে লক্ষ্য করে বললেন, "ফেমিয়াস, মানুষ এবং দেবতাদের কীর্তি কথার অনেক গাঁথাই কবিরা রচনা করেছেন—অনেক গানই তুমি জান। এ ছাড়া অন্য যে-কোন গান দিয়ে তুমি আমাদের মুগ্ধ করতে পার। তেমনি একটি গাঁথা তোমার শ্রোতাদের জন্যে বাছাই কর এবং তারাও শান্তিতে তাদের মদ পান করুক। কিন্তু এই গান আর তুমি গেয়ো না। বড় ভয়ানক এই গান। এই গান মুহূর্তের মধ্যে আমার বুকে বেদনা জাগিয়ে তোলে। কেননা, এই সংকটে আমার চেয়ে তো কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি—দুঃখে-বিলাপে আমার দিন কাটে, কেননা কী স্বামীকে আমি হারিয়েছি—মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ ছিল সে—হেলাস থেকে আরগোস—অন্তরে পর্যন্ত তার নাম ধ্বনিত হয়ে ফেরে।"

কিন্তু টেলেমেকাস পেনিলপিকে আর অগ্রসর হতে দিতে নারাজ। "মা", বল্ল সে, "কেন আমাদের অনুগত কবিকে বাধা দিচ্ছেন? আমাদের খুশী করার জন্যে তার প্রেরণা মতো গান গাইবার অধিকার তার রয়েছে। পৃথিবীর ঘটনাবলীর জন্যে নিশ্চয়ই কবিরা দায়ী নয়—দায়ী হলেন জিউস, তিনি সবই দেখছেন এবং প্রত্যেকের জন্যে যোগ্য ব্যবস্থাই তিনি করেন তাঁর নিজস্ব বিচার অনুযায়ী। ট্রয়বাসীদের করুণ পরিণতির গাঁথা যদি ফেমিয়াস বাছাই করে, তবে তাকে আমরা দোষ দিতে পারি না—কারণ শ্রোতারা সবসময়ই নতুন টাট্‌কা সঙ্গীতই পছন্দ করে। আপনাকে সাহস সঞ্চয় করতে হবে এবং সহ্য করার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। কেননা ওডেসিয়ুসই কেবল ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফিরতে পারে নি, এমন নয়। বহু লোকের পরিসমাপ্তি ট্রয়ে ঘটেছে। যাক, এখন আপনি নিজের ঘরে ফিরে যান, নিজের কাজ করুন, চরকায় তাঁত বুনুন গিয়ে এবং চাকরদেরও লাগিয়ে দিন তাদের কাজে। কথা বলা পুরুষের কাজ, বিশেষ করে আমারই এই দায়িত্ব। কেননা আমিই এই গৃহের প্রভু।

হতচকিত হয়ে পড়লেন পেনেলপি। তক্ষুনি ফিরে গেলেন তিনি নিজের কামরায়। তাঁর পুত্রের যে চেতনা হয়েছে এটি বুঝতে পেরে তিনি মুগ্ধও হলেন। পরিচারিকাসহ শয়ন-কক্ষে ফিরে এলেন পেনেলপি—তাঁর প্রিয় স্বামী ওডেসিয়ুসের জন্যে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। অবশেষে অ্যাথিনি ঘুমের ভারে তার চোখদুটো মুদিত করে তার কান্না থামিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে সেই ছায়াচ্ছন্ন কামরাটিতে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের দল উন্মত্ত চিৎকারে ফেটে পড়তে লাগল, তাদের প্রত্যেকেই সরবে এই আশাই প্রকাশ করতে লাগল যে, সে-ই পেনেলপির শয্যার অধিকারী হতে যাচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধিমান টেলেমেকাস তাদেরকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনল। "ভদ্র মহোদয়গণ", সে চিৎকার করে বলল, "কী চরম ঔদ্ধত্য আপনাদের যে আমার মা'র সঙ্গে প্রেম করতে আপনারা ভীড় জমিয়েছেন। এখনকার মতো আপনারা পানাহার করুন, নীরবে গান শুনুন; কেননা ঈশ্বরের মতো কণ্ঠসম্পন্ন একজন কবির গান শোনা ভাল কাজ। কিন্তু কাল ভোরে আমি আপনাদেরকে এক সভায় আহ্বান করছি—সেখানে আমার প্রাসাদ ত্যাগ করার জন্যে আপনাদের ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে আমি হুকুম জারী করব। আপনারা ভোজ উৎসবের আয়োজন এরপর অন্যত্র করবেন। নিজেদের রসদে নিজেদের বাড়িতে এর আয়োজন করুন গিয়ে। আর যদি একথা মনে করে থাকেন যে, পরের ঘাড়ে চড়ে যথেচ্ছভাবে অপরের সম্পদ ধ্বংস করাটাই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ, তবে আজ পেটপুরে খেয়ে নিন—আর আমি দেবতাদের কাছে এর এক হিসেব-নিকেশের দিনের জন্যে প্রার্থনা করব যেদিন আমিও যথেচ্ছভাবে আমার এই বাড়িতেই আপনাদের সমূলে ধ্বংস করতে পারব।"

টেলেমেকাস যে এই সুরে কথা বলতে পারে, এই দেখে ওরা সব বিমূঢ় হয়ে গেল, ওরা নিজেদের ঠোঁট কামড়াতে লাগল শুধু। অবশেষে ইউগেথেসের পুত্র এন্টিনাস কথা বলে উঠল, "মনে হচ্ছে দেবতারা তোমার সহায় হয়ে উঠেছেন টেলেমেকাস! তারাই তোমাকে এমন বলিষ্ঠ উগ্র কথা শিখিয়ে দিয়েছেন। তোমার পিতার পুত্র হিসেবে এই দ্বীপের উত্তরাধিকারী তুমি বটে। কিন্তু ঈশ্বর করুন, তুমি যেন কখনো এর রাজা না হতে পার।"

টেলেমেকাস ঘাবড়ে গেল না একটুও। সে উত্তর করল, "এন্টিনাস, তোমাকে এখবর নিতান্তই হতাশ করবে যে, জিউসের কাছ থেকে আমি এই দায়িত্বভার অত্যন্ত সহজেই গ্রহণ করব। তুমি হয়তো তবু এই তর্ক করবে যে, একজন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে গুরুভার আর কী থাকতে পারে? কিন্তু আমার ধারণা রাজা হওয়া এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। মন্দ কি, এতে সম্পদও

বাড়বে, ক্ষমতাও বাড়বে। যাহোক, অ্যাকিয়ানদের মধ্যে রাজকুমারের অভাব নেই। তরুণ এবং বৃদ্ধ সবাই সমুদ্র মেখলা ইথাকায় এসে ভীড় জমাবে। মহান ওডেসিয়ুসের যখন মৃত্যু হয়েছে তখন তাঁর উত্তরাধিকারী একজন না একজন হবেই। কিন্তু আমার অভিপ্রায় এই যে, আর কিছু না হোক অন্ততঃ আমার এই নিজস্ব গৃহের এবং আমার নিজের অনুচরদের, ·যা বাবা বিভিন্ন যুদ্ধে সংগ্রহ করেছেন আমার ন্যায্য সম্পত্তি হিসাবে—প্রভু আমি থাকবই।''

এই সময়ে পলিবাসের পুত্র ইউরিমেকাস তার উত্তরে বলল, "টেলেমেকাস, সমুদ্র-মেখলা ইথাকার রাজা কে হবে, দেবতারা অবশ্যই তা স্থির করে দেবেন। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি তোমার নিজস্ব সম্পত্তি ও নিজের গৃহ যে-কোন প্রকারেই রক্ষা কর। যতদিন ইথাকার জনসাধারণ রয়েছে ততদিন ঈশ্বর করুন কোন ভয়ানক হাত যেন তোমার সম্পত্তি স্পর্শ-করতে না পারে।''

'কিন্তু প্রিয় টেলেমেকাস, দয়া করে তোমার ঐ অতিথির কথা আমাদের কাছে কিছু বলবে কি কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন ? নিজের দেশের কী পরিচয় তিনি তোমাকে দিলেন ? তাঁর গোত্রই বা কী ? তাঁর স্বদেশই বা কোনটা ? তোমার বাবার সম্পর্কে কোন সংবাদ এনেছিলেন তিনি, না, কেবল নিজের ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে এসেছিলেন মাত্র : হঠাৎ উঠে এমন আকস্মিকভাবে চলে গেলেন তিনি যে তাঁকে জানার কোন সুযোগই তিনি দিলেন না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছিল, কেননা তার চেহারা দেখে একথা খুব স্পষ্টই মনে হচ্ছিল যে, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক।''

"ইউরিমেকাস", ধীমান রাজকুমার উত্তরে বললেন, "এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমার পিতা আর ফিরবেন না। সুতরাং এ সম্পর্কিত গুজবের কোন সূত্রকেই আমি আর বিশ্বাস করতে রাজী নই। আমার মা'র মতো কোন গণকের ওপর আস্থা রেখেও এ ব্যাপারে আর আমার কোন লাভ নেই। আর যে অতিথির কথা জিজ্ঞেস করছেন, তিনি বাবার একজন পুরনো বন্ধু। তিনি তাফোসের অধিবাসী। তিনি মেন্টেস বলে পরিচয় দিয়েছেন আমার কাছে। তাঁর পিতার নাম এ্যানচিলিয়াস, সুদূর সমুদ্র পারের টেফিয়ানদের দলপতি হন।''

এই ভাবে টেলেমেকাস তার অতিথির বিবরণ দান করল। কিন্তু মনে মনে সে জানতো একজন অমর দেবীর সাক্ষাৎ সে পেয়েছিল।

এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা নাচগানে মত্ত হয়ে রইল। রাত্রিতেও তারা ক্ষান্ত হলো না। কিন্তু অবশেষে তারা ঘুমাবার সময় নিজের নিজের বাড়িতেই প্রস্থান করল। এখন টেলেমেকাসকে অনেক কিছু ভেবে নিতে হবে। সে নিজেও তার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করল। সুন্দর সুউচ্চ ঘর—চারপাশে খোলা। ইউরিক্লিয়া তাকে

নিয়ে এল এখানে। হাতে রয়েছে তার একটা উজ্জ্বল আলো। অপসের কন্যা, পিসনয়ের পৌত্রী এই পরিচারিকাটি অনবদ্য চরিত্রের মহিলা। এ যখন নেহাৎ ছোট্ট বালিকাটি ছিল তখন লেইট্রেস একে কিনে এনেছিল নিজের খরচে বিশটি ষাঁড়ের দামের বিনিময়ে। লেইট্রেস তাকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতেন, ভদ্রমহিলার সর্বপ্রকার মর্যাদাই তাকে দেওয়া হত। অবশ্য নিজের স্ত্রীর বিরক্তির ভয়ে লেইট্রেস কখনো তার শয্যায় নিয়ে ওঠেন নি। এই মাহিলাই এখন লেইট্রেসের পৌত্রের আলোক বহনের দায়িত্ব পেয়েছে। টেলেমেকাসকে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করে সেই, কেননা, ছোট বেলায় টেলেমেকাসকে সেই লালন-পালন করেছে।

টেলেমেকাস ঘরের দরোজা উন্মুক্ত করে দিল। গায়ের নরম জামাটি খুলে সেই বৃদ্ধার হাতে তুলে দিল। জামাটা ঠিক ঠাক করে সে বিছানার কাছে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রুপোর হাতল ধরে দরোজা ভেজিয়ে চামড়ার ফিতের সাহায্যে খিল এঁটে দিল সে। আর টেলেমেকাস পশমী কম্বলের নিচে শুয়ে সারা রাত ধরে তার নতুন অভিযানের পরিকল্পনা করতে লাগল। অ্যাথিনির পরামর্শ সে ভোলে নি।

২

ইথাকায় বিতর্ক

গোলাপবর্ণ হাতের স্পর্শে ঊষা পূর্বদেশ রাঙা করে তুলেছে মাত্র, এরই মধ্যে শয্যা ত্যাগ করে পোশাক পরা পর্যন্ত হয়ে গেল ওডেসিয়ুসের পুত্রের। তীক্ষ্ণ এক তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, ঝকঝকে মজবুত স্যাণ্ডেল আঁটল সুন্দর পায়ে। যখন সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, মনে হলো এক দেবতা এলেন বেরিয়ে। তক্ষুনি উদাত্ত কণ্ঠ ঘোষকদের সে আদেশ করল, তার দীর্ঘকেশী স্বদেশবাসীদের সভায় সমবেত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতে। ঘোষণা ধ্বনিত হলো ঘোষকদের কণ্ঠে, আর জনসাধারণ দ্রুত সমবেত হতে লাগল। সবাই সমবেত হলে পর, টেলেমেকাস নিজে সভার উদ্দেশ্য যাত্রা করল, হাতে ব্রোঞ্জের বর্শা, সহচর দুটো কুকুর, ওরা ফুঁসতে ফুঁসতে সঙ্গে সঙ্গে এল। দেবী অ্যাথিনি তাকে এমনি আকর্ষণ করে তুললেন যে, সে যখন প্রবেশ করল তখন সবাই সপ্রশংস চোখে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। পিতার আসনে গিয়ে সে বসল। বয়োবৃদ্ধরা তার গমন-পথ করে দিলেন। বয়সের ভারে নুয়ে-পরা জ্ঞানী এইজিপ্‌টিয়াসই প্রথমে কথা বললেন। খুবই স্বাভাবিক ছিল এটা। কেননা তাঁর নিজের ছেলে এন্টিফাসও রাজা ওডেসিয়ুসের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করে আর ফিরে নি। অশ্ব-বহুল নগর ইলিয়ুসে গিয়েছিল তারা। কিন্তু হতভাগ্যের ললাটে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু লেখা ছিল না। বর্বর ক্যালিপসো তাকে হত্যা করেছিল নিজের গুহা-ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে। যদিও আরো তিনটি ছেলে রয়েছে তাঁর ; ইউরোপেমাস প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের দলে ভিড়েছে এবং আর দুজন পিতার সম্পত্তি দেখা-শুনা করে, তবু এন্টিফাসের কথা তিনি কখনো ভুলতে পারেন না। তাঁর শোকের কোন সান্ত্বনা নেই। অশ্রুপূর্ণ চোখে উঠে সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে শুরু করলেন :

"হে আমার স্বদেশবাসিগণ, দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। বীর ওডেসিয়ুসের অভিযাত্রার পর আর আমরা সমবেত হই নি, আমাদের মধ্যে কোন আলোচনাও আর হয় নি। আজ কে আমাদের আহ্বান করেছেন ? তিনি কি তরুণ, না বৃদ্ধ ? কী জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, তাঁকে

এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলো? তিনি হয়তো শুনতে পেয়েছেন যে, সমর বাহিনী ফিরে আসছে, অগ্রভাগে সংগৃহীত এই সংবাদের আনন্দ তিনি আমাদের সবার সঙ্গে উপভোগ করতে চান? কিংবা জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্যে তিনি আমাদের ডেকেছেন? তিনি উত্তম ব্যক্তি, আমি একথা নিশ্চয়ই বলব। আমাদের শুভাশীষ রইল তাঁর উপর। জিউস তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।"

বৃদ্ধের অনুকূল বচনে স্বস্তি এল ওডেসিয়ুসের পুত্রের মনে। নিজেকে ভারমুক্ত করার জন্যে আর কোন ভূমিকা না করেই জনমণ্ডলীর অভ্যন্তরে গিয়ে দাঁড়ালো সে। অগ্রদূত পেসিনর বিতর্ক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ, সে তৎক্ষণাৎ টেলেমেকাসের হাতে বক্তার দণ্ডটি তুলে দিল। এবং টেলেমেকাস বৃদ্ধ এইজিপ্টাসের দিকে প্রথমে ফিরে বলতে শুরু করল:

"হে মান্যবর, আপনার কৌতূহলের উত্তর আপনি এখনি পাবেন। যে ব্যক্তি এই সভা আহ্বান করেছে, তাকে অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। সে আমিই। অন্তত, নিজের কাছেও অজানা এক অন্তর্জ্বালায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। সমর বাহিনীর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কোন অগ্রিম খবর আমার জানা নেই। যদি পাই, আপনাদের সবার সঙ্গেই এই সংবাদ আমি গ্রহণ করব। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ও আপনাদের সামনে আমি পেশ করব না। আমি যা বলতে চাই তা একান্ত আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমার উপর যে বিপদ বরং মহাবিপদ অবতীর্ণ হয়েছে তারই কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। প্রথম কথা, আমি আমার সজ্জন পিতাকে হারিয়েছি। তিনি একদা আপনাদের রাজা ছিলেন এবং আপনাদের সবার কাছে পিতার মতোই সহৃদয় ছিলেন। কিন্তু এরচেয়েও আরো অনেক ভয়ানক বিপদ এরপর এসে বর্তেছে। এমন এক বিপদ যা আমার সংসার ধ্বংস করে দিতে পারে এবং আমার আত্মসংস্থান থেকে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতে পারে। কতকগুলি উমেদার তাদের অবাঞ্ছিত তৎপরতায় আমার মাকে জ্বালাতন করে শেষ করছে—প্রকৃতপক্ষে সমবেত নেতৃবৃন্দের সন্তানেরাই হলো এই প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দল। এরা এতই কাপুরুষ যে, মা'র বাবার কাছে তাদের প্রস্তাব নিয়ে যেতে তারা সাহস পায় না। তাহলে ইকারাস তার কন্যার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে কাউকে পছন্দ করে তার সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত ফয়সালা করতে পারতেন—কিন্তু তা না করে আমার বাড়ির চত্বরেই তারা দিন রাত কাটাচ্ছে। আমার ষাঁড়গুলিকে তারা হত্যা করছে, আমার মেষগুলিকে, মোটামোটা গাভীগুলিকে—আর তারা পরম আনন্দে ভোজ উৎসব করছে তাই দিয়ে, আর আমার উজ্জ্বল মদ নিঃশেষ

করছে অকাতরে, একবারও ভাবছে না পরের সম্পদের কতখানি ক্ষতি করছে তারা। ব্যাপারটা এই যে, ওডেসিয়ুসের মতো কেউ নেই, যে উজবুকগুলোকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দেবে আমার প্রাঙ্গণ থেকে। আপনারা বুঝতে পারবেন, তার মতো শক্তি ও উপযুক্ততা আমাদের নেই— আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের দুর্বলতাকেই প্রকট করে তুলবে মাত্র। তবু আমার আত্মরক্ষার দায়িত্ব আমি নিজেই নিতাম যদি সৈন্যবাহিনী আমার কর্তৃত্বাধীনে থাকত! আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, ব্যাপার যা হচ্ছে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে অনেক আগেই, এবং যেভাবে আমার সম্পদ ছিটিয়ে বিনষ্ট করা হচ্ছে তা একান্তই শালীনতাবিগর্হিত। এর প্রতিবাদ আপনাদের করা উচিত শুধুমাত্র নিজেদের কারণে নয়, বহির্বিশ্বে আমাদের প্রতিবেশির নিকট এ আমাদের এক বিষম কলঙ্ককে উন্মোচিত করছে বলে। এ ব্যাপারে আপনাদের ঘৃণা হওয়া উচিত। দেবতাদের কথা স্মরণ করুন। আপনাদের কী এই ভয়টুকুও নেই যে, এমন বিপদ আপনাদের মাথার উপরও তাঁরা চাপিয়ে দিতে পারেন? অলিম্পিয়ান জিউস ও থেমিসের নামে বলছি, তাঁরাই মানুষের পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন এবং সমাপ্ত করেন—হে বন্ধুগণ, আমার এই দুঃখ একা একা ভোগ করতে দিন। যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে, আমার সজ্জন পিতা আপনাদের সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাহলেই এই পরভোজীদের প্রশ্রয় দিয়ে আমার ওপর সমান নিষ্ঠুর হতে পারেন আপনারা। এ কি আপনাদের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রচেষ্টা বলে আমাকে মনে করতে হবে? আপনারা যে আমাদের সম্পদ ও পশুদল বিনষ্ট করছেন, শুধুমাত্র এইটেই যদি একমাত্র ঘটনা হতো তবে আমরা অনেক বেশী স্বস্তি পেতাম। কেননা তাহলে এর ক্ষতিপূরণের জন্যে আমাদেরকে বেশী কিছু করতে হতো না। আমরা সারা শহরে আপনাদের সকলের কাছ থেকে তাগিদ দিয়ে আমাদের হৃত সম্পদের প্রত্যেকটির পুনরুদ্ধার করতাম। কিন্তু আপনাদের বর্তমান মনোভাবই আমার দুঃখের প্রকৃত কারণ, এইটেই আমার মন তিক্ত করে ফেলছে, এবং এর কোন উপশমও আমি পাচ্ছি না।"

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ, অবশেষে কেঁদে ফেলল সে, হাতের দণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। এক করুণার প্রবাহ জনসমাবেশকে অভিভূত করে ফেলল। কেউ একটা কথা বলল না। টেলেমেকাসকে কড়া জবাব দেবার মতো কঠিনও হতে পারল না কেউ। স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল যতক্ষণ না এন্টিনাস নিজের উপর কথাগুলো টেনে নিয়ে উত্তর দিল :

"কী বাগ্মিতা, টেলেমেকাস! আর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কী জঘন্যতম অভিব্যক্তি। তাহলে তুমি আমাদেরকে ধিক্কৃত করতে চাও? সমস্ত দোষ আমাদের

উপরেই চাপাতে চাও, তাই না? অত্যন্ত ভ্রান্ত তুমি, ভুল তোমার। আমরা প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করছি। তোমার মা—অতুলনীয়া পরিকল্পনাবিশারদ—সেই তোমার মা'ই হলো প্রকৃত দোষী। শোন। তিনটি পুরো বছর ধরে—তা বলব কেন - চার বছরই হতে চলল, সে আমাদের উৎকণ্ঠায় ঝুলিয়ে রেখেছে—আমাদের আশা জিইয়ে রাখার জন্যে প্রচেষ্টার তার অন্ত নেই—প্রত্যেকের কাছে গোপন সংবাদ পাঠিয়ে সে জানিয়েছে যে আমাদের প্রতীক্ষায় রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। তার দুমুখোনীতির একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সে তার তাঁতে বিরাট এক জাল তৈরী করেছে, সেখানে সূক্ষ্ম এবং বড় এক শিল্পকাজ তুলতে শুরু করেছে সে। সে আমাদের বলেছেঃ 'আমাকে প্রেম নিবেদন যাঁরা করছেন সেই সব তরুণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব আমি, যদি তাঁরা তাঁদের উৎসাহকে কিছুদিনের জন্যে সংযত করেন। রাজা ওডেসিয়ুস তো মারাই গেছেন—সুতরাং আমি যে এতবড় কাজটা হাতে নিয়েছি এইটে যাতে সম্পূর্ণই বিনষ্ট না হয়ে যায় শুধু এই জন্যেই, এই কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র। লর্ড লেইর্ট্রেসের শবাচ্ছাদন এইটে। সব মানুষের মত মৃত্যুর নিষ্করুণ হাত তাকেও এসে স্পর্শ করবে। এত ধনসম্পত্তির মালিক যিনি তার কোন শবাচ্ছাদন থাকবে না, এইটে হতে পারে না—আমার স্বদেশবাসী মহিলাদের মধ্যে এক কলঙ্কের সূচনা হবে এতে—আমি এই কলঙ্কের ঝুঁকি নিতে পারিনে।" এইসব কথা সে বলেছিল। আর আমরা ভদ্রলোকের মতো আমাদেরকে চালিত করার সুযোগ দিয়েছিলাম তাকে। আর এর ফল হয়েছিল কী—দিনে সে ওই বিরাট জালে কাজ করত এবং রাতে তা আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে রাখত। এই চালাকিতে তিন তিনটি বছর সে আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে। চতুর্থ বছর শুরু হলো, ঋতুগুলোও দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় এক পরিচারিকা তার মনিবিনীর কৌশল ফাঁস করে দিল। যখন সে তার সুন্দর কাজটা বিনষ্ট করছিল তখন আমরা গিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেল্লাম। তারপর তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা তাকে বাধ্য করলাম সেই কাজ শেষ করতে।

"টেলেমেকাস, এই হলো পাণি-প্রার্থীদের উত্তর তোমার কাছে। বিষয়টা তোমাকে ভালো করে বুঝে নিতে তোমায় আমি বলি, জনসাধারণও বুঝুন। তোমার মাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দাও—তার বাবা এবং তার নিজের পছন্দ মতো যে কাউকে সে বিয়ে করুক। আমাদের যুবকদের ধৈর্য পরীক্ষার ব্যাপারে তার সতর্ক হওয়া উচিত। অ্যাথিনির বদৌলতে যে অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী সে হাতের কাজের দক্ষতা, চমৎকার ধীশক্তি- এসবের উপর নির্ভর করেও

খুব বেশী তার লাভ হবে না। আমি স্বীকার করি, তার কোন তুলনা নেই, এমন কি গল্প-কাহিনীতেও তেমন কাউকে পাওয়া যাবে না। অতীতের অ্যাকিয়ান সুন্দরীদের মধ্যে টাইরো, এলেকমেনি, মাইসিন—কোন রাজকুমারীই তার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্না ছিল না। কিন্তু এ-ব্যাপারে পেনেলপি তার সমস্ত বুদ্ধি বিফলে ব্যবহার করেছে। আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যতদিন সে এমন বিভ্রান্তিমূলক কৌশল অবলম্বন করে চলবে ততদিন পর্যন্ত পাণি-প্রার্থীর দল তোমার ধনসম্পত্তি খেয়ে চলবেই। চতুর হিসাবে তার হয়তো খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু তা হবে তোমার কোন সর্বনাশের বিনিময়ে, একবার তলিয়ে দেখ! সুতরাং আমি আবার বলছি, আমরা আমাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাব না, অন্য কোথাও যাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বদেশবাসীদের কাউকে না কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করে।"

"এন্টিনাস", বুদ্ধিমান রাজকুমার উত্তরে বলল, "যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন আমাকে লালনপালন করেছেন তাঁকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর তাছাড়া আমার বাবার কোন উদ্দেশ নেই, হয়তো তিনি এখনো জীবিত আছেন পৃথিবীর কোন দূর সীমায়। প্রথমতঃ ভেবে দেখুন যদি আমি নিজ দায়িত্বে মাকে ফেরত পাঠাই তবে ইকিরিয়াসকে এর বদলে আমাকে কত দিতে হবে। আমার মা'র পিতা তো আমার চূড়ান্ত ক্ষতি করার চেষ্টা করবেনই, তার ওপর রয়েছে দেবতাদের কোপ। বাড়ি থেকে বের করে দিলে মা যে অভিশাপ আমাকে দেবেন তা দেবতাদের অপরিসীম প্রতিশোধাত্মক ক্রোধ আমার ওপর বর্ষিত করবে, এতে কোন সন্দেহই নেই। তদুপরি আমার সঙ্গীসাথীরা আমাকে ছি ছি করবে এই জন্যে। তাহলে আপনারা ধরে নিতে পারেন, এব্যাপারে আমি কিছুতেই কথা দিতে পারি না। আপনাদের হৃদয়ে যদি কিছুমাত্র লজ্জার স্থান থাকে তবে আমার প্রাসাদ ত্যাগ করুন। আপনারা অন্যত্র ভোজ উৎসব করুন গে, একে অপরের খাবার খেয়ে শেষ করুন গে। আর যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে, অপরের সম্পত্তি নিজেদের খেয়ালখুশিমত যাচ্ছে-তাই ভাবে বিনাশ করা অনেক বেশী সুবিধার ব্যাপার, তাহলে আপনাদের উদর পরিপূর্ণ করে খেয়ে নিন। এর একটা হিসেব-নিকেশের দিনের জন্যে আমি প্রার্থনা করতে থাকব, যেদিন আমিও খেয়ালখুশিমত যাচ্ছে-তাই করতে পারব, আর আমার এই বাড়িতেই আপনাদের সবাইকে সমূলে বিনাশ করতে পারব।"

এই উত্তর দেওয়ার মুহূর্তে জিউস সবই ওপর থেকে অবলোকন করছিলেন। তিনি এই সময়ে দুটো ঈগলকে পর্বত শিখর থেকে সেই জায়গায়

যেতে আদেশ করলেন। ঈগল দুটো বাতাসে ভর করে নিচে নেমে এল পালকে পালকে ডানায় ডানায় মিশে। ওরা যখন মানুষের কণ্ঠমুখর সভাস্থলের ঠিক ওপরে এসে গেল, তখন তারা জনতার মুখগুলো তাক করে যেন উড়তে লাগল। ওদের চোখে ভয়াবহ মৃত্যুর সংকেত। তারপর ওরা ওদের থাবাগুলো বিস্তৃত করলো, পরস্পরের চিবুক ও গ্রীবা ছিঁড়তে লাগল ওরা, এবং শেষে সেই কর্মব্যস্ত শহরের ঘরবাড়িগুলোর ওপর দিয়ে পূর্বদিকে তীব্র গতিতে ধেয়ে গেল। বিস্ময়ে জনতা সেই পাখি দুটোর কাজ লক্ষ্য করল, এবং পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, কী ইঙ্গিত বহন করে আনছে এই লক্ষণ। অবশেষে ম্যাস্টরের পুত্র, বৃদ্ধ লর্ড হেলিসারথেস কথা বললেন। পাখি-সংকেত এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর কালের সকলের চেয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বেশী ছিল। স্বদেশবাসীর মঙ্গল চিন্তা হৃদয়ে রেখেই তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন।

"ইথাকার জনসাধারণ, আমার কথাগুলো শুনুন। বিশেষ করে পাণি-প্রার্থীদের কাছেই আমি এই লক্ষণ সম্পর্কে আমার ধারণা ব্যাখ্যা করতে চাই। ওডেসিয়ুস আর বেশীদিন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে বিদেশে থাকবেন না। এই মুহূর্তে তিনি হয়তো খুব নিকটেই এসে গেছেন। পাণি-প্রার্থীদের রক্তাক্ত পরিণতির বীজ বহন করেই তাঁর এই আগমন। তার অর্থ এই যে, ইথাকার এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসবাসকারী অনেকেই এতে ধ্বংস হবে। এমন কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই কি আমরা তাদেরকে ক্ষান্ত করতে পারি না? অথবা তারা কি নিজেদের দায়িত্বেই ক্ষান্ত হবে না? আমি নিশ্চয়ই বলব, এইটেই তাদের জন্যে অধিকতর শুভ পন্থা। ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ নই। আমি পরিপক্ক অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলছি। ওডেসিয়ুসের বিষয়টাই চিন্তা করুন না কেন। গ্রীক সেনাবাহিনী নিয়ে ইলিয়ুস নগরে যাত্রার প্রক্কালে সেই আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিকে আমি যা কিছু সতর্কবাণী করেছিলাম, তা কি হুবহু ফলে যায় নি? দীর্ঘ উনিশ বছর অতিক্রান্ত হবে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনে। অনেক কষ্টে পতিত হতে হবে তাঁকে। সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে সে হারাবে। আর এই অবস্থায় তাকে কেউ চিনতেও পারবে না। দেখ, কেমন করে আমার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে।"

পলিবাসের পুত্র ইউরিমেকাস বৃদ্ধের প্রত্যুত্তরে গাত্রোত্থান করল।

"হে পক্কশ্মশ্রু", সে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। ঘরে ফিরে যাও, সেখানে তোমার সন্তানদের কাছে এই সব লক্ষণ বর্ণনা কর গে। নইলে তারা

বিপথে চলে যেতে পারে। এই লক্ষণগুলোর ব্যাখ্যা আমাকে করতে দাও। এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমিই যোগ্য লোক। যাহোক, হাজারো পাখি সূর্যঝলসিত আকাশে নিজেদের দায়ে উড়ে চলেছে। তার মানে এই নয় যে, প্রত্যেকেই একটা না একটা অর্থ বহন করে ফিরছে। আর ওডেসিয়ুস সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, বিদেশে সে তার শেষ পরিণতি লাভ করেছে। আহা, তোমারও যদি তেমনি হতো! তাহলে আমরা তোমার এই দৈব ব্যাখ্যার বন্যা হতে উদ্ধার পেতাম, আর টেলেমেকাসের ক্রোধে নতুন ইন্ধনও তুমি জোগাতে পারতে না। সন্দেহ নেই, তোমার নিজের জন্যে একটা উত্তম পুরস্কারের আশায় এইসব কথা তুমি বলছ, তাকে খুশী করার জন্যে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমায় বলতে দাও। নিশ্চয় জেনো আমার কথাতেই প্রকৃত শুভ রয়েছে। বয়োবৃদ্ধজ্ঞানী উপদেষ্টা হিসাবে যদি তুমি তোমার সুললিত ভাষার অপব্যবহার করে এই তরুণকে বলপ্রয়োগে উত্তেজিত করতে চাও, তাহলে প্রথমতঃ এটি তার জন্যে চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ হবে, কেননা তাতে সে কিছুই করতে পারবে না; দ্বিতীয়তঃ তোমার জন্যে, হে বৃদ্ধ, তা এক অপ্রীতিকর পরিণতি ডেকে আনবে, কেননা তাহলে আমরা তোমার ওপর এমন এক জরিমানা ধার্য করব, যা পরিশোধ করতে তোমার কলিজা ফেটে যাবে।

"টেলেমেকাসের জন্যে আমার নিজস্ব উপদেশ হলো: তোমাদের সকলের সামনেই তা আমি জানাচ্ছি। সে তার মাকে বলুক তার বাপের বাড়ি চলে যেতে। সেখানে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হোক। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে বিয়েতে সে যেন তার মতো কন্যার উপযুক্ত যৌতুকাদি পায়। এইটে যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ তরুণ লর্ডদের তাদের অবাঞ্ছিত প্রণয়াকাংক্ষা থেকে বিরত দেখতে কি করে আশা করতে পারি আমি। কারণ আমরা কাকেও ভয় পাই না—টেলেমেকাসকে তো নয়ই, যতই সে তার ঔজস্বিতা প্রকাশ করুক না কেন। হে বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তোমার ঠোঁট থেকে এই যে দৈব ব্যাখ্যা অনর্গল ঝরে পড়ল ওতেও আমাদের কোন ভয় নেই। ওতে কোন ফল নেই, তোমার দুর্নামকেই তা বাড়াবে মাত্র। টেলেমেকাসকে অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে—আমরা তার সম্পদ খেয়ে চলবই এবং তা পুনরুদ্ধারের কোন সুযোগও সে পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পেনেলপি তার বিয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে এমন অযথা প্রতীক্ষিত করে রাখবে। ইতিমধ্যে অবস্থান করব যে যার জায়গায়, অন্যকোন পাত্রীরও সন্ধান করব না—সেই অতুলনীয় পুরস্কারের লোভকে জইয়ে রেখে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে যাব।"

টেলেমেকাস এবারে তার স্থির বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিল। "ইউরিমেকাস", সে বলল, "এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাঁরা আমার মা'র প্রতি তাঁদের সম্মানিত মনোযোগ প্রদর্শন করে আসছেন, আমি আমার সানুনয় নিবেদন জানিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমি আর আলোচনা করতে রাজী নই। দেবতাগণ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই আমার আবেদন শুনেছেন। এখন একটি মাত্র বস্তুই আমার প্রয়োজন তাহলো একটি দ্রুত জাহাজ এবং বিশজন মাল্লা যারা আমার অভিযানে ও প্রত্যাবর্তনে আমাকে সাহায্য করবে। কেননা এখন আমি স্পার্টা ও বালুকাময় পাইলসে যাত্রা করব। আমার পিতা বহুদিন নিরুদ্দেশে রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্যেই এই যাত্রা। কেউ না কেউ তাঁর সম্পর্কে আমাকে কোন খোঁজ দিতে পারবে কিংবা সত্য প্রকাশক কোন স্বর্গীয় গুজবও আমি শুনে যেতে পারি হয়তো। যদি জানতে পারি যে তিনি বেঁচে আছেন এবং তিনি ফেরার পথে তাহলে এই অপচয়ের দুঃখ আরো একটি বছরের জন্যে হয়তো আমি সহ্য করতে পারব। আর যদি জানতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাহলে আমি বাড়ি ফিরে আসব। সর্বপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করব এবং মাকে আমি তার এক নতুন স্বামীর কাছে অর্পণ করব।"

টেলেমেকাস আসন গ্রহণ করল এবং মেণ্টর উঠে দাঁড়াল কথা বলবার জন্যে। মেণ্টর ওডেসিয়ুসের পুরনো বন্ধু ছিলেন। যাত্রাকালে রাজা মেণ্টরের হাতেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বৃদ্ধ লেইট্রেসের পরামর্শ গ্রহণের এবং সবকিছু যথাযথ রাখার আদেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার স্বদেশবাসীদের ভর্ৎসনা করে তাঁর শুভেচ্ছাকেই প্রদর্শন করলেন এখন।

"হে নগরবাসিগণ", তিনি বললেন, "আমি যে সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছি তা হলো এই যে, রাজদণ্ড যিনি পরিচালনা করেন তার জন্যে আর দয়া উদারতা ন্যায়বিচার থাকার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন অত্যাচারে বিধি-বিগর্হিত কাজে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

ওডেসিয়ুসের বিষয়টা বিবেচনা করলেই এ কথা মনে হবে। কেননা তিনি একদা রাজা হিসেবে পিতার মতো এই জনসাধারণকে শাসন করেছেন। আর আজ তাঁর কথা ভাববার একটা লোকও নেই। অবশ্য এই পাণি-প্রার্থীদের সঙ্গে, যারা তাদের দুষ্ট মানসিকতা নিয়ে এই সকল অন্যায় করে চলেছে, আমার কোন ঝগড়া বাঁধাবার ইচ্ছে নেই। ওডেসিয়ুস চিরতরে চলে গেছেন, মনে করে তারা যে তাঁর সম্পত্তির বিনাশ করে চলেছে এতে তারা নিজেদেরই

বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে মাত্র। কিন্তু আর যাঁরা নীরবে দর্শক সেজে বসে আছেন তাঁদের ভূমিকাই আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক করছে অনেক বেশী। ওরা সামান্য কয়েকজন মাত্র আর আপনারা অনেক। তবু আপত্তিসূচক কিংবা সতর্কতামূলক একটি কথাও ওরা আপনাদের দিক থেকে শোনেনি।'

ইউনোরের পুত্র লিয়োক্রিটাস লাফিয়ে উঠল। "মেন্টর, তুমি উন্মাদ, মূর্খ", সে তার প্রতি চিৎকার করে বলল, 'আমাদেরকে ক্ষান্ত করার জন্যে ওদেরকে বলার কি অর্থ থাকতে পারে? অদ্ভুত হোক আর যাই হোক, ভোজ উৎসব নিয়ে লড়াই বাঁধানো তাদের পক্ষে মুশকিল হবে বৈকি! ইথাকার ওডেসিয়ুস এসেও যদি ব্যাপারটা নিজের কাঁধে নেয়, এবং যেহেতু আমরা তাঁর খাবার ঘরে বসে আহার করছি, শুধুমাত্র সেই জন্যেই সে আমাদেরকে তাঁর প্রাসাদ থেকে তাড়াতে চায়, তাহলে তাঁর স্ত্রীও তাঁর ফিরে আসাতে আর তেমন কিছু আনন্দ বোধ করবে না। এখন তার স্ত্রী হয়তো তার জন্যে বেশ দুঃখ বোধ করছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সে এক বিদঘুটে পরিণতির সম্মুখীন হবে, সুতরাং তোমার পরামর্শ অর্থহীন। এই নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে। এখন সভা ভঙ্গ হোক, সবাই তাদের নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাক। মেন্টর এবং হেলিসের থেস টেলেমেকাসকে তার বাবার পুরনো বন্ধু হিসেবে তার অভিযান সম্পর্কে পরামর্শ দিক। অবশ্য আমার মতে এই অভিযান কখনো শুরু হবে না। সে নিজেকে বহুদিন ধরে ইথাকাতেই বসে তার সাধ মত খবর সংগ্রহ করতে দেখতে পাবে।'

সমবেত জনতা সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গের পরামর্শ গ্রহণ করল এবং যে যার বাড়িতে ফিরতে শুরু করল। আর পাণি-প্রার্থীর দল যাত্রা করল রাজা ওডেসিয়ুসের বাড়ির দিকে।

আর এদিকে টেলেমেকাস সমুদ্র পারের নির্জনে গিয়ে ধূসর তরঙ্গে হাত দুটো ধুয়ে অ্যাথিনির নিকট প্রার্থনায় তা তুলে ধরল ঃ

"আমার কথা শ্রবণ করুন, হে দেবী, যিনি গতকাল দেবশরীরে আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। এটি তোমারই আদেশ যে আমি কুহেলিকাপূর্ণ সমুদ্রে আমার দীর্ঘকালীন হারানো পিতার খোঁজে যাত্রা করব। কিন্তু তুমি দেখ আমার স্বদেশবাসী, বিশেষ করে সেই অবিমৃশ্যকারীরা যারা আমার মাকে ঘিরে রয়েছে, কিভাবে প্রত্যেক স্তরে আমার বাদ সাধছে।"

অ্যাথিনি তার প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে সশরীরে অবতীর্ণ হলেন। তিনি মেন্টরের অবয়বে দেখা দিলেন এবং তার সঙ্গে এমন সাদৃশ্য বজায়

রাখলেন যে, চক্ষুকর্ণ উভয়ের নিকটই সেই ভ্রম অটুট রইল। তিনি উদ্দীপ্ত ভাষায় টেলেমেকাসকে বলতে লাগলেন ঃ

"আজ তাহলে প্রমাণ পেলে টেলেমেকাস যে তুমি বোকা নও, ভীরু নও, এবং এসব হওয়ার জন্যেও তোমার জন্ম হয়নি। তোমার পিতার পুরুষোচিত বলবত্তাই তোমাতে বর্তেছে আর তোমার পিতা কর্মে ও বিতর্কে কী মহান পুরুষই না ছিলেন! ভয় নেই। তোমার অভিযান তামাশায় কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যদি ওডেসিয়ুস এবং পেনেলপির যথার্থ পুত্র না হতে তবেই আমি ভাবতাম যে তোমার পরিকল্পনা কোন কাজে আসবে না। খুব অল্প ছেলেই তাদের বাবার মতো হয়ে থাকে। সাধারণতঃ তারা অধিকতর হীন হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই হয় অধিকতর ভালো। তাছাড়া এ যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তুমি বুদ্ধিমত্তায় ওডেসিয়ুসের চেয়ে কিছুমাত্র কম নও এবং মূর্খ ও কাপুরুষত্ব জীবনও তোমার জন্যে নয়, তখন এই অভিযানে যে তুমি সফল হবে, একথা তুমি ভাবতে পারছ না কেন? সুতরাং প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের কথা এখন ভুলে যাও এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের কথাও মন থেকে সরিয়ে ফেল। ওরা মূর্খ, ওদের বুদ্ধি এবং সম্মানজ্ঞান কোন কিছুই নেই। যে ভয়াবহ পরিণতি ওদের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে এবং যা একদিনেই তাদেরকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে দেবে, সে সম্পর্কেও ওদের বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। তুমি তোমার মনের ইচ্ছে অনুযায়ী শীগ্‌গীরই সমুদ্রে বেরিয়ে পড়বে। আমি কি তোমার বাবার বন্ধু নই, এবং আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তোমাকে আমি দ্রুতগামী জাহাজ সংগ্রহ করে দেব, আর আমি নিজে থাকব তোমার সঙ্গে? বাড়ি যাও এখন, পাণি-প্রার্থীদের দেখা দাও। তারপর রসদ প্রস্তুত কর, নৌকায় বোঝাই কর সে সব। মদের পাত্র পূর্ণ কর, যবের খাদ্যও প্রস্তুত রাখ মজবুত করে সেলাই করা চামড়ার থলেতে। তোমাদের লোকজনদের তো শক্ত-সমর্থ রাখতে হবে। এর মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী নাবিকদের সংগ্রহ করে নেব শহর থেকে। ইথাকার সমুদ্র-বেলায় নতুন পুরনো অনেক জাহাজ রয়েছে। আমি নিজে সবচেয়ে ভালোটা তোমার জন্যে যাছাই করে রাখব। আর কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে উম্মুক্ত সমুদ্রে আমরা তা ভাসিয়ে দেব।"

জিউসের কন্যা অ্যাথিনি কথা শেষ করলেন। দেবীর কণ্ঠস্বরে উদ্বুদ্ধ টেলেমেকাসেরও আর বিলম্ব করার কোন কারণ ছিল না। তক্ষুণি সে বাড়ির দিকে যাত্রা করল। কিন্তু মনটা ভারী। প্রাসাদে গিয়ে সে দেখতে

পেল সেই দুর্বৃত্ত পাণি-প্রার্থীর দল প্রাসাদ প্রাঙ্গণে জমা হয়ে আছে—ছাগলগুলোর চামড়া ছাড়াচ্ছে, আর মোটাসোটা শুকরগুলোকে পরমানন্দে আগুনে ঝলসিয়ে নিচ্ছে। এণ্টিনাস তাকে দেখামাত্র এক মুখ হাসি নিয়ে তার কাছে দৌড়ে এল। তার হাতটা চেপে ধরে গলায় গলা লাগিয়ে বলতে লাগল :

"টেলেমেকাস, আমার অনলবর্ষী তরুণ বক্তা, কড়া কথা বলা আর বলপ্রয়োগের মতলব আঁটা যথেষ্ট হয়েছে! আস আগের মতোই এক সাথে বসে আমরা পানাহারে লেগে যাই। আমাদের লোকজনেরাই তোমার পবিত্র ভূমি পাইলসে যাবার জাহাজ এবং নাবিক সংগ্রহ করে দেবে। তুমি নিশ্চিত মনে বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট পিতার খোঁজে বেরুতে পারবে।"

কিন্তু প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি টেলেমেকাসের ছিল। "এণ্টিনাস", সে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তোমাদের মতো দাঙ্গা-বাজদের সঙ্গে বসে অনর্থক আহারে কালক্ষেপ করা একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এই কি যথেষ্ট নয় যে, পাণি প্রার্থনার অজুহাতে আমার যথা সর্বস্ব লুট করে নিচ্ছ, আর আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম বলে এতদিন তা বুঝতে পারিনি। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, আমি যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি। অপরের ওপর নির্ভর করে আর আমাকে বুঝতে হবে না কি ঘটছে আর আমার শক্তিই বা কতটুকু। আমার কথা এই যে, যতদিন পর্যন্ত না তোমাদের ওপর সর্বনাশের নরক নামিয়ে আনতে না পারি ততদিন আমি ক্ষান্ত হব না। তা আমি যেখানে গিয়েই পারি—পাইলসে গিয়ে কিংবা ইথাকাতেই বসে। যে অভিযানের কথা আমি বলেছি তা থেকে আমি পিছ-পা হব না। আমাকে যদি সাধারণ যাত্রী হিসাবেও যেতে হয় তবু আমি যাব। কেননা তোমাদের ভাব গতি দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা আমার জাহাজ ও নাবিকদের নিতে দেবে না।"

ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের ঝড় বয়ে গেল এই বক্তৃতার ওপর। একজন তরুণ দুর্বৃত্ত বলে উঠল :

"আমার বিশ্বাস, টেলেমেকাস আমাদের গলা কাটতে চায়। সে বালুকাময় পাইলসে যাচ্ছে এই কাজের সাহায্যের প্রত্যাশায়। সম্ভবতঃ সে স্পার্টাতেও যাবে, তারপর আমাদের রক্তের পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। এমনও হতে পারে যে, সে উর্বরা দেশ ইফায়ারে যাবে। সেখান থেকে সে মারাত্মক বিষ নিয়ে ফিরে আসবে। আমাদের মদের মধ্যে ঢেলে দেবে সে তা। আর আমরা সব ঢলে পড়ে মরে যাব।"

আরেক তরুণ গলা উঁচু করল, "কিন্তু পরিণতি কেই বা জানে ? সে যদি সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যায়, আর নিজেও যদি ওডেসিয়ুসের মতো হারিয়ে যায় ? তাহলে কি একটা বিষম বিপদ পড়বে আমাদের ওপর বলতো ! কি একটা বাড়তি দায় এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে—তার সম্পত্তিটুকু আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিতে হবে আর তার ওপর ওর মা এবং তার বরকে এই বাড়িটাও উপহার দিয়ে দিতে হবে। কম মুশকিল নাকি।"

তাদের বাগাড়ম্বরে টেলেমেকাস বাধা দিল না। সে তার বাবার খাজাঞ্চি-খানায় সোজা চলে এল। সোনা এবং ব্রোঞ্জ স্তূপীকৃত রয়েছে সেখানে। আর রয়েছে কাপড় বোঝাই বাক্স এবং সুগন্ধি তৈল। দেয়ালে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সার দেওয়া রয়েছে পাকা দ্রাক্ষার মদের জালি নির্ভেজাল রসে টই-টুম্বুর—ওডেসিয়ুস তার দুঃখদিনের শেষে যেদিন ফিরবে সেই দিনের উৎসবের জন্যে সংগৃহীত। ভাজওয়ালা দরোজায় তালা বন্ধ থাকত এই ঘরে, এবং দিনরাত সব সময়ে একজন গৃহরক্ষী থাকত তদারকে। পিসিনরের পুত্র অপ্‌সের কন্যা ইউরিক্লিয়া হলো এই গৃহরক্ষী; অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্না ছিল সে।

ওকে খাজাঞ্চিখানায় ডেকে নিয়ে টেলেমেকাস বলল ঃ "শোন ধাত্রী, আমার জন্যে কিছু মদের পাত্র প্রস্তুত কর তুমি। সবচেয়ে ভালো মদ। বাকীগুলো তোমাদের সেই হতভাগ্য রাজার জন্যে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চলো। না জানি কোথায় তিনি আছেন। তবু আশা রাখো মনে, একদিন তিনি হয়তো এসে যাবেন ললাট-লিখনকে খণ্ডন করে। বারো জালি মদ আমার জন্যে প্রস্তুত কর—ওদের মুখে ঢাকনি দিয়ে দাও। শক্ত চামড়ার থলের মধ্যে যবের খাদ্যও কিছু প্রস্তুত কর। মিলে ভাঙানো দানার বিশ মাত্রা প্রস্তুত করবে। অন্য কাউকেও এসব কথা জানাবে না। রসদগুলো সব একত্র করে রাখো। সন্ধ্যায় আমি নিজে আসব এসব নিতে যখন আমার মা রাতের বিশ্রামের জন্যে ওপরে চলে যাবেন। আমি স্পার্টা এবং পাইলসের পথে যাত্রা করছি আমার বাবার খোঁজে।

এই কথায় বৃদ্ধা ধাত্রী প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠল।

সে তর্কে লেগে গেল তার সঙ্গে "তোমায় মাথায় এমন বুদ্ধি কে দিয়েছে বাছা। কী করে তোমার মাথায় এ কথা ঢুকল যে, সারা পৃথিবী তোমাকে ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে ? একমাত্র সন্তান তুমি। তোমার মা'র নয়নের মণি। রাজা ওডেসিয়ুস তো মারা গেছেন, পৃথিবীর কোন্ প্রত্যন্ত দেশে, তাই না ? তুমি একটু আড়াল হলেই ঐ লোকগুলো তোমার ক্ষতির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লেগে

যাবে। আর তোমার মৃত্যু ঘটাতে তারা যখন সফল হবে তখন সব সম্পত্তি তারা নিজেদের মধ্যে বেটে নেবে। যেখানে আছ সেখানেই গাঁট হয়ে বস এবং নিজের সম্পত্তি পাহারা দাও। এই কঠিন জীবন ও বন্ধ্যা সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার কোন কারণই তোমার পক্ষে থাকতে পারে না।

ী, ভয় পেয়ো না।" জ্ঞানী টেলেমেকাস উত্তর করল, "এর মধ্যে দেবতার হাত আছে। কিন্তু তোমাকে আমার কাছে শপথ করতে হবে যে, মাকে কিছুতেই একথা জানাবে না—অন্ততপক্ষে বারোদিন অথবা যতদিন পর্যন্ত তিনি নিজে না বুঝতে পারেন যে আমাকে হারিয়েছেন তিনি, আমি চলে গেছি। মা'র সুন্দর চিবুক কেঁদে নষ্ট হয়ে যাক—এ আমি কিছুতেই চাই না।'

বৃদ্ধা শপথ করল যে, কাউকে সে একথা জানাবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ-বাণী উচ্চারণ করার পর মদের জালি বের করে রাখল সে এবং বহনযোগ থলেতে যবের খাদ্যও এনে রাখল। টেলেমেকাস তখন মজলিস ঘরে আর সবার সঙ্গেই এসে মিশল।

ইতিমধ্যে উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি নিজে আর একটি কাজ সম্পন্ন করলেন টেলেমেকাসের ছদ্মবেশে তিনি সারা শহর ঘুরে বিশ জন নাবিক সংগ্রহ করলেন এবং রাত্রি হওয়া মাত্রই তাদের সকলকে জাহাজে সমবেত হতে ব'লে দিলেন ফ্রেনিয়াসের পুত্র নোইমনের কাছ থেকে জাহাজটা ধার করলেন তিনি, আনন্দের সঙ্গেই সে তা দিল।

সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়লো। অন্ধকার নেমে এল শহরের প্রতিটি রাস্তায় দেবী সেই উৎকৃষ্ট জাহাজটি পানিতে নামালেন তখন। সুসজ্জিত পোতের জন্যে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উপকরণই তাতে বিন্যস্ত হলো নিখুঁত ভাবে। বন্দরের দূরবর্তী কোণে জাহাজটা নোঙর করা হলো। তারপর সাহসী নাবিকরা সবাই সমবেত হলে প্রত্যেককেই অ্যাথিনি তাঁর আদেশ জানিয়ে দিলেন।

অতঃপর উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি আরেকটি কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হলেন। তিনি রাজা ওডেসিয়ুসের প্রাসাদে গিয়ে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দলটিকে নিদ্রাতুর করে তুললেন, প্রীতিকর ঘুমে তাদের চোখ ঢুলে পড়তে লাগল এব হাত থেকে মদের পাত্রগুলো খসে পড়ে যেতে লাগল। তারা আর টেবিলে বসে কালক্ষেপণ না করে যে যার শোবার জায়গার জন্যে শহরে ফিরতে লাগল তখন উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি পুনর্বার মেন্টরের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর ধারণ করে টেলেমেকাসকে প্রাসাদ থেকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন।

"টেলেমেকাস", তিনি বললেন, "তোমার সাহসী মাল্লারা সব তাদের দাঁড়ে হাত দিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ওরা সব তোমার আদেশের অপেক্ষা করছে। চলে আস। আমরা আর ওদের যাত্রার দেরী করে দিতে চাই না।"

এই কথা বলে প্যালাস অ্যাথিনি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং টেলেমেকাস সেই দেবীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগল। জাহাজে পৌঁছে তারা দেখতে পেল দীর্ঘকেশী নাবিকেরা সব সমুদ্র-উপকূলে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তরুণ রাজকুমার তখন নিজে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন।

"বন্ধুগণ, আমাকে অনুসরণ কর", আদেশ করল সে। "রসদসমূহ আমাদেরকে জাহাজে নিয়ে আসতে হবে। প্রসাদে সে সব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তোমাদের আমি বলছি, আমার মা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমনকি চাকরবাকরেরাও কেউ কিছু জানে না, শুধু একজনমাত্র বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক ছাড়া।"

সে এগিয়ে চলল এবং মাল্লারা তাকে অনুসরণ করল। ওডেসিয়ুসের পুত্রের আদেশ অনুসারে তারা সমস্ত রসদ তাদের সুগঠিত জাহাজে এনে সজ্জিত করে রাখল। টেলেমেকাস তখন অ্যাথিনিকে অনুসরণ করে জাহাজে এসে উঠল। পেছনের কামরায় অ্যাথিনি নিজের আসন গ্রহণ করলেন এবং টেলেমেকাস তার পাশে বসল। মাল্লারা নোঙর তুলে জাহাজে উঠে এল এবং বেঞ্চের ওপর বসে গেল সবাই। বিদ্যুৎ-আঁখি অ্যাথিনির আহবানে পশ্চিমের অনুকূল বায়ু বইতে লাগল তখন। আর সুমধুর ধ্বনি তুলে সমুদ্রের মদ-কৃষ্ণ জলরাশির ওপর জাহাজ চলল ভেসে। টেলেমেকাস মাল্লাদের রজ্জুগুলোর ওপর হাত রাখতে বলল, তারা তক্ষুণি তা সোৎসাহে পালন করল। দেবদারুগাছের মাস্তুল সোজা করে ধারক বাক্সে তা বসিয়ে দিল ওরা, দড়িদড়া বেঁধে সাদা পাল দিল তুলে। বাতাসের আঘাত লেগে ফুলে উঠল পাল, গাঢ় তরঙ্গসমূহ ফুঁসে উঠতে লাগল জাহাজের মুখে গম্ভীর গর্জনে। ধারাল সমুদ্রের মধ্যে পথ করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল জাহাজটি গন্তব্য অভিমুখে।

দ্রুতগতিসম্পন্ন কালো জাহাজটিতে সবই যখন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল, তখন ওরা মদ মেশাবার পাত্র বের করে মদে কানায় কানায় পূর্ণ করল তা। দেবতা-দের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে জিউসের বিদ্যুৎ-আঁখি কন্যার উদ্দেশ্যে ওরা উৎসর্গ করল সেই মদ। সারারাত্রি ধরে এবং ভোর হওয়ার পরেও জাহাজ এগিয়ে চলল সমুদ্রের ভেতর পথ করে।

৩

নেস্টর সমক্ষে টেলেমেকাস

মোহনীয় পূবের জলাঞ্চল ছেড়ে আকাশের গায়ে লাফিয়ে উঠল সূর্য। অমরদের আলো দেবে সে, আর দেবে মানুষকে যারা ভূমি চাষ করে আর মৃত্যুবরণ করে। পর্যটকরা অতঃপর নিলিউসের রাজকীয় দুর্গশহর পাইলসে এসে উপনীত হলো। সেখানে তারা দেখল কালো চুলের অধিকারী ভূকম্পনের অধিষ্ঠাতা দেবতা পসিডনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ নিকষ কালো রংয়ের ষাঁড়গুলো উৎসর্গ করে চলেছে। নয়টি প্রতিষ্ঠান উৎসর্গ উৎসবে সমবেত; প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে পাঁচশ করে লোক; ওদের প্রত্যেকেই নয়টি করে ষাঁড় বলির জন্যে উপস্থিত করেছে। বলিদেয়া ষাঁড়ের অন্ত্রের স্বাদ তারা এইমাত্র গ্রহণ করেছে, এখন রানের মাংস পোড়াচ্ছিল দেবতাদের সম্মানে। এই সময়ে সেই চৌকশ জাহাজ তাদের কাছে এসে ভিড়ল। নাবিকরা পাল গুটিয়ে নিল, জাহাজের নোঙর করল, তারপর নেমে পড়ল পারে। অ্যাথিনি নামলেন ওদের পারে। আর সবশেষে জাহাজ পরিত্যাগ করল টেলেমেকাস।

ঝলকিত চোখের দেবী তার দিকে ফিরে তাকালেন তখন এবং বললেন, "টেলেমেকাস, মন থেকে ভয় দূর কর। ভয় পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। কিজন্য তুমি এত সমুদ্র পার হয়ে এসেছ? এই জন্যে নয় কি, তোমার পিতার অস্থি কোথায় সমাহিত হয়েছে, আর কি করে তার শেষ পরিণতি ঘটেছে, তাই জানতে? তাহলে সোজা নেস্টরের কাছে চলে যাও এখন। অশ্ববশকারী নেস্টর তাঁর কাছ থেকে গোপন তথ্য জেনে নেওয়ার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু তাঁর ঠোঁট থেকে সত্য প্রকাশ করতে হলে তোমার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য তাঁর মতো জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু পাবে বলেও আমি মনে করি না।

কিন্তু টেলেমেকাসকে বিব্রত মনে হলো। "মেন্টর", সে জিজ্ঞেস করল, "কী করে সেই মহান ব্যক্তির কাছে আমি যাব? কেমন করে তাকে অভিনন্দন জানাব? আমার তো বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই আপনি জানেন। তাছাড়া অমন একজন বয়োবৃদ্ধ লোককে আমি এত অল্পবয়স্ক হয়ে জেরাই বা করব কি করে?

"টেলেমেকাস", অ্যাথিনি উত্তর করলেন "তোমার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা যেখানে কাজে আসবে না, দৈব সেখানে তোমার সহায়তা করবেন। দেবতারা শুধু শুধুই তোমার জন্মের পর থেকেই তোমার অগ্রগতি লক্ষ্য করে আসছেন না।"

এই বলে প্যালাস অ্যাথিনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন, টেলেমেকাসও দেবীর পদাংক অনুসরণ করল। অবশেষে পাইলসের অধিবাসীবৃন্দ যে সভাস্থলে মিলিত হয়েছে সেখানে তারা উপস্থিত হলো। নেস্টর তাঁর পুত্রদের নিয়ে সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁদের অনুচরেরা তাঁদের চারপাশে ভোজ উৎসবের আয়োজনে মাংসের রোস্ট প্রস্তুত করছিল। আগন্তুকদের দেখা মাত্রই ওরা তাদের দিকে ধাবিত হয়ে এল, হাত নেড়ে স্বাগত জানাল এবং ভোজ উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানাল তাদের। নেস্টরের পুত্র পেসিসট্রেটাস প্রথম এসে সংবর্ধনা জানাল তাদেরকে, সে অতিথিদের নিয়ে গিয়ে ভোজসভার জন্যে বালুর ওপর বিস্তৃত মেষ লোমের আসনে বসিয়ে দিল, ঠিক যেখানে তার ভাই থ্রেসিমেডেস এবং তার বাবা বসে ছিলেন। তারপর সে বলি দেয়া পশুর অন্ত্র তাদের পরিবেশন করল। তারপর স্বর্ণ পাত্র মদে পরিপূর্ণ করে অভয় কবচ ধারণকারী জিউসের কন্যা অ্যাথিনির হাতে তুলে দিতে দিতে বলল ঃ

"লর্ড পসিডনের সম্মানার্থে আমরা এই ভোজ উৎসব উদ্‌যাপন করছি। দেবতার নিকট আপনিও প্রার্থনা করুন বন্ধু। পানীয় উৎসর্গ এবং প্রার্থনার পর, আমাদের আচার অনুসারে, আপনি মদপূর্ণ পানপাত্রখানা আপনার সঙ্গীকে দেবেন, যাতে করে তিনিও আপনার মতই তা আর একজনকে দিতে পারেন। কেননা তিনিও আপনার মতই হয়তো একজন দেবতা-পূজারী। দেবতাদের কেউই অবহেলা করতে পারেন না। আর আপনার সঙ্গী আমারই তরুণ, শুধুমাত্র এই কারণেই আপনার হাতে এই পানপাত্রখানা প্রথমে তুলে দিলাম।" এই বলে সুমিষ্ট মদের পাত্রখানা সে অ্যাথিনির হাতে সমর্পণ করল।

অ্যাথিনি তাঁকেই প্রথমে মদপাত্র পরিবেশন করতে এই তরুণ যে সৌজন্য ও সুষ্ঠু রীতি প্রদর্শন করল তাতে খুশী হলেন এবং তক্ষুণি লর্ড পসিডনের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা শুরু করলেন ঃ

"গোলক পরিবেষ্টনকারী হে পসিডন, আমার কথা শ্রবণ করুন। তোমার উৎসর্গকারীদের প্রতি দ্বেষপরায়ণ তুমি হয়ো না। তুমি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করো। প্রথমতঃ নেস্টর ও তাঁর পুত্রদের সাফল্য তুমি নির্ধারিত করো। তারপর তুমি অপর সকলের কথা বিবেচনা করো—তাদের সকলেরই পাইলসে আনন্দময় প্রত্যাবর্তন হোক, এই সুস্বাদু ভোজ উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাক তারা। পরিশেষে টেলেমেকাস এবং আমি যে উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষ্ণবর্ণ জাহাজে চড়ে এদেশে এসেছি সেই উদ্দেশ্য সার্থক করো এবং তারপর আমাদেরকে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো।"

এমনি করে দেবী প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন এবং তিনি নিজেই প্রার্থনার প্রতিটি বাণী উচ্চারিত হওয়া মাত্রই তা অনুমোদনও করলেন। তারপর তিনি সুন্দর দুই হাতলের পাত্রটি টেলেমেকাসের হাতে দিলেন। ওডেসিয়ুসের পুত্র তাঁরই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলো। তারপর বলিসমূহের দেহাংশ রোস্ট করে সবার সামনে পরিবেশন করা হলো এবং সবাই সেই পরম তৃপ্তিকর ভোজে মনোনিবেশ করলেন।

সবাই যখন পানাহারে তৃপ্ত হলেন, তখন সুবিখ্যাত রথ-যোদ্ধা নেস্টরের কথা শোনা গেল, "অতিথিরা তৃপ্ত হয়েছেন, এখন তাঁদেরকে দুএকটা প্রশ্ন করা এবং তাঁদের পরিচয় জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই রীতিবিরুদ্ধ কিছু হবে না।" অতিথিদের দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কে? কোন্ বন্দর থেকে আপনারা গভীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন? বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই কি আপনাদের এই অভিযান, না আপনারা কোন দস্যুদল, সুযোগ সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অপরের ধ্বংস সাধন করে?"

অ্যাথিনির দ্বারা অনুপ্রাণিত টেলিমেকাস সাহস সঞ্চয় করে উদ্দীপ্ত উত্তর দিল এ কথার। বৃদ্ধ রাজার কাছ থেকে তার পিতার সম্পর্কে সংবাদ প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তার মনপ্রাণ।

"নিলিউসের পুত্র নেস্টর, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনি অ্যাকিয়ানদের আন্তরিক সম্মানের পাত্র। আপনি জিজ্ঞেস করে'ছন কোথা থেকে আমাদের আগমন। আমি সে কথা বলব আপনাকে। নিয়নের পাদ-দেশে অবস্থিত ইথাকা থেকে আমরা এসেছি। আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসেছি, সর্বসাধারণের প্রয়োজনে নয়। আমার কথা শুনে এ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমি পৃথিবীর একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত আমার সম্রাট পিতা মহাবীর ওডেসিয়ুসের সংবাদের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি। বহু বছর আগে তিনি আপনারই পাশে দাঁড়িয়ে ট্রয় বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে আমরা জানি। যুদ্ধে যাঁরা শরিক হয়েছিলেন তাঁদের সবারই সংবাদ আমরা পেয়েছি। যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই খবর পাওয়া গিয়েছে, খুবই করুণ কাহিনী তা। কিন্তু জিউস ওডেসিয়ুসের করুণ পরিণতির কাহিনী গভীর রহস্যে আবৃত করে রেখেছেন, কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না কখন তিনি মারা গেছেন, তিনি কি কোন প্রত্যন্ত দেশের উপ-জাতির হাতে নিহত হলেন, না সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেলেন, কেউ তা জানে না। এই কারণেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমাদের

মনের আশা, হয়তো আপনি আমার পিতার দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন। হয়তো আপনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা জানেন, নয়তো তাঁরই মতো কোন পর্যটকের কাছ থেকে আপনি কিছু শুনেও থাকতে পারেন। দুঃখের ললাট-লিখন নিয়ে যদি কোন মানুষের জন্ম হয়ে থাকে তবে তিনিই সেই লোক। আপনি করুণা পরবশ হয়ে বা আমার অনুভূতির দিকে তাকিয়ে আপনার বিবরণকে মোলায়েম করবেন না, আপনি নিজের চোখে যা দেখেছেন তা সম্পূর্ণ আমাকে বলুন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যদি আমার পিতা যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে আপনাকে কিছু বলে থাকেন বা আপনার পক্ষ থেকে কিছু করতে অনুরোধ করে থাকেন, তাহলে সবই স্মরণ করুন। বলুন, কিইবা তিনি বলেছিলেন আর কিইবা তিনি করেছিলেন।"

"ওহ্, আমার বন্ধু", জেরেনীয় রথ-যোদ্ধা নেস্টর চিৎকার করে উঠলেন, "ট্রয়ের নাম কী ভয়াবহ স্মৃতিই না বহন করে আনে। আমরা দুর্ধর্ষ অ্যাকিয়ানরা কী ভয়ানক দুঃখেই না পতিত হয়েছিলাম সেখানে। একিলিসের ইঙ্গিতে আর আহবানে সেই অজানা সমুদ্রে লুঠের আশায় আশায় অভিযানের পর অভিযান—রাজা প্রায়ামের রাজধানীর দেয়ালের চারপাশ ঘিরে যুদ্ধের পর যুদ্ধ। আমাদের শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের পতন ঘটেছে সেখানেই। মহাযোদ্ধা এইয়াস সেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন। একিলিসেরও পতন ঘটেছে সেখানেই। দেবতাদের মতো জ্ঞানী পেট্রোক্লাসকেও হারিয়েছি সেখানেই। এণ্টিলোকাস, আমার নিজেরই সন্তান, সবচেয়ে দ্রুতগতি সৈনিক আর কী বীর যোদ্ধা—তাকেও হারাতে হয়েছে সেখানে। অ্যাকিয়ান বীরগণ ট্রয়ে যে ভয়াবহ পরিণতি লাভ করেছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তোমাকে সেই বিভীষিকাময় কাহিনীর সবটুকু বিবৃত করতে পারে। বারো বছর ধরে তুমি প্রশ্ন করতে থাক তাহলেও শেষ হবে না সেই কাহিনীর—ইতিমধ্যে তোমার নিজেরই ধৈর্য-চ্যুতি ঘটবে, বাড়ির পথে ফিরে যাবে তুমি।

"নয় বছর ধরে ওদের পতন ঘটাতে কোন চেষ্টার অন্ত ছিল না, আমাদের বুদ্ধি মতো কত কৌশলই না আমরা অবলম্বন করেছি। অবশেষে এমনই ভাগ্যলিপি যে, চূড়ান্ত বিজয় যখন হলো, তখন স্বয়ং জিউস যেন বিরূপ হয়ে উঠলেন এতে। আর এই যুদ্ধের সময়ে প্রশংসনীয় ওডেসিয়ুসের মতো আর কেউ ছিলেন না—প্রত্যেকটি পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হতেন। আমি তোমার পিতার কথাই বলছি, যদি তুমি সত্য

সত্যি তারই সন্তান হয়ে থাকো। সত্যিই তোমার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। তুমি ঠিক তাঁরই ভঙ্গিতেই কথা বল। আমি শপথ করে বলতে পারি কোন তরুণের পক্ষেই তাঁর মতো বাচনভঙ্গি অর্জন করা সম্ভব নয়। যাহোক, অতগুলো বছরের মধ্যে কী সাধারণ সভায়, কী রাজাদের পরামর্শ পরিষদে, একবারও তোমার বাবা এবং আমি বিপরীত কথা বলিনি বিপক্ষে দাঁড়িয়ে। আমাদের যেন একমন ছিল। আমাদের শুভবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একই পরিকল্পনায় সব সময়েই একমত হতাম এবং অ্যাকিয়ানদের বিষয়াদি সাফল্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে তা নিয়োজিত করতাম।

"কিন্তু আরগাইভ বাহিনীর সকলেই সমান জ্ঞানী এবং সৎ ছিল না। ফলে আমরা যখন প্রায়ামের রাজধানীর পতন ঘটিয়ে এবং তার ধ্বংস সাধন করে সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়লাম, তখন দৈবের ইচ্ছায় আমাদের জাহাজগুলো সব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, এবং জিউস গৃহ প্রত্যাবর্তন পথে সেগুলোকে ধ্বংস-মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এর পরিণতিতে সেই শক্তিমন্ত প্রভুর উজ্জ্বল-আঁখি কন্যার কোপে পড়ে অনেককেই গভীর দুঃখে পতিত হতে হলো। এট্রিউসের দুই পুত্রের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে তিনি (অ্যাথিনি)-এর সূত্রপাত করলেন। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে এবং অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে তাঁরা সমস্ত অ্যাকিয়ান বাহিনীকে সূর্যাস্তকালে একত্র হতে হুকুম করে বসলেন। সৈন্যরা মদে হাবুডুবু খেয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল আর তাঁরা তাদের উদ্দিষ্ট বক্তৃতা শুরু করলেন তখন। মেনিল্যায়াস ওদেরকে এই ধারণা দিতে চাইল যে, তাদের প্রথম কাজই হলো সমুদ্র পেরিয়ে সেই সুদূর গৃহে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এ্যাগামেমননের ইচ্ছে তা নয়। তার অভিপ্রায় হলো সবাইকে সেখানে রেখেই অ্যাথিনির প্রতি আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ দান করা। সে অবশ্য তার দুর্বুদ্ধির দরুণ বুঝতেই পারছিল না অ্যাথিনিকে তুষ্ট করা কি দুরূহ কাজ। কেননা অমর দেবতাদের তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নয়। যাহোক, ওরা দুজনে কঠিন বাক্য বিনিময় করতে শুরু করে দিল। অবশেষে তাদের সশস্ত্র শ্রোতাদের মধ্যেই মতবিভেদ দেখা দিল এবং অবর্ণনীয় চিৎকারে ফেটে পড়ে সভা ভঙ্গ করে দিল। পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তায় আমাদের সে রাতের বিশ্রাম সুখ ভেস্তে গেল। জিউস যে তার চূড়ান্ত মরণাঘাত হানার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছেন, এতে আর কোন সন্দেহই রইল না। সকালেই আমাদের অর্ধেক লোকজন লুণ্ঠিত মাল আর কোমরে দড়ি বাঁধা বন্দিনী নারীদের তুলে নিয়ে শান্ত সমুদ্রে নৌকা দিল ভাসিয়ে। বাকী অর্ধেক সর্বাধিনায়ক

এ্যাগামেমননকে অনুসরণ করে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমাদের দল জাহাজে উঠে যাত্রা শুরু করল।

"আমাদের জাহাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। সৌভাগ্যবশতঃ কোন ঝড়-ঝাপটা ছিল না এবং সমুদ্র ছিল স্বচ্ছন্দ। অচিরেই আমরা টেনেডেডে পেঁছলাম—গৃহে প্রত্যাবর্তনের উৎসাহে আমরা বলিদান করলাম দেবতাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জিউসের ইচ্ছে ছিল না, আমরা এত শীঘ্র বাড়ি ফিরি; তাঁর নিষ্ঠুর অভিপ্রায়কে সফল করার জন্যেই তিনি আমাদের মধ্যে আবার ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলেন। ফলে আমাদেরই একদল তাদের জাহাজের হাল ঘুরিয়ে নিয়ে স্বতন্ত্র পথে মোড় নিল। এরা ছিল জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান রাজা ওডেসিয়ুসের অনুচরবৃন্দ। তারা ভাবলো এট্রিয়ুসের পুত্র এ্যাগামেমননের আনুগত্যেই পুনর্বার ফিরে যাওয়া অধিক সমীচীন হবে। কিন্তু আমি দেবতার ধ্বংসাত্মক অভিপ্রায় খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম, সেজন্যে আমার জাহাজ বোঝাই দলবল-সহ পালিয়ে যাওয়াই বিধেয় মনে করলাম। বীরযোদ্ধা ডিওমিডিসও তাই করলেন এবং পরে লাল-কেশী মেনিল্যায়াস আমাদের পথই অনুসরণ করলেন। তিনি এসে লেসবসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এখানে এসে আমরা দ্বিধান্বিত চিত্তে ভাবছিলাম আমরা এখন কোন্ পথে অগ্রসর হব। আমরা চিয়সের বিক্ষুব্ধ উপকূল এড়িয়ে সেই দ্বীপ বাঁদিকে রেখে পিসিরিয়ার দীর্ঘপথে অগ্রসর হব, না চিয়সের মধ্য দিয়েই মিমাসের ঝড়োসংকুল পথ অতিক্রম করে যাব। এই উভয় সংকটে পড়ে আমরা দৈব লক্ষণের সহায়তার জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম এবং দৈবও আমাদেরকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে, বিপদ থেকে বাঁচতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদেরকে উন্মুক্ত সমুদ্র ইউরোপিয়া পাড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অনুকূল বায়ু জোরে বইতে লাগল, আর আমাদের জাহাজগুলো আশ্চর্য গতিতে সমুদ্রের মৎস্য চলাচলের গহীন পথ অতিক্রম করে রাত্রির মধ্যেই সেরিয়েস-টাসে পেঁছে গেল। অনেকগুলো ষাঁড়ের রান আমরা পসিডনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম সমুদ্রের এই অবিশ্রান্ত জলরাশি পার হয়ে এসে।

চতুর্থ দিনে অশ্ববশকারী ডিওমিডিসের দল আরগোসে তাদের সুন্দর জাহাজগুলো নোঙর করল। কিন্তু আমি পাইলসের পথে এগিয়ে চললাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই যে অনুকূল বাতাস বইতে শুরু করল তা আর এক মুহূর্তের জন্যেও থামল না। পরিশেষে, প্রিয় বৎস, আমি যাদের পিছনে রেখে আসলাম তাদের কথা আর কিছুই জানতে পারিনি—তারা হারিয়ে গেল, কি বিপদ থেকে বাঁচল, তার কিছুই আর জানতে পেলাম না। তবে

এখানে বসে যে-সব কথা আমি শুনেছি পরে সে-সব যথাযথ তোমাকে বলব। প্রথমতঃ লোকের কাছে শুনেছি একিলিসের পুত্রের নেতৃত্বে মিরমিডন নিরাপদেই গৃহে ফিরেছেন এবং পোয়িয়াসের পুত্র দীপ্তিমান ফিলোক্রেটাসও ভালো ভাবেই পেঁাছেছেন। ইডোমেনিয়াসও যুদ্ধে রক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর সমস্ত অনুচর-সহ ক্রীটে অবতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন; সমুদ্র তাঁর একটি লোককেও নষ্ট করতে পারে নি। এ্যাগামেমননের বাড়ি তো তোমার থেকে দূরে, তবু হয়তো তাঁর সম্পর্কে তুমি শুনে থাকতে পরো যে, যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফেরার পরপরেই এইগিসথাসের ষড়যন্ত্রের এক হতভাগ্য শিকারে তিনি পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য এগিসথাসও এর এক ভয়াবহ প্রতিফল পেয়েছিল। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, একজন উপযুক্ত পুত্র রেখে মারা যাওয়া কী সৌভাগ্যের ব্যাপার। কেননা ওরিসটিস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে বেঁচে ছিল—সে ঐ সঙ্গে এইগিসথাসকে ঘাসের মধ্যে হত্যা করে মহান পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল। তুমিও বন্ধু, কী সুঠাম সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছ, নিশ্চয়ই ওরেসটিসের মতো সাহসীও তুমি হয়ে উঠেছ। তাহলে ভবিষ্যৎ জনপদ তোমার প্রশংসা-গীতিই গাইবে।"

তরুণ বুদ্ধিমান টেলেমেকাস উত্তরে বলল, "রাজা নেস্টর, অ্যাকিয়ানদের আন্তরিক সম্মানের পাত্র, তা প্রতিশোধের মতো প্রতিশোধ ছিল সত্যি। ওরেস-টিসের খ্যাতি সমগ্র অ্যাকিয়ান ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকবে এবং তা ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ন থাকবে সন্দেহ নেই। আচ্ছা ঈশ্বর যদি আমাকে তেমন শক্তি দিতেন, তাহলে আমি আমার মায়ের সেই দুর্বৃত্ত অসহনীয় প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদলের মোকা-বিলা নিশ্চয়ই করতে পারতাম। ঐ তস্করদের সর্বনাশা কৌশলেরও একটা শোধবোধ করতে পারতাম তাহলে। কিন্তু বিধি আমার ললাটে তেমন সুখ লেখেননি, আমার পিতার ভাগ্যেও নেই। যা ঘটছে তা সয়ে যাওয়াই আমার নিয়তি।"

"বন্ধু", বললেন জেরেনীয় নেস্টর, "তোমার কথা শুনেই আমার মনে হলো যে, আমি আগেই শুনেছিলাম একদল তরুণ যুবক তোমার মায়ের প্রতি প্রণয় নিবেদন করে চলেছে, আর রবাহুত অতিথি হিসেবে তোমার ধনসম্পদ তছনছ করছে। আমাকে বল, তুমি কি এসব নীরবে সহ্য করছ, না, ইথাকার জন-সাধারণ এমন কিছু দৈব গুজব শুনেছি, যার ফলে তোমার বিরুদ্ধে চলে গেছে তারা ? কে জানে এমন দিনও আসতে পারে যেদিন ওডেসিয়ুস শুধুমাত্র একা ফিরে আসবেন না, তিনি তাঁর অনুচরদের সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন আর ঐ সব প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর অত্যাচারের শোধ তুলবেন কড়ায় গণ্ডায়। আমি শুধু প্রার্থনা

করি সেই উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি তোমার দয়াপরবশ হোন, ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার খ্যাতিমান বাবার প্রতি যেমন অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, তেমনি অনুগ্রহ তোমাকেও তিনি প্রদর্শন করুন। কেননা প্যালাস অ্যাথিনি তোমার বাবার প্রতি যেরূপ প্রত্যক্ষ স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন তেমন জাজ্বল্যমান দেবানুগ্রহ আমি জীবনেও আর দেখার সুযোগ পাইনি। আহা, যদি তেমন স্নেহ ও যত্ন তোমার প্রতি তিনি করতেন, তাহলে সেই সব ভদ্রলোকের প্রেম করার অভিলাষ এক মুহূর্তে তাদের মস্তিষ্ক থেকে ছেড়ে চিরতরে পালাবার পথ পেত না!"

"প্রভু", জ্ঞানী টেলেমেকাস বলল, "ভবিষ্যৎ আশা যত সত্যই হোক, আমি তেমন ভরসা কিছুতেই করতে পারছি না। আপনি বড় হৃদয়স্পর্শী চিত্রের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আমি তা কল্পনাও করতে পারি না। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেও হয়ে থাকে তা তবু অতটুকু ভাববার সাহস আমার নেই।"

কিন্তু অ্যাথিনি যুবকের কথা টেনে নিলেন নিজে। "টেলেমেকাস', তিনি সস্নেহে বললেন, "কী সব তুমি বলছ। যত দূরেই যত বিপদেই একজন মানুষ থাকুক না কেন, একজন দয়াপরবশ দেবতা তাকে অনায়াসেই ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আমি নিজেও বরং এ্যাগামেমননের মতো বাড়িতে ফেরা মাত্রই এইগিসথাসের এবং তার নিজের স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে মৃত্যু-বরণ করার চাইতে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট স্বীকার করে হলেও অবশেষে বাড়ি ফিরে সুখীদিন দেখার অধিকতর পক্ষপাতী। অবশ্য এটি আমাদের সাধারণ বিধিলিপি যে আমরা সবাই মরব। দেবতারাও তাদের প্রিয়জনকে বাঁচাতে সক্ষম নন। মৃত্যুর ভয়াবহ হাত একদিন না একদিন অবধারিতরূপে প্রত্যেককেই স্পর্শ করবে।"

"নেস্টর", জ্ঞানী টেলেমেকাস উত্তর করল "এই করুণ বিষয়টি সম্পর্কে আর আলোচনা নয়। আমার পিতার প্রত্যাবর্তনের আশা আর আমরা করতে পারি না। চিরঞ্জীব দেবতারা ইতিমধ্যেই তাঁকে সেই কালো পথে চালিত করে অনিবার্যরূপেই নিয়ে গেছেন মৃত্যুর গহ্বরে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নেস্টরকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আমি চাই। অবশ্যই মানুষের জীবন রীতি ও ভাবনা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অতুলনীয়। কেননা তিন পুরুষ থেকে তিনি রাজার আসন অলংকৃত করে রেখেছেন এবং তাঁর দিকে আমি যখন তাকাই মনে হয় অমরতার দিকেই যেন আমি তাকিয়ে আছি।" এই বলে টেলেমেকাস তার আপ্যায়নকারীর দিকে তাকাল। "হে রাজপুরুষ, আপনি কি আমার এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন দয়া করে? কী করে রাজা এ্যাগামেমননের মৃত্যু

হলো ? সে সময়ে মেনিল্যায়াস কোথায় ছিলেন ? কী কৌশল সেই দুরাত্মা এইগিসথাস অবলম্বন করেছিল তার চেয়ে অনেকগুণে বেশী শক্তিমান এক-জনকে হত্যা করার জন্যে ? মেনিল্যায়াস কি অ্যাকিয়ার আরগোস থেকে দূরে অন্য কোথাও ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন তখন ? এই সুযোগেই কি সেই কাপুরুষ তার ঐ হীন আঘাত করার জন্যে সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিল।"

"বৎস", জেরেনীয় নেস্টর উত্তর করলেন, "আমি খুব খুশী মনে তোমাকে সব কাহিনী বলছি। তুমি সহজেই অনুমান করতে পার, কী ঘটতে পারত যদি এ্যাগামেমননের ভাই লালকেশী মেনিল্যায়াস ট্রয় থেকে ফিরে বাড়িতে এইগিসথাসকে জীবন্ত ধরতে পারতেন। তার দেহের ধ্বংসাবশেষের ওপর কোন কবর উঠত না। তার দেহ নগর দেয়ালের ওপারের সমতল ভূমির ওপর নিক্ষিপ্ত হতো, আর শেয়াল শকুনেরা তা লুটোপুটি করে খেত। অ্যাকিয়ার একটা স্ত্রীলোকও তার জন্যে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করত না। সত্যিই সে তো আর কোন ছোটখাট দোষ করেনি। যখন আমরা ট্রয় অবরুদ্ধ করে বীর্য-ব্যঞ্জক ভূমিকায় লিপ্ত, সে তখন আয়াসে দিনযাপন করেছে ঠিক আরগোসের মাঝখানে বসে। আর উত্তেজক ভাষায় এ্যাগামেমননের স্ত্রীর মনো-হরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমতঃ রানী ক্লাইটেমনেস্ট্রা, তার এই ঘৃণ্য পরি-কল্পনার প্রতি কোন পাত্তা দেয়নি। সে বুদ্ধিমতি রমণী ছিল। আর তাছাড়া প্রহরায় একজন শাস্ত্রীও নিয়োজিত ছিল। এ্যাগামেমনন ট্রয়ের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে রানীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এই লোককে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়ের সেই অমোঘ দিনটি যখন আসল, এইগিসথাস সেদিন সেই শাস্ত্রীকে একটি জনহীন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তাকে শিকারী পাখিদের ভোগ হিসেবে পরিত্যাগ করে বাঞ্ছিতা রমণী প্রেয়সী ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে নিজের বাড়িতে এনে উঠাল। এই ঘৃণ্য কাজ শেষ করে দেবতাদের বেদী সে বলির মাংসে স্তূপ করে ফেলল, স্বর্ণকারুকাজে মন্দিরের দেয়াল সাজাল। নিজের বন্য কল্পনারও অধিক এই সাফল্যের জন্যে সকৃতজ্ঞ উৎসর্গ এইসব।

"ইতোমধ্যে আমি আর প্রিয়বন্ধু মেনিল্যায়াস আমাদের দলবল-সহ ট্রয় পরিত্যাগ করে সমুদ্রপথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন পবিত্র ভূমি সুনিয়াম অন্তরীপের কাছাকাছি এসে গেছি, সমুদ্রের যেকূল থেকে এথেন্সের শুরু হয়েছে, ঠিক সেখানেই ফোবিয়াস এ্যাপোলো তার বর্শার আঘাত হানল মেনিল্যায়াসের এক প্রধান নাবিকের ওপর। সেই হাল পরিচালক নাবিক নিজের হাতে ধরা চলমান জাহাজের হালের আঘাতে মৃত্যুবরণ করল। অনাটরের পুত্র ফ্রনটিস নামক এই লোকটি ছিল ঝড়ের মধ্যে

জাহাজের হাল ধরতে পৃথিবীর সেরা। এগিয়ে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকা সত্ত্বেও মেনিলায়াসকে সুনিয়ামে যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে তার সঙ্গীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অতঃপর মেনিলায়াস নিজে যখন তাঁর বিশাল জাহাজগুলো মদকৃষ্ণ সমুদ্রের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে মেলিয়ার দুরূহ খাড়ির কাছে এসে গেলেন, তখন জিউস তাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সবই নজরে ছিল তাঁর। এখন তিনি ওদের ওপর এক হাজারো গর্জনে উচ্চকিত ঝড় দিলেন পাঠিয়ে, পর্বতের মতো উঁচু উঁচু বিরাট ঢেউ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা। তখনই নৌবহর দুটো ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন তিনি। একদলকে পাঠালেন ক্রীট এবং ইয়ার ডানাম নদী তীরস্থ সাইডোনিয়ার বসতির দিকে। রহস্যঘেরা সমুদ্রের যে কূলে এসে গোরটিন অঞ্চলের শেষ হয়েছে, সেখানে যেন আচমকা জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক সুমসৃণ পাহাড়। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ার গতিরোধ করবার জন্যেই যেন সুদৃঢ় পর্বতের অবস্থান। ফলে ঝড়ের ঝাপটা থেকে বামে অবস্থিত ফারেসটাসের মূল ভূখণ্ড আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এইখানে এসে আরেক দল তীর ভূমির খোঁজ পেল। নাবিকেরা মাত্র এক চুলের জন্যে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচেছে। সমুদ্রের ক্রুদ্ধ দাঁত জাহাজগুলোকে দিয়েছে ছিন্নভিন্ন করে। আর ওদিকে ঝড়ের মুখ থেকে বেঁচে যাওয়া মেনিলায়াসের পাঁচটি নীলবর্ণ চিত্রিত জাহাজকে তরঙ্গ আর বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে গেছে মিসরের কোলে। বিদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মাঝখানে এসে পড়েছেন তিনি। সেখানে সম্পদ এবং স্বর্ণ আহরণ করতে লাগলেন তিনি। আর ওদিকে সেই সময়ে এইগিসথাস তার দুরভিসন্ধি সফল করার ষড়যন্ত্র আঁটছে। এ্যাগামেমননকে হত্যা করার পর সেই জবর দখলকারী স্বর্ণপ্রসূ মাইসিনে রাজত্ব করতে লাগল। এমনিভাবে জনসাধারণের উপর সাতটি বছর ধরে সে শাসন চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু অষ্টম বৎসর তার জন্যে সর্বনাশ নিয়ে এল, ওরেসটিস সেই সর্বনাশের প্রতীক। সেই সাহসী যুবক এথেন্স থেকে ফিরে তার মহান পিতার হন্তা এইগিসথাসকে নিহত করল এবং ফলে হত্যাকারীর হত্যা সংঘটিত হলো। এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ওরেসটিস তার বন্ধুবান্ধবদেরকে তার ঘৃণ্য মাতা এবং কাপুরুষ এইগিসথাসের অন্ত্যেষ্টি ভোজে নিমন্ত্রণ করল। ঠিক সেই দিনই মেনিলায়াস অগাধ ধনসম্পত্তি নিয়ে ওরেসটিসের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

"তুমি নিজে সতর্ক হও বন্ধু! দীর্ঘ কাল ধরে বাড়ির বাইরে তুমি থেকো না। যদি তুমি এই না চাও যে, তুমি তোমার এই অভিযানে থাকতে

থাকতেই তোমার সম্পত্তি অপরে ভাগ করে নিয়ে যাক কিংবা তা নিঃশেষে খেয়ে ফেলুক সবাই, তাহলে ঐ বদমায়েশদের মধ্যে বিনা তদারকে তোমার ধন সম্পদ ফেলে রেখে দীর্ঘকাল ধরে বাইরে তুমি থেকো না! তবে তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, মেনিলায়াসের সঙ্গে একবার দেখা করে যাও তুমি। কেননা তিনি সবেমাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কত দূর দেশ থেকে তিনি ফিরেছেন, যেখান থেকে ফেরবার আশা করার অবকাশই পাওয়া যায় না, যদি সেই বিশাল সমুদ্রে হাওয়া একবার মাত্র উল্টো বয়ে যায়—সেই সমুদ্রের কী কূল-কিনারা আছে—পাখিরাও বছরে একবার তা পাড়ি দিতে পারে না। সুতরাং তোমার জাহাজ আর নাবিকদের নিয়ে মেনিলায়াসের কাছে তুমি একবার যাও। অবশ্য যদি ইচ্ছে কর স্থলপথেও তুমি যেতে পার। আমার রথ এবং অশ্ব তোমারই জিম্মায় রইল এবং আমার সন্তানেরাও তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে—তারাই তোমাকে নিয়ে যাবে সুন্দর লেসিডিমনে, যেখানে লালচুলো মেনিলায়াস বাস করেন। দেখ, তুমি নিজে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করবে, যদি সত্য কথাটি তার কাছ থেকে জানতে চাও। অবশ্য আমি মনে করি না জ্ঞানী মেনিলায়াস সত্য ছাড়া অন্যকিছু তোমাকে বলবেন।"

নেস্টরের কথা শেষ হতে সূর্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার আসল নেমে। উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি এরপর কথা বলতে শুরু করলেন:

"আপনাকে ধন্যবাদ মহাশয়। কত সুন্দর করে আপনি কাহিনীটা বলেছেন। আসুন এখন বলিদেয়া পশুদের জিহ্বা কেটে মদে ভিজিয়ে নিই, যাতে করে ঘুমোবার আগে আমরা পসিডন এবং অন্যান্য অমর দেবতাদের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ দিতে পারি। শয্যা গ্রহণের সময় হয়ে গেছে। পশ্চিমের গহ্বরে নীল হয়ে গেছে আলো। পবিত্র ভোজ উৎসব ঢিলেঢালা করে লাভ নেই, আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত।"

এই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন জিউসের কন্যা; তাঁর কথা ব্যর্থ হবার নয়। ভদ্র মহোদয়গণ হাত ধুয়ে নিলেন। আর অনুচরেরা মদ মেশাবার পাত্র কাণায় কাণায় পূর্ণ করে তুলল। তারা প্রত্যেকের পাত্র থেকে কিছুটা করে মদ ফেলে দিয়ে তা পরিবেশন করল সবাইকে। জিহ্বাগুলো আগুনে ফেলা হলো এবং সবাই সমবেত ভাবে ওতে মদ ছিটিয়ে দিয়ে অর্পণ করলেন। উৎসর্গের পর যখন তারা প্রাণভরে পান করা শেষ করল, তখন অ্যাথিনি এবং যুবরাজ টেলেমেকাস উঠে দাঁড়ালেন তাঁদের জাহাজের আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু নেস্টর তাঁদেরকে বাধা দিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

"ঈশ্বর যেন এমন না করেন যে, আমার বাড়িতে এসে শোবার জন্যে

আপনাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। আমি কি এমনি দেউলিয়া হয়ে গেছি যে, আপনাদের শয়নের জন্যে কয়েকটি আরামপ্রদ কম্বলেরও ব্যবস্থা করতে পারব না? তাতে কি আমাদের নিজেদের জন্যেই কম পড়ে যাবে? না, প্রকৃতপক্ষে সবার জন্যে আমার গৃহে শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। আমি শপথ করে বলতে পারি, যতদিন আমি বা আমার সন্তানেরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে জীবিত রয়েছি ততদিন অন্ততঃপক্ষে আমার প্রিয়বন্ধু ওডেসিয়ুসের পুত্রকে আমার গৃহ ছেড়ে জাহাজের পাটাতনে শুয়ে রাত্রিবাস করতে হবে না।'

"হে মান্যবর, মহৎ আপনার কথা," উত্তর দিলেন বিদ্যুৎ-আঁখি অ্যাথিনি, "টেলেমেকাস স্বচ্ছন্দে আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে। এরচেয়ে বাঞ্ছিত আর কি হতে পারে, তাকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে যান। কিন্তু আমাকে জাহাজে ফিরে যেতে হবে—মাল্লাদের সাহস এবং কর্তব্য কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্যে। কেননা আমাদের দলে আমিই একমাত্র প্রবীণ লোক। আর সবাই টেলেমেকাসের মতোই তরুণ, তাকে ভালবাসে বলে তার সঙ্গে এসেছে। আমাদের কৃষ্ণবর্ণ জাহাজে আমি রাত্রিবাস করতে ফিরে যাচ্ছি। সকালেই আমাকে আবার ককোনীয়ায় যেতে হবে সেখানকার উৎসাহী লোকদের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে। যা হোক, আমার বন্ধুকে আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ এই যে, তাকে আপনি আপনার এক পুত্রের তদারকে পাঠাবেন এবং ওদেরকে দেবেন আপনার অশ্বশালার সবচেয়ে দ্রুতগতি ও শক্তিশালী অশ্ব।"

কথাগুলো শেষ করেই উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি একটি সাগর-ঈগলের রূপ ধারণ করলো এবং নিমেষে উড়ে চলে গেল। এই দৃশ্যে সবাই অবাক হয়ে গেল। বৃদ্ধ এই অলৌকিকতায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে টেলেমেকাসের হাত ধরে তাকে অভিবাদন করলেন।

"বন্ধু", উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি, "প্রবঞ্চিত কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ভয় আর তুমি করো না, এত অল্প বয়সেই একজন দেবতার তত্ত্বাবধানের সৌভাগ্য তুমি অর্জন করেছ। অলিম্পাসে বসবাসকারী সবার মধ্যে, ট্রিটনের মহিষী, জিউসের কন্যা আরগাইভদের ভেতর থেকে কেবলমাত্র তোমার বাবাকেই অনুগ্রহ করার জন্যে বাছাই করেছিলেন। হে আমার রানী, তুমি তোমার এই দাসের প্রতি দয়াপরবশ হও। তুমিই অব্যাহত রাখো আমার, আমার সন্তানদের আর আমার সঙ্গীদের সুনাম। এর পরিবর্তে তোমাকে উৎসর্গ করব আমি হরিণের মতো সুন্দর এক বাছুর—দীর্ঘ তার ভ্রূ জোড়া, কেউ

তাকে স্পর্শ করে নি, জোয়ালের নিচে বাঁধেনি তাকে। শৃঙ্গে সোনা মুড়িয়ে তোমার উদ্দেশ্যে বলি দেব আমি তা।"

প্যালাস অ্যাথিনি শুনতে পেলেন এই প্রার্থনা। তারপর জেরেনীয় রথ-যোদ্ধা নেস্টর তাঁর সন্তান এবং কন্যার জামাতাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর রাজকীয় প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হলেন। প্রাসাদে পৌঁছে সবাই আসন গ্রহণ করলেন বেদী এবং কুশনে। বৃদ্ধ অতিথিদের জন্যে মদ প্রস্তুত করলেন একটি দশ বছরের পুরানো জালির ঢাকনি ভেঙে সেই মদ এনে দিল এব পরিচারিকা। এই দ্রাক্ষারস মেশাবার সময় সামান্য একটু মদ ফেলে দিলেন বৃদ্ধ এবং আন্তরিক প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন জিউসের কন্যা অভয়কবচধারী অ্যাথিনির প্রতি।

অর্পণ শেষ করে তারা পিপাসা মিটালেন এবং তারপর নিজ নিজ গৃহে রাত্রিবাসের জন্যে প্রস্থান করলেন। জেরেনীয় অশ্বপালক নেস্টর টেলেমেকাসের জন্যে শয্যা প্রস্তুত করলেন প্রাসাদ অভ্যন্তরেই। সজ্জিত বারান্দায় কাষ্ঠ পালঙ্কে শয্যা প্রস্তুত করা হলো, আর নেস্টরের একমাত্র অবিবাহিত পুত্র পেইসিসট্রেটাস তার সঙ্গে রইল। আর নেস্টর নিজে তাঁর নিজস্ব শয়ন ঘরে প্রস্থান করলেন, সেখানে রানী তাঁর জন্যে শয্যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

ভোর হলো। ঊষা তার গোলাপী হাত দিয়ে আকাশকে স্বচ্ছ করে তুললেন নেস্টর শয্যা ত্যাগ করে তার ঘরের দরোজার সামনে এক সাদা মার্বেল পাথরের সুমসৃণ ঝকঝকে আসনে এসে উপবেশন করলেন। এখানে একদা লেনেউস উপবেশন করতেন। জ্ঞানে তিনি দেবতারও ঈর্ষাযোগ্য ছিলেন। কিন্তু বহুদিন হলো তাঁর তিরোধান ঘটেছে, হেইডীজের কক্ষে রয়েছেন তিনি। আর এখন নেস্টর তাঁর কালে এখানে সমাসীন, রাজদণ্ড হাতে অ্যাকিয়ান জাতির একজন রক্ষক তিনি। তাঁর সন্তানেরা সবাই একে একে তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পাশে এসে সমবেত হলো—একিফ্রন এবং স্ট্রেটিয়াস, পারসিউস এবং এরিটাস এবং মহান থ্রেসিমেডেস। তরুণ রাজকুমার পেইসিসট্রেটাস এল সবার পরে, ছয়জন পুরো হলো। যুবরাজ টেলেমেকাসকে তাঁদের পাশেই এক আসনে বসতে দেওয়া হলো এবং তখন জেরেনীয় রথযোদ্ধা নেস্টর তাঁর মনের কথা সবাইকে জানালেন :

"প্রিয় পুত্রগণ উত্থিত হও, এবং অ্যাথিনির প্রতি আমার আরাধনায় আমাকে সহায়তা কর। তিনিই দেবতার প্রথম, আর তিনি আমাদের ভোজ উৎসবে নিজেকে আমাদের সামনে প্রকাশিত করেছিলেন। তোমাদের কেউ একজন মাঠে গিয়ে একটা গোবৎস নিয়ে এসো। কিছুমাত্র দেরী করো না

গোরক্ষককে বলো ওটাকে সোজা এখানে নিয়ে আসতে। একজন যাও টেলে-মেকাসের জাহাজে, সেখান থেকে দুজন বাদে সবাইকে নিয়ে আসবে এখানে। আর একজন যাও স্বর্ণকার নেয়ারটেসকে আনতে, বাছুরটার শিঙ সোনা দিয়ে মোড়াবে সে। বাকী সবাই আমার সঙ্গে থাক, তোমরা বাড়ির অনুচরদের একটা ভোজ উৎসবের আয়োজন করতে বল। আসন এবং বেদীর চারপাশের জন্যে কাঠ এবং টাট্‌কা পানীয় জোগাড় করতে বল তাদের।"

তার আদেশ পালন করতে সবাই দ্রুত বেরিয়ে গেল। প্রান্তর থেকে বাছুর নিয়ে আসা হলো। রাজকুমার টেলেমেকাসের নাবিকরাও জাহাজ থেকে এসে গেল। স্বর্ণকার উপস্থিত হলো তার ব্যবসায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নেয়াল, হাতুড়ি, সাঁড়াশী—সোনার কাজে যা কিছু লাগে সবই। অ্যাথিনি নিজেও উৎসর্গ গ্রহণের জন্যে আবির্ভূত হলেন। তারপর নেস্টর স্বর্ণ বের করে দিলেন স্বর্ণকারের হাতে দেবীর দৃষ্টিকে তুষ্ট করার জন্যে। সে কারুকাজ করা পাত বানিয়ে বাছুরের শিঙে পরিয়ে দিল। স্ট্রেটিয়াস এবং ইকিফ্রন শিঙ দুটো ধরে বাছুরটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল, এবং এরিটাস ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ডান হাতে ফুলসজ্জিত একটি পাত্র, ওতে রয়েছে তাদের ব্যবহারের জন্যে বিশোধক জল, আর বাম হাতে যবকণা ভরা একটি ঝুড়ি। শালপ্রাংশু থ্রেসিমেডেস হাতে তীক্ষ্ণধার কুঠার নিয়ে বলির ওপর আঘাত হানার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে, আর পারসিউস ধরে আছে রক্ত ধারণ করার পাত্রটি।

বৃদ্ধ নেস্টর অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন বিশোধক জল এবং ছড়ানো শস্যকণা দিয়ে। অ্যাথিনির কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করলেন তিনি। তারপর বলির মস্তক থেকে একটি চুল ছিঁড়ে আগুনে নিক্ষেপ করে উৎসর্গের সূত্রপাত করলেন তিনি।

তারা প্রার্থনা করতে লাগলেন আর যবকণা ছিটাতে লাগলেন, আর নেস্টরের পুত্র থ্রেসিমেডেস দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আঘাতটি হানল। বকনা বাছুরটির কাঁধের পেশীর ভেতর দিয়ে কুঠারটি বেরিয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করল তা। এই মুহূর্তে নারীরা চিৎকার ধ্বনি করে উঠল— নেস্টরের কন্যা এবং পুত্রবধূরা এবং নেস্টর মহিষী ক্লাইমেনাসের কন্যা ইউরিডাইস—সবাই। লোকেরা বাছুরটির মাথা রক্তরঞ্জিত মাটি থেকে তুলে ধরল এবং ক্যাপটেন পেইসট্রেটাস এসে ওর গলা কেটে দিল। কালো রক্তের স্রোত ঝলকিয়ে বেরুতে লাগল এবং প্রাণবায়ু ঐ বাছুরটির অস্থি ছেড়ে যখন উধাও হয়ে গেল, ওরা দ্রুত হস্তে মৃতদেহটি খণ্ড খণ্ড

করে ফেলল। আনুষ্ঠানিকভাবে রানের মাংস টুকরো করে রাখল, চর্বি দিয়ে মোড়াল সেগুলো এবং এগুলোর ওপরে রাখল কাঁচা মাংসের স্তূপ। মাননীয় রাজা ঐ টুকরোগুলো কাঠের আগুনে পোড়ালেন আর ওর ওপর মদ ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর তরুণ যুবকেরা পাঁচ দাঁতের কাঁটা হাতে নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল সেখানে। রান পোড়ান শেষ হলে, বাছুরটার ভেতরের অংশের স্বাদ গ্রহণ করল তারা। বাকী অংশ ছোট ছোট টুকরোয় তারা কেটে ফেলল এবং শিকে পুরে সেগুলোকে আগুনে সেঁকে রোস্ট করে নিল।

ইতিমধ্যে নেস্টরের কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরী পলিকাস্ট টেলেমেকাসকে স্নান করাল। স্নানপর্ব শেষে অলিভ তেল মাখাল সে তার গায়ে এবং তারপর একটি অঙ্গরাখা দিল তার হাতে। এমনভাবে সেই অঙ্গরাখা টেলেমেকাসের দেহে সে সাজিয়ে দিল যে, যখন টেলেমেকাস স্নান ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তাকে অমর দেবতার মতো দেখাতে লাগল।

তারপর সে জনসাধারণের নেতা নেস্টরের পাশে গিয়ে উপবেশন করল।

বাছুরটার বহিরাংশ রোস্ট করা শেষ হলে সেগুলোকে শিক থেকে বের করে নেওয়া হলো—খাবার টেবিলে এসে বসল তারা তখন। সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদেরকে পরিবেশন করতে লাগল এবং স্বর্ণ পাত্রগুলো মদে পূর্ণ করে তুলতে লাগল। তাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি ঘটলে পর জেরেনীয় রথযোদ্ধা নেস্টর মনের কথা ঘোষণা করলেন:

"হে আমার পুত্রগণ, তোমরা এখন উত্থান কর। টেলেমেকাসের জন্যে এক-জোড়া দীর্ঘ কেশরসম্পন্ন ঘোড়া নিয়ে এস, একটি রথে জুতে দাও ওদেরকে, যাতে করে টেলেমেকাস তার যাত্রা শুরু করতে পারে।

তাঁর আদেশ দ্রুত পালন করল ওরা। একজোড়া দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া জুতে দিল গাড়ীতে এবং গৃহরক্ষক রুটি ও মদ-সহ রাজকীয় খাদ্য সাজিয়ে দিল ওতে। টেলেমেকাস সুন্দর রথটিতে আরোহণ করল। নেস্টরের পুত্র ক্যাপ্টেন নেইসট্রেটাস তার পাশে স্থান গ্রহণ করলো, লাগাম তুলে নিল হাতে এবং চাবুকের আঘাতে ঘোড়া দিল ছুটিয়ে। রাজধানী পাইলস পেছনে ফেলে উৎসাহী অশ্ব দুটো সমতল পেরিয়ে ছুটে চলল—সমস্ত দিন ধরে অবিশ্রান্ত চলল সেই যাত্রা।

সূর্যাস্তের প্রক্কালে যখন পথঘাট অন্ধকার হয়ে আসছিল তখন তারা ফেরাইতে এসে পৌঁছল। তারা গাড়ী থামাল ডিয়োক্লিসের বাড়িতে এসে। ডিয়োক্লিস অরটিলোকাসের পুত্র। অরটিলোকাসের পিতার নাম এ্যালফিয়াস। সেখানে

তারা রাত্রি যাপন করল এবং আতিয়েথতায় রীতি অনুযায়ী তাদের সাদরে গ্রহণ করল। কিন্তু সকাল হতে না হতেই অশ্ব সাজ্জিত করে তারা উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত রথে আরোহণ করল। প্রতিধ্বনিময় বারান্দা এবং ফটক পার হয়ে তারা এগিয়ে গেল। চাবুকের শব্দ ঘোড়া দুটোকে তাড়না করছিল আর আগ্রহভরে ঘোড়া দুটো ছুটে চলছিল। যথাসময়ে তারা গম খেতের সমতলে পেঁছে গেল, যাত্রার শেষ স্তরে এসে গেছে তারা। কী সুন্দর গতিতে ছুটে এসেছে তাদের সেই সুশিক্ষিত অশ্বজোড়া। সূর্য আবার অস্ত গেল তখন এবং অন্ধকার সমস্ত চরাচর গ্রাস করে ফেলল।

৪
মেনিল্যায়াস এবং হেলেন

অবশেষে তারা পর্বতসমাকীর্ণ দেশ লেসিডেমসে এসে পৌঁছল। স্বনামখ্যাত মেনিল্যায়াস প্রাসাদের সম্মুখে এসে রথ থামালো তারা। মেনিল্যায়াস তখন তাঁর পুত্র এবং কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অতিথি অভ্যাগতদের সমাদর করছিলেন। কন্যাকে তিনি সমর্পণ করেছেন ব্যূহভেদকারী সেই বিখ্যাত এ্যাকিলিসের পুত্রের হস্তে। বহুদিন আগে ট্রয়ের যুদ্ধের সময়ে তারা এ বিষয়ে পরস্পরকে কথা দিয়েছিলেন। এতদিনে ঈশ্বর এদের দুজনকে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত করলেন। মেনিল্যায়াস রথ সজ্জিত করে তাঁর কন্যাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মেরসিডনসে—যেখানকার রাজা হলেন তার বর। কিন্তু ছেলে মেগাপেনথেসের জন্যে তিনি স্পার্টাতেই বধু পছন্দ করেছেন। এলেকটরের কন্যা সে। সাহসী মেগাপেনথেসকে তিনি এক দাসের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আফ্রোদিতির মতো সুন্দরী হারমিয়নিকে জন্ম দেওয়ার পর, এ বিষয় যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হেলেন আর কোন সন্তানের জন্ম দেবে না, তখনই তিনি এই পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। বিরাট হল ঘরে সুউচ্চ ছাদের নিচে বসে সুবিখ্যাত মেনিল্যায়াস প্রতিবেশী এবং স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধব-সহ ভোজ-উৎসবে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় একজন গায়ক লায়ারে সুর তুলে স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধা পরিবেশন করতে লাগলেন। আর বাজীকররা নাচতে লাগল এবং গাড়ীর চাকা ছুঁড়ে অতিথিদের ভেতর খেলা দেখাতে লাগল।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দ্বারে পর্যটক দুইজন—রাজকুমার টেলেমেকাস এবং নেস্টরের মহান সন্তান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনাক্রমে মেনিল্যায়াসের অশ্বশালার দুরূহ দায়িত্বের অধিকর্তা লর্ড ইটিওনিয়াস বাইরে আসতে গিয়ে তাদের দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে খবর দেওয়ার জন্যে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন, এবং রাজার কানে কানে বললেন, "হে রাজন, বলতে আজ্ঞা হয় যে, প্রসাদ তোরণে দুজন আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চেহারা দেখে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, রাজবংশের লোক। দয়া করে আদেশ করুন, আমরা কি তাদের ঘোড়াগুলো লাগামমুক্ত করব, না, তাদেরকে পাঠিয়ে দেব অন্য কারো আতিথেয়তায়?"

রোষভরে উত্তর দিলেন মেনিল্যায়াস তাকে, "লর্ড ইটিওনিয়াস, তোমাকে তো ঠিক নির্বোধ বলা যায় না। কিন্তু এ মুহূর্তে তুমি একটা শিশুর মতো অর্থহীন কথা বলছ। ভেবে দেখো গৃহে ফিরে আসার আগে তুমি আর আমি কত অচেনা লোকের আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হয়েছি, হয়তো জিউস এমন অবস্থার মধ্যে আমাদেরকে আবার বলেও দিতে পারেন। তাদের ঘোড়া-

গুলো এক্ষুণি জোয়ালমুক্ত করে দাও এবং আমাদের অতিথিদের নিয়ে এসো এই ভোজ-উৎসবে শরীক হওয়ার জন্যে।"

ইটিওনিয়াস হল ঘর দৌড়ে অতিক্রম করলেন. তার অনুচরদের চিৎকার করে আহ্বান জানালেন তাকে অনুসরণ করার জন্যে। ঘর্মাক্ত ঘোড়া দুটো রথ থেকে ছাড়িয়ে ঘোড়াশালায় নিয়ে এল, ওদেরকে গামলার সামনে বেঁধে সাদা বার্লি মেশানো শস্যকণা খেতে দিল। তারপর রথটা প্রাসাদ তোরণের কাছে মসৃণ দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে আগন্তুকদের আহ্বান করে নিয়ে গেল রাজ-অট্টালিকার অভ্যন্তরে। টেলেমেকাস এবং তার বন্ধু বিস্ফারিত নয়নে প্রাসাদের সবকিছু দেখতে দেখতে গেল। তাদের মনে হলো সুমহান মেনিল্যায়াসের এই প্রাসাদের ভেতরটা যেন সূর্য কিংবা চাঁদের আশ্চর্য আলো দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়েছে। এই সব দৃশ্যের ভোজে তাদের দৃষ্টি তৃপ্ত করে, তারা সুমসৃণ স্নানাগারে গিয়ে স্নান সমাপন করল, তরুণী পরিচারিকারা স্নানে সাহায্য করল তাদের, গায়ে তেল মাখিয়ে দিল এবং তাদেরকে ঢিলা জামা এবং অঙ্গরাখা পরিয়ে সজ্জিত করে দিল। তারপর তারা এরিট্যায়াসের পুত্র মেনিল্যায়াসের পাশে উচু চেয়ারে আসন পরিগ্রহ করল। একজন পরিচারিকা একটি সুন্দর পাত্রে জল নিয়ে এল এবং একটি রূপার চিলমচিতে তা তাদের হাত ধোয়ার জন্যে ঢেলে দিতে লাগল। তারপর সে একটা কাঠের টেবিল নিয়ে এসে তাদের পাশে রাখল এবং তার ওপর রুচিকর খাদ্য এনে সাজিয়ে রাখল। অতিথিদেরকে সাধ্যমত সে পরিবেশনকরতে লাগল।

মেনিল্যায়াস তখন আতিথ্যপরায়ন সৌজন্যে আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন : "স্বাগতম হে অতিথিবৃন্দ, এবার আপনারা আহার শুরু করুন। আহার শেষ হোক, তারপর আপনাদের পরিচয় আমরা জানতে চাইব। আপনাদের অবয়বে বংশাবলীর ছাপ এতই স্পষ্ট যে, আপনারা যে রাজার সন্তান, তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারছি। জিউসের অনুগৃহীত রাজদন্ডাধিকারী ছাড়া আর কোন লোক এমন চেহারা পেতে পারে না।"

এই কথা বলে তিনি নিজের হাতে তাদেরকে গরুর শিড়দাঁড়ার দামী রোস্ট পরিবেশন করলেন। তাদের সম্মানার্থে তিনি এটি তাদের পাতে তুলে দিলেন। তারপর তারা নিজেরাই পছন্দমত সামনের রক্ষিত খাবার থেকে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির পর টেলেমেকাস নেস্টরের পুত্রের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি এমনভাবে বলতে লাগলেন যাতে অপর কেউ শনতে না পায় :

"প্রিয় পেইসটেট্রাস, এই প্রতিধ্বনিপূর্ণ কক্ষের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। সমস্ত জায়গাটা সোনা এবং তামা, স্ফটিক এবং রূপো এবং হাতির

দাঁতে মণ্ডিত। কী বিস্ময়কর সম্পদের সমারোহ! আমি একথা না ভেবে পারছি না যে, অলিম্পাসে জিউসের সভাকক্ষের অভ্যন্তরও নিশ্চয়ই এমনিই হবে! এই দৃশ্য আমাকে বিমোহিত করে ফেলছে!"

লাল-কেশসম্পন্ন মেনিল্যায়াস টেলেমেকাসের কথা ধরতে পারলেন এবং তখনি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "প্রিয় বৎসগণ, কোন মরণশীল মানুষই জিউসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। তার গৃহ এবং তার সকল সম্পদ চিরকাল স্থায়ী। কিন্তু মানুষের কথা উঠলে, ধনসম্পদের দিক থেকে আমার সঙ্গে কেউ তুলনীয় হতে পারবে না। কেননা সাতটি বছর ধরে বিদেশ পরিভ্রমণে কঠিন দুর্ভোগের মধ্যে কাটিয়ে তবে আমাকে এত ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আমি এই যাত্রায় সাইপ্রাস, ফোনেসিয়া এবং মিসর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ইথোপিয়া, সিগেনিয়া, এরেমাবি—সব জায়গায় আমি গেছি। এবং লিবিয়াও আমি পর্যটন করেছি, যেখানে মেষ শাবকেরা অঙ্কুরিত শৃঙ্গ নিয়েই জন্মায় এবং তাদের প্রসূতিরা বছরে তিনবার বাচ্চা প্রসব করে। সেখানে রাজা থেকে রাখাল পর্যন্ত কারুরই পনির এবং মাংসের অভাব হয় না। কিংবা টাট্‌কা জবেরও অনটন নেই তাদের। কেননা সমস্ত বছর ধরেই তাদের মেষগুলোর ওলান পূর্ণ থাকে।

"কিন্তু আমি যখন দূর বিদেশে ধনসম্পত্তি আহরণ করছিলাম, তখন আমাদের এক গৃহশত্রু আমার ভাইকে হত্যা করে। ভাইয়ের পাপীয়সী স্ত্রীর সহায়তায় সে এই কাজ করতে সক্ষম হয়। সেজন্যে এই সমস্ত ধনসম্পদের প্রভু হিসেবে নিজেকে মনে করতে আমি খুব কমই আনন্দ পাই। তুমি যেই হও না কেন, তোমার বাবার কাছে হয়তো নিশ্চয়ই শুনতে পেরেছ, আমি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি এবং একটি ধন ঐশ্বর্য-পূর্ণ সুন্দর জনপদের ধ্বংস নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছি। আমার আগের সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ নিয়েও আমি কত বেশী খুশী থাকতে পারতাম, যদি আমার বন্ধুরা যারা ট্রয়ের সমতলে প্রাণ হারিয়েছেন, তারা জীবিত থাকতেন। অশ্ব বিচরণ ভূমি আরগোস থেকে কত দূরের সেই ট্রয়। যদিও আমি তাদের সবাইকে হারিয়েছি, এর জন্যে আমার দুঃখের অন্ত নেই; কান্নাই এর একমাত্র শান্তি এবং সে কান্নাও থেমে যায় (কত শীঘ্র ওদের শীতল সান্ত্বনায় সমাপ্তি ঘটে), কিন্তু হারানো স্বজনদের মধ্যে একটি লোকের জন্যে যে দুঃখ আমি পাই, সমস্ত দলটির জন্যেও ততখানি কষ্ট আমার হয় না। যখন আমি তার কথা ভাবি, আহার নিদ্রা আমার কাছে বিষময় মনে হয় তখন। কেননা অ্যাকিয়ানদের মধ্যে যারা

ট্রয়ে পরিশ্রম করেছিলেন, তাদের মধ্যে ওডেসিয়ুসের শ্রমই ছিল সবচেয়ে কঠিন, এবং সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন তিনি। কিন্তু তার সকল শ্রম করুণ পরিণতি লাভ করেছে, কেননা একজন বন্ধু আমি হারিয়েছি এই চেতনা আমাকে তাড়া করে ফিরে। তিনি বেঁচে আছেন কিনা এই চিন্তা তার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে আমাকে আর স্বস্তি দেয় না। অবশ্য আমার মনে হয় তার স্বজনেরা তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছেন,—বৃদ্ধ লেয়ের্টেস, বুদ্ধিমতী পেনেলপি এবং টেলেমেকাস, জন্মের পরেপরেই যে শিশুকে রেখে তিনি যাত্রা করেছিলেন।

মেনিল্যায়াসের বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে টেলেমেকাসের পিতৃশোক উদ্‌গত হয়ে উঠতে লাগল এবং যখন ওডেসিয়ুসের নাম শুনল তখন সে আর অশ্রুসংবরণ করতে পারল না। চোখের পানি তার গাল বেয়ে মাটিতে পড়তে লাগল এবং তখন সে তার বেগুনী গাত্রাবরণ চোখের ওপর চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে। মেনিল্যায়াস তার এই অবস্থা লক্ষ্য করলেন এবং খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন এই ভেবে যে, এই তরুণ নিজে তার বাবার নাম না বলা পর্যন্ত তিনি কি অপেক্ষা করবেন, না নিজে জেরা করে জেনে নেবেন তা। এই বিচলিত অবস্থার মধ্যে হেলেন তার পরিচারিকাদের সমভিব্যবহারে তার সুগন্ধিময় উঁচু কক্ষ থেকে নেমে এলেন। স্বর্ণ-চরকা হাতে আরটেমিসের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। এড্রেমটি তাঁকে আসন এনে দিল, এলসিপি কোমলতম পশমের কম্বল বিছিয়ে দিল তাতে, আর ফিলো তাঁকে এনে দিল একটি রুপোর ঝাঁপি। এটি পলিবাসের স্ত্রী আলসান্ড্রা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, মিসরের থিবিসের বাশিন্দা তারা, যেখানে বাড়িগুলো আশ্চর্য সুন্দরভাবে সাজানো। এই ব্যক্তি মেনিল্যায়াসকে দুটো স্নান সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, এক জোড়া তিন পেয়ে কড়াই এবং দশ ট্যালেন্ট সোনা। আর তাঁর স্ত্রী হেলেনকে দিয়েছিলেন অনেক সুন্দর উপহার দ্রব্যাদি—তার মধ্যে ছিল একটি সোনার তাঁত এবং একটি সুগন্ধময় সোনার কারুকাজ করা রৌপ্যনির্মিত ঝাঁপ। এই ঝাঁপটাই ফিলো তাঁর পাশে এনে রাখলো। সুন্দর সুতোয় ভরা ছিল সেই বাক্স এবং ঘননীল পশমে সজ্জিত তাঁতটিও রাখা হলো পাশে। হেলেন চেয়ারটিতে বসল, পা রাখার জন্যে ছোট্ট চৌকিও একটা ছিল সেখানে। বসেই হেলেন ব্যাপার কি জানার জন্যে তার স্বামীর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন:

"মেনিল্যায়াস, মাই লর্ড, আমাদের অতিথি মহোদয়দের পরিচয় কি আমরা জানতে পেরেছি। আমি কি অজ্ঞতার ভান করব, না, যা আমি ভাবছি তা আপনাদের কাছে প্রকাশ করব? আমার মনে হয় আমার কথা বলা

উচিত। কেননা আমি কোন নারী বা পুরুষের মধ্যে কাউকে এমন হুবহু মিলসম্পন্ন দেখিনি। আমি এত আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, এই তরুণের দিক থেকে আমি চোখই ফিরিয়ে নিতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই রাজা ওডেসিয়ুসের পুত্র টেলেমেকাস এই যুবক—সদ্যপ্রসূত যে শিশুকে রেখে তার বাবা গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। কেননা তখন তোমরা অ্যাকিয়ানরা বীরের মতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলে, এবং ট্রয়ের সমতলে গিয়ে ব্যূহবদ্ধ হয়েছিল, যদিও তা আমার জন্যেই, এই লজ্জাহীনা রমণীর জন্যেই!"

"মহিষী", লালচুলো মেনিল্যা াস উত্তর করলেন, "এই সাদৃশ্যের প্রতি তোমার ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখেও তা পড়েছে। ওডেসিয়ুসের পা-দুটোর গঠন ছিল ঠিক এমনিই, হাত দুটোও তাই, মাথা এবং মাথার চুলও। আর তাছাড়া আমি যখন আমার স্মৃতি থেকে ওডেসিয়ুসের কথা বলে চলছিলাম এবং আমার জন্যে তিনি কতটা দুঃখ সহ্য করেছিলেন তা জানাচ্ছিলাম তখন তারই বাঁ-চোখ বেয়ে অশ্রু নামবে কেন এবং সে তার বেগুনী গাত্রাবরণ দিয়ে চোখই বা মুছবে কেন।"

এখানে নেস্টরের পুত্র পেইসট্রেটাস কথা বলে উঠলেন: "মান্যবর, মহান রাজন আমার বন্ধুকে ওডেসিয়ুসের পুত্র হিসাবে যথাযথই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু সে বিনয়ী! প্রথম দর্শনেই নিজেকে প্রচারিত করা এবং তা আপনার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করা সৌজন্য বিগর্হিত হতো বলেই মনে করি। তাছাড়া আপনার কথা শুনে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করছিলাম যেন ঈশ্বরের কণ্ঠ শুনছিলাম। জেরেনিয়ার নেস্টর আমাকে তার সঙ্গী হিসেবে পাঠিয়েছেন। টেলেমেকাস আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিল, হয়তো আপনি তাকে তার বাবার সন্ধানের কোন পথ বাতলে দিতে পারবেন। বাবার মৃত্যুর পর ছেলেকে সংসার সামলাতে অনেক ঝামেলারই সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে যদি তাকে সাহায্য করবার কেউ না থাকে। টেলেমেকাসের ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম। তার বাবা প্রবাসে এবং অবিচার থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে কোন বন্ধুর সহায়তাও সে পাচ্ছে না।

"কে একথা ভাবতে পেরেছিল!" লালচুলো মেনিল্যায়াস চিৎকার করে উঠলেন, "আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সন্তান আজ আমার বাড়িতেই, যে বন্ধু আমাকে ভালবেসে কত বীরত্বপূর্ণ কাজই না আমার জন্যে করেছিল! আমি ভেবেছিলাম, আমার স্বজাতিদের মধ্যে তারই আমি সবচেয়ে বেশী উপকার করব ফিরে আসার পর—যদি সর্বজ্ঞ বিধাতা আমাদের জাহাজ নিরাপদে

সমুদ্র পার করে গৃহে পৌঁছে দেন। হ্যাঁ, আমি আমার নিজের রাজ্যেই কাছাকাছি কোন শহর খালি করে তাকে দিতাম বাস করতে এই আরগোসেই। তাকে আমি প্রাসাদ বানিয়ে দিতাম এবং নিয়ে আসতাম ইথাকা থেকে তাঁর সমস্ত সম্পদ, পুত্র এবং পেনেলপি-সহ। একই দেশে আমরা বাস করতাম আর ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতো আমাদের। আমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্যের আনন্দ থেকে আমাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে পারত না, যতদিন পর্যন্ত না মৃত্যুর করাল অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে ফেলত। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা হয়তো অন্য রকম ভেবেছিলেন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সেই অসুখী মানুষটাই একমাত্র লোক হয়ে থাকল যে আর বাড়ি ফিরতে পারল না।"

মেনিল্যায়াসের কথা সবাইকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে ফেলল। আরগোসের হেলেন জিউসের শিশু—সেও কেঁদে গড়িয়ে পড়ল। টেলেমেকাস এবং মেনিল্যায়াসেরও সেই অবস্থা। নেস্টরের পুত্রও নিজের চোখ আর শুষ্ক রাখতে পারল না, যখন তার সেই সুযোগ্য ভ্রাতা এন্টিলোকাসের কথা মনে পড়ল, ডনের পুত্র তাকে হত্যা করেছিল। মেনিল্যায়াসের দিকে ফিরে সে একথারই অবতারণা করল।

"মান্যবর, আমাদের বাড়িতে যখনই কথোপকথনে আপনার কথা উঠত, আমার বৃদ্ধ পিতা নেস্টর আপনাকে সব সময়ই সবচেয়ে জ্ঞানী লোক বলে অভিহিত করতেন। এখন আপনাকে আমি অনুরোধ করছি দয়া করে শোক সংবরণ করুন, কেননা আমি অন্ততঃপক্ষে আহারের সঙ্গে কান্নায় কোন আনন্দ পাই না—এমন করলে সকাল হয়ে যেতে দেরী হবে না। অবশ্য কোন হতভাগ্যের মৃত্যু যদি অশ্রুপুরস্কারে ধন্য হয়, তবে তা নিয়ে হিংসা আমি করি না। প্রকৃতপক্ষে মরণশীল মানুষের দুঃখে মাথা থেকে চুল ছেঁড়া আর চোখ থেকে জল ফেলা ছাড়া আর আমরা কি-ই বা করতে পারি। এই যুদ্ধে, আমিও স্বজন হারিয়েছি, হারিয়েছি আমার নিজের ভাই, আরগাইভ সৈন্যদলে তিনি নগণ্য কেউ ছিলেন না। আপনি নিজেও এ্যান্টিলো কাসকে দেখে থাকবেন হয়তো, যদিও আমি নিজে তাকে জানতাম না, কখনো তাকে দেখিওনি। তবে শুনেছি, আপনার দলে সর্বোত্তম সৈনিক ছিল সে। সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারত, আর বীর যোদ্ধা ছিল সে।"

"বন্ধু", লাল কেশসম্পন্ন মেনিল্যায়াস উত্তর করলেন, "তুমি যা বললে এখন, তোমার এই কথায় ও কাজে তোমার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের লোকের বিবেচনার পরিচয় দিয়েছ তুমি। প্রকৃতপক্ষে তুমি, তেমন সুবুদ্ধিই প্রদর্শন করেছ, যা তোমার পিতার মতো লোকের সন্তানের কাছ থেকে আমি আশা করতাম।

কারো জন্মের আভিজাত্য লুকিয়ে থাকে না, বিশেষ করে তার পিতার জন্মও যখন ঈর্ষাযোগ্য এবং বিবাহবন্ধনও আনন্দপূর্ণ হয়ে থাকে। নেস্টর এমনই একজন ব্যক্তি--জীবনের আগাগোড়া তিনি সৌভাগ্যবান। এখন শান্তিতে তার বয়স বাড়ছে যোগ্য ও বুদ্ধিমান সন্তান কর্তৃক পরিবৃত হয়ে। যাক, আমাদের দুঃখানুভূতির কথা এসো আমরা এখন ভুলে যাই—আমাদের রাত্রির আহারের প্রতি আবার মনোযোগী হই। সকালে টেলেমেকাস ও আমি পরস্পরে অনেক কথাই আলোচনা করতে পারব।

এ্যাশফেলিয়ন, মেনিল্যায়াসের একজন ব্যস্ত কর্মচারী। সে তাদের হাত ধুইয়ে দিল এবং তারা সামনে রক্ষিত সুখাদ্যগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হলো। জিউসের শিশু হেলেনের একটা ভাল বুদ্ধি এল মনে। সে দুঃখকে ভুলিয়ে দেওয়ার, ক্রোধকে বিদূরিত করার এবং করুণ স্মৃতিকে অপসৃত করার ক্ষমতাসম্পন্ন এক দাগ ওষুধ মদ মেশাবার পাত্রে দিল ঢেলে। সেই মদ যারা পান করল তারা সেদিন আর এক বিন্দু চোখের জল ফেলতে পারল না—মায়ের কি বাবার মৃত্যু, কি ভাই বা নিজের সন্তানও যদি তার চোখের সামনে তরবারি বিদ্ধ হয় তবু কান্না আসবে না তার। এই ধরনের বহু শক্তিশালী ওষুধ হেলেনকে দিয়েছিলেন থনের মহিষী মিসরীয় মহিলা পলিডাস্না। উর্বরা দেশ মিসরের ঔষধ-উদ্ভিদের প্রাচুর্য রয়েছে, তার কতকগুলো খুব উপকারী, কতকগুলা আবার বিষাক্ত। চিকিৎসা বিদ্যায় মিসর সমগ্র পৃথিবীকে অনেক বেশী পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে গেছে। রোগ-উপশমকারী নিইনের উপযুক্ত বংশধর তারা বটে!

হেলেন মদপাত্রে ওষধটা ফেলে দিয়ে যখন দেখতে পেলেন, সবাই পাত্র পূর্ণ করছেন, তখন সমাবেশের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন: "রাজা মেনিল্যায়াস এবং আমার তরুণ ও মহান অতিথিবৃন্দ। আশা করি আমাদের সবার সময় আনন্দেই কাটল, সবার দুঃখেরও অবসান হয়েছে। সর্বশক্তিমান জিউস সবই দেখছেন। তাহলে এই কক্ষে আহারের আয়োজন করা হোক না কেন? কাহিনী বলে আমরা সবাই হয়তো পরস্পরকে আনন্দ দান করতে পারব! আমি খুবই প্রাসঙ্গিক একটি কাহিনী বলব। দুঃসাহসী ওডেসি-য়ুসের কীর্তিকথা বর্ণণা করা, এমনকি তাঁর কীর্তির একটা হিসাব দেওয়াও আমার সাধ্যের অতীত। তবে তাঁর এক চমৎকার কৌশলের কাহিনী আমি জানি, সেটিই আমি বলছি। অ্যাকিয়ানরা যখন অবরোধে ব্যস্ত, তখন ট্রয়ের অভ্যন্তরে তিনি একবার প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর শরীরকে এমনভাবে আঘাতযুক্ত করেছিলেন যাতে হীনাবস্থায় সব রকম চিহ্ন তাতে ফুটে ওঠে।

তখন তিনি দেখতে একটা ভিক্ষুকের মতো হয়েছিলেন। একটা নোংরা কম্বল কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে মাত্র শহরে রাস্তায় রাস্তায় অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন তিনি। অ্যাকিয়ান শিবিরের এমন একজন বিশিষ্ট-দর্শন ব্যক্তি ওডেসিয়ুসের পক্ষে ভিক্ষুকের দীন ছদ্মবেশ নেয়ার ফলেই চোখে ধুলো দিয়ে শহরে ঢোকা সম্ভব হয়েছিল। এই ছদ্মবেশে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং ট্রোজানরাও তাকে দেখে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। আমিই একমাত্র তাঁর ছদ্ম আবরণ ভেদ করে তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তাঁর পরিচয় যখন জিজ্ঞেস করলাম তিনি চালাকীর সঙ্গে তা এড়িয়ে গেলেন। অবশেষে তাঁকে স্নান করাবার এবং সুগন্ধি মাখাবার সময় আমি একটা সুযোগ পেলাম। পরিধানের কাপড় দেয়ার পর আমি শপথ করে তাঁকে বললাম, তিনি যতক্ষণ শিবিরে ফিরে না যান ততক্ষণ আমি তাঁর পরিচয় ট্রোজানদের কাছে ব্যক্ত করব না। তখন তিনি অ্যাকিয়ানদের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে দিলেন। তারপর তাঁর দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বহু ট্রোজানের ইহলীলা শেষ করে দিয়ে তিনি প্রচুর সংবাদ-সহ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ফিরে গেলেন। ট্রয়ের অন্যান্য রমণীরা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করতে শুরু করল। কিন্তু আমি আনন্দিত হলাম। কেননা বাড়ি ফেরার জন্যে ইতিমধ্যেই আমার মনে তীব্র বাসনার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটেছিল। আফ্রোদিতির ছলনায় অন্ধ হয়ে আমি যে ট্রয়ে পলায়নের প্রলোভনে পড়েছিলাম এর জন্যে আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। আমার প্রিয় স্বদেশভূমি ছেড়ে গিয়েছিলাম আমি, আমার কন্যাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল আমাকে, আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম আমার বিবাহপীঠ এবং আমার এমন একজন স্বামীকে যিনি প্রতিভা এবং সৌন্দর্যে প্রত্যেক নারীরই কাম্য হওয়ার যোগ্য।"

"প্রিয়ে", লাল কেশসম্পন্ন মেনিল্যায়াস বললেন, "চমৎকার এক কাহিনী সত্য করে তুমি বলেছ। এই সসাগরা পৃথিবীর বহুস্থান আমি ভ্রমণ করেছি, বহু হৃদয় দেখেছি, বহু মহৎ ব্যক্তির উপদেশাবলীও আমি শুনেছি, কিন্তু অদম্য ওডেসিয়ুসের মতো কোন লোক আমার চোখে কখনও পড়েনি। কাঠের ঘোড়ায় তিনি যা করেছিলেন তা তাঁর সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার আর এক পরিচয়। মনে পড়ছে কাঠের ঘোড়ার ভেতর আমি অপেক্ষা করছিলাম। সঙ্গে রয়েছে আরগাইভ সৈন্যদল। অকস্মাৎ আক্রমণে ট্রোজানদের সমূহ সর্বনাশ ও নিধনের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা। তখন তুমি সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলে। তুমি ডাক দিচ্ছিলে। নিশ্চয়ই কোন দেবতা চাচ্ছিলেন, ট্রয়ের বিজয় হোক। কেননা রাজকুমার ডিফোবাস তোমার সঙ্গে এসেছিলেন। শূন্যগর্ভে অবস্থিত

আমাদের গুপ্ত সেনাদলকে তিনবার তুমি প্রদক্ষিণ করেছিলে। আর বাইরের দিকটায় হাত দিয়ে আঁচ করতে চেষ্টা করছিলে তুমি। তারপর তুমি আর-গাইভ সেনাপতিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর কণ্ঠ নকল করে একেক দফায় প্রত্যেককে ডাকতে থাকলে তুমি নাম ধরে। ডিওমিডিস এবং আমি ভদ্র ওডেসিয়ুসের সাথে বসেছিলাম ঠিক মধ্যখানে। আমরা তো ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাই কি, তক্ষুনি সেই ডাকের উত্তর দিয়ে ফেলি আর কি। কিন্তু ওডেসিয়ুস আমাদেরকে সেই অসতর্ক কাজ থেকে বিরত করলেন। আর সবাইও চুপ করে রইল। এন্টিক্লাস তখনও তোমার ডাকে উত্তর দেয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল। কিন্তু ওডেসিয়ুস তাঁর বিশাল হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে রইলেন। এমনিভাবে এক মহাবিপদ থেকে তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করলেন। যতক্ষণ না প্যালাস অ্যাথিনি তোমাকে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য করলেন, ততক্ষণ তিনি আর কিছুতেই এন্টিক্লাসকে ছেড়ে দিলেন না।" এইখানে টেলেমেকাস সাহস করে রাজাকে সম্বোধন করে বললেন: 'হে রাজন, এই সব কথা শুনে মনে বরং আরো দুঃখেরই সঞ্চার হয়, এই ভেবে যে এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ওডেসিয়াস সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাননি। একটি লৌহ হৃদয়ও তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হত না! যাহোক, এখন রাত্রির বিশ্রামের অনুমতি আপনার কাছে প্রার্থনা করি। শয্যায় যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, সবারই সুনিদ্রার প্রয়োজন।"

আরগেসের হেলেন তার পরিচারিকাদের তখন শয্যা প্রস্তুত করার জন্যে আদেশ করলেন। বারান্দায় পালঙ্ক এনে সুন্দর বেগুনী কম্বলের উপর চাদর বিছিয়ে বিছানা পাততে বললেন তিনি, আর তার উপর দিতে বললেন কয়েকটা মোটা কম্বল। বাতি হাতে নিয়ে পরিচারিকারা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল এবং শয্যা প্রস্তুত করল। তারপর একজন এসে অতিথিদের শয্যায় নিয়ে গেল। সেখানে টেলেমেকাস এবং নেস্টরের পুত্র রাত্রি যাপন করলেন। মেনিল্যায়াস সুউচ্চ দালানসমূহের পেছনে তাঁর নিজের ঘরে ঘুমালেন এবং রাণী হেলেন শয়ন করলেন তাঁর পাশে।

ঊষা তার সোনালী স্পর্শে পূর্ব দেশ রাঙা করতে না করতেই সৈনিক মেনিল্যায়াস পোশাক পরে শয্যা ত্যাগ করলেন। তীক্ষ্ণ এক তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তাঁর সুগঠিত পা আচ্ছাদিত সুন্দর একজোড়া পাদুকায়। শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন যখন, দেবতার মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। সরাসরি টেলেমেকাসের নিকট চলে এলেন তিনি এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার পাশে আসন গ্রহণ করলেন তিনি।

তিনি বললেন, "তাহলে বল, লর্ড টেলেমেকাস, কী প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমাকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের এই সুন্দর দেশ লেসিডেমনে নিয়ে এসেছে? এ কি কোন জনসাধারণের কাজ, না, ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার? আমাকে সত্য কথা বল।"

"রাজা মেনিল্যায়াস!" জ্ঞানী টেলেমেকাস বলল, "আমার বাবার কোন সংবাদ আপনার কাছ থেকে পেতে পারি কিনা এই আশায় আমি এখানে এসেছি। আমার ঘর-বাড়ির সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত সম্পত্তি নষ্ট হতে বসেছে। আর আমার বাড়ি কতকগুলো বদমায়েশের আখড়া হয়ে উঠেছে। ওরা আমার মেষপাল আর মোটা মোটা ষাঁড়গুলো একতরফা হত্যা করে চলেছে আর আমার মায়ের পাণি গ্রহণের জন্যে প্রতিযোগিতা করে চলেছে পরস্পরের মধ্যে। কোন প্রকার সৌজন্যের বাল্যই মাত্র নেই। আমি এখানে এসেছি আমার বাবার করুণ পরিণতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ আপনার কাছে থেকে জানতে। হয়তো আপনি নিজে তা দেখে থাকতে পারেন কিংবা তারই মতো কোন পর্যটকের কাছ থেকে কিছু শুনেও থাকতে পারেন হয়তো বা। সত্যি কেবল দুঃখের জন্যে যদি কারো জন্ম হয়ে থাকে তবে তিনিই সেই! করুণাপরবশ হয়ে, কিংবা আমার অনুভূতির কথা মনে করে আপনি অযথা আপনার বিবরণকে কোমল করে তুলবেন না। আপনি চাক্ষুষ যা দেখেছেন তার সবটুকু সঠিকভাবে আমাকে বলুন। আমার প্রার্থনা এই যে, ট্রয়ের যুদ্ধের সেই কঠিন সময়ে আমার পিতা ভদ্র ওডেসিয়ুস যদি আপনাকে তাঁর পক্ষ হয়ে কোন কথা বলার কোন অধিকার দিয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে তাঁর কার্যাবলী আপনি স্মরণ করুন এবং আপনার জ্ঞাতসারে যা রয়েছে তা আমাকে বলুন।"

ঘৃণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন লাল কেশসম্পন্ন মেনিল্যায়াস। "কী ঘৃণার কথা!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন। 'তাহলে কাপুরুষরা বীরের পরিত্যক্ত শয্যায় অনুপ্রবেশ করতে চায়? এ যেন মহাপরাক্রান্ত সিংহের গুহায় দুধের বাচ্চাকে শুইয়ে রেখে হরিণের পাহাড়ে উপত্যকার ঘাস খেয়ে ফেরা। সিংহ এক সময় গুহায় আসে ফিরে। আর তার ভয়ানক আক্রোশ পতিত হয় তখন ওদের ওপর। ওডেসিয়ুসের হাতেও এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু ওদের কপালে ঘটবে। প্রীতিকর লেসবস দ্বীপে একবার আমি তাকে ফিলোমেলি-ডেসের সঙ্গে কুস্তি করতে দেখেছিলাম। তিনি ভয়ানক জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ওকে নিচে। তাঁর বন্ধুরা খুশী হয়েছিলেন এতে। পিতা জিউস, অ্যাথিনি এবং এ্যাপোলোর শপথ, পাণিপ্রার্থীরা ওডেসিয়ুসের হাতে

এমন সাজাই পাক, এই আমি আশা করি। তড়িৎমৃত্যু এবং বিয়োগান্ত বিবাহই ওদের সবার কপালে জুটবে!

"তোমার আবেদন এবং প্রশ্নের উত্তরে বলছি, তোমাকে প্রতারণা করা কিংবা তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে উত্তর দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বরং কিছুমাত্র গোপন বা সংরক্ষিত না রেখে সমুদ্রের সেই বুড়ো মানুষটার অভ্রান্ত ঠোঁট থেকে নিজে যা শুনেছি তার প্রতিটি শব্দই তোমাকে আমি বলব।

"মিসরের ঘটনা। বাড়ি ফেরার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু দেবতারা সেখানে আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। কেননা তাঁদেরকে যথাযথ উৎসর্গ আমি প্রদান করতে পারিনি। আর তাঁরাও আমাকে তাঁদের নিয়ম-কানুন কিছুমাত্র ভুলতে দিতে রাজি নন। নীল নদের মোহানার তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্রের মধ্যে ফ্যারোস বলে একটা দ্বীপ আছে। প্রবল বায়ুর সাহায্য পেলে ভালো একটা জাহাজ একদিনে সেখানে যেতে পারে। এই দ্বীপে একটি আচ্ছাদিত জলাশয় আছে। নাবিকরা যেখানে জাহাজ নিয়ে এসে একটা কূপ থেকে জল সংগ্রহ করে। ফলে গভীর সমুদ্রে একটানা যাত্রা করতে সক্ষম হয় তারা। এইখানে দেবতারা আমাকে বিশ দিন ধরে বেকার বসিয়ে রাখলেন। এই বিশ দিন ধরে জলের ওপর জোর বাতাস বয়ে যাওয়ার সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না। অথচ খোলা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্যে জোর বাতাসের প্রয়োজন। আমাদের রসদ সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যেত এবং লোকজনের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে পড়ত এইখানেই, যদি না একজন দেবী আমার ওপর দয়াপরবশ হতেন। এই দেবী ছিলেন এইডোথি। সমুদ্রের বুড়ো মানুষ প্রোটিয়াসের কন্যা। তিনিই শেষ পর্যন্ত আমাকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন। নিশ্চয়ই আমি তাঁর কাছে বিশেষ কোন প্রার্থনা করছিলাম। সেজন্যেই আমি একা একা আমার সঙ্গী সাথীদের থেকে অনেক দূরে যখন হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখা দিলেন। আমার সঙ্গীদের অবস্থা সঙ্গীন তখন, ওরা ক্ষুধার তাড়নায় সমুদ্রের উপকূলে মাছধরার জন্যে বড়শি নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সরাসরি আমাকে এসে সম্বোধন করলেন তিনি। বললেন, 'মহাত্মন, আপনি কি একেবারেই নির্বোধ? বুদ্ধি বলতে আপনার মাথায় কি কিছুই নেই? না, আপনি দুস্থ অবস্থাই অধিকতর পছন্দ করেন? সব কিছু অগোছালো হয়ে থাক এই কি আপনার অভিরুচি? নইলে এই দ্বীপে আটকে পড়ে থাকাটা আপনি কি করে অনুমোদন করছেন? দিনে দিনে আপনার লোকজন দুর্বল হয়ে পড়ছে আর আপনি এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার সামান্য চেষ্টা

পর্যন্তও করছেন না?' উত্তরে আমি বললাম. 'আমি জানি না, আপনি কোন দেবী। কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত করে এই কথাটা আমি বলতে পারি এইখানে সময় ক্ষেপণ করার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আমার মনে এই আশাঙ্কাই শুধু দোলা দিচ্ছে যে, নিশ্চয়ই আমি উন্মুক্ত স্বর্গের অধিবাসী অমর দেবতাদের কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ করেছি। আপনারা দেবতারা সবই জানেন। দয়া করে বলুন, আপনাদের মধ্যে কে আমার যাত্রা খণ্ডিত করে এইখানে আমাকে বন্দী করে রেখেছেন? এবং আমাকে একথাও বলুন মৎস্য ক্রীড়াভূমি পার হয়ে আমি যাবোই বা কি উপায়ে?

"বন্ধুভারাপন্ন দেবীটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন: 'আপনার যা কিছু জানার প্রয়োজন সবই আপনাকে আমি বলব। এই দ্বীপটা হলো মিসরের সেই সর্ব-দ্রষ্টা অমর মিসরের প্রোটিয়াসের, যাকে সমুদ্রের বুড়ো মানুষ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি পসিডনের অনুগত এবং সমুদ্রের সর্বস্থানের পরিমাপ তাঁর জানা। তিনি আমার পিতাও বটে, লোকে তো তাই বলে। আপনি যদি কোন কৌশলে তাঁকে ধরতে পারেন, তাহলে তিনি আপনার যাত্রা সম্পর্কিত সকল কথাই বলে দেবেন—কতদূরে আপনাকে যেতে হবে এবং কী করে মৎস্য-অধ্যুষিত গভীর পথ আপনি পাড়ি দেবেন—সব কথাই তিনি বলতে পারবেন। শুধুমাত্র তাই নয়। যেহেতু আপনি একজন রাজা, সেজন্যে আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ ভ্রমণ কালে আপনার অবর্তমানে আপনার রাজ প্রাসাদে ভালোমন্দ যা কিছু ঘটেছে সে সবই তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতেও পারবেন।' আমি তখন তাঁকে বললাম, 'অবশ্য আপনার জন্যেই এমন একজন রহস্যময় বৃদ্ধকে ধরতে পারার বিষয় আমার কল্পনায় এলো। কিন্তু আমি আশংকা করছি, তিনি তো প্রথমেই দেখে ফেলবেন কিংবা জানতে পারবেন আমি কোথায় আছি এবং তক্ষুনি সরে পড়বেন তিনি। দেবতাদের ওপর কৌশল খাটানো কী একজন মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব?'

"দয়ালু দেবী আরেক বার আমাকে বুঝাতে প্রয়াস পেলেন। 'এখন ঠিক দুপুর বেলা' তিনি বললেন, সেই সর্বদ্রষ্টা বুড়ো তাঁর আস্তানা থেকে বেরোবেন। তাঁর আগমন যাতে বুঝতে পারা না যায় সেইজন্যে তিনি পশ্চিম দিকটা কালো মেঘে ছেয়ে ফেলবেন। বেরিয়ে এসে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঘুমাবার আয়াজন করে থাকেন। তখন ধূসর সমুদ্রতল থেকে সীল মাছেরা সব বেরিয়ে আসে এবং দল বেধে তাঁর সঙ্গে ঘুমাতে যায় লবণ সমুদ্রের গন্ধযুক্ত বাতাসের মধ্যে। তোমার দল থেকে তিনজন সব

চেয়ে সাহসী লোক বেছে নেবে তুমি আর আমি গোধূলী হওয়া মাত্রই তোমাকে এসে সেই জায়গায় নিয়ে যাব এবং তোমাদের জন্যে সেইখানে শুয়ে থাকার জায়গাও দেখিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি বলে দেব সেই বুড়ো সর্বদ্রষ্টা কি কি কাজ করেন। প্রথমে তিনি ঘুরে ঘুরে সীল মাছগুলো গুণে ফেলেন। তার পর যখন দেখতে পান যে সবগুলো সীল মাছই ঠিক আছে তখন তিনি সেই মাছগুলোর মধ্যে মেষ পালকের মতো শুয়ে পড়েন। ঠিক সেই মুহূর্তেই তুমি তোমার কাজ শুরু করবে। তাঁকে শুয়ে পড়তে দেখা মাত্রই তুমি তোমার সমস্ত শক্তি ও সাহস নিয়োজিত করে তাঁকে চেপে ধরবে। কিছুতেই ছাড়বে না। পালিয়ে যেতে যত চেষ্টাই তিনি করুন না কেন। যত প্রকারে সম্ভব তিনি চেহারা পালটাবেন, শুধু সব ধরনের জীবজন্তুতেই তিনি পরিণত হবেন না মাত্র, এমনকি পানি এবং জ্বলন্ত আগুনও হয়ে যাবেন। কিন্তু তুমি তাঁকে শক্ত করে ধরেই থাকবে। তারপর যখন তিনি তাঁর নিজের স্বরূপে ফিরে যাবেন, ঠিক যে রকমটা তুমি প্রথম তাঁকে বিশ্রামের সময়ে দেখেছিলে, তখন তুমি তোমার চাপ আলগা করে দেবে। বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে দেবে তখন এবং জিজ্ঞেস করবে কে তোমার শত্রু এবং কি করেই বা তুমি মৎস্য-অধ্যুষিত সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে পারবে। এই উপদেশ দিয়ে তিনি সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেলেন এবং আমি আমার জাহাজ যেখানে অবস্থানের করছে, সেখানে ফিরে গেলাম। জাহাজে পেঁছে সান্ধ্যভোজ সমাপন করলাম। মহান রাত্রি নেমে এল এবং আমরা তরঙ্গ-প্রহৃত বেলাভূমিতে সব ঘুমিয়ে পড়লাম।

"উষা যখন পূর্ব দেশ রঞ্জিত করল তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম। ঈশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা করলাম আমি। তারপর আমার প্রয়োজনের সময় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হবে এমন তিনজন-সহ বিশ্বস্ত নাবিক দূর বিস্তৃত সমুদ্রের পাড় ধরে এগিয়ে চললাম। এইডোথি গভীর সমুদ্রে অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু এখন পুনর্বাসে দেখা দিলেন। হাতে করে নিয়ে এসেছেন সদ্য সেলাই করা চারটে সীল মাছের চামড়া। তাঁর বাবার চোখে ধুলো দিবেন এই দিয়ে—। সমুদ্রেবেলায় বালু খুঁড়ে জায়গা ঠিক করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। যখন আমরা গিয়ে পেঁছলাম, তিনি ঐ গর্তগুলোতে আমাদেরকে বসিয়ে দিলেন এবং আমাদের শরীর ঢেকে দিলেন সেই চামড়া দিয়ে। এই গর্তে বসে থাকা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা সমুদ্রের সেই জানোয়ারগুলোর গায়ের গন্ধ সহ্য করা এক কঠিন ব্যাপার। এমন কে আছে যে সমুদ্রের দৈত্যকে শয্যাসাথী

হিসেবে পছন্দ করবে ! যা হোক, দেবী আমাদেরকে উদ্ধার করলেন বিপদ থেকে। তিনি আমাদের সবার নাকেই কিছু অমৃত গুঁজে দিলেন। এতে সুগন্ধ ছিল এবং সীল মাছের গায়ের গন্ধও দূর হলো এর ফলে। আমরা ধৈর্য সহকারে সকাল থেকেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোটা এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন সীল মাছগুলো দলে দলে সমুদ্র থেকে উঠে আসতে লাগল ঘুমাবার জন্যে। দুপুর বেলায় সেই বুড়ো মানুষটা নিজে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সীল মাছগুলো সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, ঘুরে ঘুরে সেগুলো গুণে ফেললেন তিনি। চক্রান্ত সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে তিনি আমাদেরকেই তাঁর মাছের দলের প্রথম চারটা মাছ হিসাবে গুণলেন। গণনা শেষ করে তিনি নিজেই তখন ঘুমাতে গেলেন। তখন চিৎকার করে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের হাতগুলো দিয়ে তাঁকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু বুড়ো লোকটার কৌশল এবং বুদ্ধির যেন অন্ত নেই। কখনও তিনি কেশরসম্পন্ন সিংহ হলেন, কখনো সাপ, কখনো বাঘ, কখনো বা দৈত্যের মতো ভালুক। প্রবহমান পানিতে পরিণত হলেন তিনি, এমন কি পল্লবিত গাছেও। কিন্তু আমরা দাঁতে দাঁত কামড়ে তাঁকে সাপটিয়ে ধরেই রইলাম।

"যাদুর কসরৎ দেখিয়ে তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, অবশেষে তখনই তিনি কথা বললেন এবং আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। 'তাহলে মেনিল্যায়স, আমাকে বল', তিনি বললেন, 'কোন দেবতার সঙ্গে সলা করে আমাকে বন্দী করলে ? এবং এর জন্যে তোমাকে কি করতে হয়েছে।' 'হে বৃদ্ধ', আমি উত্তর করলাম, 'এ শুধু তোমার ছলনা মাত্র। তুমি ঠিক আমারই মতো খুব ভালো করেই জানো, কতদিন থেকে এই দ্বীপে আমি বন্দী হয়ে আছি। পালিয়ে যাবার কোন উপায় দেখছি না, আর দিনের পর দিন হয়ে পড়ছি খুব দুর্বল। তোমার ঐশ্বরিক সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ক্ষমতা বলে এখন তুমি আমাকে বলো কোন দেবতা আমাকে আটকে রেখেছেন, আমার যাত্রাকে করে দিয়েছে খণ্ডিত ? আমাকে একথাও বলো, কি করে আমি এই মাছের ক্রীড়াভূমি পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারব।' 'তুমি ভুল করেছ', বুড়া মানুষ উত্তরে বললেন। অবতরণের পূর্বে জিউস এবং অন্যান্য দেবতাকে মর্যাদা সম্পন্ন উৎসর্গ করা উচিত ছিল। এই মদ-ফেনিল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্রুত ঘরে ফেরারই সেটাই ছিল একমাত্র উপায়। স্বর্গীয় নীলনদ আরেকবার অতিক্রম না করে এবং সেখানে অমর দেবতাদের প্রতি অনুষ্ঠানিক উৎসর্গ সমাপন না করে তুমি আর কিছুতেই তোমার দেশে তোমার বন্ধু-

বান্ধুদের সঙ্গে এবং তোমার সুন্দর ঘরে ফিরতে পারবে না, যখন এই কাজ সম্পন্ন হবে কেবলমাত্র তখনই দেবতারা তোমাকে যাত্রার অনুমতি দেবেন, যার জন্যে তুমি এত উদ্গ্রীব হয়ে আছো।

"তিনি যখন আমাকে বিবাদ-সঙ্কুল সমুদ্র পথে আবার মিসরে ফিরতে বললেন তখন আমার বুক যেন একেবারেই ভেঙে গেল। যাহোক, কোনক্রমে আমি কণ্ঠে আওয়াজ ফিরে পেলাম এবং তাঁকে বললাম, 'হে বৃদ্ধ, আমি তোমার উপদেশ যথাযথ পালন করবো। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আরেকটা বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাকে বলবে। ট্রয় থেকে যাত্রা করার সময় যেসমস্ত লোক আমরা পেছনে রেখে এসেছিলাম তাদের মধ্যে কারা নিরাপদে গৃহে ফিরে গেছে। কারাই বা সমুদ্রের কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে, আর মারাই বা গিয়েছে কারা, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও? 'হে এট্রিয়ুসের পুত্র', তিনি উত্তর করলেন, 'তুমি এসমস্ত কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তোমার তো এমন কোন দরকার নেই আমার মনের ভিতর থেকে এই সমস্ত কথা খুঁড়ে বের করবার? আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমার গল্প শুনলে তোমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহ নেমে আসবে। কেননা যদিও অনেকে বেঁচেছে কিন্তু মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে অনেকে। তোমার দুজন সেনাপতি গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রাণ হারিয়েছে। যুদ্ধের সময়কার কথা বলার কোন দরকার নেই। কেননা সে সময় তুমি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলে। তৃতীয় আরেকজন আছে যদিও সে এখনো জীবিত কিন্তু বন্দী হয়ে রয়েছে গভীর সমুদ্রে এক অজানা দ্বীপের মধ্যে। বস্তুতঃ অ্যাথিনির শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সর্বনাশ থেকে বাঁচতে পারতেন, যদিনা অহঙ্কারে বড় বড় কথা তিনি বলতেন। দেবতাদেরকে অস্বীকার করে তিনি সমুদ্রের ক্ষুধার্ত দাঁত থেকে বেঁচে এসেছেন বলে তিনি গর্ব করেছেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠ অহঙ্কার পসিডনের কানে গিয়ে পেঁছেছিল। পসিডন শক্তিমত্ত হাত দিয়ে আঘাত হানলেন ওডিসিয়ুসের জাহাজের উপর। জাইরিয়ান পাহাড়ের উপর আছড়ে ফেলে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন তিনি। একাংশ ঠিকই রইলো, বাকী অংশ এইয়াস গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললেন উন্মত্ত আক্রোশে। কিন্তু তোমার ভাই তাঁর বিপদের আঁচ পেয়েছিলেন এবং লেডী হেয়ারের সাহায্যে কোনক্রমে এড়িয়ে গেলেন সে বিপদ থেকে। তবু যখন তিনি মিশিয়া অন্তরীপের কাছাকাছি এসে পেঁছলেন তখন এক তুফানে আক্রান্ত হলেন তিনি। তাড়িত হয়ে মৎস্য-অধ্যুষিত সমুদ্র অতিক্রম করে তীর ভূমিতে গিয়ে পড়লেন তিনি। সেখানে থেইসটেস অবসর জীবন যাপন করছিলেন তাঁর পুত্র

এইগিস্থাসের সাথে। যথাসময়ে সেখান থেকেও তিনি ফিরতে পেরেছিলেন। ঝড় ধীরে ধীরে অনুকূল বায়ুতে পরিণত হলো এবং সৌভাগ্যবশতঃ গৃহে ফিরতে পারলেন তিনি।

আনন্দ হিল্লোলিত চিত্তে এ্যাগামেমনন্ পিতৃ ভূমিতে পা রাখলেন, শ্রদ্ধা ভরে চুম্বন করলেন তিনি সেই মাটি। স্বদেশভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরে আনন্দে তপ্ত অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু এক গুপ্তচর তাঁর এই আগমনকে পর্যবেক্ষণ করছিল। এইগিস্থাস্ একে নিয়োজিত করেছিল দুই টেলেন্ট স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখিয়ে। এক বছর থেকে রাজার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল সে এবং অতর্কিতে সে নিজেই আক্রামণ করে বসলো তাঁকে। সে সোজা রাজ প্রাসাদে গিয়ে অনুপ্রবেশকারীকে সংবাদ দিল। এইগিস্থাস্ কৌশলে এক জাল পেতে রাখলো। বিশজন শ্রেষ্ঠ সৈনিককে সে বাছাই করলো এবং তাদের লুকিয়ে রাখল এক ঝোপের আড়ালে। আর ওদিকে সে প্রাসাদের একাংশে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে রথ চালিয়ে রাজাকে আনতে গেল প্রাসাদে। মনের ভিতরটা তার দুরভিসন্ধিতে আচ্ছন্ন। এ্যাগামেমনন জানতেনও না যে তিনি তাঁর সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছেন। সমুদ্রোকূল থেকে তিনি ওর সঙ্গে এলেন। ভোজপর্বের শেষে এইগিস্থাস্ হত্যা করলো তাঁকে। রাজার একটি মাত্র অনুচরও বাঁচলো না। এইগিস্থাসের অনুচরেরাও রক্ষা পেল না কেউ। রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটা লোক নিহত হলো।

"এই তাঁর কথিত কাহিনী। শুনে আমার হৃদয় গেল ভেঙে। বালুর উপর আমি বসে পড়লাম আর কাঁদতে লাগলাম। জীবনের আর কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। সূর্যোদয় দেখার বাসনাও আমার মন থেকে লুপ্ত হয়েছে। অনেক্ষণ পর্যন্ত অঝোরে কাঁদার পর সমুদ্রের সেই বৃদ্ধ ভবিষ্যত-বক্তা আমাকে বললেন, মেনিল্যায়াস অনেক কেঁদেছো তুমি। এই নিষ্ফল বিলাপ যথেষ্ট হয়েছে। এ তোমার কোন কাজেই আসবে না। তারচেয়ে বরং গাত্রোত্থান করে যতশীঘ্র পার তোমার দেশে ফিরে যাবার জন্যে চেষ্টা কর। কেননা, তুমি এখনো এইগিসথাস্কে জীবিত দেখতে পেতে পার কিংবা তোমার আগেই ওরেস্টিস তাকে হত্যা করে ফেললে, তুমি গিয়ে অন্ততঃ অন্ত্যেষ্টি ভোজে অংশ নিতে পারবে।" তাঁর কথা আমার পৌরুষ ফিরিয়ে আনল এবং অস্বস্তির পরিবর্তে মনে আমি গভীর উৎসাহ বোধ করতে লাগলাম।

"আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করার জন্যে তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম।

'তুমি দুজন সেনাপতির কথা বলেছ,' আমি বললাম, 'কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে, যার কথা তুমি বললে বিশাল সমুদ্রের মধ্যে বন্দী অবস্থায় এখনো জীবিত আছে? সে কি এতদিনে মরে গেছে? যত দুঃখই হোক না কেন তার সম্পর্কে আমি শুনতে চাই। প্রটিয়াস বলল, 'তৃতীয় জন হলো ওডেসিয়ুস। ইথাকায় তার বাড়ি। জলদেবী ক্যালিপসার বসতিস্থান একটি দ্বীপে আমি তাকে এক নজর দেখেছিলাম। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল তার চোখে। দেবী তাকে সেখানে আটকে রেখেছে। আর তাছাড়া নৌকা এবং নাবিক ছাড়া অতবড় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। রাজা মেনিল্যায়াস, এখন তুমি নিজের ভবিতব্য শুনে রাখো। অশ্বচারণ ভূমি আরগোসে তোমার পরিণতি তুমি খুঁজে পাবে না, সেখানে মরবেও না তুমি। এবং দেবতারা পৃথিবীর এক প্রান্তে ইলাইসিয়ান সমতলে তোমাকে পাঠাবেন। লাল-কেশী বাধামানদাসের সঙ্গে সেখানে মিলিত হবে তুমি। মানুষের জন্যে জীবনযাত্রা সেখানে সহজ সচ্ছল সেখানে তুষার পড়ে না, জোরে বাতাস বয় না এবং সেখানে কখনো বৃষ্টিও পড়ে না, কিন্তু দিনের পরদিন সমুদ্র থেকে মৃদুমন্দ সতেজ পশ্চিমা বাতাস বয়ে এসে সেখানকার অধিবাসীদের সজীব করে রাখে। এমনিভাবে দেবতারা হেলেনের স্বামীর ভাগ নির্ধারণ করবেন এবং তোমাকে জিউসের জামাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন।'

বৃদ্ধ কথা শেষ করলো এবং সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে ডুবে গেল। আর আমি আমার বীর সৈনিকদের নিয়ে জাহাজে ফিরে এলাম। আসতে আসতে চিন্তার গভীর অন্ধকারে আমি অচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। জলের ধারে অবস্থিত আমাদের জাহাজগুলোতে ফিরে এসে আমরা সান্ধ্য আহারের ব্যবস্থা করলাম। রহস্যাবৃত রাত্রি নেমে এল এবং আমরা তরঙ্গ-প্রহৃত সমুদ্র তীরে ঘুমাতে গেলাম।

প্রভাতের প্রথম রশ্মি পতিত হতে না হতেই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম এবং আমাদের জাহাজগুলো শান্ত লোনা জলের মধ্যে দিলাম ভাসিয়ে। আমরা মাস্তুল এবং পাল পাটাতনে রেখে জাহাজ গুছিয়ে নিলাম। আর মাল্লারা উঠে এসে বেঞ্চে বসে ধূসর তরঙ্গরাজি দাঁড়ের আঘাতে মথিত করে তুলতে লাগল। এমনিভাবে নীল নদের স্বর্গীয় জলপ্রবাহে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। সেখানে নোঙর করে যথাযথ অনুষ্ঠান সহকারে উৎসর্গ নিবেদন করলাম আমি। অমর দেবতাদের শান্ত করে এ্যাগামেমননের চিরঞ্জীব স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি মাটির স্তূপ তৈরী করলাম আমি সেখানে। এই সব কর্তব্য সম্পন্ন করে গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলাম আমি। অমর দেবতারা অনুকূল বায়ু দিয়ে

আমাকে সাহায্য করলেন এবং দ্রুত আমাকে আমার প্রিয় স্বদেশে এনে উপস্থিত করলেন।

"তাহলে বন্ধু তোমাকে এখন আমার প্রাসাদে অতিথি হওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করছি। ১২ দিনের মতো তুমি এখানে থাক তারপর শানশওকতের সঙ্গে তোমাকে আমি বিদায় সংবর্ধনা জানাব। আমার কাছ থেকে মূল্যবান উপহার তুমি পাবে তিনটা ঘোড়া এবং আশ্চর্য সুন্দর রথ। প্রীতি উপহার স্বরূপ তোমাকে একটি রমণীয় পেয়ালা দেব আমি, যখন অমর দেবতাদের পানীয় উৎসর্গ করবে তুমি সারা জীবন ধরে আমার কথা তোমার মনে পড়বে।"

"ধর্মাবতার", টেলেমেকাস তার সপ্রতিভ উত্তর করল, 'দয়া করে আমাকে এখানে দীর্ঘদিন থাকতে অনুরোধ করবেন না। আপনার কাহিনী এবং কথোপকথন আমাকে এতদূর মুগ্ধ করেছে যে আমি এখানে অনায়াসেই বছর বছর ধরে থেকে যেতে পারি, ইথাকার কথা ভেবে কিংবা আমার লোকজনের কথা ভেবে মন কাঁদবে না। কিন্তু আমি আশংকা করছি আমার বন্ধুরা পবিত্র পাইলসে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' এই অবস্থায় এখানকার অবস্থান দীর্ঘায়িত করার জন্যে আপনি অনুরোধ করছেন। আপনি বরং এমন ধরনের উপহার দিন, যা' আমি সব সময়ে সঙ্গে রাখতে পারি। ঘোড়া আমি ইথাকায় নিয়ে যাব না। তা' বরং আপনার অশ্বশালারই গৌরব বাড়াক। আপনার রাজ্য হলো বিরাট সমতল ভূমি, শস্য পাওয়া যায় অঢেল, রয়েছে লম্বা শীষের গম, রাই, যব। কিন্তু ইথাকায় ঘোড়া দৌড়াবার জায়গাও যেমন নেই তেমনি নেই তিন সম্পদ পূর্ণ মাটি। এটা হলো মেষ চারণভূমি। অবশ্য তা অশ্বচারণ ভূমির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যে সমস্ত দ্বীপের স্হল ভাগ সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে, সে সবের ভূমিগুলো কখনো ঐশ্বর্য মণ্ডিত হয় না এবং ঘোড়া দৌড়াবার উপযুক্ত স্হানও সে সব নয়। ইথাকার এই ধরনের অঞ্চলের একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।"

এই মন্তব্যগুলো সৈনিক মেনিল্যায়াসের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তিনি টেলেমেকাসের পিঠ চাপড়ে দিলেন স্নেহ ভরে এবং আন্তরিকতম কণ্ঠে বললেন, "প্রিয় বৎস, তোমার কথা বলার ভঙ্গি আমার খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেকই অনুভব করতে পারবে, তুমি তোমার বংশের উপযুক্ত সন্তান হয়েছো। বেশ আমি অন্য উপায়ে তোমার প্রতি উদারতা দেখাব এবং তা খুব সহজও। তোমাকে আমি আমার প্রাসাদের সব চেয়ে প্রিয় এবং

মূল্যবান উপহার আমি দিব। আমি তোমাকে দেব মিশ্রিত ধাতুর তৈরী একটি মদ মেশাবার পাত্র। শীর্ষে সোনার কারুকাজ করা নিখাদ রূপায় তা তৈরী। হেফায়েস্টাস্ নিজে তৈরী করেছেন এটা। আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন আমার বন্ধু সিডনের রাজা আমাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। এই উপহার তোমাকে আমি দেব।"

তাদের কথোপকথনের সময় মহান রাজার অতিথিরা সব জমা হতে লাগলেন। তারা নিজেদের শেষ 'মদ সঙ্গে নিয়ে এলেন উৎসবের জন্যে আর তাদের স্ত্রীরা তাদের জন্যে রুটিও দিয়েছিল তাদের সাথে। এভাবে তারা ম্যানিল্যায়াসের সভা কক্ষে আনন্দ-ভোজের আয়োজন করল।

ইতিমধ্যে ওডিসিয়ুসের প্রসাদের সম্মুখে সমতল ভূমিতে প্রণয়াঙ্ক্ষীদল তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বর্শানিক্ষেপ প্রভৃতি ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিল। এখানে আগেও আমরা তাদেরকে খেলাধুলায় মগ্ন দেখেছি। এন্টিনাস এবং রাজকুমার এন্টিমেকাস পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এরাই এই গল্পের মধ্যে সব চেয়ে সাহসী লোক, এবার নেতা বলেও স্বীকৃত। শানিসাসের পুত্র মেমন এমন সময় এন্টিনাসের কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হলো।

সে জিজ্ঞাসা করল, "টেলিমেকাস কখন বালুকাময় দেশ পাইলাস্ থেকে ফিরে আসছে, এ সম্পর্কে আমরা কি কিছু জানি? না একেবারেই কিছু জানি না? সে আমার জাহাজ নিয়ে গেছে। সেইটে এখন আমার খুবই দরকার। কেননা, আমাকে এলিসে যেতে হবে। সেখানকার তীর ভূমিতে আমি বারটা মেষ চরাতে দিয়ে এসেছি। সেখানে কয়েকটা স্তন্যপায়ী খচ্চরও রয়েছে, যেগুলোকে কোনো কাজই শেখানো হয়নি। আমি সেগুলোর একটাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসত চাই।"

এই সংবাদ তাদের মন গোপন অভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ করে তুললো। টেলেমেকাস যে পাইলাসে গিয়েছে এখবর তারা কেউ জানতোই না। ওরা মনে করেছিল টেলেমেকাস আশে পাশের কোন খামারে গিয়েছে মেষ বা শূকর পালের তত্ত্বাবধানে। নিউসকে প্রশ্ন করলো এবার এন্টিনাস্।

"সত্য কথা বলো।" সে বলল, "কখন সে গিয়েছে এবং তার সঙ্গেই বা কোন যুবকরা গিয়েছে? সে কি শহর থেকে নাবিক সংগ্রহ করেছে, না নিজেরই ভূমিদাস বা চাকরদের মধ্য থেকে তা সংগ্রহ করেছে? এটি অবশ্য তার পক্ষে অধিকতর সহজ। আরেকটি বিষয়ে আমার পরিষ্কার হওয়া দরকার, সুতরাং সতর্কভাবে উত্তর দাও। সে কি জোর খাটিয়ে ছিল এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার জাহাজ নিয়ে গিয়েছে অথবা স্বেচ্ছায় তুমি দিয়েছো?"

"আমি স্বেচ্ছায় তাকে তা' দিয়েছিলাম।" মেমন বলল, "এত বিপদের পরে তার মতো লোক যদি এসে কিছু চায় তাহলে অন্য কেউই বা কি করতে পারতো ? তাকে না বলে দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। যে সমস্ত যুবকরা তার সঙ্গে গিয়েছে তারা আমাদের পরেই এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। ম্যানটর ছিল তাদের দলপতি। আমি তাকে ডাঙায় দেখেছিলাম তিনি হয়তো বা একজন দেবতা। কিন্তু সত্যি সত্যি ম্যানটরের মত তাঁকে দেখেছি। এই ব্যাপারটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী বিচলিত করেছিল। আমি যেন গতকাল সকালেই মাত্র তাঁকে দেখেছি, কিন্তু রাতেই যে তিনি আমার জাহাজে চড়ে পাইলসে গেছেন এটিও নিশ্চিত।

এই কথা বলে মেমন তার বাবার বাড়িতে চলে গেল। আর নেতা দুই-জন ঘৃণায় ফুলতে লাগল। তারা খেলা বন্ধ করে তাদের পাশে বসালো। এণ্টিনার্স তার স্বাভাবিক বাগ্মীতায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। লোকটার মন অশুভ আবেগে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং চোখ দুটো দুই বিন্দু অগ্নি কণার মতো জ্বলছিল।

"ধ্বংস হউক তার।" চিৎকার করে উঠলো সে। বেয়াড়া টেলেমেকাসের এই অবিমৃস্যকারিতা খুব ভাল ফলই দেবে—আমি শপথ করে বলতে পারি তার এই অভিযান ব্যর্থ হবেই হবে। আমরা সবাই বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও সেই নাবালক ছোকরাটা সবার অগোচরে এ দেশের শ্রেষ্ঠ যুবকদের নিয়ে কিনা জাহাজ ভাসিয়ে দিল। ক্রমাগত ছেলেটা আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করে ফেলেছে। এ বড় হয়ে উঠার আগেই যেন দেবতারা আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে এর পাখাটা কেটে দেন। যা হউক, তোমরা আমাকে বিশজন নাবিক-সহ একটা জাহাজ দাও। ইথাকা এবং সামসের মধ্যবর্তী প্রণালীতে আমি তাকে ধরে ফেলবো। তার বাবার অনুসন্ধানে তার এই সমুদ্র অভিযানের করুণ পরিণতি ঘটবে তখন।

সবাই এই পরিকল্পনার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানালো এবং তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলো। সব কিছু ঠিকঠাক করে তারা সভা ভেঙে প্রাসাদে প্রবেশ করলো।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পেনিলপি তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের ষড়যন্ত্রের খবরটা জেনে ফেললেন। গৃহের তত্ত্বাবধায়ক মেডন তাঁকে এ খবরটা জানালো। যখন ওরা একত্র হয়ে প্রাঙ্গণের ভিতর সলা-পরার্শ করছিল, তখন সে সেখানে কাজে ব্যস্ত ছিল। ফলে ওদের সব কথাই সে শুনে ফেলেছিল। সে কিছুমাত্র

দেরী না করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়ে পেনিলপিকে ব্যাপারটা খুলে বলল। কক্ষের ভিতর এগিয়ে আসতেই পেনিলপি মেডনকে সম্ভাষণ জানালো।

'তত্ত্বাবধায়ক' তিনি বললেন, "তরুণ লর্ডেরা তোমাকে কি হুকুম দিয়েছে? ওরা কি রাজা ওডিসিয়ুসের পরিচালিকাদের কাজ বন্ধ করে ওদের জন্যে ভোজের আয়োজন করতে হুকুম করেছে? ওহ্! তাদের এই প্রণয়শিখার প্রতি কি দারুণ ঘৃণাই না আমি পোষণ করি। আর কী ঘৃণ্য তাদের এই আশে-পাশে ঘোরাফেরা করা! যদি আমি তাদের বন্ধ করতে পারতাম তাহলে কক্ষনো তারা এখানে পানাহার চালিয়ে যেতে পারত না। সমস্ত দলটা আমার সম্পদ খেয়ে নষ্ট করেছে আর আমার নাবালক সন্তানের সম্পত্তি ধ্বংস করে চলেছে। আমার মনে হয় যখন তুমি ছোট ছিলে তখন নিশ্চয়ই তুমি জানতে ওডিসিয়ুস কারো প্রতি কখনো একটি কঠিন শব্দও ব্যবহার করেননি এবং তাঁর দেশে একটি লোকও কখনো অবিচার পায়নি। তোমার বাবার কাছেও একথা হয়তো তুমি শুনে থাকতে পার। রাজাদের চিরাচরিত শাসনের চাইতে কত আলাদা ছিল তার শাসন-পদ্ধতি। রাজারা একজনকে অনুগ্রহ করেন আরেকজনকে অত্যাচার করার জন্যে। কিন্তু ওডিসিয়ুস কখনো একটি হৃদয়-কেও আঘাত দেননি। তোমাদের এই ব্যবহার শুধুমাত্র তোমাদের অসদা-চরণকে স্পষ্ট করে তুলছে এবং একথাই প্রমাণ করছে যে কত সহজে তোমার অতীতের দয়ার কথা ভুলে যাও।"

"রাজ মহিষী" মেডন উত্তর করল। মেডনকে অবশ্য কোনক্রমেই দুর্জন বলা যায় না, "প্রার্থনা করি তোমার দুঃখের এইটাই চূড়ান্ত হউক। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরদল এর চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক এবং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আয়োজন করছে। ঈশ্বর করুন তারা যেন সফল না হয়! অভিযান শেষ করে বাড়ি ফিরে আমার সাথেই টেলেমেকাসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তারা করছে। আপনাকে এ সংবাদ আমার জানানো প্রয়োজন যে টেলেমেকাস তার বাবার খোঁজে পাইল্স্ এবং ল্যাসিডিমনে গিয়েছে। এ সংবাদ শোনামাত্রই পেনিলপির হাঁটু কাঁপতে থাকল এবং সে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম করল। বহুক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না; তার চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, শব্দগুলো তার কণ্ঠে গেল আটকে। অবশেষে কিছুটা প্রকৃতস্থ হতে পারল সে এবং কোনক্রমে তার কথার উত্তরে কিছুই বলতে পারল না।

"কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক আসলে তুমি বল, আমার ছেলে কেন গিয়েছে?" সে জিজ্ঞাসা করল। এই দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে এমন জোড়াতালি দেওয়া এই জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ার এমন কি কোন প্রকৃত কারণ ছিল? নাবিকরা

তো রথের মতো সেই জাহাজগুলো চালায় যথেচ্ছভাবে। সে কি চায় তার নামটুকুও পৃথিবী থেকে মুছে যাক ?" সুচতুর মেডন উত্তর করল, "আমি ঠিক বলতে পারি না কোন দেবতার নির্দেশে বা নিজস্ব প্রেরণায় সে পাইলসে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে যে বাবার প্রত্যাগমনের সংবাদ সংগ্রহে গিয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি সে এ সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য হল তার বাবার শেষ পরিণতি কিভাবে ঘটেছে তা সঠিকভাবে জানা। মেডন রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করল। কিন্তু পেনিলপি তার আচমকা অস্বস্তির ধাক্কায় অভিভূত হয়ে রইল। তার কক্ষের আসনগুলোর মধ্যে একটিতেও সে বসল না পর্যন্ত, তাঁর সুন্দর ঘরের দরজায় এলিয়ে পড়ে রইল। অশ্রান্ত ভাবে সে কাঁদতে লাগল এবং তার সমস্ত বৃদ্ধা এবং যুবতী পরিচারিকা তাকে ঘিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"সখীরা সব শোন, কাঁদতে কাঁদতে সে বলল। আমার কালে "এমন কোন স্ত্রীলোক আছে যাকে জিউস আমার চেয়ে অধিক যন্ত্রণা দিয়েছেন ? কয়েক বছর আগে আমারও স্বামী ছিল। আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম এবং সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি, সিংহ-হৃদয় ছিলেন তিনি, হেলাস থেকে আরগোসের অভ্যন্তর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। এমন স্বামী আমি হারিয়েছি। আর এখন আমার প্রিয় পুত্র একটি মাত্র কথা না বলেই বাড়ি থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সে যে চলে গিয়েছে এ খবরটা পর্যন্ত আমাকে জানানো হয়নি ; তোমরা নিশ্চয়ই একথা ভালো ভাবে জানতে তোমরাও আমাকে কিছু বলোনি। যখন সে তার কালো জাহাজের দিকে রওয়ানা দিয়েছিল তখন কেন আমাকে শয্যা থেকে জাগাওনি। কি নিষ্ঠুর আচরণ করেছো তোমরা। আমি যদি একবার জানতে পারতাম যে অভিযানের ইচ্ছা তার মনে রয়েছে, তাহলে আমি শপথ করে বলছি তাকে আমি আটকাতাম না। যত ইচ্ছেই তার থাকুক না কেন, আমাকে মেরে না ফেলে এই বাড়ি থেকে সে পা বাড়াতে পারত না।

"এখন তাড়াতাড়ি করে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ গিয়ে আমার পুরানো চাকর ডালিয়ুস্‌কে ডেকে নিয়ে আস। আমি যখন এখানে আসি তখন বাবা আমায় তাকে দেয়েছিলেন, সে এখন আমার বাগানের পরিচর্যা করে। সে সোজা লেয়ারটেসের কাছে যাবে এবং তাঁর কাছে বসে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাবে। লেয়ারটেস্ হয়তো নতুন কোন পরিকল্পনা দিতে পারবেন, এবং তার বাসস্থান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর এবং ওডিসিয়ুসের রাজ বংশকে উৎখাত করার জন্যে উদগ্রীব জনসাধারণকে হয়তো কিছু বুঝাতেও পারবেন।"

"প্রিয় মহিষী", স্নেহশীলা বৃদ্ধা ধাত্রী ইউরিক্লিয়া বলল, "আমাকে নিষ্ঠুর ছুরি দিয়ে মেরেই ফেলুন, কিংবা আমাকে শান্তচিত্তে থাকতে দিন। যাই হউক না কেন, আমি চুপ করে থাকতে পারছি না। আমি সমস্ত ব্যাপারটা জানতাম, আমিই তাকে রুটি, মদ এবং তার চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে বারদিনের মধ্যে কিংবা আপনি নিজের থেকে টের না পাওয়া পর্যন্ত যেন আপনাকে তার সম্পর্কে কিছু না বলি। অশ্রু আপনার সুন্দর চিবুক ম্লান করে দিক, সে চায়নি।

"আসুন মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরে নিন। তারপর আপনার সব পরিচারিকাসহ দোতলায় আপনার নিজের কক্ষে গিয়ে জিউসের কন্যা অ্যাথিনির নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি এখনো হয়তো তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। এমনকি মৃত্যুর চোয়াল থেকেও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। অথবা একজন দুঃখ ভারাক্রান্ত বৃদ্ধকে আর জড়াবেন না। আমি বিশ্বাসই করতে পরি না যে প্রসন্ন দেবতারা লেয়ারটেসের বংশকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। আমি নিশ্চিত যে, এবংশের কেউ না কেউ এই সুউচ্চ প্রাসাদ এবং এই শ্রীমণ্ডিত রাজ্যের অধিকারী থাকবেই থাকবে।"

"এইভাবে ইউরোক্লিয়া তার কান্না থামাল এবং তার অশ্রু মুছে দিল। পেনিলিপি স্নানের পর পোশাক পরিবর্তন করে পরিচারিকাদের নিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। সে উৎসর্গের শস্য-কণা একটি ঝুড়িতে পূর্ণ করল এবং অ্যাথিনির নিকট প্রার্থনা শুরু করল :

"হে জিউসের অতন্দ্র রক্ষাকবচধারিণী কন্যা, আমার কথা শ্রবণ করুন। যদি কোনদিন সুবুদ্ধি বশতঃ ওডিসিয়ুস তাঁর প্রাসাদে কোন ষাঁড় কিংবা মেষের চর্বিময় রান আপনার জন্যে উৎসর্গ করে থাকেন তাহলে তাঁর সেই উৎসর্গের কথা এখন স্মরণ করুন। আমার প্রিয় সন্তানকে রক্ষা করুন, অন্ততঃ আমার জন্যে তাকে বাঁচান এবং এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে তাকে রক্ষা করুন।"

প্রার্থনা শেষে সে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। আর সেই সময়েই ছায়াচ্ছন্ন সভাকক্ষের মধ্যে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দল উল্লসিত চিৎকারে ফেটে পড়ল। একজন দুর্বৃত্ত বলে উঠল, "আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের প্রণয়-অভিসিক্ত রানী এবারে বিয়ের আয়োজন করতে বাধ্য হবেন। তার ছেলের মৃত্যুর ব্যবস্থা যে সম্পন্ন করা হয়েছে এসম্পর্কে সে কিছুই জানে না।"

গর্বভরে তারা এ সমস্ত কথা বলছিল, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। যাই হউক এন্টিনাস তাদেরকে চুপ করাল।

"ও রে নির্বোধেরা", সে চিৎকার করে উঠল, "বন্ধ কর এই সব জটলা। তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ভিতরে যাও এবং কাজ শুরু কর। মুখ বন্ধ করে রাখ এখন এবং সব চলে যাও। আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকিকহাল। এখন আমাদের কাজ হল, উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা।

আর কোন ইতস্তত না করে সে বিশজন সেরা লোক বেছে নিল এবং সমুদ্র পাড়ে তাদের জাহাজের দিকে রওয়ানা হল। সেখানে তারা কালো জাহাজটি জলে নামাল এবং মাস্তুল ও পাল নৌকায় উঠাল, জাহাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দাঁড়গুলো সজ্জিত করল এবং পাল দিল তুলে। ইতোমধ্যে তাদের উৎসাহী অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির হল। জাহাজটাকে ভালো মতো নোঙর করে তারা ডাঙায় উঠে এল এবং সান্ধ্য-আহার সমাপন করে রাত্রের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ধীমতি পেনিলিপি তার ঘরে উপবাসে রইল, এক গণ্ডূষ পানও করল না কিংবা কিছু খেলও না। তার মনে শুধু-মাত্র এই ভাবনা যে তার নিষ্পাপ ছেলে বাঁচবে না; এইসব গোঁয়ার প্রেমিকের হাতে পড়ে প্রাণ হারাবে। সন্দেহ এবং আতঙ্ক তার মনকে ঘিরে ফেলল, শিকারীরা বা সিংহকে ঘিরে ফেলে যখন ধীরে ধীরে তার কাছে আসতে থাকে তখন সিংহের যেমন ভয়ার্ত অবস্থা হয়, তেমন অবস্থা হল তারও। অবশেষে তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, সে গা দিল এলিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ল এবং বিশ্রামের শান্তি তাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর নেমে এল।

পুনর্বার বিদ্যুৎ-আঁখি অ্যাথিনি এই ঘটনা রক্ষাকারিণী হিসেবে নেমে এলেন।

রাজা ইকারিয়ুসের আরেক কন্যার নাম ইপ্‌থাইন। সে ইউসিউলিয়ুসকে বিয়ে করে প্যারীতে বসবাস করছিল। দেবী অবিকল এই নারীর চেহারায় একটি প্রেত তৈরী করলেন। তাকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন কান্নাভারাতুর রানী পেনিলপিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করল। রানীর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল :

"পেনিলপি, তুমি কি ঘুমিয়ে আছো দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে? আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি যে, দেবতারা এমন সুখে বাস করেন সত্যি সত্যি তোমাকে এত দুঃখে নিমজ্জিত করতে চান না। আর তাছাড়া এটাও নিশ্চিত জেনে রাখ যে, তোমার ছেলে নিরাপদেই ঘরে ফিরে আসবে।"

"বোন, তুমি কি করে এখানে এলে ? স্বপ্নজড়িত ঘুম থেকে পেনিলপি উত্তর দিল, "তোমাকে তো আমরা সচরাচর দেখতে পাই না, তুমি তো অনেক দূরে থাক। তাহলে তুমি কি বলছ যে আমার এই ক্ষান্তিহীন দুঃখ এবং উৎকণ্ঠাকে আমি ভুলে যাব ? আমাদের জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন আমার স্বামী, সিংহ-হৃদয় ছিলেন তিনি, হেলাস আরগোসের অভ্যন্তর পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রখ্যাত--তাঁকে হারিয়ে আমি আর বিয়ে করিনি। আর এখন আমার প্রিয় পুত্র, যে আমার স্বামীর চেয়েও প্রিয় ছিল আমার কাছে, বিশাল জাহাজে করে সে চলে গেছে অজানা যাত্রায়—একটা শিশু বৈ সে আর কি; কোন কাজ বা বক্তৃতা কোনকিছুই সে শিখে ওঠেনি। যখন ভাবি এই সমস্ত দুর্বৃত্তের হাতে কিংবা সমুদ্রের ভিতরে তার কি পরিণতি হতে পারে, তখন আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। অনেক তার শত্রু, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এবং ঘরে ফিরে আসার আগেই তার রক্ত পান করার জন্যে তারা উন্মত্ত হয়ে আছে।"

"সাহস সঞ্চয় কর এবং এই উৎকট ভয়কে জয় কর", উত্তরে সেই আচ্ছন্ন অস্তিত্বটি উচ্চারণ করল। যাঁর সহায়তা সবাই কামনা করে এমন একজনের তত্ত্বাবধানে সে আছে। ইনি হলেন সর্বশক্তিসম্পন্না প্যালাস অ্যাথিনি। তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

কিন্তু চতুর পেনিলপি এখানে কথা শেষ করল না। "সত্যি সত্যি তুমি যদি স্বর্গীয় কেউ হও", "সে বলল এবং ঈশ্বরের বাণী যদি তুমি শুনে থাক তাহলে দয়া করে তার দুর্ভাগ্য পিতার খবরও আমাকে বলে যাও। সে কি এখনো কোথাও বেঁচে আছে। দিনের আবির্ভাব সে কি এখনো দেখেছে ? না, ইতোমধ্যে মরে গেছে, হেডিসের কক্ষে রয়েছে পড়ে ?"

"ওডেসিয়ুস বেঁচে আছে কি মরে গেছে একথা আমি তোমাকে বলতে পারব না। কতগুলো অনর্থক কথা বলে কি লাভ।" ছায়াচ্ছন্ন প্রেতটি বলল।

একথা বলে সে দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কিন্তু ইকারিয়ুসের কন্যা গভীর এক চাঞ্চল্য নিয়ে ঘুম থেকে জাগলেন। রাতের শেষ প্রহরে এমন একটা স্পষ্ট জ্বাজল্যমান স্বপ্ন দেখে সে মনের ভিতর স্বস্তি ফিরিয়ে আনল।

ইত্যবসরে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দল টেলেমেকাসকে হত্যা করার অভিসন্ধি নিয়ে গভীর সমুদ্রে ভেসে পড়ল। ইথাকা এবং স্যামসের রুক্ষ পাড়ের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত প্রণালীতে এস্‌টারিস নামে একটি পর্বত-সংকুল দ্বীপ আছে। ছোট হলেও এই দ্বীপের দুদিকেই জাহাজ নোঙর করা যায়। অ্যাকিয়ান বীর পুরুষেরা টেলেমেকাসের জন্যে ওঁৎ পেতে রইল সেই দ্বীপে।

৫

ক্যালিপসো

লর্ড টিথোনাসের শয্যাসঙ্গিনী ঊষা অমর দেবতা এবং মানুষ সবার জন্যেই দিনের আলো বহন করে শয্যা থেকে উঠে এলেন। দেবতারা মিলিত হলেন এক সভায় সেই সকালেই। সব দেবতার সেরা বজ্রের অধিপতি যোগ দিলেন সেই সভায়। ক্যালিপসোর গৃহে ওডেসিয়ুসের বন্দীদশা অ্যাথিনির মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। তিনি তাঁর দুর্দশার সমগ্র কাহিনীটি তুলে ধরলেন দেবতাদের সামনে।

"পিতা জিউস," তিনি বললেন, "এবং অন্যান্য সুখী ও চিরঞ্জীব দেবতা-গণ, আমি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দয়া, উদারতা এবং ন্যায় বিচার কোন রাজদণ্ডের অধিকর্তা মানুষের লক্ষ্য হওয়ার আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা অত্যাচার এবং আইনবিহীন শাসনে লিপ্ত হতেও তাঁর জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বাধা নেই। প্রশংসনীয় রাজা ওডেসিয়ুসের প্রতি লক্ষ্য করুন! পিতার মতো আদরে যে জনসাধারণকে তিনি একদা শাসন করেছেন, আজকে তাদের মধ্যে এমন একজন নেই যে তাঁর কথা সামান্য একটুও ভাবে। দ্বীপের মধ্যে তিনি এখন নিরুপায় দুস্থ জীবন যাপন করছেন। জলদেবী ক্যালিপসোর থাবায় তিনি বন্দী, আর সে চাচ্ছে তাঁকে চিরকাল সেখানে ধরে রাখতে। ইথাকায় কোন প্রকারেই তিনি ফিরতে পারবেন না, কেননা বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে তাঁর না আছে জাহাজ, না আছে মাঝিমাল্লা। ইতিমধ্যে তাঁর ছেলে গেছে পবিত্র পাইল্‌স্‌ এবং আশীর্বাদপুষ্ট লেসিডিমনে তার বাবার খোঁজে আর ওদিকে ওরা তার ফেরার পথে তাকে হত্যা করার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে আছে।"

"প্রিয়ে বৎসে", উত্তর করলেন মেঘ সমাবেশকারী জিউস, "তোমার কাছ থেকে এমন কথা শোনার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তুমি নিজেই কি সমস্ত ঘটনার পরিকল্পনা করনি? এটা কি তোমারই সিদ্ধান্ত ছিল না যে ওডেসিয়ুস ফিরে আসবে এবং এই লোকগুলোর একটা হেস্ত নেস্ত করবে? আর টেলেমেকাসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তুমি নিজেই তো যথেষ্ট। নিরাপদে তাকে ইথাকায় ফিরিয়ে আনতে তুমি নিজের কলা-কৌশলের ওপর নির্ভর কর, আর সেই প্রণয়কাঙ্ক্ষীর দল উদ্দেশ্য-সফল না হয়েই তাদের জাহাজ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাক।"

জিউস এরপর তাঁর পুত্র হেরমেসের দিকে ফিরে তাকালেন। "হেরমেস", তিনি বললেন, "আমাদের দূত হিসাবে তোমার দায়িত্ববলে সেই সুশ্রী জলদেবীকে আমাদের শেষ কথা জানিয়ে দাও। ওডেসিয়ুস যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে, এখন তাকে অবশ্যই বাড়ির পথে ছেড়ে দিতে হবে। যাত্রাপথে সে কি দেবতা কি মানুষ কারোরই সহায় পাবে না। একান্ত নিজের চেষ্টাতেই তাকে যেতে হবে, নিজের হাতে নৌকা চালিয়ে। বিশ দিনের দিন সে ফ্যাইয়াসিয়ায়নদের সম্পদশালী স্বদেশ ভূমির শেরী দ্বীপে গিয়ে পেঁছিবে। ওরা আমাদের জ্ঞাতি। ওডেসিয়ুসকে ওরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে, দেবতার মতো সম্মান দেবে তাকে। নিজেদের জাহাজে করে তাকে দেশে পেঁছে দেবে এবং তাকে প্রচুর পরিমাণে তামা, সোনা এবং তাঁতের দ্রব্য-সম্ভার উপহার দেবে। ট্রয় বিজয়ের পর ওডেসিয়ুস যদি অনাহত অবস্থায় নিরাপদে গৃহে ফিরতে পারত, তাহলেও নিজের অংশ হিসেবে অত দ্রব্য সম্ভার নিয়ে আসতে পারত না। দেশে ফিরে নিজের ঘরে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থাই নির্দিষ্ট হয়েছে।"

জিউস কথা শেষ করলেন। দৈত্য নিধনকারী তাঁর দূত তক্ষুণি তাঁর আদেশ পালন করল। সে চিরোজ্জ্বল স্বর্ণের স্যাণ্ডাল পায়ে পরে নিল, বাতাসের গতিতে তাকে এ বয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্র এবং সীমাহীন ভূভাগের ওপর দিয়ে। হাতে নিল সে এক দণ্ড, যা দিয়ে চোখে তন্দ্রা নামিয়ে আনা যায় এবং গভীর ঘুম থেকেও জাগরিত করা সম্ভব। দণ্ড হাতে নিয়ে শক্তিমান দৈত্যনিধনকারী তার যাত্রা শুরু করল। পিইরিয়ান পর্বতমালার ওপরে এসে দূর আকাশ থেকে নেমে এল সে নীচে, এবং সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সমুদ্রে, সমুদ্র-পাখী যেমন পাখার ঝাপটায় জল ছিটিয়ে মাছের পেছনে ছুটে যায় তেমনি জলের ফোয়ারা সৃষ্টি করে সে এগিয়ে চলল। দুস্তর জলরাশি পাড়ি দিয়ে হেরমেস অবশেষে সুদূর ওজেজিয়া দ্বীপে এসে উপস্থিত হল। সেখানে সে অবতরণ করল এবং জলদেবীর আবাস-গুহায় এসে উপস্থিত হল হাঁটতে হাঁটতে। সুন্দরকেশী সেই নারীকে সে ঘরেই পেল। চুলোতে বিশালকায় আগুন জ্বালানো হয়েছে এবং অগ্নিদগ্ধ জুনিপার ও সিডার কাঠের গন্ধে সমস্ত দ্বীপ যেন ভরে উঠেছে। ঘরের ভেতরে ক্যালিপসো আনন্দিত-কণ্ঠে গান গাচ্ছিলেন আর তাঁত বুনছিলেন। সোনার মাকুটা তাঁতের ওপরে ছুটে বেড়াচ্ছিল। গুহাটি তাজা সালডার ও আসপেন এবং সুগন্ধিময় সাইপ্রাস তরু দ্বারা আচ্ছাদিত। পাখীদের আস্তানা ছিল তা। শিংওয়ালা পঁ্যাচা, বাজপাখী এবং বাচাল দাড়কাক সবই ছিল সেখানে—উপকূল

অঞ্চলের পাখী এই সব, গভীর সমুদ্রে দৈনন্দিন এদের যাতায়াত। গুহার মুখে দ্রাক্ষা বাগান, দীর্ঘ শাখা আর পরিপক্ক দ্রাক্ষাসহ বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে তা। পরিপার্শ্বের চারটে স্বতন্ত্র উৎস থেকে ঝর্ণা-ধারার চারটে স্রোত বয়ে চলেছে এদিক সেদিকে, আর পথের দুপাশে নরম ঘাসের জমিতে ফুটে রয়েছে ইরিস এবং পার্সলি ফুল। এমনই এক দৃশ্য এই স্থানের যে, দেবতারাও মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াবেন একবার দেখলে।

দূতবর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলেন। সমগ্র সৌন্দর্যটা উপভোগ করে সেই বিশাল গুহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন। দেবী ক্যালিপসো চোখ তুলে তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললেন। কেননা অমররা যত দূরেই বসবাস করুক না কেন, সবাই পরস্পরের পরিচিত। ওডেসিয়ুসকে অবশ্য সেখানে দেখা গেল না, সে সমুদ্র পারে বসে উদাস নয়নে অনন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল।

সর্গীয় দেবী ক্যালিপসো হেরমেসকে উজ্জ্বল সুমসৃণ একটি চেয়ারে উবেশন করতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁকে জিগ্‌গেস করলেন: "হেরমেস, তোমার স্বর্ণদণ্ড হাতে নিয়ে কি কারণে এখানে এসেছ? তুমি একজন সম্মানিত অতিথি, তোমাকে স্বাগতম। অবশ্য এর আগে খুব কমই তুমি এখানে এসেছ। বল কিসের জন্যে তুমি এসেছ। আমার অসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই তোমার কথা আমি রাখব। তার আগে ঘরে চলো, সেখানে আমাকে অতিথি সৎকার করার সুযোগ দেবে তুমি।"

দেবী টেবিলের ওপর কারুকাজ করা আচ্ছাদনী বিছালেন এবং অতিথির কাছে টেনে এনে তাকে মিশ্রিত লাল মদের পাত্র নিবেদন করলেন। পানাহারে তৃপ্ত হয়ে ক্যালিপসোর প্রশ্নের উত্তর দিলেন:

"একজন অমর যেমন অপরজনকে প্রশ্ন করে তেমনি আমার এখানে আসার কারণ আপনি জানতে চেয়েছেন। ঠিক আছে, আপনার আদেশ অনুযায়ী সব কথা আমি সরল ভাবেই বলছি। জিউস আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তা না হলে আমি আসতাম না। কে আর সুদূর প্রসারিত লবণ-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এমনি এমনি এতদূর আসতে চায় বলুন? এর যেন শেষ নেই। না আছে পথে একটা শহর, না মিলবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ দেয়ার মতো কোন মানুষ। কিন্তু রক্ষাকবচধারী জিউস যখন ইচ্ছে করেন তখন কোন দেবতার সাধ্য আছে তাঁর আদেশ পালন না করে তাঁকে এড়িয়ে যায়? এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে দুর্ভাগ্যতাড়িত এক ব্যক্তিকে আপনি এখানে আটকে রেখেছেন। দীর্ঘ নয় বছর ট্রয় অবরোধের পর অবশেষে দশম বছরে তাঁর

সঙ্গী-সাথীরা সবাই ঘরের পথে ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তার ভাগ্যে তা ঘটেনি। অবশ্য অ্যাথিনিকে ক্ষুব্ধ করার জন্যে যাত্রাপথে গভীর সমুদ্রে ওরা ঝড়ের মুখে পড়েছিল। তার বিশ্বস্ত অনুচরদের প্রত্যেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, কিন্তু সে বায়ু ও তরঙ্গতাড়িত হয়ে এক দ্বীপে এসে পতিত হয়। আর এখন জিউস আদেশ করেছেন যে কিছুমাত্র দেরী না করে আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। এই দ্বীপে আত্মীয়-স্বজন বর্জিত হয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে না, কেন না গৃহে ফিরে নিজের সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হওয়া আজ তাঁর ভাগ্যে লেখা আছে।"

স্বগাঁয় ক্যালিপ্সো ভয়কম্পিত হয়ে তাঁর কথা শুনলেন। অবশেষে হৃদয় উন্মুক্ত করলেন তিনি; "কি নিষ্ঠুর লোক তুমি, তোমার ঈর্ষার তুলনা নেই, তোমরা দেবতারা দেবীরা যে একটা মানুষ নিয়ে শোবে এটা সহ্যই করতে পার না। যদি সে গোপনে এইটে করে এবং আইনগতভাবে তাকে সঙ্গী করে নেয় তাহলেও না। গোলাপী আঙুলের উষা যখন ওরিয়নের প্রেমে পড়েছিল তখন তুমি নিজেও এই ব্যবহার করেছিলে। অনায়াস জীবন যাপনে অভ্যস্ত তোমরা তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলে এবং অবশেষে সতী আর্টেমিস তার স্বর্গ-সিংহাসন থেকে নেমে এসে বর্শার আঘাতে ওর্টিজিয়াতে ওরিয়নকে হত্যা করে ফেলেছিল। আবার যখন সুশ্রী ডেমেটর আইয়াসিওনের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তিন ফসলা প্রান্তরে প্রেমিকের বাহুতে লীন হয়েছিল, তখনো জিউস এই ঘটনার আঁচ পাওয়া মাত্র বজ্রাঘাতে ডেমেটরকে হত্যা করেছিল। আর এখন সেই স্বগাঁয় অসন্তোষ নেমে এসেছে আমার ওপর। জিউসের বজ্রাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহাজ যখন মদ-কালো সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত হয়েছে তখন অবধারিত মৃত্যুমুখে পতিত এই লোককে আমি উদ্ধার করেছিলাম—তার সব সঙ্গী সাথী ভেসে চলে গিয়েছে, শুধু সেই মাত্র বায়ু এবং তরঙ্গতাড়িত হয়ে ডাঙায় এসে উঠতে পেরেছিল। প্রসারিত বাহুতে তাকে আমি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম, আমি তার সুশ্রূষা করেছিলাম, এমন কি তাকে আমি চিরজীবন এবং চিরযৌবন দান করব বলেও মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু এখন তাকে বিদায় জানাতে হবে, কেননা জিউসের আদেশ অমান্য করতে পারে দেবতাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। যদি জিউস ইচ্ছা করেন যে, সে যাবেই, তবে অন্তহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সে চলে যাক। তার যাত্রায় আমি সাহায্য করব, এ যেন সে আশা না করে। আমার জাহাজ নেই, দাড় নেই, নাবিক নেই—তাকে ঐ দূরবিস্তৃত সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারে এমন কিছুই আমার নেই। তবু আমি শপথ করছি, আন্তরিক এবং খোলা মন নিয়ে

তাকে আমি এমন পথের কথা বলে দেব যাতে সে নিরাপদে এবং নির্ভাবনায় ইথাকায় পেঁছিতে পারে।"

"তবে আপনার কথা অনুযায়ী এখনই তাকে পাঠিয়ে দিন", হেরমেস বলল, "এতে জিউস আর বিরক্ত হতে পারবেন না। নইলে যদি তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন তবে একদিন না একদিন এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।" এই কথা বলে শক্তিমন্ত দৈত্যনিধনকারী বিদায় গ্রহণ করলেন।

তক্ষুণি জলদেবী তাঁর মাননীয় অতিথির খোঁজ করলেন, কেননা জিউসের আদেশ অবহেলা করবার মতো নয়। তিনি ওডেসিয়ুসকে সমুদ্র সৈকতে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তার চোখ কান্নায় ভেজা। জীবনের মধু কান্নার ভাঁটায় গড়িয়ে যাচ্ছিল তার চোখ বেয়ে। জলদেবী বহুদিন থেকে তার উপর আর খুশী ছিলেন না। তার অনিচ্ছুক সত্তায় প্রবল প্রণয়ীর সাথে রাত্রিতে একই শয্যায় কাটাতে সে বাধ্য হতো বটে, কিন্তু তার দিনের বেলাটা কাটত পাহাড়ে বা বালু-বেলায় বসে থেকে থেকে। কান্নায়, আর্তধ্বনিতে আর হৃদয়-বিদারক দুঃখে নির্যাতিত হতো সে, আর অনন্ত জলরাশির দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত তার অশ্রুভরা দুই চোখ।

প্রিয়দর্শিনী দেবী তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। "আমার অসুখী বন্ধু", সে বলল, "আমার পক্ষ থেকে তোমাকে আজ একথা বলছি যে, তোমার দুঃখকে দীর্ঘায়িত করার এবং এই দ্বীপে তোমার জীবনকাল বিনষ্ট করার প্রয়োজন আর নেই। কেননা আমি সর্বান্তঃকরণে তুমি যাতে এই দ্বীপ থেকে মুক্ত হতে পার সেজন্যে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর জন্যে তোমাকেই সচেষ্ট হতে হবে। কতকগুলো গাছ কেটে নিয়ে যথাযথ যন্ত্রপাতির সাহায্যে বড় একটা নৌকা তুমি তৈরী কর—এমনভাবে তৈরী কর যাতে অজানা সমুদ্রে তোমাকে তা বহন করতে পারে। আমি নিজে তোমার জন্যে রুটি পানীয় এবং লাল মদের রসদ তোমার সঙ্গে সাজিয়ে দেব—অনাহারে মরবার কোন ভয় তোমার থাকবে না। তোমাকে পোশাকাদিও আমি দেব আর দেব অনুকূল বায়ুর সহায়তা, যাতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন তোমাকে না হতে হয়। অবশ্য সবই অধিকতর শক্তিশালী উদার আকাশের দেবতাদের ওপর নির্ভর করছে--পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁদের আমার চেয়ে অনেক বেশী।'

শালপ্রাংশু ওডেসিয়ুস এই কথায় ভীত হয়ে পড়লেন এবং দেবীকে তিনি মনের কথা খুলেই বললেন। "দেবী", তিনি বললেন, "বাহন হিসেবে অবশ্যই এইটে নিরাপদ নয়—তবে আমি জানিনে আপনি কি অভিসন্ধি মনের

ভেতর রেখে এই বাহন দিয়েই আমাকে দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিতে বলছেন। স্বর্গীয় অনুকূল বায়ু না পেলে, এমনকি সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন সমুদ্রগামী জাহাজও যাত্রা করতে ভরসা পায় না। আপনাকে আমি নিশ্চয় করে একথা বলছি যে, আপনার শুভেচ্ছা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে না পারলে কিছুতেই আমি এই বাহনের ওপর নির্ভর করতে পারব না। দেবী, আপনি কি শপথ করে আমাকে বলতে পারেন যে, আমার ক্ষতি করতে নতুন কোন ষড়যন্ত্র আপনি করবেন না?"

প্রিয়দর্শিনী ক্যালিপসো মৃদু হেসে হাতদিয়ে আঘাত করলেন ওডেসিয়ুসকে। "ওডেসিয়ুস", প্রতিবাদ করলেন তিনি, "কী দুর্জন লোকের মতো এই সব কথা তুমি ভাবছ! এইটে তোমার জটিল মনেরই প্রকাশ ঘটাচ্ছে। মাটি, উদার আকাশ এবং সিফসের জলপ্রপাত আমার সাথী—স্বর্গীয় দেবতাদের নিকট যার বড় শপথ নেই—আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমার দুঃখ সৃষ্টি করার জন্যে কোন গোপন অভিপ্রায়ই আমার মনে নেই। তোমার মতো বিপদে পড়লে আমি নিজে কী করতাম সেই ব্যবস্থার কথাই আমি শুধু ভাবছি। ভালোমন্দ সম্পর্কে আমারও কিছু ধারণা আছে, কেননা আমার হৃদয় তো আর লোহার পিণ্ডমাত্র নয়। দয়া যে কী বস্তু তা আমিও কিছু জানি।" এই কথা বলে মহিমাময়ী দেবী দ্রুত চলে যেতে লাগলেন এবং ওডেসিয়ুস তাঁকে অনুসরণ করলেন।

দেবী এবং ওডেসিয়ুস বিশাল গুহাটিতে এসে উপস্থিত হলেন। ওডেসিয়ুস হেরমেসের এইমাত্র পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে উপবেশন করলেন এবং জলদেবী মরণশীল মানুষের আহারের উপযোগী খাদ্য ও পানীয়-সম্ভার তার পাশে এনে রাখলেন। তারপর তিনি তার রাজকীয় অতিথির মুখোমুখী বসলেন। পরিচারিকা অমৃত ও সুস্বাদু মদ দেবীর পাশে এনে রাখলো এবং তাঁরা উভয়েই খেতে শুরু করলেন। পানাহারে তৃপ্ত হলে পর দেবী ক্যালিপসো তাঁদের আলোচনা পুনর্বার শুরু করলেন:

"মহান ঐশ্বর্যবান ওডেসিয়ুস, তাহলে তুমি স্বদেশ ভূমি ইথাকায় ফিরে যাবে বলেই স্থির প্রতিজ্ঞ। বেশ, তাহলেও তোমার মঙ্গল আমি কামনা করব। যদি সামান্যও বুঝতে পারতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে কী ভয়াবহ বিপদ এবং কষ্টের মধ্যে তোমাকে পড়তে হবে তাহলে কিছুতেই এ জায়গা থেকে তুমি সরতে চাইতে না—বরং আমার সাথী হয়ে এই গুহেই তুমি থাকতে এবং অমরত্ব গ্রহণ করতে, যতই তুমি তোমার সেই স্ত্রীকে চাও না কেন, যেতে তুমি চাইতে না। আমি জানি এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে তুমি

ভুলে থাকতে পার না। কিন্তু তার চেয়ে চেহারায় কী গঠনে আমি একটুও খারাপ নই—এ কথা ভাবতেই পারা যায় না যে, একজন দেবীর সঙ্গে একটা মরণশীল মানুষ সৌন্দর্যে তুলনীয় হতে পারে!"

তড়িৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন ওডেসিয়ুস উত্তর করলেন: "হে আমার মহিয়সী দেবী, আমার অনুভূতির জন্যে আমাকে অনুতপ্ত করে তুলবেন না দয়া করে। আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আমার বিদুষী স্ত্রী পেনিলপি চেহারায় ও আকৃতিতে আপনার সঙ্গে তুলনায় একান্তই তুচ্ছ। কেননা সে হল মরণশীল আর আপনি অমর এবং অনন্ত যৌবনা। তবুও আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, আমার প্রত্যাবর্তনের সুখী দিনের মুখ দেখতে চাই। এ আমার ক্ষান্তিহীন অভিপ্রায়। আর মদ-কৃষ্ণ সমুদ্রে দেবতারা যদি আমাকে বিপন্ন করেন, সে কথা বলছেন? তাহলে বলি, দুঃখ সহ্য করার মতো হৃদয় আমার আছে, সেই বিপদও সহ্য করতে আমি পারব, কেননা আমার এই জীবনে যুদ্ধ আর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সুতরাং এই নতুন বিপদ আসুক, ক্ষতি নেই। এ কেবল একটি সংখ্যা বাড়াবে মাত্র।"

ইতোমধ্যে অন্ধকার পরিব্যাপ্ত করে রাত্রি নেমে এল। তাঁরা দুজন বিশ্রামের জন্যে গুহা অভ্যন্তরে গেলেন এবং একে অপরের বাহুর আশ্রয়ে নিবদ্ধ হয়ে প্রণয়-রাত্রি যাপন করলেন।

কিন্তু নতুন আরেকটি দিন লাল আভায় পূর্বদেশ রঞ্জিত করতে না করতেই ওডেসিয়ুস তাঁর পোশাক এবং আলখাল্লা পরে তৈরী হয়ে নিলেন। জলদেবীও হালকা জরির কারুকাজ-করা নয়নাভিরাম রুপোলী পোশাক পরে নিলেন, আশ্চর্যসুন্দর স্বর্ণ নির্মিত কমরবন্ধনী বাঁধলেন কটিদেশে এবং মাথায় পরলেন ঘোমটা। তারপর তাঁর মহান অতিথির বিদায়ের ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন তিনি। প্রথমে তিনি তাঁকে ব্রোঞ্জের একটি বিশাল কুঠার দিলেন। এইটে ছিল দুদিকেই ধারসম্পন্ন এবং ওলিভ কাঠের সুগঠিত ও সুমিত হাতলে সমৃদ্ধ ছিল। সুমসৃণ ধাতুনির্মিত সুতোরের বাটালিও দিলেন তাঁকে। তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন দ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনানী অঞ্চলে। সেখানে আকাশছোঁয়া এ্যাডলার, পপলার এবং ফার গাছের সমারোহ। নৌকা তৈরীর উপযোগী রসবিহীন মৃত গাছেরও প্রাচুর্য সেখানে ছিল। সুদীর্ঘ বৃক্ষ-পরিপূর্ণ স্থানটি দেখিয়ে মহিয়সী দেবী গৃহে ফিরে গেলেন। দ্রুত কাজ করতে লাগলেন তিনি। বিশটি গাছ ভূপাতিত করলেন তিনি এবং কুঠার দিয়ে সেগুলোর ডালপালাগুলো ছেঁটে ফেললেন। এবং সেগুলোকে মসৃণ করে সোজা করে নিলেন সুদক্ষ হাতে। এমন সময় ক্যালিপসো তাঁর

জন্যে তুরপন নিয়ে এলেন। কাঠ কেটে খণ্ড করলেন, আড়াআড়ি সাজালেন জোড়া দিয়ে। দক্ষ কারিগরের মতো গভীর তলাবিশিষ্ট নৌকোয় পরিণত করলেন হাতের যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ঠিক যেন এক বাণিজ্য জাহাজ হয়ে উঠল তা। তারপর পাটাতন বানালেন এবং হাল লাগিয়ে দিলেন তাতে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে। তারপর উঁচু করে বেড়া দিলেন উত্তুঙ্গ তরঙ্গের প্রতিরোধক হিসেবে। ক্যালিপসো পালের কাপড়ও এনে দিলেন তাঁকে। ওডেসিয়ুস পাল বানালেন তা দিয়ে।

অবশেষে শান্ত সমুদ্রের ওপর নাগিয়ে নিয়ে গেলেন।

চতুর্থ দিনে কাজ শেষ হল। আর পঞ্চম দিনে ক্যালিপ্সো দূর সমুদ্র পথে বিদায় দিলেন ওডেসিয়ুসকে। জলদেবী তাঁকে নিজ হাতে স্নান করিয়েছিলেন সেদিন, সুন্দর কাপড়ে দিয়েছিলেন সাজিয়ে। দুটো চামড়ার থলেতে, একটিতে সুপেয় মদ এবং অধিকতর বড়টিতে পানি ভরে নৌকোয় তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এ ছাড়াও চামড়ার আবরণীতে গম এবং অনেক সুস্বাদু মাংস তিনি দিয়েছিলেন ওডেসিয়ুসের সঙ্গে। তাঁর আদেশে উষ্ণ এবং অনুকূল বায়ু বইতে শুরু করলো তারপর।

আনন্দিত মনে ভদ্র ওডেসিয়ুস বায়ুর মুখে পাল তুলে দিয়ে সুদক্ষ নাবিকের মতো হাল ধরে নৌকা দিলেন ভাসিয়ে। একবারও চোখ বন্ধ না করে বসে রইলেন তিনি, দৃষ্টি সপ্তর্ষিমন্ডলে নিবদ্ধ রেখে। কখনো কখনো ওয়েন নামক বিশাল ভালুকের দিকেও চোখ পড়ল তার। এরা এই অঞ্চলে পাক দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওরিয়নের আগমন আশঙ্কায় ফুটে থাকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি এদের চোখে। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে বামে রেখে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্যে ক্যালিপসো বলে দিয়েছিলেন ওডেসিয়ুসকে। সতেরো দিন সমুদ্র যাত্রা করে আঠারোতম দিনে ফ্যায়াসিয়ান অঞ্চলের পর্বতশ্রেণী ভেসে উঠল ওডেসিয়ুসের চোখে। দেশটাকে একটা ঢালের মতো মনে হচ্ছিল কুহেলিকাময় সমুদ্রের মধ্যে।

এমন সময় ভূকম্পনের প্রভু পসিডনের চোখে পড়ে গেলেন ওডেসিয়ুস। ইথোপিয়ার ভ্রমণ শেষে ফিরে আসছিলেন তিনি। দূরস্থিত সোলাইমি পর্বতের ওপর থেকে দেখতে পেলেন তিনি ওডেসিয়ুসকে। ওডেসিয়ুসের সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়াস তাঁর ক্রোধে নতুন ইন্ধন নিক্ষেপ করল। মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি নিজে নিজে বলতে লাগলেন: "ও, আমার ইথোপিয়ায় ভ্রমণের সুযোগে দেবতারা ওডেসিয়ুস সম্পর্কে তাঁদের মত পালটিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। আর ইতোমধ্যেই সে ফ্যায়াসিয়ান অঞ্চলের কাছাকাছি এসে গেছে— এইখানেই তার দুঃখের পরিসমাপ্তিও ঘটার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না, এখনও আমি তাকে আকণ্ঠ দুঃখ ভুগিয়ে ছাড়ব।"

এই বলে তিনি মেঘ সমাবেশ করতে শুরু করলেন এবং তাঁর ত্রিশূলে দিয়ে সমুদ্র জলে আঘাত দিতে লাগলেন। উত্তাল ঝড়-আনলেন তিনি, জল-স্থল আচ্ছন্ন করে ফুঁসতে লাগল সেই মত্ত মাতঙ্গ। পূবাল এবং দক্ষিণ বায়ু এবং পশ্চিমের তুফান একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বইতে লাগল এবং উত্তর থেকে এক প্রবল ব্যাত্যা সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গগুলি ঠোঁটে নিয়ে ধেয়ে এল। ওডেসিয়ুসের হাঁটু কাঁপতে লাগল এবং তাঁর উৎসাহ একদম নিভে গেল। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"ও রে হতভাগা, এখন তোর কি পরিণতি হবে? এখন তো দেখছি, দেবী যে বলেছিলেন বাড়ি ফেরার আগে ভয়ানক দুর্দশায় আমাকে পড়তে হবে, তার সবই ঠিক। তাঁর প্রত্যেক কথাই সত্যে পরিণত হচ্ছে। আকাশও একথাই বলছে, জিউসের আদেশে আদিগন্ত ঘন মেঘের স্তূপ জমা হয়েছে, আর ব্যাত্যাতাড়িত তরঙ্গ আসছে চারদিক থেকে ধেয়ে। অকস্মাৎ মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোন পরিণতি নেই। ট্রয়ে নিহত আমার স্বদেশবাসীরা আমার চেয়ে অনেক ভাগ্যবান ছিল, কেননা এ্যাট্রিউসের পুত্রদের আনুগত্যে কত আগে তারা ইহলীলা সংবরণ করেছে। আহা সেইদিন যদি ট্রয়ের সৈন্যদের ব্রোঞ্জ-কুঠারের আঘাতে আমার এমন ভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটত! তাহলে অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকার থাকত আমার এবং অ্যাকিয়ানরা আমার এই মৃত্যুতে দিগ্বিদিকে প্রশংসামুখর হয়ে উঠত। কিন্তু মনে হচেছ দুর্বৃত্ত-সুলভ পরিণামই ছিল আমার ভাগ্যে লেখা। কথা শেষ করতে না করতেই পরপর পাহাড়ের মতো উঁচু একটা ঢেউ রাজকীয় ভঙ্গিতে এসে আছড়ে পড়ল তার নৌকোর উপর। হাল তাঁর হাত থেকে ছিন্ন হয়ে গেল এবং তিনি নিজে ছিটকে পড়ে গেলেন নৌকোর বাইরে আর ঠিক সেই সময়ই বায়ু তীব্রবেগে ফুঁসে এসে পাল মাস্তুল ছিঁড়ে-খুঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত ওডেসিয়ুস জলের নীচে নিমজ্জিত রইলেন। দেবী ক্যালিপসোর দেয়া পোশাকাদির ভার তাঁকে তলিয়ে রাখল। পরাক্রান্ত তরঙ্গসমূহের নিম্নমুখী চাপ অতিক্রম করে জলের উপর উঠে আসার সংগ্রাম তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। অবশেষে বাতাসের মধ্যে মুখ তুলতে পারলেন তিনি এবং তিক্ত লোনা-জল মুখ থেকে ফেলে দিতে পারলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও নৌকার কথা কিন্তু তিনি ভুলে যাননি। সমুদ্রজলে ভেসে ভেসে নৌকার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন তিনি, অবশেষে নৌকাটাকে ধরতেও পারলেন। নৌকার ভিতরে উঠে তিনি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কোন প্রকারে উদ্ধার পেলেন। দুরন্ত সমুদ্রের তীব্র স্রোত আছড়ে পড়ছিল

তার উপর চারপাশ থেকে। উত্তুরে বায়ু খোলা মাঠের উপর শস্যের কুণ্ডলীকে নিয়ে যেমন তোলপাড় করে, তেমনি উন্মত্ত সমুদ্র-তরঙ্গ নৌকাটিকে এদিক সেদিকে লুফতে লাগল। দক্ষিণে বায়ু খেলতে খেলতে এটাকে উত্তরে দিচ্ছে ছুঁড়ে। আবার পূর্ব ও পশ্চিম বায়ুকে তাড়া করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কিন্তু ওডেসিয়ুসের এই দুর্ভাগ্যের একজন সাক্ষী ছিলেন। ইনি হলেন ক্যাড্‌মাসের কন্যা শীর্ণ গোড়ালীবিশিষ্টা ইনু। একদা মানুষের মতোই কথা বলতেন তিনি, এখন দেবতাদের স্বীকৃতিতে তিনি শিউকণ্ঠ স্বরূপ গভীর লবণ-সমুদ্রে বাস করছেন। দুঃস্থ এবং দুর্দশাগ্রস্ত ওডেসিয়ুসের উপর দয়া হল তাঁর, সমুদ্র-পাখীর মতো ডানায় ভর করে পানি থেকে উঠে নৌকায় এসে বসলেন।

"অসহায় মানুষ" তাকে বললেন তিনি, "পসিডন কেন তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। তিনি দেখি তোমার পথে কাঁটা ছাড়া আর কিছুই রাখতে চান না। কিন্তু যাই হোক না কেন, যত চেষ্টাই পসিডন করুন না কেন, তিনি তোমাকে হত্যা করতে পারবেন না। এখন আমি যা বলছি তোমাকে, ঠিক তাই কর। তোমাকে যেমন বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে আমাকে অনুসরণ কর। পোশাকগুলো খুলে ফেল, বাতাসকে খেলা করতে ছেড়ে দাও তোমার নৌকা এবং তুমি ফ্যায়োসিয়ান উপকূলের দিকে জীবন রক্ষার জন্যে সাঁতার দিয়ে অগ্রসর হও। সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে। এখন এই ওড়নাটি নাও, শক্ত করে তোমার কোমরে বাঁধ এটা। এই স্বর্গীয় বন্ধনী তোমাকে মৃত্যু এবং যে-কোন আঘাত থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই ওড়নাটি খুলে ফেলবে তোমার কোমর থেকে এবং যতদূর সম্ভব দূরে মদ-কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ছুঁড়ে দেওয়ার সময় মুখটা তুমি ঘুরিয়ে রাখবে, কেমন? কথাটা বলে তিনি ওড়নাটি তাঁর হাতে দিলেন এবং জলচর জীবের মতো মুহূর্তের মধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কালো জলরাশি তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। বিশাল ওডে-সিয়ুস আবার বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলেন। তিনি তার মহৎ অন্তঃরণকে জিজ্ঞেস করলেন এই উপদেশ কি সত্যি কোন মঙ্গলের জন্যে। এই মুহূর্তে নৌকা ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে? না, দেবতাদের তাকে আরো বিপদে ফেলার নতুন কোন কারসাজি।

"না", সিদ্ধান্ত নিলেন, "নৌকা আমি এখন ছেড়ে দেব না। কেননা, যে উপকূলে সাঁতরিয়ে উঠার জন্যে তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, তা যে

কতদূর, তাতো আমি নিজের চোখেই দেখছি। নিজে যা ভালো মনে করি আমি তা-ই করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত নৌকোর জোড়াগুলো অটুট আছে, ততক্ষণ আমি এখানেই থাকবো। সমুদ্র যখন আমার নৌকো ভেঙে ফেলবে, তখনই আমি উপকূলের দিকে সাঁতরাতে শুরু করবো। আপাততঃ এর চেয়ে ভালো কোন বুদ্ধি আমি আদৌ দেখতে পাচ্ছি না।"

যখন ওডেসিয়ুস এইসব কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভূমি-কম্পনকারী পডিসন আরেকটি বিশাল তরঙ্গ তাঁর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। ভয়াবহ ও মারাত্মক বেগে সেই ঢেউ তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। নৌকোটা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের এদিক সেদিক। ওডেসিয়ুস একটা কাঠ আঁকড়ে ধরে আশ্রয় নিলেন তার উপর। ঘোড়ার পিঠে অশ্বারোহী যেরূপ আঁকড়ে থাকেন তেমনি ভাবে তিনি কাঠটার উপর বসে ক্যালিপসোর দেওয়া পোশাকগুলো খুলে ফেললেন। ওড়নাটি কোমরে বাঁধলেন তিনি এবং দুবাহু প্রসারিত করে জোরের সঙ্গে সাঁতার কাটতে শুরু করলেন।

লর্ড পসিডন আরেকবার মাথা নাড়লেন এবং বিড় বিড় করে বললেন: "এই যথেষ্ট নয়!" এখন সমুদ্র-পথে সাঁতারের আরেক দুর্ভোগে তুমি ভুগবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই দেবতাদের প্রিয় জনগোষ্ঠীর দেশে পেঁছতে না পার, ততক্ষণ এর উপশম নেই। আর সেখানে পেঁছেও তুমি যে তাঁদের সংবর্ধনায় অংশ দিতে সামান্যতম শক্তি এবং উৎসও খুঁজে পাবে, তা আমি মনে করি না।" এই বলে পসিডন তার দীর্ঘ কেশর-সম্পন্ন অশ্ব ছুটিয়ে এইগিতে তার প্রাসাদে চলে গেলেন।

এই সময় জিউসের কন্যা অ্যাথিনি হস্তক্ষেপ করবেন বলে মনস্থ করলেন। সমস্ত বায়ুগুলোকে শান্ত করলেন তিনি এবং তাঁদেরকে ঘুমাতে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু উত্তরের বায়ুকে তিনি আহ্বান করলেন সাঁতাররত রাজা ওডেসিয়ুসের পথের সামনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সমুদ্রকে দমিত করবার জন্যে, যাতে তিনি মৃত্যুর চোয়াল থেকে উদ্ধার পেয়ে ফ্যায়োসিয়ানদের আশ্রয়ে গিয়ে উঠতে পারেন।

দুরাত দুদিন ধরে গভীর সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে রইলেন তিনি। বহুবার মৃত্যুর প্রান্তে গিয়েও পেঁছিলেন। তৃতীয় দিনে আকাশ রঞ্জিত করে সূর্য উঠল, বাতাস গেল থেমে এবং প্রকৃতি শান্ত হয়ে এল। একটা ঢেউয়ের মাথায় দোল খেয়ে খেয়ে ওডেসিয়ুস অদূরে তাঁর অভীষ্ট দেশের উপকূল-রেখা দেখতে পেলেন; গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি। বহুদিন রোগশয্যায় শায়িত পিতা মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার পেয়ে জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্রয় পেলে যেমন করে তাঁর সন্তানেরা খুশী হয়ে ওঠে, তেমনি খুশী হয়ে উঠলেন তিনি সেই অপ্রত্যাশিত

দ্বীপের বনভূমি তাঁর নজরে পড়া মাত্রই মাটিতে পা ফেলার জন্যে দ্রুত সাঁতরিয়ে এগুতে লাগলেন তিনি। দ্বীপের খুব কাছাকাছি পেঁছা মাত্রই উপকূলের পাড়ে আছড়ে পড়া তরঙ্গের গর্জন শুনতে পেলেন তিনি। সেই বিশাল তরঙ্গ লোহকঠিন পাড়ের উপর আবর্তিত হচ্ছিল। তীরে উঠবার মতো পাড় ছিল না, নৌকা ভিড়াবার মতো জায়গাও ছিল না সেইখানে। শুধু সুউচ্চ খাড়া কর্কশ পাহাড়ের গা। এইটে বুঝতে পেরে ভয়ে ওডেসিয়ুসের হাঁটু কাঁপতে লাগল এবং তাঁর সাহস গেল একেবারে কমে। সমস্ত ঘটনা তিনি নিজেই আঁচ করে নিলেন, সমস্ত পরিস্থিতিটা নিজের মনের মধ্যে গুছিয়ে নিলেন ঃ

"যখন আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, জিউস তখন আমাকে আশা দেখালেন। উৎসাহিত হয়ে সকল কষ্ট স্বীকার করে যখন আমি যোজন যোজন পথ সাঁতরে সমুদ্রের অশেষ জলরাশি অতিক্রম করে পাড়ে এসে ঠেকলাম, তখন দেখি উঠবার কোন জায়গাই নেই, বাঁচবার কোন উপায়ও নেই। পাড়ে সুউচ্চ পর্বতমালা দুরন্ত সমুদ্রের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে দুর্দান্ত গভীর জল, একটা মানুষ যে পায়ের উপর ভর করে নিরাপদে দাঁড়াবে, তার উপায়টুকুও নেই। আমি যদি পাড়ে উঠবার জন্যে চেষ্টা করি, তাহলে আবর্তিত তরঙ্গ এসে পাহাড়ের গায়ে দেবে আমাকে ছুঁড়ে, এ আমার বিপদকেই বাড়াবে মাত্র। আমি যদি সাঁতরে উঠবার উপযুক্ত জায়গার খোঁজে ফিরে যাই, তাহলে হয়তো বা আরেকটা তরঙ্গের মুখেই পতিত হব, কিংবা পরিণত হব মাছের ভোজের সামগ্রীতে। আমার কোন বিলাপই কোন ফলে আসবে না। অথবা সমুদ্রের গভীর তল থেকে কোন দৈত্য এসে আক্রমণ করবে। এই ধরনের দৈত্যগুলোকে লালিত-পালিত করে এম্‌ফিট্রাইট সুবিখ্যাত হয়েছেন। আর তাছাড়া ভূমিকম্পনকারী পসিডন যে আমাকে কতকখানি অপছন্দ করেন তাও তো আমার অজানা নেই।"

ওডেসিয়ুসের ভিতরে ভিতরে যখন এই বিতর্ক চলছিল, তখন একটা শক্তিশালী তরঙ্গ এসে ওডেসিয়ুসকে পর্বতসংকুল তীর ভূমিতে ঠেলে নিয়ে চল্‌ল। তীরে আছড়ে পড়লে ওডেসিয়ুসের মেদ মাংস যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি তাঁর মাথায় এগিয়ে গিয়ে একটি পাথরকে দুহাতে চেপে ধরার বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি পাথরটাকে ধরলেন শক্ত করে এবং সেই বিশাল তরঙ্গটি এগিয়ে আসতে লাগল তাঁর দিকে। তরঙ্গের প্রথম ধাক্কা তিনি সামলে নিলেন কিন্তু ফিরে আসবার সময় সেই তরঙ্গ তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের অনেক

ভিতরে। পাথরটায় তাঁর হাতের মাংস আটকে রয়ে গেল, ঠিক টুকরো পাথরের মতো দেখাচ্ছিল তাঁর হাতের মাংস খণ্ড, সেই বিশাল তরঙ্গ পার হয়ে গেল তাঁর উপর দিয়ে। ওডেসিয়ুস নিশ্চয়ই অকস্মাৎ মৃত্যুতে নিপতিত হতেন যদি না অ্যাথিনি তাঁর মাথায় একটা সুন্দর বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতেন। পর্বতমালা থেকে দূরে এসে তিনি সমস্ত উপকূলটার পরিষ্কার চেহারা দেখতে পেলেন এবং এই জায়গাটা এড়িয়ে উঠবার উপযুক্ত অন্য কোন জায়গার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা তারই প্রয়াস পেতে শুরু করলেন। এমন সময় তিনি একটা দ্রুতগতিসম্পন্ন স্রোতধারার মধ্যে এসে পড়লেন এবং তিনি মনে করলেন এইটেই হলো তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রম। কেননা এ শুধু পর্বতশ্রেণী থেকে দূরে ছিল তা-ই নয়, ঝড়ের আক্রমণ থেকেও নিরাপদ। স্রোতের গতি অনুভব করে তিনি বুঝতে পারলেন যে কোন নদীর মোহনায় তিনি এসে গেছেন। তখন স্রোতধারার দেবীর নিকট তিনি প্রার্থনা করলেন মনে মনে :

"যদিও আপনার মহান নাম আমি জানিনে, তবু দেবী, আমার প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন। কেননা আপনার মধ্যেই আমি পসিডনের আক্রোস থেকে বাঁচবার এবং সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাবার উপায় খুঁজে পেলাম, দেবতারা একজন অসহায় মানুষ আশ্রয় চাইলে তাকে বঞ্চিত করেন না। আমি অনেক দুঃখ সহ্য করেছি, এখন আপনার এই স্রোতধারার সাহায্য চাচ্ছি। হে মহান দেবী, আপনি আমার উপর দয়া করুন। আমি একজন আবেদনকারীর অধিকার দাবী করছি।"

প্রার্থনায় প্রসন্ন হলেন দেবী। স্রোত সংবরণ করে ঢেউগুলো শান্ত করলেন তিনি, ওডেসিয়ুসের সাঁতারের পথ সহজ করে দিয়ে মোহনার মাটিতে এনে তুললেন তাঁকে নিরাপদে। ওডেসিয়ুসর হাঁটু এবং শক্ত বাহু সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্তিতে গেছে বেঁকে। সমস্ত পেশী ফুলে গেছে, লোনাজল নাক এবং মুখ দিয়ে বলকে বেরিয়ে আসতে লাগল তাঁর। নিঃসাড় পড়ে রইলেন তিনি সেখানে। উঠবার সামান্যতম শক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না তাঁর। ভীষণ ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি। অবশেষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা ফিরে পেলেন তিনি; দেহে যেন প্রাণ এল। তারপর দেবীর ওড়না কোমর থেকে খুলে ফেলে নদীর সমুদ্র-মুখী স্রোতের মধ্যে দিলেন ফেলে। তীব্র নিম্ন স্রোত মুহূর্তের মধ্যে ওড়নাটা ভাসিয়ে নিয়ে ইনোর হাতে দিল পেঁছে। ওডেসিয়ুস নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন, তারপর তিনি তীরভূমির শনের উপর নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মাটিকে চুম্বন করলেন।

এখন তিনি নিজের অবস্থাটা পরিপূর্ণভাবে আঁচ করতে চাইলেন, তাঁর ভবিষ্যৎই বা কী এবং তার এই অভিযানের পরিণতিই বা কী হবে। "আমি যদি নদীর ধারেই পড়ে থাকি", তিনি নিজে নিজে ভাবলেন, "এবং আসন্ন ভয়াবহ রাত্রি এখানেই কাটিয়ে দিই তাহলে কুয়াশা এবং শিশিরের তীক্ষ্ণ সিক্ততা আমার জন্যে হয়তো অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে ক্লান্তিতে আর সহ্য করার শেষ সামর্থ্যটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া নদীর পারে ভোরের বাতাসে যে কেমন ঠাণ্ডা এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তা-তো আমি জানি। অপর পক্ষে যদি আমি পাড় বেয়ে ওঠে ঘন বনের মধ্যে আশ্রয় নিই তাহলে সেখানে ঠাণ্ডার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে গভীর-ভাবে ঘুমিয়ে পড়ব হয়তো; কিন্তু এতেও বন্য জন্তুদের শিকারে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।"

অবশেষে বনের মধ্যে আশ্রয় নেওয়াটাই অধিকতর নিরাপদ স্থির করে তিনি সেদিকে যাত্রা করলেন। নদী ছেড়ে বেশীদূর তিনি যাননি এমন সময় চারদিকে খোলামেলা একটা প্রান্তর তিনি দেখতে পেলেন। সেখানে একটি জলপাই এবং বুনো জলপাই গাছের ঝোপের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন। এ গাছ দুটোর পরস্পর জড়াজড়ি এমনি একটা আশ্রয় রচনা করেছে যে সেখানে না ঢুকতে পারে বাতাস না রোদ না বৃষ্টি। ওডেসিয়ুস এই আশ্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন, সেখানে প্রচুর পাতা পড়ে দুই তিনজনের শোয়ার উপযোগী সুন্দর একটা আচ্ছাদন রচিত হয়ে আছে। এত দুঃখের পর এই দেখে ওডেসিয়ুস খুশী হলেন যে এই আশ্রয়ে তীক্ষ্ণতম শীতও তাঁকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ওডেসিয়ুস মাঝখানটা খুঁড়ে সুন্দর একটা গর্ত তৈরী করলেন, পাতা দিয়ে তা পুরু করে শুয়ে পড়লেন সেখানে এবং নিজের শরীরের ওপরটাও আচ্ছাদিত করে দিলেন, ঠিক যেমন প্রত্যন্ত দেশের প্রবাসীরা ছাই চাপা দিয়ে আগুন বাঁচিয়ে রাখে প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে! অ্যাথিনি তখন ওডেসিয়ুসের চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দিয়ে গভীর ঘুমে তাকে নিমজ্জিত করে ফেললেন। এত পরিশ্রমের ক্লান্তি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এই ছিল একমাত্র নিশ্চিত পন্থা।

৬

ন্যাসিকা

পরিশ্রম-ক্লান্ত মহান ওডেসিয়ুস অবসাদে নিঃশেষ হয়ে ঘুমের কোলে ঢুলে আছেন। আর ওদিকে অ্যাথিনি ফ্যায়াসিয়ানদের নগরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এই ফ্যায়াসিয়ানরা একদা হাইপেরীয় বিস্তৃত সমতলে বাস করতো। ঝগড়াটে সাইক্লোপসদের প্রতিবেশী ছিল তারা। সাইক্লোপসরা অধিকতর শক্তিশালী জাতি ছিল বলে ওরা সব সময়েই তাদের উপর সুযোগ গ্রহণ করতো এবং অত্যাচার করতো। রাজা নওসিথাস্ এর ফলে সেস্থান পরিত্যাগ করে শ্যেরী অঞ্চলে তাদের অত্যাচারী প্রতিবেশীদের থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। সেখানে প্রাচীরঘেরা নতুন নগরীর পত্তন করেন তিনি। প্রজাদের বাড়িঘর বানিয়ে দিলেন, দেবতাদের জন্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং চাষবাসের জন্য জমিও নির্ধারিত করলেন তিনি। বহুদিন পূর্বে মৃত্যু হয়েছে তাঁর এবং হেডেসের কক্ষে বসবাস করছেন তিনি এখন। তাঁর রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন অ্যাথিনি। ওডেসিয়ুসকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর মনে।

মহামতি রাজা এলকিনাসের নওসিকা নামক এক কন্যা ছিল। দেবীর মতোই দীর্ঘাঙ্গী এবং সুন্দরী ছিল সে। সে তার সজ্জিত ঘরে ছিল ঘুমিয়ে, তার দুই পরিচারিকাও দরজার দুই প্রান্তে ছিল ঘুমিয়ে। সুমসৃণ দরজাটি ছিল বন্ধ, কিন্তু অ্যাথিনি নিঃশব্দে বায়ুর মতো সেই ঘরে প্রবেশ করে রাজকন্যার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন। নাবিকের কন্যা ডীমাস ছিল ন্যাসিকারই সম বয়স্কা এবং সে ছিল তার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী। অ্যাথিনি ডীমাসের রূপ গ্রহণ করে রাজকন্যার শয্যার উপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলেন :

"ন্যাসিকা," বান্ধবীর কণ্ঠ নকল করে বললেন উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি, "এমন একটা অলস সন্তান তোমার মায়ের হল কি করে? দেখ কত মূল্যবান পোশাক অবহেলায় পড়ে আছে! তোমার তো শীগগীরই বিয়ে হবে। এ পোশাকগুলো পরতে হবে তোমাকে। শুধুমাত্র তাই নয়, বরযাত্রী দলকেও দিতে হবে। আর এই সমস্ত কাজ রাজকন্যার বাবা মা-কেও

খুশী করা ছাড়াও শহরে তার সুনাম বৃদ্ধি করে। চল, আমরা গা-হাত পা ধুয়ে সকালের কাজটা করি। আমি তোমার সঙ্গে যাব, যাতে তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে পার, কেননা আর বেশীদিন তুমি অবিবাহিত থাকবে না। ফ্যায়াসিয়ানদের মধ্যে সকল রাজপুরুষই তোমাকে চায়। প্রত্যুষে তোমার বাবাকে বল এক জোড়া খচ্চরবাহী একটা গাড়ী তৈরী করে দিতে। এইটে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে অনেক আরামে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে। কেননা শহরের স্নানাগার এখান থেকে অনেক দূরে।"

এই কথা বলেই বিদ্যুৎ-আঁখি অ্যাথিনি দেবতাদের অনাদিনী বাস আলপাসে চলে গেলেন। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, তুষার নেই। নিস্তরঙ্গ মেঘবিহীন সমুদ্রের মধ্যে সংস্থাপিত এই স্বর্গ। সেইখানে সুখী দেবতারা আনন্দপূর্ণ দিন কাটান। ন্যাসিকার কাছে মনের কথা জানিয়ে দেবী অ্যাথিনি সেই আনন্দ ধামে প্রস্থান করলেন। সকাল হওয়া মাত্রই সুন্দর গাউন পরিহিতা ন্যাসিকা গাত্রোত্থান করলেন। বিস্মিত হয়েছিল সে তার এই স্বপ্নে, তক্ষুণি বাবা-মাকে জানাতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাত্রা করলো সে। দু'জনকেই ঘরের মধ্যে পেল সে। আগুনের পাশে বসে বসে সুতো কাটছিলেন, সমুদ্রের মতো ধূসর রঙের সেই সুতো। তার বাবা, ফ্যাসিয়ান রাজকুমারদের দ্বারা আহূত এক সভায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় ন্যাসিকা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তার বাবার যত সম্ভব কাছে গিয়ে বলল :

"বাবা, আমাকে একটা শক্ত চাকার গাড়ী সাজিয়ে দিতে পার না, অনেক ময়লা কাপড় জমে গেছে, আমি একটু যাই না নদীতে সেগুলো ধুয়ে আনার জন্যে? তোমারওতো কাপড় ময়লা হয়ে গেছে, রাজ্যের দরকারী কথা নিয়ে কত সভা করতে হয় তোমাকে কত বড় বড় লোকদের সাথে। পরিষ্কার কাপড় না হলে তোমার চলবে কি করে? তাছাড়া তোমার পাঁচটা ছেলে আছে বাড়িতে তাদের দু'জন বিবাহিত, আর তিনজনই হল অবিবাহিত, স্ফূর্তি করে বেড়ায় ওরা আর নাচে যাওয়ার সময় ঝক্‌ঝকে ধোয়া কাপড়ের জন্যে আবদার করে। আমাকেই তো এই সব দেখতে হয়।"

এইভাবে সে বাবার কাছে আবেদন জানালো, কেননা তার নিজের বিয়ের কথা বলতে তার খুবই লজ্জা করছিল; কিন্তু রাজা তাঁর মেয়ের মনের ভাবটা পুরোই বুঝতে পারলেন এবং বললেন :

"প্রিয় বৎসে, তুমি খচ্চর নিয়ে বা অন্য কিছু নিয়ে যাবে, এ নিয়ে কি আপত্তি করতে পারি? ভৃত্যেরা তোমাকে একটি ছাউনিওয়ালা গাড়ী এক্ষণি সাজিয়ে দিবে।"

তিনি অনুচরদের হুকুম করলেন এবং তারা গাড়ী সাজাতে লাগলো। অনুচরেরা বাড়ির বাইরে দ্রুতগতি সম্পন্ন একটা গাড়ী সাজালো। খচ্চরগুলোকে জোয়ালে জুতে গাড়ীতে বেঁধে দিল। আর ন্যাসিকা আসবাব কক্ষ থেকে কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে এল। সেগুলো সে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললো। তার মা এক বাক্স রুচিকর খাদ্য দিল তার সাথে এবং একটি ছাগলের ছামড়ার বোতলে মদ দিল ভর্তি করে। রাজকন্যা গাড়ীতে গিয়ে বসলো এবং তার মা একশিশি জলপাই-এর তেল দিলেন তার হাতে। স্নানের পর তার এবং পরিচারিকাদের ব্যবহারের জন্যে। তারপর ন্যাসিকা চাবুক এবং লাগাম হাতে নিয়ে গাড়ীটাকে দিলেন চালিয়ে। চাবুকের আঘাতে খচ্চরগুলো ধ্বনি করে উঠলো প্রথম, তারপর মনিবিনী এবং কাপড়গুলো নিয়ে জোরের সঙ্গে ছুটে চললো। অবশ্য তাকে একা যেতে দেওয়া হল না, তার পরিচারিকারাও তার সঙ্গে গেল।

অচিরেই তারা মহান নদীকূলে এসে উপস্থিত হল। অজস্র উজ্জ্বল স্বচ্ছ টলটলে জলরাশি হিল্লোলিত হয়ে বয়ে চলেছে সেখানে। মলিনতম পোশাকও ঝক্ঝকে করে নেওয়া যায় তা' দিয়ে। নদী পাড়ের সতেজ ঘাসগুলোতে চড়ে বেড়াবার জন্যে তারা তাদের খচ্চরগুলোকে ছেড়ে দিল তখন। তারপর বাহু বোঝাই করে কাপড় এনে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা ধৌত করতে লাগলো সেগুলো। সমস্ত ময়লা নিষ্কাশন করে কাপড়গুলো রোদে শুকোতে দিল ঘাসের উপরে সমুদ্রের পাড়ে। তারপর তারা নিজেরা স্নান করে অলিপ তেল দিয়ে গা মার্জনা করলো এবং নদীর তীরে বসেই খাওয়া শেষ করে রোদে কাপড় শুকাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মাথার মুকুট খুলে রেখে কুমারী বল নিয়ে খেলতে শুরু করলো এবং ন্যাসিকা গানের নেতৃত্ব দিল। এই সব দৃশ্য ল্যেটোর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে' তুললো। ল্যেটোর কন্যা আর্টিমিস দি আরকিপ্‌স ফেগেটাস্‌ বা ইলিমেনথাস বন্য ভালুক শিকারে নেমে আসেন এবং অন্যান্য জলদেবীরা তার সঙ্গে শিকারে যোগ দেয়। এই জলদেবীরাও স্বর্গজাত কিন্তু আর্টিমিস তাদের প্রধান। এরা সবাই সুন্দর। সুতরাং তুলনার প্রশ্ন উঠে না। তেমনি রাজ-কন্যা ন্যাসিকাও ছিল তার দলের প্রধান। ঘরে ফেরার সময় হলে ন্যাসিকা যখন খচ্চরগুলোকে জোয়ালে জুততে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন দেবী অ্যাথিনি ওডেসিয়ুসকে জাগাবেন বলে স্থির করলেন। ন্যাসিকাই ফ্যায়াসিয়ানদের শহরে নিয়ে যেতে ওডেসিয়ুসের পথ প্রদর্শক হবে এইটাই ছিল পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন তার এক বান্ধবীর দিকে

বলটা দিল ছুঁড়ে, তখন সে সেটা আর ধরতে পারলো না। বলটা গিয়ে পড়লো ভাটিমুখী নদীর গভীর স্রোতের মধ্যে এবং সবাই এক সঙ্গে সজোরে চিৎকার করে উঠলো। ওডেসিয়ুসের ঘুম গেল ভেঙে। উঠে বসে তিনি নিজে নিজে ভাবতে শুরু করলেন।

"হায়!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, "এ কোন্ দেশে এসে উপস্থিত হলাম আমি? কোন্ ধরনের লোকই বা এখানে বাস করে? কোন বিশৃঙ্খল বন্য উপজাতি, না, ঈশ্বর-ভীরু, সহৃদয় কোন জনগোষ্ঠী এরা? আর এ কিসের চিৎকার আমার কানে এসে বাধলো, মনে হচ্ছে মেয়েদের চিৎকার ধ্বনি এটা? আমার ধারণা এরা জলদেবী—তৃণময় প্রান্তরে কিংবা পাহাড়ের গায়ে কিংবা নদীর উপকূলে শিকারে বেরিয়েছে এরা। কিংবা আমাকে কি কেউ অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে—আমারই মতো কথা বলে এমন ধরনের মানুষ? সে যাই হউক, ব্যাপারটা আমার নিজের চোখে দেখা যাক।"

তখন গাছের একটা ডাল ভেঙে বীর ওডেসিয়ুস্ উলঙ্গ আকৃতিকে আচ্ছাদিত করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই ঝোপ থেকে। তারপর তিনি পার্বত্য সিংহের মতো ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। বাতাসকে তুচ্ছ করে নিজের দম্ভভরে চোখে আগুন নিয়ে যেমন সে ষাঁড় কি মেষ কি হরিণ শিকারের জন্যে এগিয়ে আসে ক্ষুধার তাড়নায়, ঠিক তেমনি ভাবে। ঠিক তেমনি তাড়নায় ওডেসিয়ুসকে উলঙ্গ অবস্থাতেও তাদের সম্মুখে আসতে বাধ্য করলো। লবণসিক্ত সেই ওডেসিয়ুসের ভয়াবহ চেহারা দেখে যে যেদিকে পারলো ছিটকে পালিয়ে গেল। কেবলমাত্র এলকিনাসের কন্যাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অ্যাথিনির প্রেরণায় সাহস পেয়ে সে নিজেকে সংযত করলে এবং ওডেসিয়ুসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। আর ওদিকে ওডেসিয়ুস ভাবতে লাগলেন যে তিনি এই নারীর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে তাকে আরাধনা করবেন, না নিজের দূরত্ব বজায় রেখে মার্জিত ভাষায় তার কাছ থেকে পোশাক প্রার্থনা করবেন। কিছুক্ষণ সংকোচের পর তিনি স্থির করলেন হঠাৎ হাঁটু আঁকিড়িয়ে ধরাটা হয়তো এই নারীকে ক্ষুন্ন করতে পারে, তার চেয়ে দূরে থেকে তাঁর আবেদন জানানোটাই অধিকতর শ্রেয়। অবশেষে তিনি যে ভাষণ দিলেন তা' শুধু যথাযথই ছিল না, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তারও প্রকাশ ছিল তাতে:

'ভদ্রে," আপনার অনুগ্রহের নিকট আমি আমাকে সমর্পণ করছি। কিন্তু দয়া করে বলুন আপনি একজন দেবী, না মরণশীল মানুষ। যদি আপনি আকাশবাসী দেবী হন তাহলে নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান জিউসের কন্যা

আরটিমিসই আপনি। আপনার সৌন্দর্য, সৌকর্য এবং সৌষ্ঠব একথাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর যদি আমাদের মতো পৃথিবীতে বসবাসকারী, মরণশীল হন আপনি, তাহলে বলতেই হবে কি সৌভাগ্যবান আপনার পিতা আপনার মাতা এবং আপনার ভাইয়েরা। নিত্য উৎসবের প্রতি মুহূর্তেই আপনার উপর চোখ পড়া মাত্রই তাদের হৃদয় না জানি কত আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু তিনিই হলেন সবচেয়ে বেশী ভাগ্যবান যিনি বিবাহের যৌতুকে আপনাকে তার ঘরে নিয়ে তুলতে পারবেন। আমার এই জীবনে এত নিখুঁত গঠনের কোন নর বা নারী আমার নজরে পড়েনি। এই রূপের সামনে মাথা নত হয়ে আসে। কেবলমাত্র ডেলোসে একবার একটি তরুণ পাম বৃক্ষকে আমি দেখেছিলাম ঠিক এমনি সুন্দর। আমার সুগঠিত সৈন্য বাহিনী নিয়ে এক অভিযানে গিয়েছিলাম সেখানে, যদিও সফল হতে পারিনি আমি। আমার মনে পড়ছে হতবাক হয়ে আমি তাকিয়েছিলাম সেই গাছটার দিকে। কেননা এর চেয়ে সুন্দর কোন চারা মাটি ফুঁড়ে উঠতে আমি কখনো দেখিনি। ঠিক তেমনি বিস্ময়াভিভূত চোখে, হে মহিয়ষী নারী, আপনার দিকে আমি তাকিয়ে আছি। এই ভক্তিবিহ্বল অনুভূতির জন্যেই এত বিপদে থাকা সত্ত্বেও আপনার পা জড়িয়ে ধরতে আমি সাহস পাইনি। গতকালই কেবলমাত্র আমি ১৯ দিন পর্যন্ত সমুদ্রের মদকৃষ্ণ জলের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে উদ্ধার পেয়েছি। ওজিজিয়া দ্বীপ থেকে যাত্রা করে এখানে এসে পৌঁছতে এই দীর্ঘ সময় আমার লেগেছে। আর এখন কোন দেবতা আমাকে এখানে ফেলে গেছেন। সন্দেহ নেই আরও অনেক দুর্ভোগ আমাকে পোহাতে হবে। কেননা আমার বিপদের যে শেষ হবে এমন আশা দেখছি না: তার আগে দেবতারা অনেক দুঃখ আমার জন্যে জমা করে রেখেছেন। হে মহিয়ষী রানী, করুণা করুন আমার উপর। আমার দুঃখের এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আপনিই প্রথম মানুষ আমি দেখতে পেলাম। আর এই শহরের কাউকে আমি চিনিও না এবং এই জায়গাও আমার পরিচিত নয়। শহরের পথপ্রদর্শন করবার জন্যে আপনার করুণা ভিক্ষা করছি আমি, আর গায়ে জড়াবার জন্যে একটা কাপড় আমাকে দিন, যদি তেমন কোন কাপড় আপনি আসার সময় সঙ্গে করে এনে থাকেন। এর বদলে ঈশ্বর আপনার মোনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন; আপনার স্বামী ও গৃহ হউক। এবং একান্ত বাঞ্ছিত মনের মিলনও আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বামী-স্ত্রী যদি একমন একপ্রাণ হয় তাহলে তার চেয়ে মহৎ এবং প্রশংসনীয় আর কি থাকতে পারে। শত্রুকে বিপর্যস্ত করে বন্ধুর মুখে হাসি ফোটাতে যে কারু চাইতে অধিক সক্ষম হন তারা।”

"মহাত্মন," শ্বেতবাহু ন্যাসিকা বললেন, "আপনার আচরণ এই কথাই প্রমাণ করছে যে আপনি কোন ইতর লোকও নন কিংবা মূর্খ কেউ নন; আপনার যে বিপদের কথা আমাকে বললেন তা নিশ্চয়ই অলিম্পিয়ান জিউসের প্রেরিত, মর্ত্যবাসী কেউ যত গুণবানই হোন না কেন তার সুখ তাঁর সহ্য হয় না। মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আর যাই হউক আপনি যখন আমাদের এদেশে এসে পেঁছেছেন, তখন আপনাকে পোশাকাদি বা অন্য কিছু আর চাইতে হবে না। কোন দুর্ভাগ্যপীড়িত স্বজন বিচ্যুত লোকের এসব পাওয়ার অধিকার এমনিতেই রয়েছে। আপনাকে আমি শহর দেখিয়ে দিব এবং আমার পরিচয়ও জানাব। এই যে দেশ এবং শহর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এ হলো ফ্যারাসিয়ানদের। আর আমি নিজে হলাম এই দেশের সর্বময় প্রভু এবং রক্ষক রাজা অ্যালকিনাসের কন্যা।

এর পর সে ফিরে তাকিয়ে তার সম্ভ্রান্ত পরিচারিকদের প্রতি আদেশ উচ্চারণ করল: "ক্ষান্ত হও পরিচারিকারা। একটা মানুষ দেখে পালিয়ে যাচ্ছ কেন? তাকে শত্রু মনে করছ একথা আমায় বল না। কেননা, ফ্যারাসিয়ানদের দেশে আক্রমণাত্মক পা রাখবে এমন কথা বল না। এই কারণে আমরা দেবতাদেরও খুব প্রিয়। মানব গোষ্ঠীর প্রত্যন্ত ঘাঁটি আমাদের এই সমুদ্র বেষ্টিত দেশ, অন্য কোন মানুষের সঙ্গে আমাদের সংযোগ নেই। যে লোককে তোমরা দেখছ তিনি একজন দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত পথিক। বিপদ-তাড়িত হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন তিনি আমাদের আশ্রয় প্রার্থী। সকল আগন্তুক এবং প্রার্থীরাই জিউসের আশ্রয় পেয়ে থাকেন। আর যে দান আমাদের কাছে সামান্য, তা' অন্যের কাছে অনেক মূল্যবান। প্রস্তুত হও পরিচারিকারা, আমাদের অতিথিকে খাদ্য এবং পানীয় দাও এবং নদীকূলে যেখানে বাতাস প্রতিহত সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে স্নান করাও।"

প্রতিপালিকার ভর্ৎসনায় পরিচারিকাদের পালিয়ে যাওয়া বন্ধ হলো। পরস্পরে ডাকাডাকি করে তারা ফিরে এল এবং রাজকন্যা ন্যাসিকা নির্দেশিত স্থানে আশ্রয় বসবার জায়গা করে দিল ওডেসিয়ুসকে। তাঁর পাশে তারা আলখাল্লা এবং পোশাকাদি রেখে দিল এবং একটি সোনার শিশিতে টলটলে জলপাইয়ের তেল এনে রাখল। এবার তারা নদীর জলে স্নান করাবার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানাল, কিন্তু বীর ওডেসিয়ুস এতে আপত্তি জানালেন।

"ভদ্র মহিলাবৃন্দ", তিনি বললেন, "দয়া করে আপনারা একটু সরে

দাঁড়ান, আমার নিজেকে কাঁধ থেকে লোনাজল ধুয়ে ফেলতে দিন। বহুদিন জলপাই-এর তেল ব্যবহার করতে পাইনি। আমার নিজেকেই এই তেল দিয়ে গাত্র মর্জন করতে দিন। কেননা, আপনার চোখের সামনে স্নান আমি করতে পারব না। ভদ্র মহিলাদের সামনে এই উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়াতে আমি লজ্জাবোধ করছি।"

এই কথায় পরিচারিকারা সেখান থেকে সরে দাঁড়াল এবং তাদের প্রতি-পালিকার কাছে সমস্ত ঘটনাটা গিয়ে জানাল। আর ওডেসিয়ুস নদীর জলে তাঁর কাঁধ, পিঠ এবং মাথা থেকে লোনাজল পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলল। শরীর পরিচ্ছন্ন করে তেল মালিশ করবার পর ওডেসিয়ুস পরিচারিকাদের দেয়া পোশাকাদি পরিধান করলেন। তখন অ্যাথিনির ইচ্ছায় ওডেসিয়ুসকে আরও দীর্ঘ এবং শক্তিমন্ত দেখাতে লাগল এবং মাথাব দীর্ঘ চুলগুলো কাঁধে উপর সুবিন্যস্ত ফুলের স্তবকের মতো দেখাতে লাগল, যেন হেপায়েস্তাস এবং তার শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগররা বহু পরিশ্রম করে রূপা এবং সোনার কারুকাজ করা কোন মূর্তিকে গড়ে তুলছেন, এমনি সুন্দর দেখাতে লাগল তাঁকে। বেশভার তাঁর কাঁধ এবং মাথায় বিন্যস্ত হয়ে এ সৌন্দর্যকে আরো যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। যখন ওডেসিয়ুস সমুদ্র পাড়ে এসে বসলেন তখন তাঁকে উজ্জ্বল শান্ত এবং রমনীয় দেখাচ্ছিল। ন্যাসিকা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন এবং তার পরিচারিকাদের বললো, আমার শ্বেতবাহু সম্পন্না পরিচারিকারা শোনো, আমার মনের কথা আমি তোমাদেরকে বলছি। দেবা-নুগ্রাহিত ফ্যারাসিয়ানদের দেশে এই লোকের আগমন অলিম্পিয় শক্তির পরিকল্পনা বহির্ভূত নয়। প্রথম দর্শনে তাঁকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন দেখ স্বর্গের দেবতাদের মতো তাঁকে দেখাচ্ছে। যদি তিনি এখানে থেকে যান তালে এমন লোককেই আমি স্বামী হিসেবে কামনা করি। এখন শুধু প্রার্থনা এই যে তিনি এখানেই থেকে যান। কিন্তু এখন তোমরা কিছু খাবার এবং পানীয় দাও।"

মুহূর্তের মধ্যেই পরিচারিকারা শালপাংশু ওডেসিয়ুসের সামনে এনে উপস্থিত করলো। বহুদিন খাদ্য এবং পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করেননি ওডেসিয়ুস, পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে-সব তিনি গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে শ্বেতবাহু ন্যাসিকা এক সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন। কাপড় ভাঁজ করে তার সুন্দর গাড়ীতে সজ্জিত করে রাখলেন সে-সব। খচ্চরগুলোকে লাগাম পরিয়ে সে নিজে গাড়িতে এসে বসলো। তারপর ওডেসিয়ুসের প্রতি সে তার নির্দেশ জানালো।

"আসুন মহাত্মন', সে বললো, আপনার এখন শহরের দিকে যাত্রা করার সময় হয়েছে। আপনাকে আমি আমার সম্ভ্রান্ত পিতার গৃহের পথ দেখিয়ে দিব। সেখানে সব প্যায়াসিয়ান অভিজাতদেরই সাক্ষাৎ আপনি পাবেন। আপনাকে আমি বুদ্ধিমান মনে করি—এইভাবেই আপনার সব গুছিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই প্রান্তর এবং জমির উপর দিয়ে যাচ্ছি, ততক্ষণ আমার পরিচারিকাদের সঙ্গে আমাকে দ্রুত অনুসরণ করে আসুন। কিন্তু শহরে এ ব্যবস্থা চলবে না।

"আমাদের শহর সুউচ্চ ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীরে ঘেরা। এর প্রতি পার্শ্বেই উপযুক্ত নৌকা ভেড়াবার জায়গা রয়েছে, ছোট নালায় রাস্তা পর্যন্ত সংলগ্ন। নৌকাসমূহ ভিড়িয়ে এখান থেকেই সবাই রাস্তায় উঠে আসে। এইখানে জনসাধারণের মিলিত হবার জায়গাও আছে একটা। পথের দুধারে রয়েছে বিচিত্র পাথরে গড়া গভীর ভিত্তিসম্পন্ন পসিডনের মন্দির।

"এখন আর একটা কথা আমি বলছি। আমি নাবিকদের কোন প্রকার অপ্রিয় আলোচনার উৎস হতে চাই না। আমি আশংকা করি, তারা আমার নামে কুৎসা ছড়াতে পারে, কেননা তাদের মধ্যে নোংড়া চরিত্রের লোক রয়েছে যথেষ্ট এবং আমি নিশ্চিতই অনুমান করতে পারছি যে, ওরা আমাদের দেখা মাত্রই বলাবলি শুরু করবে, 'ঐ লম্বা সুন্দর আগন্তুকটি কে, ন্যাসিকা পেছনে পেছনে নিয়ে আসছে? তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? এ যে তার ভবিষ্যৎ স্বামী এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই কোন বিদেশী সমুদ্রে জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর এইখানে এসে পড়েছে, তাকেই উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে সে। এ ছাড়া আর কে হবে, আমাদের তো কোন প্রতিবেশী নেই। কিংবা হয়তো কোন দেবতা তার কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে তাকে চিরজীবনের জন্যে ধরা দিতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। এইটেই বরং ভালো, কেননা এ না হলে নিশ্চয়ই সে বাইরে থেকে স্বামী বাছাই করবে। কেননা স্বদেশ-বাসীদের সে ঘৃণা করে, যদিও এদেশের সব সেরা লোকরা নিতান্তই আগ্রহ ভরে তাকে বিয়ে করতে চাইবেন।' এইভাবে তারা কথা বলবে এবং এতে আমার সুনাম বিনষ্ট হবে। অবশ্য আমি নিজেও এধরনের মেয়েকে দোষারূপ করব। বাবা-মা জীবিত থাকতে নিজের স্বজনদের পরিত্যাগ করে বিয়ের আগেই যদি সে অন্য লোক বাছাই করে বসে তবে তা নিন্দনীয় বৈকি!

"তাহলে মহাত্মন, আমার নির্দেশ যথাযথরূপে পালন করুন। কেননা কিছুমাত্র দেরী না করে যদি আপনি গৃহে ফিরতে আমার বাবার সাহায্য

আশা করেন, তাহলে আমার কথা ভাল করে লক্ষ্য করুন। পথের পাশে আপনি অ্যাথিনির প্রতিবেদ্য পবিত্র পপলার গাছের একটা বাগান দেখতে পাবেন। সেখানে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি ফোয়ারা দেখতে পাবেন আপনি, তার চারপাশে রয়েছে খোলা প্রান্তর। সেইটাই আমার বাবার রাজকীয় বাগান এবং সব্জীক্ষেত। শহরের মধ্যেই এইটে অবস্থিত। সেখানে আপনি আমাদের বাড়ি পেঁছান না পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ইতিমধ্যেই আমরা বাড়ি পেঁছে গেছি তখন উঠে শহরের পথে আমার বাবা এলকিনাসের প্রাসাদের খোঁজ করে এগুতে থাকবেন। এইটে চেনা খুবই সহজ, একটি শিশুও আপনাকে তা দেখিয়ে দিতে পারবে। কেননা, রাজা এলকিনাসের প্রাসাদের মতো আর কোন অট্টালিকা সেখানে নেই। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পেঁছেই দালানের সারি অতিক্রম করে আপনি সোজা সভাঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকবেন যতক্ষণ না আমার মা'র কাছে গিয়ে পেঁছান। আমার মা সাধারণতঃ চুলোর আগুনের পাশে বসে ধুসর সমুদ্র রঙের সুতো দিয়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা তৈরী করেন। স্তম্ভের পাশে একটা চেয়ারে তার পরিচারিকাদের পেছনে নিয়ে তিনি বসেন। তার পাশেই রয়েছে আমার বাবার সিংহাসন, সেখানে তিনি বসে মদ পান করেন, ঠিক যেন একজন দেবতা। যদি আপনি নিরাপদে গৃহে ফিরতে চান, তা যত দূরেই হোক না কেন, তাহলে বাবাকে অতিক্রম করে আপনি মা'র হাঁটু গিয়ে জড়িয়ে ধরবেন। কেননা যদি একবার আপনি মা'র সহানুভূতি অর্জন করতে পারেন তাহলে আপনি যে প্রিয় স্বদেশভূমি ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ফিরে যেতে পারবেন এ আপনি নিশ্চিতভাবে আশা করতে পারেন।"

এইকথা বলে ন্যাসিকা চাবুকের তাড়নায় খচ্চর ছুটিয়ে দিল এবং অচিরেই তারা নদীর তীর পরিত্যাগ করে গেল। ন্যাসিকা বুদ্ধি করে এমন ভাবে চাবুক চালাতে লাগলো যাতে তার পেছনে পরিচারিকারা এবং ওডেসিয়ুস গাড়ীর গতির সঙ্গে তাল রেখে এগুতে পারে। সূর্যাস্তের সময় তারা অ্যাথিনির নামাঙ্কিত সেই বাগানের সামনে উপস্থিত হল। এইখানে ওডেসিয়ুস বসে পড়লেন এবং সর্বশক্তিমান জিউসের কন্যা অ্যাথিনির নিকট প্রার্থনা নিবেদন করলেন।

"হে রক্ষাকবচধারিণী, জিউসের অতন্দ্র কন্যা, আমার প্রার্থনা এইবার শ্রবণ করুন। যখন জাহাজ বিধ্বস্ত করে মহাভূকম্পনের অধিকর্তা আমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন তখনও একবার প্রার্থনা করেছিলাম আপনার

নিকট, কিন্তু তা আপনি শোনেন নি। দয়া করে এইবার আপনি এই অনুগ্রহ করুন যেন ফ্যায়াসিয়নরা আমাকে সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন।"

প্যাল্লাস অ্যাথিনি তার প্রার্থনা শুনলেন কিন্তু এবারও তাকে দর্শনদান থেকে বিরত থাকলেন। তার পিতৃব্যের সঙ্গে মত বিরোধের জন্যে এটা সম্ভব হল না। কেননা, তিনি যতদিন পর্যন্ত না মহান ওডেসিয়ুস গৃহে ফিরে যান ততদিন পর্যন্ত তার প্রতি বিদ্বেষ বজায় রাখার পক্ষপাতী।

৭

এ্যালকিনাসের প্রাসাদ

অ্যাথিনির বাগানে কষ্ট-সহিষ্ণু ওডেসিয়ুসের খচ্চর জোড়া রাজকন্যাকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে উপস্থিত করল। প্রাসাদে পেঁছে দরজার মুখোমুখি এসে থামল, তার সুদর্শন ভাইগুলো ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিলো এবং কাপড়গুলো ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। সে নিজে তার কক্ষে বিশ্রামের জন্যে চলে গেল। সেখানে তার কক্ষসঙ্গিনী ইউরিমেডিসা তার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। এই বৃদ্ধ মহিলাকে এপারিয়া থেকে জাহাজে করে বহ বছর আগে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাকে ফ্যায়াসিয়ানদের রাজা আদর্শ পুরুষ এ্যালকিনাসকে উপহার স্বরূপ দান করা হয়েছিল। একদা এই মহিলাই ন্যাসিকাকে লালন-পালন করেছে। এখন সে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে এবং তার প্রতিপালিকার রাত্রির খাবার প্রস্তুত করে ভিতরের ঘরে।

পঞ্চাশজন পরিচারিকা গৃহ কাজের জন্যে নিযুক্ত। কেউ গোলাপী আপেলের মতো, শস্য কণা জাতাকলে পিষছে, কেউ তাঁত বুনছে বা সুতো পাকাচ্ছে, তাদের জাতাগুলো সুদীর্ঘ কলার পাতার মতো যেন উচ্ছলিত। ঢলঢলে জলপাই-এর তেল তাদের বুনা কাপড় থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। ফ্যায়াসিয়ান পুরুষরা সমুদ্রে জাহাজ চালাতে অসাধারণরূপে সুদক্ষ আর মেয়েরাও অতুলনীয় তাঁতের কাজে সূক্ষ্মশিল্পে অনন্যসাধারণ করে গড়েছেন এথেনে। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সিংহদ্বারের কাছাকাছি পথের দু'পাশেই বাগান রয়েছে। এ বাগানটা চার একর জমির উপর অবস্থিত। সুউচ্চ গাছ সবুজ আচ্ছদন সৃষ্টি করেছে অনেক উপরে। পিয়ার এবং প্রমাগ্রোনেট ফলবান অবনত আপেল, সুমিষ্টি ডুমুর এবং জলপাই-এর গাছের সমারোহ সেখানে। শীতে গ্রীষ্মে সবসময়ই ফল ধরে এবং কখনো এ ফলের টান পড়ে না। সব ঋতুধরেই এ লীলা ধরেছে। পশ্চিমা বায়ু কখনও শান্ত হয় না এখানে।

ইতিমধ্যে ওডেসিয়াস শহর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। মঙ্গলকাঙ্ক্ষী অ্যাথিনে ঘন কুয়াসা দিয়ে তাকে আবৃত করে রাখলেন, যাতে কোন উদ্ধত ফ্যায়া-

সিয়ানি তাকে দেখতে পেয়ে কোন প্রকার অপমান এবং কোন প্রকার প্রশ্নে বিব্রত না করেন। সুন্দর শহরটাতে তিনি প্রবেশ করা মাত্রই উজ্জ্বল-আঁখি দেবী তাঁকে নিজে এসে দেখা দিলেন কলসী কাঁখে ছোট্ট একটা বালিকার ছদ্মবেশে এবং ওডেসিয়ুসের পথের মধ্যে এসে থামলেন। "প্রিয় বৎসে", বললেন ওডেসিয়ুস, "তুমি কি দয়া করে এদেশের রাজা এ্যালকিনাসের প্রাসাদটা দেখিয়ে দিবে? আমি একজন অচেনা লোক। অনেক দূর থেকে এসেছি। পথে বিপদে পড়ে সর্বশান্ত হয়েছি; এ শহরে বা এদেশের একটা লোককেও আমি চিনি না।"

'মহাত্মন," উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি উত্তর করলেন, "আমি তোমাকে রাজা এ্যালকিনাসের প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারি। আমার সম্ভ্রান্ত বাবার বাড়ির পাশেই সেই প্রাসাদ। কিন্তু একটি কথা না বলেও তুমি আমাকে অনুসরণ করবে, কারো দিকে তাকাতে পারবে না, কাউকে একটি প্রশ্নও করতে পারবে না। কেননা, এখানকার জনসাধারণের আগন্তুকদের প্রতি কোন প্রকার দরদ নেই এবং তারা তাদেরকে খোলামনে অভ্যর্থনাও জানায় না। সমুদ্রগামী জাহাজের উপরই একমাত্র তাদের আস্থা। কেননা, পসিডন তাদেরকে নাবিক জাতি হিসেবে তৈরী করেছেন, আর তাদের এই জাহাজগুলো পাখীর মতো কিংবা ঠিক ভাবনার মতো দ্রুতগতি সম্পন্ন।"

এই কথা বলে প্যাল্লাস অ্যাথিনি দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলেন এবং ওডেসিয়ুস তাঁকে অনুসরণ করলেন। বিখ্যাত নাবিক জাতি ফ্যায়াসিয়ানরা ওডেসিয়ুসকে দেখতে পেল না। নিরাপদে তিনি পথ এবং তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন। কেননা অ্যাথিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তি ওডেসিয়ুসের চতুর্দিকে একটি ঘন কুয়াশার প্রলেপ সৃষ্টি করেছিলেন, যা'তে কোন বিপদ তাঁর না আসে। পথে যেতে যেতে ওডেসিয়ুস সুন্দর নৌকা এবং পথের ধারে সুউচ্চ দালানগুলো দেখতে পেলেন—সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে এইসব। তারা রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হলে পর উজ্জ্বল-আঁখি অ্যাথিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "মহাত্মন," যে বাড়িটা আপনি দেখাতে বলেছিলেন এইটাই সেই। অভিজাত বংশীয় রাজকুমারদের ভোজনে ব্যাপৃত দেখতে পাবেন আপনি সেখানে। কিন্তু আপনি দাঁড়াবেন না, সোজা চলে যাবেন। কেননা সাহসী লোকরাই দেশে বিদেশে সর্বখানেই কৃতকার্য হন। প্রসাদে ঢুকে সরাসরি রানীর কাছে চলে যাবেন। তাঁর নাম আরেতি। রাজা এ্যালকিনাস এবং তিনি একই বংশের। এই বংশের প্রথম পুরুষ নওসিথাস্ ছিলেন ভূমিকম্পনের অধিকর্তা পসিডন এবং সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা প্যারিবোয়ীর পুত্র। তিনি মহাবীর ইউরিমেডেনের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। ইউরিমেডিয়ান ছিলেন দুর্দান্ত জাতি দৈত্যদের রাজা। কিন্তু তাঁর পরাক্রান্ত জাতিকে ধ্বংসের মুখে নিজেই নিপতিত করেছিলেন

এবং নিজেও অকালমৃত্যু বরণ করেছিলেন। পসিডন প্যাটিবোয়িকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের পুত্রই ফ্যায়াসিয়ানদের রাজা মহান নওসিথাস্। নওসিথাসের দুই পুত্র — র‍্যাক্সেনর এবং এ্যালকিনাস্। বিয়ে করার পরে পরেই কোন পুত্র সন্তানের জন্মও হয়নি তখনো, তার আগেই র‍্যাক্সেনর রৌপ্য ধনুকধাধা এপোলোর হাতে নিহত হলেন কিন্তু একটি কন্যা সন্তান রেখে গেলেন — সেই কন্যাই হলেন আরেতি। এ্যালকিনাস আরতেিকে তার মহিষী বানালেন এবং তাকে এত সম্মান এবং অধিকারে ভূষিত করলেন, যা' বর্তমান পৃথিবীর কোন গৃহকর্তৃর ভাগ্যে জোটেনি। অসাধারণ আন্তরিক ভক্তি তিনি অতীতেও পেয়েছেন বর্তমানেও পাচ্ছেন তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে এ্যালকিনাসের কাছ থেকেও। জনসাধারণও তাঁকে এমনি ভক্তি করে, তারা পূজা করে তাঁকে এবং যখন তিনি রাজপথ অতিক্রম করেন, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেন তাঁকে দেখে। কেননা তিনি শুধুমাত্র একজন রানী নন, একজন বিজ্ঞ রমণীও বটে। তাঁর মনে সহানুভূতির উদ্রেক হলে তিনি জনসাধারণের বিবাদী-বসংবাদ মিটিয়ে থাকেন। সুতরাং তুমি যদি তার অনুকূল মনোভাব অর্জন করতে পার, তাহলে তুমিও তোমার স্বদেশের সুউচ্চ প্রাসাদের আশ্রয়ে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ফিরে যেতে পার। কথা শেষ করে অ্যাথিনি প্রীতিকর শেরীভূমি পরিত্যাগ করে গেলেন। দুস্তর সাগর পাড়ি দিয়ে ম্যারাথনে এসে পেঁছিলেন। এথেন্সের বিশাল রাস্তায় অবতরণ করে এরেকথিউসের বিরাট প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আর ওদিকে ওডেসিয়ুস এ্যালকিনাসের পরম সুন্দর বাসগৃহের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর মন শংকায় ভরে গেছে যখন তিনি ব্রোঞ্জের দরজায় পা দিতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি কিছুতেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। রাজার সুউচ্চ ছাদবিশিষ্ট অট্টালিকায় চাঁদ-সূর্যের উজ্জ্বল আলো যেন ঝলসে পড়েছিল। ব্রোঞ্জের দেওয়াল, নীল রঙের মীনাকরা টালি দরজার দক্ষিণ এবং বাম থেকে সোজা ছাদে উঠে সভা কক্ষের পেছন পর্যন্ত বিস্তৃত। সুনির্মিত এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে রূপার স্তম্ভে স্থাপিত স্বর্ণদ্বার দিয়ে রক্ষিত। ছাদের রূপার (Lintel) লিনটন, এবং দরজার হাতল সোনার। দরজার দু'পাশে সোনার এবং রূপার দুটো কুকুর, হেপায়েসবাস্ নিজে অত্যন্ত কৌশলে এই দুটো নির্মাণ করেছিলেন এ্যালকিনাসের প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার জন্যে এবং বয়সের ভারমুক্ত অমর প্রহরী হিসেবে সেবা করার জন্যে। কক্ষের অভ্যন্তরে দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার সজ্জিত, প্রবেশ-মুখ থেকে শুরু করে সভাকক্ষ পর্যন্ত এবং মেয়েদের কাজ করা আচ্ছাদন দিয়ে সেগুলো ছিল আবৃত। ফ্যায়াসিয়ানপ্রধানরা এখানে বসে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করতেন। সব সময়েই সরবরাহ করা হত এসব। স্বর্ণ নির্মিত যুবকদের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করে তাদের হাতে আলোক বর্তিকা সজ্জিত রাখা হয়েছিল অভ্যাগত সমাকীর্ণ সভাকক্ষকে উজ্জ্বল রাখার জন্যে।

পঞ্চাশজন পরিচারিকা গৃহ কাজের জন্যে নিযুক্ত। গোলাপী আপেলের মতো শস্যকণা যাঁতাকলে পিষছে, কেউ তাঁত বুনছে বা সুতো পাকাচ্ছে। তাদের হাতগুলো সুদীর্ঘ কপলার পাতার মতো যেন উচ্ছ্বলিত। তলতলে জলপায়ী তেল তাদের বুনন কাপড় থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। ফ্যায়াসিয়ান পুরুষরা সমুদ্রে জাহাজ চালাতে অসাধারণরূপে সুদক্ষ আর মেয়েরাও অতুলনীয়া তাঁতের কাজে—সূক্ষ্ম শিল্পে। অনন্যসাধারণ করে গড়েছেন এথেনে। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সিংহদ্বারের কাছাকাছি পথের দুপাশেই বাগান রয়েছে। এ বাগানটা চার একর জমির উপর বিস্তৃত। সুউচ্চ গাছ সবুজ আচ্ছাদনে সৃষ্টি করেছে অনেক উপরে পিয়ার এবং প্রমাগ্রে টি ফলভার হইয়া অবনত আপেল ও সুপুষ্ট ডুমুর সেখিন গাছ-গাছালির সমারোহ সেখানে। শীতে গ্রীষ্মে সব সময়েই ফল ধরে এবং কখনো এ ফলের টান পড়ে না। সব ঋতু ধরেই এ লীলা ধরেছে। পশ্চিমা বায়ু কখনো শান্ত হয় না এখানে। একই সঙ্গে রয়েছে কলি এবং সুপক্ক ফল, ফলে পিয়ারের পর পিয়ার, আপেলের পর আপেল গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা ডুমুরের উপর ডুমুর সব সময়েই পরিণত হয়ে উঠছে। প্রবেশ পথের কাছেই একটি সুন্দর দ্রাক্ষা ক্ষেত রয়েছে। তার পাশেই রয়েছে একটা উষ্ণ সুন্দর ভূমিখণ্ড। কিছু দ্রাক্ষা সেখানে শুকানো হচ্ছে, কিছু পা দিয়ে মাড়াই করা হচ্ছে। আর মাথার উপর রয়েছে আরো অনেক অনেক তাজা দ্রাক্ষা গুচ্ছের সারি—কতগুলো কাঁচা আর কতকগুলোতে সোনালী আভায় পাক ধরেছে। একটু দূরে সবচেয়ে শেষের শুরু সবজি ক্ষেতের সারি। চিরসুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে তা। দুটো ঝরণাধারা রয়েছে বাগানের মধ্যে, একটা প্রবেশদ্বারের কাছে, বাগানের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর একটা প্রাঙ্গণের ফটকের নিচ দিয়ে প্রবাহিত অট্টালিকার দিকে বিস্তৃত নগরবাসীর প্রয়োজনে লাগে তা। দেবতারা এমন সুন্দর করেই এলকিনাসের বাড়ি সজ্জিত হতে সাহায্য করেছিলেন।

শাল প্রাংস ওডেসিয়ুস প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র দৃশ্যটি অবলোকন করছেন। উপভোগ শেষ করে দরজা পার হয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তিনি। সেখানে তিনি ফ্যায়াসিয়ান প্রধান ও পারিষদবর্গকে তীক্ষ্ণ আঁখি দৈত্য নিধনকারী মদ উৎসর্গরত দেখতে পেলেন। ঘুমোবার যাওয়ার আগে এইটেই তাদের রীতি। কিন্তু ধীর হৃদয় ওডেসিয়ুস এথেনির করুণায় কুয়াশা আবৃত হয়ে সোজা সভাঘর অতিক্রম করে এ্যারেতি এবং রাজা যেখানে বসেছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এ্যারেতির হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন বাহু প্রসারিত করে। ঠিক সেই সময়ে তাকে ঘিরে থাকা কুয়াশা অপসারিত হল এবং একজন অপরিচিত মানুষকে দেখতে কক্ষের আগাগোড়া অভ্যাগতদের

মধ্যে একটা নীরবতা নেমে এল। সবাই ওডেসিয়ুসের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এমন সময় ওডেসিয়ুস তাঁর আবেদন পেশ করলেন :

"স্বর্গীয় রেক্সেনরের কন্যা এারেতি একজন নিদারুণ নির্যাতন পীড়িত মানুষ হিসেবে আমি আপনার রাজকীয় আশ্রয়ের সমীপে নিজেকে সমর্পণ করছি। আমি আপনার জানুর নীচে অবনত হলাম এবং অভ্যাগতদের নিকট আমার আবেদন পেশ করলাম। ঈশ্বর তাঁদের জীবনব্যাপী সুখ দিন এবং জনসাধারণের দেওয়া যে ধনসম্পত্তি তারা অর্জন করেছেন, তা যেন তাঁদের সন্তানেরা বংশপরম্পরায় ভোগ করতে পারেন। আমার নিজের পক্ষ থেকে আবেদন এই যে আমার স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দয়া করে আপনি সম্পন্ন করে দিন। দীর্ঘকাল থেকে অসীম কষ্টের মধ্যে আমাকে কাটাতে হচ্ছে আত্মীয় বান্ধব বর্জিত হয়ে। যত শীঘ্র সম্ভব দেশে আমাকে পাঠান, এই আমার প্রার্থনা।"

আবেদন শেষ করে ওডেসিয়ুস চুলোর পাশের ধুলোতে বসে পড়লেন। সভামণ্ডপ থেকে একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। অবশেষে ফ্যায়াসিয়ানদের মধ্যে সুবক্তা এবং বংশপরম্পরায় জ্ঞানী বলে বিখ্যাত বৃদ্ধ একেনিউস নীরবতা ভঙ্গ করলেন। তাঁর বন্ধুসুলভ সুপরামর্শ শোনা গেল এই মুহূর্তে :

রাজা এ্যালকিনাস এইটা অশোভন এবং রাজকীয় নীতির বহির্ভূত যে একজন আগন্তুক চুলোর ধারে ধুলোর উপর বসে থাকবেন। এ ব্যাপারে অতিথিরা সবাই আপনার নেতৃত্বের অপেক্ষা করছে। রাজন, এ ব্যাপারে আমার অনুরোধ এই যে, তাকে রৌপ্য সিংহাসনের একটিতে উপবেসন করতে দিন, এবং আপনার অনুচরদের আদেশ করুন পুনর্বার কিছু মদ মিশ্রিত করতে বজ্রাধিপতি জেউসের প্রতি নতুন উৎসর্গ নিবেদন করবার জন্যে। কেননা, জেউস সম্মানযোগ্য আবেদনকারীর প্রতি সব সময়েই নজর রেখেছেন। গৃহাধ্যক্ষাকে আমাদের অতিথির জন্যে রাতের খাবার পরিবেশন করতে বলে দিন।"

এইভাবে মনে করিয়ে দেওয়াতে রাজা এ্যালকিনাস জ্ঞানী এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ওডেসিয়ুসকে চুলোর ধার থেকে দু'হাতে তুলে ধরে তাঁর নিজের পাশে একটি সুমসৃণ সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন, সেটাতে রাজার প্রিয় পুত্র লাওডেমাস বসেছিলেন, রাজার অনুরোধে সেটা খালি করে দিলেন। একটি পরিচারিকা সুন্দর একটি স্বর্ণপাত্রে পানি নিয়ে এসে হাত ধোয়ার জন্যে একটি রূপোর পাত্রে তা ঢেলে দিলেন। একটি কাঠের টেবিল রাখলে। তাঁর পাশে। রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে ওতে রাখলো গৃহাধ্যক্ষা এবং সে তার সাধ্যমত পরিবেশন করতে লাগলো সে সব। শালপ্রাংসু ওডেসিয়ুসের পানাহার শেষ হওয়ায় রাজা এ্যালকিনাস তাঁর অনুচরবর্গদেরকে আদেশ করলো :

পন্টনাস এক পাত্র মদ মিশ্রিত কর এবং সভাগৃহের প্রত্যেকের পেয়ালা পূর্ণ করে দাও। সম্মানযোগ্য আবেদনকারীর প্রতি করুণাশীল বজ্রাধিপতি জেউসের প্রতি পানীয় উৎসর্গ আমরা করবো।"

পন্টনাস পরিপক্ক মদে পাত্র পূর্ণ করলো এবং প্রতিটি পেয়ালা থেকে একটু করে মদ ফেলে দিয়ে সভাগৃহের প্রত্যেককে পরিবেশন করলো সে। যখন সবাই মদ উৎসর্গ সম্পন্ন করলেন এবং পানে পরিতৃপ্ত হলেন তখন এ্যালকিনাস সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

ফ্যায়াসিয়ান দলপতি এবং পারিষদবর্গ, আমার বক্তব্যের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আপনাদের পানাহার শেষ হয়েছে, এখন আপনারা রাত্রির বিশ্রামের জন্যে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করবেন। প্রত্যুষে বয়োবৃদ্ধদের পূর্ণ অধিবেশনের আহ্বান জানাবো আমরা আমাদের অতিথিকে আপ্যায়ন এবং দেবতাদের প্রতি উৎসর্গদানের উদ্দেশ্যে। সেই সময়েই আমরা তাঁর স্বদেশ যাত্রার কথা আলোচনা করব। যত দূরের পথই হোক না কেন, আমাদের সহায়তায় নিরাপদে তাঁকে স্বদেশে পৌঁছে দেব, এ নিশ্চয়তা তাঁকে দিতে হবে। স্বদেশের মাটিতে পা না রাখা পর্যন্ত আমরা তাঁকে সর্বপ্রকার কষ্ট এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করব। তারপর অবশ্য তিনি তাঁর অবধারিত ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী অবস্থার মধ্যে পতিত হবেন, মাতৃগর্ভ থেকে পতিত হওয়া মাত্রই যা তাঁর জন্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু যদি তিনি স্বর্গ থেকে পতিত কোন দেবতা হন, তাহলে বলতেই হবে দেবতারা নতুন কোন কৌশল বিস্তার করেছেন আমাদের ওপর। কেননা অতীতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভোজ দিলে তাঁরা কোন প্রকার ছদ্মবেশ ছাড়াই আমাদের মধ্যে এসে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়াতেন। এমনকি কোন আগন্তুকের মুখোমুখি পড়ে গেলেও তাঁরা লুকোতেন না। কেননা, আমরা তাদের খুবই নিকট—ঠিক সাইক্লোন এবং বন্য দৈত্যকুলের মতোই।"

"এ্যালকিনাস", ওডেসিয়ুস দ্রুত উত্তর দিলেন, "এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমার চেহারা এবং আকৃতি নিশ্চয়ই এ বিষয় স্পষ্ট করবে যে, স্বর্গের অধিবাসী দেবতাদের মতো দেখতে আমি নই। আমি একান্তই একজন মানুষ। আপনার হৃদয় সবচেয়ে গভীর যে দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তার কথা স্মরণ করুন। আমার বেদনার ইতিহাস তার চেয়ে কম হবে না। বস্তুতঃ আমার দুঃখের ঘটনাবলী হয়তো আরো দীর্ঘতর কাহিনীরই সৃষ্টি করবে, যদি আমি আপনাদের সব কথা বলতে যাই। কিন্তু দুঃখ আমার যাই হোক না কেন, এখন আমার রাত্রির আহার গ্রহণ করার জন্যে অনুমতি আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি। কেননা অভিশপ্ত ক্ষুধার মতো অসংযত

পৃথিবীতে কিছু নেই। যতই শারীরিকভাবে দুস্থ এবং মানসিক শোকগ্রস্ত একজন হোক না কেন, ক্ষুধার তাড়নায় তাড় দিতে সে বাধ্য। ঠিক এই অবস্থা আমারও। দুঃখে আমার হৃদয় পূর্ণ, কিন্তু আমার ক্ষুধা পানাহারের জন্যে আমাকে তাড়না দিচ্ছে। কিন্তু প্রত্যূষে আপনারা এই হতভাগ্য অতিথির স্বদেশ যাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন এই প্রার্থনা। দুঃখের কাল বহু কাটিয়েছি। আমার রাজ্য, আমার অনুচরবর্গ, আমার সুউচ্চ বিশাল প্রাসাদ দেখবার সুযোগ করে দিন অন্তত এইবার। এরপর খুশীমনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।"

নিজের বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন তিনি। তাঁরা সবাই প্রশংসামুখর হয়ে উঠলেন এবং আগন্তুকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পক্ষে রায় দিলেন। তারপর মদ উৎসর্গ করে তাঁদের পিপাসা মেটাবার পর নিজের নিজের গৃহে তাঁরা প্রস্থান করলেন। রাজা ওডেসিয়ুস অ্যারিটি এবং রাজা এ্যালকিনাসের পাশে সভাকক্ষেই রয়ে গেলেন। পরিচারিকারা ইতিমধ্যে আহার্য বস্তুগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল।

শ্বেতবাহু এ্যারিটিই প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন। তিনি ওডেসিয়ুসের পরিহিত সুন্দর বস্ত্রগুলোর কোন কোনটা চিনে ফেলেছিলেন। কেননা সেসব তিনি তাঁর পরিচারিকাদের সাহায্যে নিজেই তৈরি করেছিলেন। সেজন্যে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রশ্নের অবতারণা করলেন তিনি :

"মহাত্মন, কোন প্রকার ভূমিকা না করেই কয়েকটি প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে সাহস করছি। আপনি কে ? কোথা থেকে আপনি এসেছেন ? কে আপনাকে এই পোশাকাদি দিয়েছে ? এইমাত্রই কি আপনার কাছে আমরা শুনতে পাই নি যে, সমুদ্রতাড়িত হয়ে অকস্মাৎ আপনি এই দেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন ?"

"রাজমহিষী" ওডেসিয়ুস সতর্কভাবে উত্তর দিলেন, "আমার কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই, কেননা দীর্ঘকাল এই দুর্ভোগের মধ্যে আমাকে কাটাতে হয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব। গভীর সমুদ্রে ওজিজিয়া নামক এক দ্বীপ আছে। সেখানে অ্যাটলাসের কন্যা চতুর ক্যালিপসো বাস করেন। তিনি একজন দেবী, সুন্দরী, কিন্তু ভীতিকর। কোন দেবতা বা মানুষ তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন শক্তি আমাকে ক্যালিপসোর গৃহে এনে ফেলেছিল। আমি ছিলাম একা, কেননা জিউস তাঁর বজ্রের আঘাতে আমার জাহাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। আমার অনুচরেরা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু ভাঙা জাহাজের একটা কাঠ

আমার হাতে ঠেকেছিল এবং তাই ধরে দীর্ঘ নয় দিন সমুদ্রে ভেসে ছিলাম। দশ দিনের রাত্রে দেবতারা আমাকে সুন্দর কেশারাশিনী দেবী ক্যালিপসোর দ্বীপ ওজোজিয়ার বেলাভূমিতে ফেলে গেলেন। দেবী আমাকে পরম যত্নে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে চির আয়ু এবং চির যৌবন দেয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আমার হৃদয় তিনি জয় করতে পারেননি। একদিনেরও ব্যতিক্রম ব্যতীত দীর্ঘ সাতটি বছর আমাকে সেখানে থাকতে হয়েছে, আর চোখের জল মুছতে হয়েছে ক্যালিপসোরই দেয়া অক্ষয় পোশাকের কোণ দিয়ে। কিন্তু আট বছরে দেবী আমাকে মুক্ত করে দিলেন। হয়তো জিউসের নির্দেশে বাধ্য হয়েই তাঁকে তা করতে হয়েছে, কিংবা তাঁর নিজেরও হয়তো পরিবর্তন হয়েছিল। যাই হোক, আমার নিজের হাতের তৈরী নৌকায় তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন প্রচুর খাদ্য, মিষ্টি মদ আর অক্ষয় পোশাকাদি। তিনি উষ্ণ এবং অনুকূল বায়ু দিয়েও সাহায্য করলেন আমায়। সতেরো দিন এমনিভাবে অতিবাহিত হল আমার, আঠারোর দিন আপনাদের দেশের পর্বতরেখা আমার নজরে পড়ল। কী যে আনন্দিত হলাম আমি। কিন্তু হতভাগ্য আমি। ভূমিকম্পনকারী পসিডন তখনও আমার জন্য অনেক বিপদ জমা করে রেখেছেন। বায়ু প্রবাহিত করলেন তিনি আমার দিকে রুদ্ধ হল আমার গতি। হতাশায় আমি তখন দীর্ণ কণ্ঠ হয়ে উঠেছি, তখন এমনই অবর্ণনীয় আক্রোশে জলরাশিকে ক্ষিপ্ত করে তুললেন যে, এক বিন্দু স্থান আর নড়তে পারছিল না আমার নৌকো। অচিরেই একটা তরঙ্গ এসে সেটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। যাহোক, স্রোত এবং বায়ুর সাহায্যে সাঁতরে আমি কোনক্রমে আপনাদের উপকূলের কাছে এসে ঠেকলাম। সেখানে আমি উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পর্বতের খাড়া দেয়াল ছিল সেখানে এবং তরঙ্গের আঘাত আমাকে পাহাড়ের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফলে পেছন হটে তীর থেকে আমি সরে এলাম। অবশেষে একটা নদীর সন্ধান পেলাম আমি—এর স্রোত বেয়ে পাড়ে উঠবার উপযুক্ত স্থানও পেয়ে গেলাম আমি — পর্বতের খাড়ি তো ছিলই না সেখানে, বরং বাতাস থেকে বাঁচবার আশ্রয়ও ছিল। চূড়ান্ত সংগ্রাম করে সেখানে গিয়ে আমি প্রথম উঠলাম শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে দীর্ঘকাল সেখানে আমাকে পড়ে থাকতে হলো। ইতিমধ্যে পবিত্র রাত্রি নেমে এল এবং তখন স্বর্গীয় নদীর পাড় থেকে উঠে আমি একটি ঝোপের গহ্বরে পাতার স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘুমিয়েও পড়লাম শীগ্‌গীরই। ক্লান্তি এবং অবসাদজনিত অবস্থায় সমস্ত রাত পার হয়েও দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। প্রকৃতপক্ষে সূর্য যখন ঢলে পড়েছে, তখন আমার ঘুম ভাঙলো। বেরিয়ে এসে আপনার কন্যার সখীদের ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখতে পেলাম আমি। রাজকন্যা তাদের সঙ্গে ছিলেন, আমি তো তাঁকে কোন দেবী বলেই

ধরে নিয়েছিলাম। তাঁর কাছে আমি সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা জানলাম। তাঁর সুবুদ্ধির পরিচয় তাঁর আচরণের মধ্যে ফুটে উঠল। তাঁর বয়েসের একজনের কাছে তা আশাও করা যায় না। কেননা তরুণরা চিন্তাশীল নয়— এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র খাদ্য এবং মদই আমাকে পরিবেশন করলেন না, আমাকে নদীতে স্নানও করালেন এবং এই যে পোশাকাদি আপনারা দেখছেন, এইসব পরিধানের জন্যেও আমাকে দিলেন। এই হল এই ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। মনে মনে আমি অবশ্য খুবই দুঃখিত হচ্ছি এই বিবরণটা প্রকাশ করতে হল বলে।

এখানে এ্যালকিনাস একটা কথা জুড়ে দিলেন। "মহাত্মন!" তিনি বললেন ওডেসিয়ুসকে, "একটি বিষয়ে কিন্তু আমার কন্যার বিচারে আমি ভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছি। তার কিন্তু তোমাকে সোজা প্রাসাদে নিয়ে আসা উচিত ছিল। আর যাই হোক তার কাছেই তো তুমি প্রথম সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করেছিলে।

"রাজন", উত্তর করলেন ধীমান ওডেসিয়ুস, "সেজন্যে আপনার কন্যাকে দোষারোপ করা যায় না এবং তাকে এ নিয়ে কিছু বলবেনও না। সে তার পরিচারিকাদের সঙ্গে আমাকে অনুসরণ করতে বলেছিল। কিন্তু আমিই তা সমীচীন মনে করিনি। কেননা আমি ভেবেছিলাম আমাকে দেখে আপনি হয়তো বিরক্তও হতে পারেন। মানুষেরা বড় ঈর্ষাপরায়ণ।"

"বন্ধু", এ্যালকিনাস উত্তর করলেন, "এত তুচ্ছ বিষয়ে আমার ক্রোধ হয় না। শোভন থাকাই আমাদের সব সময়ে উচিত। এখন একথা স্পষ্ট যে আপনি আমাদেরই সমমানের লোক। আমার কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন এবং এখানেই থেকে যান — এর চেয়ে উত্তম বাসনা আমার আর কী থাকতে পারে। সুন্দর বাসস্থান আপনার জন্যে সজ্জিত করে দেব আমি। কিন্তু কথা হল, এসবই হবে যদি আপনি এখানে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু আপনি যদি চলে যেতে চান তাহলে এমন কোন ফ্যায়াসিয়ান নেই যে আপনাকে বাধা দিবে। ঈশ্বর করুন, এমন কিছু যেন না ঘটে। আপনার মন স্থির করুন। আপনার স্বদেশ যাত্রার ব্যবস্থাপনার জন্যেও আমি একটি দিন নির্ধারিত করছি। ধরুন কালকেই তা করা যাবে। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবেন ওরা শান্ত সমুদ্রে দাঁড় বেয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনার দেশ এবং গৃহে কিংবা যে কোন স্থানেই আপনি যেতে চান না কেন। হোক না কেন তা ইউবোয়ি — পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলে যা খ্যাত। পৃথিবীর সন্তান লাল কেশসম্পন্ন র‍্যাধামানথাসকে টাইটসে নিয়ে যাওয়ার সময় এই দ্বীপ আমাদের নাবিকেরা দেখেছে। সেখানে শুধুমাত্র তারা গিয়েছিল, তাই নয়—

একই দিনে তারা ফিরেও এসেছিল বিন্দুমাত্র ক্লান্ত না হয়েই। আপনি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমার জাহাজসমূহের অতুলনীয় বিশেষত্ব এবং আমার তরুণ নাবিকদের সমুদ্রে দাঁড় ফেলে এগুবার দক্ষতার পরিচয় পাবেন।"

ওডেসিয়ুসের সহিষ্ণু আত্মা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল, প্রার্থনায় সরব হয়ে উঠলেন তিনি :

'হে পিতা, জিউস, এ্যালকিনাস যা কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেন, সব যেন পূর্ণ করতে পারেন তিনি। তাঁর যশ পৃথিবীর যেখানেই মানব সভ্যতা রয়েছে সেখানেই কখনো মলিন হবে না। আর আমি আমার পিতৃভূমি ফিরে যাব।"

তাঁরা যখন কথোপকথনে ব্যাপৃত তখন এ্যারিটি তাঁর পরিচারিকাদের বারান্দায় শয্যা প্রস্তুত করতে আদেশ করলেন। সেরা বেগুনী কম্বল, চাদর এবং আচ্ছাদনের জন্য উষ্ণ কম্বল কয়েকটা। পরিচারিকারা আলো হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা সুগঠিত পালঙ্কে শয্যা প্রস্তুত সমাপন করে ওডিয়ুসকে বিশ্রামের জন্যে আহ্বান করলো। "আসুন মহাত্মন! আপনার শয্যা প্রস্তুত হয়েছে। নিদ্রিত হতে পারলে কী যে আনন্দিত হবেন ওডেসিয়ুস, তা নিজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন তিনি।

এইভাবে ভদ্র ওডেসিয়ুস সকল দুঃখের অবসানে প্রতিধ্বনিময় বারান্দায় কাঠের পালঙ্কে নিদ্রা গেলেন। আর এ্যালকিনাস উঁচু দালানসমূহের পেছনে নিজের ঘরে তার শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে পড়লেন ঘুমিয়ে।

৮

ফ্যায়াসিয়ানদের ক্রীড়া

সোনালী আভায় রঞ্জিত উষা দেখা দেওয়া মাত্রই স্বর্গীয় রাজা এ্যালকিনাস শয্যাত্যাগ করে শহরের রাজকীয় অতিথি ওডেসিয়ুসকে নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। ওডেসিয়ুসেরও একই সঙ্গে ঘুম ভেঙেছিল। জাহাজের নিকট ফ্যায়াসিয়ানরা সভায় সমবেত হয়েছিল। তাঁরা সেদিকে এগুতে লাগলেন। সেখানে মসৃণ মারবেলের আসনে তাঁরা পাশাপাশি বসলেন। ইতিমধ্যে প্যাল্লাস এথেনে ওডেসিয়ুসের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শহরের সর্বত্র একজন হেরাল্ডের ছদ্মবেশে জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। তিনি পারিষদবর্গের সবাইকে সম্ভাষণ জানালেন এবং তাঁদেরকে পরিবেশন করলেন এই সংবাদগুলো ঃ

ফ্যায়াসিয়ান দলপতি এবং পারিষদবর্গ আমাকে অনুসরণ করুন সভাস্থানের দিকে। সেখানে আপনারা একজন আগন্তুকের সাক্ষাৎ পাবেন। এইমাত্র তিনি আমাদের বিজ্ঞ রাজার প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সমুদ্রের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। দেবতার মতো দিব্যকান্তি তিনি।

তাঁর সংবাদ প্রত্যেককেই উত্তেজিত এবং কৌতূহলী করে তুলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সভাস্থলের আসনগুলো যে পূর্ণ হয়ে উঠল তাই নয় জনতার ভীড়ে সমগ্র সভাস্থলটি ভরে উঠল। লেয়ের্টেসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের ওপর সবারই সপ্রশংস দৃষ্টি এসে পতিত হলো। এ্যাথিনি তাঁর মাথা এবং কাঁধ মানবীয় সৌন্দর্যেরও অধিক সুন্দর করে তুলেছিলেন। তাঁকে তিনি সুঠাম দীর্ঘতর এবং প্রশস্ততর করে দেখাচ্ছিলেন, যাতে তাঁকে দেখামাত্র ফ্যায়াসিয়ানদের মন শুধু সহৃদয়তাতেই পূর্ণ হয়ে ওঠে না, তারা যেন ভয় ও সম্মানও করে তাঁকে। এবং ফলে তাঁদের সব রকম পরীক্ষার মুখে যেন ওডেসিয়ুস সফল হয়ে ওঠেন। সবাই উপস্থিত হলে পর, জনসমাগম যখন পূর্ণ হলো তখন এ্যালকিনাস বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন ঃ

"ফ্যায়াসিয়ান দলপতি এবং উপদেষ্টাবৃন্দ আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। একটা বিষয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। এই যে আগন্তুককে আমার পার্শ্বে আপনারা দেখছেন — আমি তার নাম

জানিনে, তিনি পূর্ব কিংবা পশ্চিম দেশ থেকে এসেছেন তাও আমি জানিনে—কিন্তু তিনি এখন ঘটনাক্রমে আমার অতিথি। তিনি আমাদের নিকট তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সহায়তা চেয়েছেন এবং এই অনুগ্রহের নিশ্চয়তা যাচ্ঞা করেছেন আমাদের নিকট। আমাদের রীতি অনুযায়ী আমি প্রস্তাব করি যে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা এখনই সম্পন্ন করা হউক। কেননা আমার গৃহে পদার্পণ করে সহায়তার অভাবে এখানে কেউ আটকা পড়ে গেছেন কারো কাছে এমন অভিযোগ কখনো আমি শুনি নাই সুতরাং আমাদের একটি কালো জাহাজ অনুকূল সমুদ্রে তার প্রথম অভিযানের জন্যে ভাসানো হউক, এবং শহর থেকে ৫২ জন সুদক্ষ মাল্লা নিয়ে আসা হউক, এই নাবিকেরা নৌকার দাঁড় সজ্জিত করে আমার গৃহে চলে আসুক এবং দ্রুত আহার সম্পন্ন করে নিক্। আমি সবার জন্যে প্রচুর রসদের ব্যবস্থা করবো। জাহাজের লোকজনের প্রতি এই আমার আদেশ।

"রাজদণ্ডধারী বাকী আর সবাইকে গৃহাভ্যন্তরে আমার অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে নিমন্ত্রণ করছি। কোন অসম্মতিই আমি গ্রহণ করবো না। আমাদের কীর্তিমান কবি ড্যামোডোকাসকে আহ্বান করা হউক যে কোন বিষয়েই তিনি বেছে নিন না কেন, তাঁর মতো স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধায় আমাদের তৃপ্ত করতে আর কেহ পারে নাই। কথা শেষ করে এ্যালকিনাস যাত্রা করলেন এবং রাজদণ্ডধারী রাজারাও তার সংগে গেলেন তাঁর অনুচরেরা সুদক্ষ নাবিকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো এবং ৫২ জন যুবককে বাছাই করে তারা সমুদ্র সৈকতে উপস্থিত হলো তারা জাহাজের কাছে পৌঁছে কালো জাহাজটিকে গভীর জলে নামালো, মাস্তুল এবং পাল সজ্জিত করলো তাতে। দাঁড়গুলো চামড়ার খোঁপে লাগিয়ে দিল। সবগুলোই ছিল জাহাজের পরিমাপ অনুযায়ী। তারপর তারা সাদা পাল দিল উড়িয়ে তারপর তারা জাহাজটিকে ভাল করে নোঙর করে তাদের বিজ্ঞ রাজার বিরাট প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সেখানে গেলারী সমূহ সভাকক্ষ এবং অন্যান্য প্রকোষ্ঠও লোকে পরিপূর্ণ হয়েছিল। যুবক এবং বৃদ্ধ সবাই দল বেঁধে এসেছে। তাদের আহারের জন্যে এ্যালকিনাস ১২টি মেষ ৮টি সাদা শূকর এবং একজোড়া তাজা ষাঁড় দেবতার নামে উৎসর্গ করলেন। এগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলে পরিবেশন করার উপযুক্ত করা হলো সেগুলোকে এখন খুবই একটা সুন্দর ভোজের আয়োজন সম্ভব হলো। এই সময় অশ্বশালাধ্যক্ষ তাদের প্রিয় কবিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজ তাকে সবার উপরে ভালো

বাসতেন। যদিও তিনি তাঁর অবদানে ভালো-মন্দ দুই-ই মিশ্রিত করে দিয়েছিলেন—কবির চক্ষুদৃষ্টি নিয়েছিলেন কেড়ে—কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়েছিলেন সুধায় ভরে। পন্টনাস রৌপ্যনির্মিত একটি চেয়ার সভার মধ্যে রাখলেন—একটা বিরাট স্তম্ভে। চেয়ারটির পিঠ ঠেকিয়ে, অশ্বশালাধ্যক্ষ সুরেলা লায়ারটা এনে তার সামনে রাখলেন এবং কবির হাতটা তারের উপর নামিয়ে দিলেন। কবির পাশে একটি ঝুরি এবং একটি সুন্দর টেবল রাখা হলো। তিনি পিপাসার্ত হলে পান করতে পারেন, সেজন্যে তার উপর রাখা হলো পানপাত্র ও মদ। যখন সবাই পানাহারে পরিতৃপ্ত হলেন তখন মিউজের অনুপ্রেরণায় কবি বিখ্যাত লোকদের গান শুরু করলেন। তখনকার দিনে পৃথিবীর সর্বত্র খ্যাত একটি কাহিনীর একাংশ গাইতে শুরু করলেন। বিষয়টা হলো ওডেসিয়ুস এবং এ্যাকিলিসের মধ্যে বিবাদ। একটি প্রাচুর্যপূর্ণ ভোজোৎসবে তারা কিভাবে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং কি করে তাদের উদ্যত ভাষা ব্যবহারে অন্যকে বিরক্ত করে তুলেছিলেন। তারই কথা আছে এই গাথায়। রাজা এ্যাগামেমনন অবশ্য এ্যাচিয়ান দলপতিদ্বয়ের এই বিবাদে মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। পিবাসে এ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ছিল তার। পবিত্র পাইথোতে তিনি যখন মার্বেল দরজা পার হয়েছিলেন পরামর্শের জন্যে তখনই শুনেছিলেন তা। সর্বশক্তিমান জিউস তখন ট্রোজেন এবং ডানাসদের সর্বনাশের জন্যে তরঙ্গ পুঞ্জিভূত করছিলেন।

'এইটাই ছিল সুবিখ্যাত কবি গাথার মূল কথা। ফলে ওডেসিয়ুস তার বেগুনী পোশাক দিয়ে শক্ত দুই হাতে তার শান্ত মুখটা ঢেকে ফেললেন। কেননা, ফ্যায়াসিয়ানরা তার কান্না দেখতে পাক, এইটে তার কাছে ছিল খুবই লজ্জাকর। দক্ষ কবির সঙ্গীতের বিরতির সময় তিনি তাঁর চোখের জল মুছে ফেললেন এবং আলখাল্লা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে তার দুই হাতলযুক্ত পানপাত্রটি মদে পূর্ণ করে দেবতাদের প্রতি উৎসর্গ করলেন। কিন্তু ফ্যায়াসিয়ান অভিজাতদের প্রশংসায় অনুপ্রাণিত কবি ডামোডিকাস যখন পুনর্বার সঙ্গীত শুরু করলেন তখনো ওডেসিয়ুস তার মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। এ্যালকিনাস ব্যতীত সবার দৃষ্টি পেকেই চোখের জল লুকোতে পারলেন তিনি। রাজা তার পাশের আসনেই বসেছিলেন, সেজন্যে তার অবস্থানটি লক্ষ্য না করে পারেননি তিনি। ওডেসিয়ুসের দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাঁর কানে এসে বাধছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ফ্যায়াসিয়ান নাবিকদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন :

'হে পারিষদ এবং বীরবৃন্দ, একত্রে বসে উত্তম খাদ্যবস্তুতে এতক্ষণ আমাদের উদর পূর্ণ করেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীত-সুধাতে আমরা তৃপ্তও হয়েছি।

এখন চলুন বাইরে যাই। আমাদের অতিথি বন্ধু রয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের পারদর্শিতা তাঁকে দেখানো দরকার। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর স্বজনদের যেন বলতে পারেন, মুষ্টি এবং মল্লযুদ্ধে লম্ফ এবং দৌড়ে আমাদের পরাভূত করার মতো কেউ নেই।"

একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। আর সবাই তাঁকে অনুসরণ করলো। অশ্বশালাধ্যক্ষ ডেমোডোকাসের সমধুর লায়ারটা ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর অন্ধ কবিকে ফায়াসিয়ান অভিজাতদের অনুগমনে সাহায্য করলেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তাঁরা গেলেন খেলার মাঠের দিকে। আরো অনেক লোক এসে সেখানে সমবেত হলো।

যুবক অভিজাতদের মধ্যে প্রতিযোগীর অভাব ছিল না। এক্রোনিয়স, অকালুস, ইলেট্রিউস, ন্যাটিউস, প্রিসনিউস, এ্যানচিয়ালিউস, ইরিটসেউস, পনটিউস, প্রোরিউস যুন এবং এ্যানাবেসিনিয়স। পলিনিউসের পুত্র ওটেক-টনের পৌত্র এ্যামফিয়ালসও ছিলেন এদের মধ্যে। আর ছিলেন নাবুলা'সর পুত্র ইউরিয়ালুস। এঁকে মানবহন্তা যুদ্ধ দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে হতো। তুলনাবিহীন লাউডামাসের পরেই তিনি হলেন ফ্যায়াসিয়ানদের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর এবং দীর্ঘদেহী। প্রাজ্ঞ নৃপতি এ্যালকিনাসের তিন পুত্র লাউডামাস, হেলিউস এবং যুবরাজ ক্লাইটোনিউসও এ প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করলেন।

দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হলো। যাত্রা শুরুর চিহ্ন থেকে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে তাঁরা একচাপ জনতার মতো সামনে অগ্রসর হলেন। দ্রুততম ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশই ছিল না। সুশিপন ক্লাইটোনিউস সবার আগে ছুটে এলেন। তিনি যখন গন্তব্য চিহ্নের পাশে সমবেত দর্শকদের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখনো তাঁর আর সব প্রতিদ্বন্দ্বীরা পড়ে রয়েছেন অনেক পেছনে। সে দূরত্ব অনেকখানি। একটা অশ্বের সারাদিনে যতটুকু জমি চাষ করতে পারে ততটুকু স্থান হবে সেই দূরত্বের পরিমাণ। এরপর শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। এটা দুরূহতর ক্রীড়া। এবার সকলকে হারিয়ে দেবার সুযোগ এলো ইউরিয়ালুসের। এ্যামাফিয়ালুস লম্ফে জয়ী হলেন। ইলাটিউস চাকতি নিক্ষেপ করলেন সবার চেয়ে দূরে। এ্যালকিনসের যোগ্য সন্তান লাউডামাস মুষ্টিযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হলেন। ক্রীড়ানুষ্ঠান উপভোগ করার পর লাউডামাস সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন :

"বন্ধুগণ, আসুন আমাদের অতিথিকে জিজ্ঞেস করি, কোনো প্রকার ক্রীড়ায় তাঁরো দক্ষতা আছে কিনা? তিনি যথেষ্ট সুগঠিত। তাঁর জানু

এবং পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁর বাহুদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করুন এবং দেখুন তাঁর বিশাল গ্রীবা। অত্যন্ত শক্তিশালী তিনি এবং বয়সও তাঁর তেমন নয়। দুর্বহ কষ্টেই তিনি একটু যা ভেঙে পড়েছেন। কেননা আপনাদের আমি বলি, সাহসীতম হৃদয়কেও ছিন্নভিন্ন করে দিতে সমুদ্রের চাইতে ভয়ানক আর কি আছে।'

'লাউডামাস', ইউরিয়ালুস বললেন, "ভালো লাগলো তোমার এ পরামর্শ। যাও, সেই মহাত্মনের সাথে কথা বলে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহবান কর।"

উৎসাহিত হয়ে এ্যালকিনাসের যোগ্য সন্তান সমাবেশের মধ্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ওডেসীয়ুসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"ভদ্রমহোদয়, আমাদের সঙ্গে ক্রীড়ানুষ্ঠানে আপনি কি যোগ দেবেন না? অবশ্য আপনার যদি কোনো ক্রীড়ায় দক্ষতা থাকে তবে আপনি নিশ্চয়ই একজন ক্রীড়াবিদ। হাত এবং পায়ের সদ্ব্যবহার জীবনে যে খ্যাতি এনে দিতে পারে, তেমন আর কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। আপনার দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে, আসুন তাহলে, একবার চেষ্টা করে দেখুন। আপনার স্বদেশ যাত্রার বিশেষ দেরী তো আর নেই। জাহাজ ভাসানো হয়েছে এবং আপনার নাবিকেরাও প্রস্তুত।

ওডেসয়ুস তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "লাউডামাস, আপনি এবং আপনার বন্ধুরা কেন আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহবান করেছেন? আমার মন একান্তই ভারাক্রান্ত যে কোন ক্রীড়ার কথা আমি ভাবতেই পারি না। অনেক তিক্ত এবং ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা আমাকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। এখন আমি দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই চাই না। সেজন্যেই আপনাদের দ্বারে ধর্ণা দিচ্ছি আমি। আপনাদের রাজা এবং সমগ্র জাতির নিকট আমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দেয়ার আবেদন দিয়ে আমি বসে আছি।"

ইউরিয়ালুস তাঁকে বাধা দেওয়া এবং বিদ্রূপবাণে বিক্ষত করার যোগ্য মুহূর্ত মনে করলেন এখন ঃ 'মহাত্মা আপনি যথার্থ বলেছেন। সচরাচর যেমন নজরে পড়ে তেমন একজন ক্রীড়াবিদ বলে আপনাকে ভেবে বসাই আমাদের ভুল হয়েছে। বাণিজ্য জাহাজের নাবিক হিসেবেই আপনি অনেক বেশী মানানসই। জীর্ণ জাহাজে টো টো করে সারাটি জীবন কাটিয়ে দেওয়া, বার সামনে তরী ভাসিয়ে দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকা কিংবা লাভের নৌকো বোঝাই করে তীক্ষ্ণ চোখে ঘরমুখো হাল ধরে বসে থাকার চাইতে বেশী কিছু আপনার কাছে আশা করাটাই ভুল। না, কেউ আপনাকে একজন ক্রীড়াবিদ বলে ভাবতে পারেন না।"

বিষনয়নে তাকিয়ে ক্ষিপ্র বুদ্ধি ওডেসিয়ুস প্রত্যুত্তর করলেন: "নিতান্তই কুৎসিৎ আপনার এই বাগাড়ম্বর। এতে করে আপনার নির্বুদ্ধিতাই প্রমাণিত হবে মাত্র। মনে হচ্ছে ভালো চেহারার সাথে সুবুদ্ধি এবং বাগ্মীতার গুণাবলী সব সময় একত্র হয় না। একটি তুচ্ছ আদলের মানুষও স্বর্গীয় বাক-সিদ্ধি নিয়ে জন্মাতে পারেন। আত্মপ্রত্যয়ের সাথে তিনি যখন বিনয়ের প্রভা ছড়িয়ে পা ফেলে এগিয়ে যান, তখন বিমুগ্ধ উল্লাসে সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। অগণিত ভীড়েও তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন এবং সবার চোখে ঈশ্বরের মর্যাদায় সমাদৃত হতে হতে তিনি রাজপথ অতিক্রম করে যান। আবার কেউ থাকেন অমর দেবতাদের মতো কান্তিময়, কিন্তু ভব্য ব্যবহারের মহান শিল্পে নিতান্তই অক্ষম অপদার্থ। আপনিও দেখছি, মহাত্মন বহিরঙ্গে তুলনাবিহীন মূর্তি ধারণ করে আছেন, বোধকরি স্বয়ং দেবতার উৎকর্ষে এর অধিক হতে অপারগ হবেন - কিন্তু তবু বলতেই হবে মেধায় আপনি আজ নির্বোধকেও হার মানিয়েছেন। আপনি আপনার অশালীন বাক্যের আঘাতে আমার ক্রোধকে জাগ্রত করেছেন। আপনাকে তাই বোঝানো দরকার, আপনার ধারণা মতে ক্রীড়াক্ষেত্রে আমি অক্ষম আদৌ নই। বরং যতদিন যৌবনের শক্তির ওপর আমি নির্ভর করতে পেরেছি, ততদিন আমি একজন প্রথম সারির ক্রীড়াদক্ষ ছিলাম। কিন্তু যুদ্ধে আর নিষ্ঠুর সমুদ্রর মুখে পড়ে দুর্ভাগ্য আর দুর্গতির অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে। সে যাই হোক, শক্তিক্ষয়ে আজ আমি যতই পযুর্দস্ত হই না কেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে আমার দক্ষতার পরীক্ষা তবু আমি দেব। কারণ, বাক্যেরও বিদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং আপনি আমার তেজস্বীতাকে খুঁচিয়ে তুলছেন।"

এই বলে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং গায়ের আলখেল্লাটা পর্যন্ত না খুলেই সবচেয়ে বড় চাকতিটা হেলায় উঠিয়ে নিলেন হাতে। বিশাল ভার-সম্পন্ন, এর আগে আর সবাই যেগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, সেগুলোর চাইতে অনেক বিরাট এবং গুরুভার ছিল তা। একবার মাত্র ঘুরিয়ে তাঁর বিশাল শক্তিমন্ত হাত থেকে তিনি ছুঁড়ে দিলেন তা। সেই বিশাল খণ্ডটি তার পথ ধরে শোঁ শোঁ করে চলল এগিয়ে। চাকতির গতিবেগ দেখে সাগরের নায়ক বিজয়ী মাল্লার দল ফায়াসিয়ানরা মাথা নত করে রইলেন দাঁড়িয়ে। ওডেসিয়ুসের হাত থেকে অবলীলায় তা বেরিয়ে আর সবার নিক্ষেপকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পতিত হল তা। এ্যাথিনি দর্শকের ভাণ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভীড়ের ভেতর। সেই বিরাট দূরত্ব নির্দেশ করে অভিবাদন জানালেন নিক্ষেপকারী বীরকে।

"দেখুন, দেখুন", সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি "নেহাৎ অন্ধ লোকও আপনার ছুঁড়ে দেওয়া চাকতিটা খুঁজে বের করতে পারবে। আর সব গুলো পড়ে আছে একসাথে, আপনারটা রয়েছে অনেক অনেক আগে। কোনো ফ্যায়াসিয়ানই এত সুন্দর নিক্ষেপ করতে পারবে না এর চেয়েও ভালো নিক্ষেপ শুধু আপনার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।"

তাঁর বক্তব্য দুঃখতাড়িত ওডেসিয়ুসের মনে আনন্দ শিহরণ বইয়ে দিল। জনতার ভেতর একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর সন্ধান পেয়ে তিনি খুশী হয়ে উঠলেন। তারপর হালকা সুরে ফ্যায়াসিয়ানদের সম্বোধন করে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

"যদি পারেন তো ছুঁড়ে দিন অতদূরে। অবশ্য আমি নিজে বিস্মিত হব না, যদি এক্ষুণি আমার আরেকটা নিক্ষেপ ঠিক অতদূরে কিংবা তারো চেয়ে দূরে গিয়ে পৌঁছায়। তবে আপনারা আমাকে পুরো জাগিয়ে তুলেছেন, আসুন কারো যদি সাহস থাকে, তবে আসুন আর কীসে আপনারা প্রতিযোগিতা করবেন -মুষ্ঠিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ এবং এমনকি দৌড়ের ও পাল্লা —যা আপনাদের অভিরুচি, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কেবল লউডোমেনাসের সঙ্গে নয়। কেননা, তিনি আমার আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কে নামবে, বলুন? একটি অচেনা জায়গায় বন্ধুর ভূমিকায় যিনি অনন্য হয়ে আছেন তাঁকে প্রতিযোগিতায় আহবান করা কেবল বিবেচনাহীনতা এবং মূর্খতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। এমন আহবান জানালে নিজেরই ভবিষ্যৎ খোয়ানো হবে বৈ তো নয়। কিন্তু আর যেই হোন না কেন, তার সঙ্গ প্রতি-যোগিতায় নামতে আমি এমন কিছুই মনে করি না। বস্তুতঃ সাহস করে যেই এগিয়ে আসবেন, তাঁর সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় আমি প্রস্তুত। কেননা পুরুষালী কোনো ক্রীড়াতেই আমি আদৌ অদক্ষ নই। মসৃণ ধনুকের ব্যবহারে আমার কৃতিত্ব রয়েছে। নিমেষে শত্রুর সারিতে আমার লক্ষ্য আমি বিদ্ধ করতে পারি। ট্রয়ে যখন আমরা শর নিক্ষেপ পরিচর্চা করতাম, তখন আমাদের এ্যাচিয়ানদের মধ্যে কেবলমাত্র ফিলকটেটসই আমাকে পরাভূত করতে সক্ষম হতেন। এই বিশ্বে এখন যাঁরা জীবিত থেকে খাদ্য গ্রহণ করছেন, আমি দাবী করছি ধনুর্বিদ্যায় আমি তাঁদের মধ্যে অনেক অনেক বেশী অগ্রসর। অবশ্য অতীতের সেই বীরদের দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন ধরুন হেরাক্লিস কিংবা ওয়েকালিয়ার ইউরিটুস—এঁদের তুল্য আমি হতে পারি না। কেননা ধনুর্বিদ হিসেবে এঁরা দেবতাদেরও সমকক্ষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইউরিটুসকে এ-কারণেই আকস্মিক অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, স্বগৃহে আত্মজন পরিবেষ্টিত হয়ে বার্ধক্যের

মুখ তিনি আর দেখতে পারেননি। কারণ তিনি এ্যাপোলোকে যুদ্ধে আহ্বান করে ক্ষুব্ধ করেছিলেন এবং পরিণামে তাঁর হাতে নিহত হয়েছিলেন আর জ্যাভিলিনের কথা যদি বলতে চান তাহলে বলি, যে কোনো ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত শরের চাইতেও দূরে তা আমি ছুঁড়ে দিতে পারি। কেবলমাত্র দৌড় প্রতি-যোগিতায় আমার আশাঙ্কা, আপনাদের কেউ হয়তো আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। ভয়াবহ সমুদ্রে আমি মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছি। নৌকোয় আরাম আয়েশের সামান্যতম সম্বল মাত্র ছিল না। ফলে আমার পেশীসমূহ একান্তই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।"

ওডেসিয়ুস তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। সবাই চুপ করে থেকে এ্যালকিনাসকে প্রত্যুত্তরের সুযোগ দিলেন।

"বন্ধুবর, রাজা বললেন, আপনি যা বলেছেন তাতে আমরা ক্ষুব্ধ হতে পারি না। আপনাকে এ ব্যক্তি যেভাবে সর্বসমক্ষে অপমান করেছেন, তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনি আপনার গুণাবলী প্রকাশ করতে চাইবেন, এ তো খুবই স্বাভাবিক। বিবেচনা করে যারা কথা বলতে জানেন না তারাই আপনার বিক্রমকে তাচ্ছিল্য দেখাতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য আপনি এখন শ্রবণ করুন। দেশে ফিরে গিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে যখন সুখে খাদ্য গ্রহণ করবেন, তখন ফ্যায়াসিয়ানদের অতুলন দক্ষতার কিছু কথা আপনি তাঁদের বলতে পারবেন। আমি চাই আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে সেইসব কথা বলবেন যাতে জিউস আমাদের তুলনারহিত সাফল্য দান করেছেন। পূর্ব পুরুষদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সেই মহান উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি। মুষ্ঠি এবং মল্ল-প্রতিযোগিতায় আমরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নই বটে, তবে আমরা দ্রুত দৌড়াতে পারি এবং নাবিক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা স্বর্গীয় গর্ব অনুভব করি, তাহলো, ভোজ, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, সুপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, উষ্ণ স্নানাগার এবং আমাদের শয্যা। তাহলে এসো এগিয়ে শ্রেষ্ঠ নৃত্যবিদদের তোমাদের কুশলী পায়ের চাতুর্য দেখাও এঁকে। ইনি যেন বাড়ি ফিরে সবাইকে বলতে পারেন নাবিকের দক্ষতায়, পদচালনার দ্রুততায় — নৃত্যে এবং সঙ্গীতে আমরা আর সব জাতিকে কতো পেছনে ফেলে রেখেছি। যাও, তোমাদের কেউ একজন ডেমোডেকাসকে নিয়ে আসুক। তাঁর হাতের লায়ারের সঙ্গীত-মূর্ছনা কত মধুর হতে পারে শুনে নিন ইনি। প্রাসাদের কোথাও লায়ারটি তোমরা রেখে এসেছ, নিয়ে এসো তা।"

রাজার আদেশে সেই সুগঠিত যন্ত্রটি আনতে একদল তরুণ প্রাসাদে চলে গেল। নয় সদস্য বিশিষ্ট রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ উৎসবের আয়োজনে

ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ ধরনের অনুষ্ঠানের সামগ্রিক দায়িত্বভার এই রাজকর্মচারীরাই গ্রহণ করে থাকেন। নাচমঞ্চ তারা পরিচ্ছন্ন করলেন এবং অনুষ্ঠানের উপযোগী বৃহৎ বৃত্তও রচনা করলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গীতময় লায়ারটি এনে ডেমোডেকাসের হাতে অর্পণ করা হলো। যন্ত্রী তখন কেন্দ্রস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই স্থান গ্রহণ করল যৌবন উদ্বেল একদল দক্ষ নৃত্যশিল্পী। পবিত্র নাটমঞ্চেও তাদের পা-গুলি যাদুকরী মূর্ছনায় সঞ্চারিত হতে লাগলো। সপ্রশংস আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলো ওডেসিয়ুসের মন।

সেই সঙ্গে কবির সুমার্জিত কণ্ঠ লায়ারের সঙ্গীতধ্বনি ছাপিয়ে উঠলো জেগে। তিনি বর্ণনা করছিলেন এরেস এবং সৌন্দর্যের রানী আফ্রোদিতির প্রেম কাহিনী। হেফাইসটুসের প্রাসাদে তাদের প্রথম গোপন মিলনের গাথা তিনি গাইলেন। এরেস কত বিচিত্র উপহার দিয়েছিলেন আফ্রোদিতিকে, তার বিবরণে এবং হেফাইসটাসের শয্যাকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছিলেন তাঁরা সেই বর্ণনায় ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিল কবির গানের ভাষা। তিনি গাইতে লাগলেন, সূর্যদেবের চোখে ধরা পড়ে গেলো আলিঙ্গনমত্ত সেই প্রেমান্ধ যুগল, হেফাইসটুসকে তিনি বলেছিলেন সব কথা। এই তিক্ত সত্য শোনা মাত্র হেফাইসটুস ভয়ংকর প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হয়ে তক্ষুণি তাঁর কামারশালায় চলে গেলেন। বিশাল নেহাই এ এক শেকলের জাল বানাতে শুরু করে দিলেন তিনি। এমনভাবে তৈরী সেই জাল যা ভাঙাও যাবে না যা থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব নয়। চিরকাল ওদের বন্দী করে রাখতে পারবে। এরেসের প্রতি তাঁর ক্রোধ পরিশ্রমে তাঁকে প্রেরণা জোগাতে লাগলো। শেকল বানানো শেষ করে তাঁর শয্যাকক্ষে উপস্থিত হলেন হেফাইসটুস শয্যার চারপাশে বেঁধে দিলেন এমন নিখুঁতভাবে যে তা স্বয়ং দেবতাদেরও চোখে পড়তে পারবে না। নির্মাণ উৎকর্ষের এক চূড়ান্ত নমুনা ছিল এই অদৃশ্য জাল।

শয্যার চারপাশে ফাঁদ পাতা শেষ করে তিনি পৃথিবীতে তাঁর প্রিয় স্থান মনোমুগ্ধকর লেমনস শহরে ভ্রমণের ভাণ করে প্রস্থান করলেন। সোনালী লাগামের অধিপতি এরেস এতক্ষণ এদিকে বৃথাই চোখ ফেলে রাখেন নি। বিশ্বকর্মার প্রস্থান স্বচক্ষে দেখামাত্রই তিনি সেই মহান দেবতার গৃহে এসে উপস্থিত হলেন মোহিনী মুকুট সজ্জিতা সাইথেরিয়ার জন্যে আবেগ থরথর হৃদয় নিয়ে।" সাইথেরিয়া বিলম্বিত ভ্রমণ সেরে পিতৃগৃহে মহাবিক্রম জিউসের কাছে ফিরে এসেছে কেবলমাত্র। এসে বসেও সারে নি, তখুনি এরেস দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দিলেন হাত, অভিনন্দন জানালেন আদরে

সোহাগে। বললেন, "এসো, প্রিয়তমা। চলো, শয্যায় যাই। আমরা একে অপরের বাহুর ওপর শুয়ে থাকব। হেফাইসটুস নেই। সে গেছে লেমনসে। মনে হয় তার সিনথিয়ান বন্ধুদের বর্বরোচিত গালগল্প শুনতে।"

তাঁরা শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, আফ্রোদিতিও এ ছাড়া চাচ্ছিলেনও না কিছু। আর হলোও তাই। ওরা শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তখুনি কুটকুশলী হেফাইসটুসের সাজানো জাল এমনভাবে তাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো যে, তাঁরা নড়াচড়া তো দূরের কথা, এমনকি শরীরের একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নাড়তে সক্ষম হলেন না। যখন বুঝতে পারলেন পালাবার কোন উপায়ই নেই তখন বড়ই দেরী হয়ে গেছে। এখন তারা হয়ে পড়লেন স্বয়ং সেই মহান খঞ্জ দেবতার মুখোমুখি। কারণ, ইতিমধ্যেই সূর্য, যে গুপ্তচরের ভূমিকায় কাজ করছিল, তাঁকে খবর পেঁছে দিয়েছিল। এবং তিনি লেমনসের পথ থেকে কালবিলম্ব না করে ক্রোধকম্পিত ফিরে এসেছেন। প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে কণ্ঠস্বর এমন ভয়ানক পর্যায়ে তুলে দিলেন তিনি যাতে তা সব দেবতাদেরই কানে গিয়ে পেঁাছে :

"পিতা জিউস এবং অন্য সব চিরজীবী দেবতাগণ, আপনারা এখানে আসুন এবং দেখুন, কী এক হাস্যকর এবং নিষ্ঠুর ঘটনা এখানে ঘটছে। জিউসের কন্যা আফ্রোদিতি আমাকে সব সময়েই আমার খঞ্জত্বের জন্যে ঘৃণা করে এসেছেন। আর তাই তিনি এই কসাই এরেসকে তাঁর হৃদয় দান করেছেন। কারণ কি না — এ দেখতে সুন্দর, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো খুঁত নেই। আর আমি কিনা জন্ম-খোড়া। এর জন্যে কাকে আমি দায়ী করব ? আমার বাবা মা-কে ? হায়, তাঁরা যদি আমার জন্ম না দিতেন। কিন্তু আপনারা দেখবেন, এরা দু'জনে কীভাবে আমার বিছানায় ঢুকে পড়েছে আর পরস্পরের ভালবাসার আলিঙ্গনে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে, ওরা ওদের এই আলিঙ্গন দীর্ঘস্থায়ী করতে আর চাইবে না। এক মুহূর্তের জন্যেও না। না, তাদের প্রেমের জন্যেও না। ওদের এই শয়ন ওদের দুজনকেই ক্লান্ত করে ছাড়বে। আমার কুটিল জাল ওরা যেখানে আছে সেখানেই ওদের আটকে রাখবে। ওরা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর বাবা ঐ নির্লজ্জ ফাজিল মেয়েটাকে জয় করতে আমি যে সব উপহার একে একে দিয়েছি সে সবের প্রত্যেকটি ফেরত না দেন। ঐটা তাঁর কন্যা হতে পারে এবং খুব সুন্দরীও বটে, তবে নেহায়েতই কামনার বশ।

তাঁর চিৎকার তাম্রনির্মিত সেই প্রাসাদে দেবতাদের ভীড় জমালো। ভূকম্পনের দেবতা পসিডন এলেন, এলেন সৌভাগ্যের অধিকর্তা হের্মেস

এবং ধানুকী-সম্রাট এ্যাপেলো। কিন্তু দেবীগণ হয়তো নারীসুলভ লজ্জা-বশতঃই গৃহে বসে রইলেন। আমাদের সমস্ত কল্যাণের উৎস সেই সব অমর দেবতা রুদ্ধদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হেফাইসটুসের কূটকৌশলের হাতে হাতে ফলটি যখন তাদের সবারই নজরে এলো, তখন এক অপ্রতিরোধ্য হাসিতে তাঁরা সবাই ফেটে পড়তে লাগলেন।

"খারাপ কাজ ভাল ফল দেয় না," একজন বললেন তাঁর পার্শ্ববর্তী আরেকজনের দিকে দৃকপাত করে, "কচ্ছপ কানককে ধরে ফেলেছে। দেখ, শ্লথগতি হেফাইসটুস কেমন করে এরেসকে ধরেছেন। এরেস, যাঁর মতো দৌড়বিদ অলিম্পিয়াসে আর নেই। এখন এরেসকে ব্যাভিচারের খেসারত দিতে হবে।"

এ ধরনের মন্তব্যই ধ্বনিত হচ্ছিল। তখন জিউসের পুত্র এ্যাপোলো হেরমেসের দিকে ফিরে বললেন, "হেরমেস, আপনিও জিউসের পুত্র, দূত এবং কল্যাণের উৎস। আপনি কি এমন অনমনীয় বন্ধনীর বন্দী হয়েও সোনালী আফ্রোদিতির শয্যাসঙ্গী হতে চাইবেন ?

উত্তরে দৈত্য নিধনকারী বললেন, "এ্যাপোলো, হে রাজকীয় ধানুকী এর চেয়ে আনন্দকর আমার কাছে আর কিছুই হতে পারে না। হোক ঐ বাঁধন আরো তিনগুণ, হোক সব দেবতা আর দেবীগণ সেই দৃশ্যের অবলোকনকারী, তবু আমি সোনালী আফ্রোদিতির শয্যাসঙ্গী হবো সানন্দে।"

তাঁর এই কৌতুকে পসিডন ছাড়া সব দেবতাই সরবে হেসে উঠলেন। পসিডন আমোদে যোগ দিলেন না, বরং মহান শিল্পী হেফাইসটুসকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন এরেসকে মুক্ত করে দিতে।

"তাঁকে যেতে দিন", তিনি জোর দিয়ে বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি সব অমর দেবতাদের সামনে তিনি যোগ্য খেসারত দিতে বাধ্য থাকবেন।"

"পসিডন, হে বিশ্ব বেষ্টনকারী দেবতা", বললেন বৈচিত্র্যময় খঞ্জ দেবতা, "আমি আবেদন করছি, আমাকে চাপ দেবেন না। এমন দুশ্চরিত্রের জন্যে এই প্রতিশ্রুতি কিছুই না। কী করে আমি আপনাকে জনসমক্ষে গ্রেফতারের বিষয় করে তুলব, যদি এরেস শৃঙ্খলমুক্ত হওয়া মাত্র জরিমানা এড়িয়ে পালায় ?"

"হেফাইসটুস, বললেন ভূকম্পনের অধিকর্তা পসিডন, "যদি এরেস জরিমানা শোধ না করে আত্মগোপন করে তবে সেই জরিমানা আমি নিজে দেব।"

"আপনার এ প্রস্তাবে আমি 'না' বলতে পারি না।" উত্তরে বললেন, মহান খঞ্জ দেবতা।

এরপর শক্তিমত্ত হেফাইসটস শৃঙ্খল খুলে দিলেন। ওরা দুজন সেই শক্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই লাফিয়ে উঠে পলায়ন করলেন। এরেস পালিয়ে গেলেন থ্রেসে। আফ্রোদিতি সাইপ্রাসের পাফোমে, যেখানে তাঁর অধিকারে সুগন্ধী ধূপধুনা-সজ্জিত এক বেদী রয়েছে। সেখানে দেবদাসীরা তাকে স্নানশুদ্ধ করলো, দেব-প্রসাধনী অক্ষয় তৈলে তার দেহ মার্জনা করলো। তারপর মনোরম পোশাকে সজ্জিত করে যখন তাঁকে বাইরে নিয়ে এলো তখন সত্যিই দেখার মতো এক বস্তু হয়ে উঠলেন তিনি।

ওডেসিয়ুস, অন্যান্য শ্রোতা, ফ্যায়াসিয়ান নৌ-সেনাপতিবর্গ এবং নাবিকদের চিত্তবিনোদনের জন্যে প্রখ্যাত কবিয়াল এই সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

অতঃপর এলকিনাস হেলিউস এবং লাউডামোসকে নৃত্যপরিবেশনে আদেশ দিলেন। এ শিল্পে তাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুদক্ষ কারিগর পলিবুস তাঁদের জন্যে একটি সুন্দর ধবল বর্তুল বানিয়ে দিয়েছেন। ঐটা তাঁদের একজন দক্ষিণ পার্শ্বে ঝুঁকে ছায়াচ্ছন্ন আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয় অপরজন শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাটিতে পা স্পর্শ করার আগেই তা লুফে নেয় নিশ্চিত হাতে। এই আশ্চর্য ক্রীড়া প্রদর্শনের পর নৃত্যের তালে তালে ঐশ্বর্যময় মৃত্তিকার ওপর দ্রুত স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে বর্তুলটি দিগবিদিগ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। সেই সঙ্গে যুবকেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগলো। বাতাস আনন্দঘন শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল। মহৎ ওডেসিয়ুস তাঁর আশ্রয়দাতার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে অভিনন্দনের ভাষায় সোচ্চার হলো: "এলসিনাস, হে মহামান্য রাজপুত্র আপনি এইমাত্র গর্বভরে বলেছেন, আপনাদের নৃত্য তুলনাবিহীন, এ দাবী যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। আমি তা দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছি।

এ প্রশংসা এলমিনাসকে খুশী করল। তিনি তক্ষুণি তাঁর সমুদ্র-প্রেমিক প্রজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বয়োবৃদ্ধ ফ্যায়াশিয়ান এবং রাজপুত্রগণ, শ্রবণ করুন, আমাদের অতিথির ভেতর চমৎকার বিচক্ষণতার প্রতিফলন আমি লক্ষ্য করছি। আসুন, তাঁর জন্য কোনো দান তাঁকে আমরা দিই। আমাদের জনসাধারণের শাসক হিসেবে রয়েছে বারোজন প্রধান রাজপুত্র কিংবা বলতে পারেন, তেরোজন, যদি আমাকেও গণনায় ধরা হয়। আমি প্রস্তাব করছি, আমরা প্রত্যেকেই তাঁকে দেব একটা নতুন পোশাক, অঙ্গরাখা এবং কিছু স্বর্ণ-মুদ্রা। এইসব উপহারসামগ্রী দ্রুত একত্র করা প্রয়োজন। কারণ এগুলো আগন্তুক মহোদয় প্রসন্ন মনে রাত্রির আহারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। আর ইউরিয়ালুসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, সে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর

কাছে ক্ষমা চাইবে, শুধু তাই নয় তাঁকে উপহারও তাকে দিতে হবে, কারণ তাঁর প্রতি তার ব্যবহার অশোভন বলেই প্রতিভাত হয়েছে।"

তার প্রস্তাব সমর্থন লাভ করলো এবং গৃহীত হলো। প্রত্যেক রাজপুত্র তাঁর আজ্ঞাবাহীকে উপহার সামগ্রী আনতে পাঠিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে ইউরিয়ালুস রাজার ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে উঠে দাঁড়ালেন :

"এলসিনাস, হে রাজন এবং মহামান্য রাজপুত্র, আপনার আদেশ শিরোধার্য বলে মানতে এবং আগন্তুককে জরিমানা দিতে আমি প্রস্তুত। আমি তাঁকে তাম্রনির্মিত তরবারিটি দিচ্ছি — এটার মুঠি রুপোর আর খাপ হাতির দাঁতের তৈরি। আশা করি এর মূল্য তিনি বুঝবেন।"

অতঃপর তিনি ওডেসিয়ুসের হাতে তাঁর রৌপ্যখচিত তরবারি তুলে দিলেন এবং শিষ্টাচার-সতর্ক ভাষায় বললেন :

"পিতা এবং আগন্তুক, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আক্রমণাত্মক বাক্যাবলী আমার কণ্ঠে অতিক্রম করে থাকলে, ঝড়ো বাতাস সেগুলো নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে যাক। দেবতাগণ আপনাকে ঘরে ফেরার আনন্দে অভিষিক্ত করুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হোন। কারণ, বহুকাল ধরে আপনি স্বজন-বর্জিত অতীব দুর্বহ এক কাল কাটাচ্ছেন।'

'বান্ধব', বললেন জ্ঞানী ওডেসিয়ুস, "আপনার প্রীতিঘন অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর গ্রহণ করুন। দেবতাদের আশীর্বাদ আপনার ওপর বর্ষিত হোক। আমার এইমাত্র আশা, যে পরম সান্ত্বনাবাক্যে সিক্ত এই মূল্যবান তরবারি আমাকে দিলেন তার অভাববোধ আপনাকে কখনোই পীড়িত করবে না।" এই বলে তরবারিটি তিনি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন।

সূর্যাস্তের মধ্যেই মহতী উপহার সামগ্রীসমূহ ওডেসিয়ুসের হস্তগত হলো। রাজাদের অভিজাত অধ্যক্ষবৃন্দ ইতিমধ্যেই সেসব এলসিনাসের প্রাসাদে এনে জমা করেছিল। মহান রাজার পুত্র সেগুলির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপহারগুলি তাঁদের যোগ্য মাতার পদমূলে উপস্থিত করলেন। ইত্যবসরে রাজা এলসিনাস অন্যান্য সঙ্গীকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। তাঁরা উঁচু আসনে উপবেশন করলেন। এলসিনাস এরিতিকে আহ্বান করে বললেন :

"বাছা, একটা ভালো সিন্দুক নিয়ে এসো তো—সবচেয়ে ভালো যেটা আমাদের আছে সেইটে আনবে কিন্তু। ওতে একটি নতুন পোশাক ও অঙ্গরাখা সাজিয়ে রাখো। একটি তাম্রপাত্রে স্নানের জল গরম কর। আমাদের মাননীয় অতিথিটি স্নান শেষ করে যেন দেখতে পান ফ্যায়াশিয়ান রাজন্যবর্গ যে সমস্ত

উপহার সামগ্রী তাঁকে দিয়েছেন সে সবই বাঁধা ছাদা হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে তাহলে তিনি আহারে যোগ দিতে পারবেন এবং কবিয়ালের গান তৃপ্তিভরে শুনতে পারবেন। এর পর ঘরে ফিরে যখনই তিনি জেউস কিংবা অন্য দেবতার উদ্দেশে পানীয় নিবেদন করবেন, আশা করি, তখুনি আমার কথা তাঁর স্মরণে পড়বে।"

এরিতি তাঁর পরিচারিকাকে তৎক্ষণাৎ একটি তেপায়া তাম্রপাত্র আগুনে চাপাতে নির্দেশ দিলেন। স্নানের জল প্রজ্বলন্ত করার জন্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ওপর তাম্রপাত্র সজ্জিত করা হলো, কাষ্ঠ বস্তু নিয়ে আসা হলো, সেগুলো জ্বালানো হতে লাগলো। অগ্নিশিখা পাত্রের চারপাশ ঘিরে লেলিহান হয়ে উঠলো তৈরি হলো স্নানের জল। ইতোমধ্যে ইরিতি ভেতরের কক্ষ থেকে অতিথির জন্যে একটি সুন্দর সিন্দুক নিয়ে এলেন, ওর ভেতরে তিনি ফায়াসিয়ানদের দেয়া স্বর্ণনির্মিত পোশাকাদি গুছিয়ে রাখলেন। এর সঙ্গে তিনি নিজের থেকে দিলেন একটি পোশাক এবং অঙ্গরাখা — অত্যন্ত উচ্চমানের এবং তারপর ওডেসিয়ুসকে উদ্দেশ করে বললেন: "ঢাকনা তুলে তুমি নিজেই পরখ করে নাও এখন। তারপর ভালো করে মুখে গেরো লাগিয়ে দাও — দেখো, যাত্রাপথে জাহাজে তোমাকে ঘুমন্ত পেয়ে কেউ না আবার চুরি করে নিয়ে না যায়।"

'দীর্ঘদেহী ওডেসিয়ুস তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন এবং এখুনি ঢাকনা বন্ধ করে সিন্দুকের মুখটা জটিল গেরো দিয়ে এঁটে দিলেন। এই গেরো সার্সি তাঁকে শিখিয়েছিলেন। এ কাজ শেষ হওয়া মাত্রই গৃহাধ্যক্ষ থেকে তাঁকে স্নানের জন্যে আহ্বান জানালেন। উষ্ণ স্নানের প্রস্তুতি তাঁকে প্রসন্ন করে তুললো। কারণ, রুচিশীল ক্যালিপসোদের গৃহ ছেড়ে আসার পর এ ধরনের আরামদায়ক ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর আর ঘটেনি। কালিপসোদের আতিথ্যে দেবতাদের সমাদরই লাভ করেছেন। পরিচারিকারা স্নান এবং তৈল মার্জনা শেষ করে তাঁকে পোশাক পরিয়ে দিলে তিনি স্নানাগার পরিত্যাগ করে পানশালায় সমবেত অভ্যাগতদের সঙ্গে মিলিত হতে চলে গেলেন।

তখন নাসিকা তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে বিশাল ছাদ বহনকারী একটি স্তম্ভের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। ওডেসিয়ুসের ওপর দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁর চোখ প্রশংসায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন :

"কল্যাণ হোক, হে আমার বন্ধু", আশা করি দেশে ফিরে কখনো কখনো আমাকে তোমার মনে পড়বে। কেননা, তোমার জীবন রক্ষার জন্যে সবার আগে আমার কাছেই তুমি ঋণী।

"রাজকুমারী ন্যাসিকা" জ্ঞানী ওডেসিয়ুস উত্তরে বললেন, "বজ্রাধিপতি এবং হীরার কর্তা জেউসের নিকট আমার প্রার্থনা আমার প্রত্যাবর্তনের দিন যেন আমি দেখতে পাই এবং আমি গৃহে ফিরে যাই। যদি আমার প্রার্থনা সফল হয়, তাহলেও একটি দিনের জনেও আমার জীবনের বাকী সময় তোমার স্মরণ থেকে বিরত হবো না। কারণ, হে মহিমাময়ী নারী, তুমিই আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ।"

এ কথা বলে তিনি এলসিনাসের পার্শ্বের একটি আসনে উপবেশন করলেন। মাংস এবং পানীয় পরিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। একজন অধ্যক্ষ জনপ্রিয় কবি ডেমোডোকাসকে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে একটি উঁচু স্তম্ভের বিপরীতে সবার মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। বিচক্ষণ ওডেসিয়ুস তৎক্ষণাৎ বিশালদেহী পরিপক শূকরের দেহ থেকে, শূকরটির দেহ চর্বিভরা এবং তা এত বড় যে তখন পর্যন্ত তার অর্ধেকও খেয়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। এক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে একজন পরিবেশকের হাতে তা তুলে দিলেন এবং বললেন ঃ

"ওহে, এটা ডেমোডোকাসকে দাও। ভক্ষণ করে আমার অসুখী আত্মার জন্যে তিনি প্রার্থনা করুন। কবিদের কেউ সম্মান ও শ্রদ্ধা না করে পারে না। কারণ, সংগীতদেবী জিউস তাদের এ বিদ্যা শিখিয়েছেন এবং চারণগোষ্ঠীকে তিনি ভালবাসেন।'

পরিচায়ক মাংসটি প্রভু ডেমোডোকাসের হাতে তুলে দিল। তিনি এ যোজনা সানন্দে গ্রহণ করলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তখন পচতুর্ণশ্বে সুসজ্জিত ভোজ্য এবং পেয় দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারে মগ্ন হলেন। তাঁদের তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হলে ওডেসিয়ুস কবির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"ডেমোডোকাস, সর্বোচ্চ প্রশংসায় আপনাকে আমি অভিষিক্ত করি। হয়, জিউস কন্যা মিউজ নয় তো এপ্যালো আপনার শিক্ষক ছিলেন নিশ্চয়ই। কী আশ্চর্য দক্ষতায় আপনি একিয়ানদের বিধিলিপির বর্ণনা করলেন। তাঁদের সাফল্য, তাঁদের দুঃখ, তাঁদের প্রচেষ্টার সমগ্র ভাষ্য রচনা করলেন। যেন আপনি নিজে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কিংবা তাঁদেরই একজনের প্রত্যক্ষ বিবরণে অভিজ্ঞ হয়েছেন। এখন আপনাকে আমি বিষয় পরিবর্তনের অনুরোধ জানাবো। আপনি এখন সেই কাঠের ঘোড়ার গল্পটি বলুন, এথেনির সাহায্যে ইপীয়াস যা বানিয়েছিল। সেই কাঠের ঘোড়া যা আমার প্রভু ওডেসিয়ুস কূটকৌশলে সৈন্য বোঝাই করে ট্রয়ের দুর্গের অভ্যন্তরে পাচার করে দিয়েছিলেন যাতে সেই ওতপাতা সেনাদল ট্রয় ছারখার করে দিতে

পারে। এই সঙ্গীতসুধায় যদি আপনি আমাকে তৃপ্ত করতে পারেন তাহলে সারা বিশ্বের সামনে এ অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে আমার এতটুকুও দ্বিধা থাকবে না যে, কী অপরিমেয় শিল্প প্রতিভায় ঈশ্বর আপনাকে ধন্য করেছেন।

ওডেসিয়ুসের কাছ থেকে মূলকথা জেনে নিয়ে মুখবন্দনায় ঈশ্বরের সাহায্য কামনার পর কবি কাহিনীর দল মেলে চললেন। তিনি শুরু করলেন আরগিভরা যেখানে তাদের কুটির পুড়িয়ে দিয়ে নৌযাত্রায় পাড়ি জমালো সেখান থেকে। ইতোমধ্যেই কাঠের ঘোড়ার ভেতরে লুকিয়ে ওডেসিয়ুস এবং তার দলবল ট্রয়ের সভাস্থলে পেঁছে গেছেন। ঘোড়াটা ট্রোজনরা নিজেরাই দুর্গের ভেতরে টেনে নিয়েছিল। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাকযুদ্ধে উচ্চকিত ট্রোজান নাগরিক দল। তিন ধরনের কথা উঠল। কেউ বললে: তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে ঘোড়াটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়া হোক। আর সব বললে, না, যেখানে আছে থাকুক। দেবতাদের স্তোক দেবার জন্যে শাসক হিসেবে আহুতির প্রতীক হয়ে থাকুক ওটা। শেষের মতটাই টিকে গেল শেষ অবধি। কারণ, এ ছিল নিয়তিরই লিখন। বিশাল কাঠের ঘোড়া ট্রোজানরা লোভের বশে দুর্গের ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে নিয়ে যাবে শ্রেষ্ঠ সব আরগিভ বীরদের। এইভাবে নিজেদের পতন এবং ধ্বংসকে ট্রোজানরা দুর্গের ভেতর নিজেরাই বহন করে নিয়ে গেছে। কবি বলে চললেন, কীভাবে এ্যাচিয়ান বীরবৃন্দ শূন্যগর্ভ কাঠের ঘোড়ার গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দিল, কীভাবে তারা ছড়িয়ে পড়লো শহরের গলিতে গলিতে সাক্ষাৎ যমদূতের মূর্তিতে এবং কীভাবে স্বয়ং এরেসের মতো ওডেসিয়ুস মহতী মেনেলিউসকে সঙ্গে নিয়ে ডিয়েফোবুসের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে, কবি গেয়ে চললেন, তিনি তাঁর জীবনে ভয়ংকরতম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। পরিশেষে এথেনার অসীম কৃপায় জয়ী হলেন তিনি।

কবির কাহিনী শুনতে শুনতে ওডেসিয়ুস কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অশ্রুতে তাঁর গণ্ডদ্বয় ভিজে গেল, গড়িয়ে পড়তে লাগলো চক্ষু থেকে। আত্মপরিজন এবং নগর রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুর হাতে নিহত বীরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে তাঁর স্ত্রী যেমন করে রোদন করে ওডেসিয়ুস তেমনি কাঁদতে লাগলেন। সেই রোদনশীলা রমণী তাঁর স্বামীকে মৃত্যুর তীক্ষ্ণ শরের মুখে বিদ্ধ হতে দেখতে পায়, সে তাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে আর বিলাপে উচ্চকিত

হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্দয় শত্রুদল বেঁধে এসে তার কাঁধ আর পিঠ সঙ্গীনের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে, দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে এক দুঃখময় দুর্বহ জীবনে তাকে ঠেলে দেয়, শোকের অশ্রুতে তার গণ্ডদ্বয় ক্রমাগত ভিজে যেতে থাকে। এ মুহূর্তে ঠিক তেমনি সকরুণ অশ্রু ওডেসিয়ুসের চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো। সবার কাছেই তা লুকাতে তিনি সক্ষম হলেন বটে, কিন্তু এলসিনাস ঠিক তাঁর পাশেই বসে ছিলেন বলে কিছুই তার অজানা রইল না। ওডেসিয়ুসের গভীর দীর্ঘশ্বাস তিনি শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ফ্যায়াশিয়ান নৌ-সেনানীদের লক্ষ্য করে বলে উঠলেন :

"দয়া করে সবাই চুপ করুন। ডেমোডোকাসের বাদ্যধ্বনিও ক্ষান্ত হোক। মনে হয়, এ সঙ্গীত সবার জন্যে সমান সুখদ নয়। আমাদের রাত্রির আহার এবং কবির সঙ্গীতের সূত্রপাত মাত্রই আমাদের মাননীয় অতিথি বিরামহীন কান্নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। কোনো তীক্ষ্ণতম বেদনা সম্ভবত তাঁর আবেগ উত্থিত করে তুলেছে। কবি তাঁর সঙ্গীত বন্ধ করুন। তাহলে হয়তো আমরা নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত সবাই একই রকম সুখে সখী হয়ে উঠতে পারব। তাই কি অধিকতর প্রীতিকর হবে না! এ আয়োজনের সবই তো আমাদের যোগ্য অতিথির জন্যেই। এই বিদায়ী ভোজ এবং প্রীতি উপহারসমূহ সবই তো আমাদের হৃদয়ের উত্তাপেরই পরিচয়, নয় কি! সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তির নিকটই আগন্তুক বা সাহায্যপ্রার্থী ভ্রাতৃতুল্য বৈ তো নয়।

"আর মহাত্মন, আপনাকেও বলি, আপনিও সমান বন্ধুভাবাপন্ন হোন — কোনো মুখ্য কারণেই আমি যে প্রশ্ন করব তার উত্তর দানে বিরত হবেন না। স্পষ্টভাষী হওয়াই আপনার জন্যে সবচেয়ে সৌজন্যমূলক হবে। আপনি আপনার পরিচয় বিবৃত করুন, বলুন আপনার নাম, যে নামে আপনি আপনার পিতামাতা বন্ধুবান্ধব শহরে নগরে এবং স্বদেশে পরিচিত। উঁচু এবং নিচু বংশের যেই তিনি হোন না কেন, নামবিহীন এই বিশ্বে কেউ নন। জন্ম-গ্রহণ মাত্রই প্রত্যেকেই পিতৃ পরিচয় ধারণ করেন। আপনি অবশ্য এ-কথাও বলবেন, কোন দেশ থেকে আপনি এসেছেন, কোন রাষ্ট্রের প্রতি আপনার আনুগত্য, কোন নগরের আপনি নাগরিক ? এইসব তথ্য জানা প্রয়োজন এই জন্যে যে, এতে আমার নাগরিকদের পক্ষে সঠিক পথ অনুধাবন করে আপনাকে আপনার গন্তব্যে পেঁছে দেয়া সম্ভব হবে। কেননা, অন্য সব জাহাজের মতো ফ্যায়াশিয়ানদের কোনো কর্ণধার নেই, নেই কোনো হাল।

আমাদের জাহাজ সহজাতভাবে অনুভব করে মাল্লারা কী ভাবছে, তারা কী করতে চায়। তারা প্রতিটি নগর প্রতিটি উর্বর ভূমি চেনে। কুয়াশা এবং মেঘে আবৃত হয়েও অন্তহীন সমুদ্রে দ্রুত তারা পথ করে নেয় সুনিশ্চিত, না আছে ক্ষতির কোনো ভীতি, না আছে জলডুবির কোনো আশংকা। সেই সঙ্গে আপনাকে আমি একটি সতর্কবাণীও জানাতে চাই। আমার পিতা নসিথাসের কাছে আমি এটা শুনেছি। তিনি বলতেন, আগন্তুকদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর যে সুবিধা আমরা ভোগ করি পসিডন তাতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কোনো এক সময় ঈশ্বর আমাদের একটি সুনির্মিত জলযানকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথ কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্রে ধ্বংস করে দেবেন এবং আমাদের নগরকেও বিশাল পর্বতের প্রাচীরে আচ্ছন্ন করে ফেলবেন। বৃদ্ধ রাজা এ কথা বলতেন। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, কিংবা যা আছে তা অক্ষুণ্ণও থাকতে পারে। তাঁর ইচ্ছাই সব।

"এখন আসুন, আপনি আপনার বৃত্তান্ত বলুন। কোন সব জনবসতি-পূর্ণ দেশ আপনি ভ্রমণ করে এসেছেন? কোন সব মনোরম নগর আপনি পরিদর্শন করেছেন? কী ধরনের সব সেখানে বসবাস করে? হিংস্র এবং শৃংখলাবিহীন বর্বরদের সঙ্গেই কি আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছে না, বন্ধুভাবাপন্ন, ঈশ্বরভীরু, সমষ্টির সান্নিধ্যও আপনি লাভ করেছিলনে? দয়া করে বলুন আরগিভ আর ট্রয়ের পতনের বিষাদ কাহিনী কী গোপন বেদনা আপনার মনে জাগ্রত করেছে যে আপনি কেঁদে আকুল হয়ে গেলেন। বিপদের জালে-বোনা যে সব ঘটনাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সঙ্গীতের উৎস হয়ে ওঠে সেগুলি কি দেবতাদেরই হাতে গড়া না? সম্ভবতঃ আপনার কোনো সহৃদয় জ্ঞাতি ইল্যুউমে মৃত্যুবরণ করেছেন আপনার জামাতা, কিংবা আপনার স্ত্রীর পিতা নিজের গোষ্ঠী এবং রক্ত সম্পর্কের বাইরে এঁরাই তো সবচেয়ে কাছের বলতে হয়? কিংবা সম্ভবতঃ কোনো প্রাণাধিক বন্ধু, যিনি আপনার হৃদয় জয় করেছিলেন? সহমর্মী বন্ধু ভাইয়ের চাইতে কিছু তো কম না।"

৯

সাইক্লোপস

রাজার কথার উত্তরে বৈচিত্র্যময় জীবনের নায়ক ওডিসিয়ুস তাঁর কাহিনীর শুরু করলেন ঃ

"প্রভু এলসিনাস, হে শ্রদ্ধেয় রাজন, আপনার দেবকণ্ঠ কবিয়ালের সঙ্গীত শ্রবণ সত্যিই প্রীতিকর ব্যাপার। সকলের মনে উৎসবের আনন্দ, ভোজ-সভায় সঙ্গীত প্ররিবেশিত হচ্ছে টেবিলে মাংস এবং রুটির উপাচার সজ্জিত এবং পরিচারকাবৃন্দ ঘুরে ঘুরে পাত্র পূর্ণ করে চলেছেন সুপেয় মদে — এর চেয়ে আনন্দজনক আর কি হতে পারে। আমি এই মনে করি। এ এক প্রকৃষ্ট মুহূর্ত।

"যা হোক, আমার দুর্দশা সম্পর্কে জানতে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হয়তো এতে আমার শোক গভীরতরই হবে। তা হোক। কিন্তু কোথা থেকে আমি শুরু করব, কোথায় করব শেষ? কারণ, যে দুঃখের ভার দেবতারা আমার শিরে অর্পণ করেছেন তার তালিকা যে দীর্ঘ। আমি বরং আমি আমার নাম বলি। এই প্রত্যাশায় বলব, যদি কোনোদিন সময় আসে আর আমি নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাই তাহলে যেন আপনারা জানতে পারেন যতদূরেই থাকি না কেন কত বড় বন্ধু আমি আপনাদের হয়ে গেছি।

"আমি ওডেসিয়ুস, লেয়ারটেসের পুত্র। সমগ্র বিশ্বে আমার রণকৌশল বিদিত, আমার খ্যাতি স্বর্গ অবধি বিস্তৃত। ইথাকার সুনীল আকাশের কোলে আমার দেশ। বনানীর বৈচিত্র্য আমার বৈশিষ্ট্য। অনেক জনবসতিপূর্ণ দ্বীপমালা আমাদের প্রতিবেশী। এর মধ্যে রয়েছে ডলিচিয়্যাস, সেম এবং বন-রাজিঘেরা জাসিনথুস। কিন্তু ইথাকা পশ্চিম ঘেঁষে সমুদ্রের কণ্ঠলগ্ন, আর-গুলি সব ঊষা আর সূর্যোদয়ের দেশ। বন্ধুর দেশ, কিন্তু জনবসতির উৎকৃষ্ট ধাত্রী। আর আমি? আমি তো সেই, যার চোখে স্বদেশের চাইতে প্রিয়তম ভূমি আর কিছুই হতে পারবে না। দেবী ক্যালিপসো তাঁর পাতালপুরীর প্রাসাদে আটকে চোখে চোখে রেখেছেন। কারণ, আমার স্ত্রী হওয়ার জন্যে তোমার ত্রুটি তিনি করেন নি। ঠিক একই উদ্দেশ্যে এ্যাইয়ান যাজকরী সার্সি'ও আমাকে তাঁর প্রাসাদে আটকে রেখেছিল। কিন্তু তারা কেউই আমার

হৃদয় জয় করতে পারেনি। তাই বলছি স্বদেশ আর পিতামাতাই প্রত্যেকের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। স্বজন থেকে দূরে যত ঐশ্বর্যময় দেশের সুখাতেই সে তৃপ্ত হোক না কেন মাতৃভূমি তাকে টানবেই। যা হোক, ট্রয় থেকে ফেরার পথে যে ভয়ানক সমুদ্রযাত্রায় জিউস আমাদের নিপতিত করেছিলেন সে-কথাই আমি এখন আপনাদের বলি।

"একই বাতাসে আমরা ইলাউস থেকে সিসনস দেশের ইসামারূস চলে এলাম। আমি লুন্ঠন করি এবং যারা বাধা দেয় তাদের ধ্বংস করে দিই। বিজিতদের স্ত্রীকুল এবং নগরের প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য আমার লোকজনদের ভেতর আমরা যতদূর সম্ভব যোগ্যভাবে ভাগ করে দিই। কিন্তু আমার মূর্খ অনুচররা তা মানল না। অঢেল মদ ছিল, ছিল অঢেল গবাদি পশু। তারা সমুদ্রতীরেই ক্লান্তিহীন মদ্যপান এবং মেষ ও চর্বিমথিত গবাদি পশু হত্যায় মত্ত হয়ে রইল। ইতোমধ্যে সিসনসরা সাহায্যের জন্য অন্য সিসনসদের ভেতর আবেদন জানাতে শুরু করে দিল। উঁচুভূমির সিসনসরা ছিল অসংখ্য এবং শ্রেষ্ঠতর তারা যুদ্ধ বিশারদও ছিল রথ এবং পায়দল উভয় ক্ষেত্রেই। মৌসুমী কালের লতাগুল্মের মতো সঘন সংঘবদ্ধ আকারে প্রত্যুষে তারা আপতিত হলো আমাদের ওপর। মনে হল, জিউস আমার অনুচরদের জন্যে নিকৃষ্ট-তম পরিণতি যেন ঘনিয়ে তুলেছেন, বড়ই দুঃসময়ের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। জাহাজের বহর সম্মুখ সমরে রত হলো, চলতে লাগলো বর্শার ছোড়া-ছুঁড়ি। সকাল এবং মধ্যদিন পর্যন্ত আমরা বৃহত্তর শত্রুসেনাদের ঠেকিয়ে রাখলাম বটে, কিন্তু যে সময় সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করে এবং কৃষকেরা তাদের জোয়ালগুলি বৃষের স্কন্ধ থেকে উঠিয়ে নেয় ও কাজ শেষ করে, তখন থেকে সিসনসরা প্রবলতর হয়ে উঠলো এবং একিয়ানদের ব্যূহ ভেঙে ফেলল। আমার প্রত্যেক জাহাজের ছয়জন করে সৈনিক মৃত্যুবরণ করলো। বাকী আমরা সবাই পালিয়ে জীবন নিয়ে ফিরলাম।

"ইসামারূস থেকে ভগ্ন হৃদয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। কারণ, আমাদের অস্ত্রধারী-সংগীদের দরুনই আমাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছিল। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তাঁদের তিনবার সামরিক অভিবাদন জ্ঞাপন না করে আমি জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দিলাম না। বায়ুবিধাতা জিউস এবার উত্তর দিক থেকে ভয়ানক এক ঝড়ো হাওয়া ঠেলে দিলেন আমাদের জাহাজগুলির উপর। মৃত্তিকা এবং সমুদ্র একইভাবে তিনি মেঘাবৃত করে ফেললেন। জাহাজগুলি বায়ুর তাড়নায় হেলে পড়লো, পালগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মৃত্যুভয়ে কাতর আমরা সব পাল নামিয়ে পাটাতনে রেখে দিলাম। প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে তীরের দিকে বেয়ে চললাম তারপর। দু'রাত দু'দিন এমনিভাবে

চললো একটানা। ক্লান্তি উৎকণ্ঠায় আমরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলাম। পরিশেষে তৃতীয় উজ্জ্বল সূর্যের সুন্দর মুখ দেখা দিল। আবার মাস্তুলে খাটালাম আমরা, সাদা পাল দিলাম তুলে। বাতাস আর মাল্লাদের হাতে আবার জাহাজের মুখ সোজা করার ভার ফিরে এলো। বাস্তবিক পক্ষে হয়তো আমি দেশে সুস্থ ও নিরাপদ পেঁছেই যেতাম, যদি না স্ফীত তরঙ্গমালা, প্রবল সমুদ্রস্রোত এবং উত্তর বায়ু—সব একত্রে মিলে বাধা না হয়ে দাঁড়াত। মেলিয়ার কাছে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো, পথভ্রান্ত হয়ে সাইথেরা পেরিয়ে আমরা অজানা ভেসে গেলাম।

"মৎস্যমথিত সমুদ্রের ভেতর পুরো নয়টি দিন সেই অভিশপ্ত ঝঞ্ঝা আমাকে তাড়িত করে চললো। দশম দিনে পদ্মভুকদের দেশে আমরা উপনীত হলাম। এখানকার অধিবাসীরা উদ্ভিদভোজী। জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা তীরে অবতরণ করলাম মাল্লারা মধ্যাহ্নভোজের দ্রুত গ্রহণের উদ্যোগ নিল। পানাহার শেষ হওয়ামাত্র আমি একজন সংবাদবাহকসহ দু'জন লোককে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের খোঁজ খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পদ্মভুকদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। স্থানীয় লোকেরা আমার সংগীদের হত্যার কথাটি ভাবেইনি। তারা শুধুমাত্র তাদের কিছু পদ্ম দিয়েছিল খেয়ে দেখার জন্যে। কিন্তু হায়, সেই সুমিষ্ট পদ্ম খাওয়ামাত্র ওদের প্রত্যেকের মন থেকেই আমাদের কাছে ফিরে আসার কথা কী ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা মুহূর্তের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল। একটি মাত্র ইচ্ছাই এখন তাদের মধ্যে জেগে থাকলো এবং তা হলো, পদ্মভুকদের সঙ্গে সেইখানেই থেকে যাওয়া, তাদের যে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘর আছে তা চিরতরে ভুলে যাওয়া। জাহাজে তাদের ফিরিয়ে আনতে আমাকে জোর খাটাতে হয়েছিল, সারা পথে তারা কেঁদেছে। কিন্তু জাহাজে তুলেই তাদের আমি আসনসারির নীচে টেনে নিয়ে শৃংখলে বেঁধে ফেললাম। তারপর আমি আমার অনুগত নাবিকদের তক্ষুণি দ্রুত জাহাজ চালাতে বললাম। ভয় হচ্ছিল, আর কেউ না আবার পদ্ম খেয়ে ফেলে বাড়ীর কথা একদম ভুলে যায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে উঠে এলো, দাঁড়ের আসনে বসে সমুদ্রের সফেদ জলে ক্রমাগত আঘাত হেনে চললো।

"ক্ষুণ্ণ মনে আমরা সেই দেশ পরিত্যাগ করলাম। এরপর আমরা সাইক্লোপদের দেশে এসে উপস্থিত হলাম। ভয়ংকর স্বভাব অসভ্য জাতি এরা। একটি গাছও এরা বোনে না, এক টুকরো মাটিও এরা চাষ করে না। নিয়তির উপর নির্ভর করে এদের দিনপাত। যা কিছু শস্য তারা পায়, সবই অচষা, অবোনা। যব, গম এবং আঙুরজাত মদ, বৃষ্টির দাক্ষিণ্যে প্রায় সবটাই স্বয়ম্ভু

আইনসভা নেই এদের, নেই কোনো নির্ধারিত নীতিমালা। পর্বতশিখরের গুহায় তাদের বসবাস, যেখানে প্রতিটি মানুষই তার সন্তান এবং স্ত্রীদের জন্যে কানুনদাতা। কেউ তার প্রতিবেশিকে কানাকড়িও মূল্য দেয় না।

"উপকূল থেকে খুব দূরে নয়, আবার খুব কাছেও নয়, এমন একটা স্থানে প্রচুর্যভরা একটা দ্বীপ রয়েছে। বনানী ঘেরা, অগণিত অজরাজির বাসস্থলে সেটা। অজ সকল বন্য। কেননা মানুষের আনাগোনায় ওদের কখনো সংত্রস্ত হতে হয় নি, কিংবা শিকারী দলও তাদের কুকুর নিয়ে ওদের বশে আনতে বা পর্বতের চূড়ায় বিচরণ করতে এ দ্বীপে কখনো হানা দেয় নি। এ দ্বীপ চারণ-ক্ষেত্রও নয়, চাষক্ষেত্রও নয়। চিরকাল অব্যবহৃত রয়ে গেছে। আর সেজন্যই মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে না বলে এ স্থান গর্জনমুখর অজকুলের জন্যে অবাধ স্বর্গভূমি হয়ে উঠেছে। সাইক্লোপসদের নীল লোহিত চূড়া শোভিত জাহাজ নেই আমাদের মতো, না আছে জাহাজের কারিগর—দূর বিদেশে সাগর পেরিয়ে বাণিজ্যে যাবে সওদাগর তা আর সম্ভব হয় কি করে? তেমন সব শিল্পী থাকলে সাইক্লোপসদের এই দ্বীপ সুন্দর সমৃদ্ধ উপনিবেশে পরিণত হতে পারত। কারণ এ দেশ দরিদ্র না কোনো মতেই। প্রতি মৌসুমেই ফসল-দায়িনী হওয়ার ক্ষমতা এর অন্তর্গত। ধূসর সমুদ্রের তীর ধরে রয়েছে সুমিষ্ট জলাশয়, যেখানে আঙুরের ফলন কখনো বিনষ্ট হবে না। আর কর্ষণযোগ সমতল ভূমির পরিমাণও বিশাল। আবরণের নীচের মৃত্তিকা খুবই উর্বর প্রতিটি মৌসুমের জন্যেই ওরা নিশ্চিন্ত ফসল বপনের ওপর নির্ভর করতে পাবে। উপরন্তু এদের রয়েছে নিরাপদ বন্দর যেখানে নোঙরের এমনকি রজ্জুবন্দনীরও প্রয়োজন পড়ে না। নাবিকরা তীরে নৌকো ভিড়িয়ে রাখবে এই যা। আত্মাগণ এবং অনুকূল বায়ুই চালিয়ে দেবে নৌকা, তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হবে মাত্র। পরিশেষে বন্দরের মুখে রয়েছে সুপেয় জলের একধারা স্রোত, পপলারকুঞ্জ থেকে নির্গত হয়ে ধীরে বয়ে চলেছে।

"এই ছিল সেই স্থান, আমরা নোঙর করলাম। নিশ্চয়ই কোন দেবত রাত্রির ঘোর অন্ধকারের ভেতর আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছেন, নইলে এগুনে অসাধ্য ছিল। জাহাজগুলি ঘন কুয়াশায় ঘেরা ছিল, মেঘের গাঢ় আবর ভেদ করে চাঁদের এক কণা আলোও মাথার ওপর এসে পড়ছিল না। অবস্থায় আমরা কেউই দ্বীপটিকে দেখতে পাই নি, এমনকি সমুদ্র-তরঙ্গ তীরে আছড়ে পড়ছে তা-ও বুঝতে পারি নি। জাহাজগুলি নিজে নিজে ভূমিতে গিয়ে ঠেকেছিল। জাহাজ তীরস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পা

নামেইনি। তারপর আমরা তীরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যে যেখানে ছিলাম ঘুমিয়ে পড়লাম। এ ভাবেই মঙ্গলময় ভোর পর্যন্ত আমাদের কেটে গেল।

"সজ্ঞে ঊষা এসে তার উজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে আকাশ আলোকিত করলো যখন, আমরা আনন্দে মুখর হয়ে দেখতে পেলাম এই দ্বীপ, সবাই বেরিয়ে পড়লাম অনুসন্ধানে। এ মুহূর্তে আমাদের দলবল যাতে কিছু খেতে পায়, বোধকরি সেজন্যেই জিউসকন্যা নিমফ্‌সগণ পর্বত অজসমূহ তাড়িত করতে লাগলেন। সরাসরি আমাদের চোখে পড়ে গেল সেগুলি। জাহাজ থেকে ধনুর্বান এবং সুদীর্ঘ বর্শা নিয়ে এলাম আমরা, তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে শিকারে লিপ্ত হলাম। ভাগ্যের অনুগ্রহে স্বল্পক্ষণেই আমাদের সংগ্রহ সন্তোষজনক হয়ে উঠল। আমার বহরে বারোটি জাহাজ ছিল। প্রতিটির ভাগে নয়টি করে পড়লো, আমার জন্যে বিশেষ বরাদ্দ করা হলো দশটি। সারাদিন ধরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা বসে কাটালাম—প্রচুর উপাদেয় মাংস সুস্বাদু মদ সহযোগে গলাধকরণ করছি এভাবে চলল যতক্ষণ না আমাদের জাহাজগুলির মদের ভান্ডার প্রায় শূন্য হয়ে এলো। কিছু অবশ্য তখনো অবশিষ্ট রয়ে গেলো, কেননা, সিসনসদের দুর্গ লুণ্ঠনের সময় মদ্য পাত্রগুলি আকণ্ঠ ভরে নেবার বিরাট সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। সেখান থেকে সাইক্লোপসদের বসতির দিকে লক্ষ্য করার প্রয়াস পেলাম, দেখতে পেলাম তাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড, শুনতে পেলাম তাদের কণ্ঠস্বর এবং তাদের মেষ আর অজকুলের চিৎকারধ্বনি। সূর্য অস্তপাটে গেলেন, রাত্রি নেমে এলো আর আমরা সমুদ্রকূলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"প্রত্যূষের গোলাপী আভা দেখা দেয়া মাত্রই সেনাদলকে আমার আদেশ জানিয়ে দিলাম। 'আমার উত্তম বন্ধুগণ, 'আপাততঃ আমি চাই তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আমার নিজের জাহাজ এবং মাল্লাদের নিয়ে পরখ করে দেখতে চাই কী ধরনের লোকের বসবাস সেখানে—তারা নিষ্ঠুর, রীতিনীতিহীন বর্বর, না, অতিথি-বৎসল, ঈশ্বর ভীরু মানুষ।'

"জাহাজে উঠে আমার লোকদের আমাকে অনুসরণের আদেশ দিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিতে বললাম। তৎক্ষণাৎ তারা উঠে এলো, নিজ নিজ জায়গায় বসে গেল, এবং দাঁড়ের আঘাতে ধূসর জল মথিত করতে লাগলো। মূল ভূখণ্ডের উপকূল বেশী দূরে নয়। সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানটির দিকে অগ্রসর হতে একটি গুহা আমাদের দৃষ্টিপথে পড়লো, সমুদ্রের পাড়ে, সমুন্নত প্রবেশদ্বার, বৃক্ষাচ্ছাদিত। এখানে রাত্রিকালে বিরাট

থিরাট মেষ এবং অজপাল পুরে রাখা হয় গুহামুখে ভারী পাথরে ঘেরা প্রাঙ্গণে রয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘদেহী পাইন আর ঘন পল্লবিত ওকগাছ। এক দৈত্যের গুহা এটা। কোষ্ঠে পরিত্যক্ত নিভৃত আস্তানা এটা তার, স্বজনদের সংগে যোগাযোগ তার নেই, আর নিঃসঙ্গ মেষপালক, নিজের মতো উচ্ছৃংখল জীবন কাটিয়ে চলেছে। কী ভীষণ দৈত্য। অন্নভোজী মানুষ দিয়ে তাকে কল্পনাও করা যায় না। বরং উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে দাঁড়ানো সমুন্নত সুবিশাল ঊর্ধমুখ বৃক্ষের নির্জনতার সঙ্গেই কেবল তাকে তুলনা করা যেতে পারে।

"এ সময় আমার অনুগত ভৃত্যবর্গকে সেখানেই অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম এবং বারোজন বাছাই করা লোককে সঙ্গে নিয়ে নিজে এগিয়ে গেলাম। একটি অজচর্মের থলের ভেতর খানিক সুপেয় গাঢ় মদ সঙ্গে নিলাম। এ মদ আমাকে ইউয়ানথেসের পুত্র স্যারণ আমাকে দিয়েছিলেন। ইউয়ানথেস ছিলেন এ্যাপোলোর পুরোহিত এবং এ্যাপোলো ইসমারুসের পৃষ্ঠপোষক দেবতা। ইসমারুস লুণ্ঠনকালে স্যারুণের গৃহে আমরা যখন যাই তখন তাঁর পদের এবং তাঁর গৃহস্থিত এ্যাপোলোর প্রিয় কুঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমরা তাঁকে সন্তান ও স্ত্রীকে রক্ষা করি। প্রতিদানে তিনি আমাকে কিছু মূল্যবান উপহার প্রদান করেন, সাতটেলেণ্ট স্বর্ণমুদ্রা, খাঁটি রৌপ্যনির্মিত মদ মেশানোর পাত্র এবং পুরো বারো কলসী উত্তম অমিশ্রিত মদ। কী উপাদেয় পানীয়! সব পরিচারক-পরিচারিকার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা, বস্তুতঃ সবার দৃষ্টি থেকেই, কেবল নিজে, স্ত্রী এবং একজন মাত্র গৃহাধ্যক্ষ জানত এ বিষয়ে। যখন তাঁরা এই লাল সুমিষ্ট মদ পান করতেন, এক পেয়ালা মদে বিশ পেয়ালা জল মিশিয়ে নিতেন, তবুও যে সুঘ্রাণ পাত্র থেকে ছড়িয়ে পড়তো তা ছিল অপ্রতিরোধ্য। আর তখন সংযম অর্থহীন মনে হতো।

"যাহোক, একটি বড় বোতলে এই মদ আমি ভরে নিলাম থলেতে, কিছু খাদ্যও পুরে নিলাম। কারণ, আমার মনে আশংকা ছিল, যদিও আমি ভীতু নই, তবু এক ভয়ংকর শক্তির মুখোমুখি হতে আমরা যাচ্ছি। যার কাছে ঈশ্বর এবং মানুষের রীতিনীতির কোনো মূল্যই নেই। গুহায় পৌঁছতে আমাদের বিশেষ বিলম্ব হলো না, তবে এর অধিকারীকে সেখানে আমরা দেখতে পেলাম না। সে তার হৃষ্টপুষ্ট মেষপাল চারণভূমিতে নিয়ে গেছে। আমরা ভেতরে গেলাম এবং সব কিছু ভালো করে পরখ করে দেখতে লাগলাম। সেখানে পনির ঝুরি ভর্তি ছিল, খোঁয়াড়গুলো নানা ধরনের মেষে বোঝাই, ছোট বড়, সব শ্রেণীর আলাদা আলাদা বাঁধা। পাত্রগুলি সুনির্মিত, ঝোলে টইটুম্বুর।

"আমার লোকেরা প্রথমেই কিছু পনির উদরস্থ করে মেষগুলোসহ জাহাজে ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যত তাড়াতাড়ি ঐগুলো হাঁকিয়ে জাহাজ সাগরের নোনা জলের ভেতরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ততই ভালো। এটাই তারা আমাকে বুঝাতে চাইল। অবশ্য সব দিক থেকে এ পন্থাই শ্রেয়। কিন্তু আমি এতে রাজী হলাম না। গুহার অধিকারীকে দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল আমার মনে, সেই সঙ্গে কিছু বন্ধুসুলভ উপহার প্রাপ্তির প্রত্যাশা। সবই দুরাশায় পরিণত হয়েছিল। সে আসার পর এক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা।

"আমরা আগুন জ্বালালাম, পশু বলি দিয়ে দেবতার নামে উৎসর্গ করলাম। পনির খেলাম। আহার সমাপ্ত করে বসে রইলাম তার আগমনের প্রতীক্ষায়। অবশেষে রাত্রির আহারের সময় সে এলো বিশাল শুকনো কাঠের বোঝা বয়ে মেষের পাল তাড়াতে তাড়াতে। ভয়ংকর শব্দে বোঝাটা সে গুহার মেঝেতে ফেলে দিল, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা আরো ভেতরে লুকিয়ে পড়লাম। গুহার প্রশস্ততর অংশে দুধেলা অজসার মেষগুলি সে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। পুরুষ মেষ এবং অজগুলি গুহার বাইরে প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণেই রইল। তারপর একটি বিশাল পাথর দিয়ে সে গুহামুখ বন্ধ করে দিল। সে প্রস্তরখণ্ড এত বড় যে আমাদের কারো পক্ষেই চার চাকার গাড়ীর সাহায্য নিয়েও তা নাড়ানো সম্ভব হবে না। এতেই গুহামুখ রুদ্ধ করতে যে প্রস্তর সে ব্যবহার করলো সে সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা ধারণা হবে। তারপর মেষ আর অজগুলির দুধ দুহানো শুরু করল, খুবই সুশৃংখলভাবে, দোহনের পর প্রত্যেক শাবককে ওর মার কাছে ছেড়ে দিল। অর্ধেক শাদা দুধ দুই বাঁশের ঝুরিতে সাজিয়ে রাখলো। কাজ শেষ করে আগুন জ্বালালো সে। তখন আমরা তার চোখে পড়ে গেলাম। নানা প্রশ্ন শুরু করল :

"অচেনা সব লোক। আরে, তোমরা সব কারা? সমুদ্র পেরিয়ে তোমারা কোথা থেকে এসেছ? তোমরা কি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেছো? না, সমুদ্র চষে বেড়াও সেই জলদস্যুদের মতো যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও অপরের সর্বনাশ সাধন করে?'

"ভয়ে আমাদের প্রাণ বেরুবার উপক্রম। গমগমে কণ্ঠস্বর আর দৈত্যকে ঐ প্রত্যক্ষ অনুভব নিদারুণ ভীতিতে আমাদের মুহ্যমান করে ফেলল। তথাপি কোনোক্রমে উত্তরে কিছু কথা আমি গুছিয়ে নিলাম :

"আমরা এ্যাচিয়ান,' আমি বললাম, ট্রয় থেকে ফেরার পথে সমুদ্রে বিপরীত বায়ুতাড়িত হয়ে পথভ্রান্ত হয়েছি। এখানে আসার পরিকল্পনা

তো দূরের কথা, আমরা এখন সোজা ঘরে ফিরতে চাই। কিন্তু আমরা দিশা হারিয়েছি। মনে হয়, জিউসের তাই ইচ্ছা। এরিটিউসের পুত্র এ্যাগামেমননের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত আমরা, এ-জন্য গর্বিত। ইলাউস নগর এবং তার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তিনি নিজেকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। হতভাগ্য আমরা আপনার এখানে এসেছি সাহায্যের আশায়। বন্ধুর মতো আপ্যায়ন করবেন, হয়তো আরো দয়ার্দ্র ব্যবহারে কৃতার্থ করবেন এই কামনা। আতিথেয়তার রীতিনীতি আপনার জানা। আমি আবেদন করি, হে সহৃদয় মহাত্মন, ঈশ্বরের প্রতি আপনার কর্তব্য স্মরণ রাখতে। আপনার করুণার কাছেই আমরা নিজেদের সমর্পণ করছি। অতিথি এবং সাহায্যপ্রার্থীকে জিউস বিমুখ করেন না। পর্যটকদের দেবতা তিনিই। তাদের যাত্রা সুরক্ষিত এবং অস্তিত্ব নিরাপদ তিনি রখেন।

"এ-কথা আমি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্করুণ উত্তর এলো, 'আগন্তুক নিশ্চয়ই তুমি এক নির্বোধ। হয়তো দূর অজানা কোনো জায়গা থেকে আমাকে ধর্মশিক্ষা দেয়ার জন্যে তুমি এসেছ, দেবতাদের ভয় আর শ্রদ্ধা দেখাতে। আমরা সাইক্লোপরা ঢালধারী জিউসকে কানাকড়ি পরোয়া করি না। বাদ-বাকি সুকপালে দেবতাদেরও না। কারণ, আমরা ওদের চাইতে বহুগুণে ধনশালী। তোমাকে কিংবা তোমার সঙ্গীদের জিউসের ভয়ে ছেড়ে দেব, এমন ঘটনা আমাকে দিয়ে কখনো ঘটবে না। কিন্তু কোথায় তোমাদের জাহাজ নোঙর করেছ, সে কথা এখন আমাকে বল। সমুদ্রোপকূলে, না, কাছে কোথাও? আমি তা দেখতে চাই।'

"আমাদের সম্পর্কে আরো খোঁজ-খবরের উদ্দেশ্যেই তার এই প্রশ্ন। কিন্তু তাকে আমি ইতোমধ্যেই ভালোভাবে চিনে ফেলেছি। সেজন্যে উত্তরে আমি প্রতারণার আশ্রয় নিলাম।

" 'আমার জাহাজ', বললাম, 'আপনাদের দেশের কূলে এসে ভূকম্পনের দেবতা পসিডনের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বাতাস তীরের দিকে আমাদের ঠেলে নেয়। তিনি জাহাজটিকে প্রবলভাবে পাহাড়ের গায়ে ছুঁড়ে দেন। আমি এবং আমার বন্ধুরা কোনক্রমে প্রাণে বাঁচি।'

"নিষ্ঠুর বর্বরটি এ-কথার উত্তরে কিছুই বললো না। বরং সে লাফিয়ে উঠে আমার সঙ্গীদের দুজনকে ধরে ফেললো এবং তাদের মাথা মেঝেতে ঠুকে দিল, আহা বীরোচিত যুবক ছিল তারা! তাদের মগজ গড়িয়ে পড়লো, মাটিতে শুষতে লাগলো। প্রতিটি অঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে তাদের টুকরো টুকরো করলো, তারপর পার্বত্য সিংহের মতো চললো তার ভোজপর্ব, মাংসমজ্জা

অস্ত্র—সব নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরামহীন। আর আমরা অসহায় কান্নায় ভীত সন্ত্রস্ত, এ দৃশ্যে হতচকিত, জিউসের নিকট হাত তুলে নীরবে প্রার্থনায় নিঃসাড় হয়ে রইলাম। মনুষ্য মাংসে আহার শেষে সাইক্লোপটি তার বিরাট উদর পূর্ণ করে নির্জলা দুধে তৃষ্ণা মেটালো, তারপর শুয়ে পড়লো গুহার ভেতরেই পশুপালের সঙ্গে। এখন আমার পৌরুষ আমাকে সক্রিয় হয়ে ওঠার মন্ত্রণা দিল। ভাবলাম, তরবারি দিয়ে বুকের ঠিক জায়গাটায় আঘাত হানতে হবে। কিন্তু আবার ভাবলাম, তাহলে, সাইক্লোপটার সঙ্গে আমাদের শেষ হয়ে যেতে হবে। কারণ, যে পাথর দিয়ে গুহামুখ রুদ্ধ, তা আমরা কখনোই সরাতে সক্ষম হবো না। সুতরাং আপাতত দীর্ঘশ্বাস ভরাক্রান্ত মনে আমরা সকাল হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

"কোমল ঊষা পূর্বাকাশে তার রঞ্জিত গোলাপ সমুদয় মেলে ধরা মাত্রই সাইক্লোপস আগুন জ্বালালো, অপূর্ব মেষগুলোর দোহন কাজ শেষ করলো নিখুঁত নিয়মে প্রতিটি শাবককে তার মায়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে। প্রত্যুষের এই প্রস্তুতির পর পুনর্বার আমার সঙ্গীদের ভেতর থেকে আরেক জোড়া লোক ছিনিয়ে নিল সে প্রাতঃরাশের জন্যে। আহারের পর অনায়াসে গুহামুখের পাথর সরিয়ে সে চর্বিথলমলে পশুপাল নিয়ে বার হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গুহামুখ আবাব বন্ধ করে দিল। এত সহজে সে এ কাজ করলো যেন ঢাকনা দিল মাত্র। তারপর শিষ কাটতে কাটতে বিশাল পশুপাল নিয়ে প্রান্তরের দিকে চলে গেল। এদিকে আমি মনের মধ্যে হত্যার অভিসন্ধিতে অস্থির হয়ে উঠলাম—এ্যাথিনি যদি আমার প্রার্থনা শুনে কোনো পন্থা বার করে দিতেন! অবশেষে উত্তম এক ফন্দি আমার মাথায় এলো। খোঁয়াড়ের কাছে সাইক্লোপের বিশাল এক যষ্টি পতিত ছিল। অলিভ কাঠে তৈরী, শুকিয়ে পাকানো, কখনো সখনো হাতে বহন করে সে এটা। তার দৈর্ঘ্য এবং ঘনত্ব এতই বড় যে সমুদ্রগামী বিশ দাঁড় সম্পন্ন কৃষ্ণবর্ণ বিবাট জাহাজের মাস্তুলের মতো তা মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে। এই যষ্টিখণ্ডের ওপর কাজ শুরু করলাম, কিছু অংশ কেটে আমি তা আমার লোকদের মসৃণ করার জন্যে দিলাম। নিজের হাতে তা তীক্ষ্ন ফলার মতো করে তুললাম। তারপর জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিয়ে সযত্নে স্তূপীকৃত মেষের বিষ্ঠার ভেতর লুকিয়ে রাখলাম। সঙ্গীদেরও এই ছাঁচে আরো ফলক তৈরীর নির্দেশ দিলাম। আমি যাতে অঘোর ঘুমন্ত সাইক্লেপের চোখের ওপর আক্রমণের সময় ওরা আমাকে সাহায্য করতে পারে। চারজনকে আমি কাজের সহযোগিতায় বাছাই কারলাম। আমাকে নিয়ে পাঁচজনের দল গঠিত হলো। সন্ধ্যা হলে সাইক্লোপস তার মেষের পাল চরিয়ে ফিরে এলো। একে একে সব

পশুকেই আজ সে গুহায় ঢুকিয়ে দিল, একটিকেও প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণে ছেড়ে রাখলো না। হয়তো কোনো সন্দেহ জেগেছিল তার মনে, কিংবা কোনো দেবতা সতর্ক করেছিল তাকে। পাথরটি সংস্থাপন করে গুহামুখ রুদ্ধ করলো, তারপর দোহন কাজ শেষ করলো নিত্যকার নিয়মে। এ কাজ শেষ করে পুনর্বার সে আমাদের ভেতর থেকে দুজনকে ধরে নিয়ে রাত্রির আহারের আয়োজন করলো। তারপর এলো আমার সুযোগ। একটি হরিৎপাত্রে আমার গাঢ় মদ পূর্ণ করে আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম, 'এই নিন সাইক্লোপস, এই মদটুকু পান করে মনুষ্য মংসের আহার সহজ এবং উপাদেয় করে তুলুন। দেখুন, কী ধরনের মদ জাহাজে আমাদের মজুদ ছিল। আমি এটা সঙ্গে এনেছিলাম আপনাকে উপহার দেব বলে, এই আশায় যে হয়তো দয়াপরবশ হয়ে আপনি আমাদের গৃহে ফিরতে সাহায্য করবেন। কিন্তু আপনার বর্বরতা আমাদের সহ্যের অতীত। নিষ্ঠুর দানব, এরপর আপনি কি করে আশা করেন যে মানুষের ভূখণ্ড থেকে কোনোদিন কোনো লোক আর এখানে আসবে কি ?'

"সাইক্লোপস মদ গ্রহণ করলো এবং নিঃশেষে পান করলো। এই উপাদেয় গণ্ডূষটি তাকে এতই তৃপ্তি দিল যে, সে আরেক পাত্র চেয়ে বসলো।

" 'আমাকে আরো দাও" বলল সে, 'এবং তোমার নামটা আমায় বল, এখানেই এবং এখুনি। তোমাকে এমন উপহার দেব যার কদর তুমি করবে। আমরা সাইক্লোপরা আমাদের উর্বরা মাটি আর বারিপাতের সহজাত অবদান আঙুর থেকে নিজেরাই মদ বানাই বটে, কিন্তু তোমাদের এ পানীয় যেন স্বর্গের পরিশ্রুত অমৃত সুধাকেও হার মানায়।'

"সাইক্লোপের এ-কথার পর আমি তাকে আরেক পাত্র আরক্ত মদ দিলাম। তিনবার তার জন্যে পাত্র পূর্ণ করলাম আমি। তিনবারই নির্বোধটি তা তার নর্দমায় ঢেলে দিল। অবশেষে যখন নেশাচ্ছন্ন হয়ে চৈতন্য বর্জিত হয়ে পড়লো আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম নিরুদ্বেগ কোমল কণ্ঠে, 'সাইক্লোপস, আপনি আমার নাম জানতে চান। নিশ্চয়ই আমি তা আপনাকে বলব। তার বদলে আপনার প্রতিশ্রুত উপহারটিও আমার চাই। আমার নাম 'কেউ না'। এ নামেই আমার বাবা মা বন্ধুবান্ধব আমাকে ডেকে থাকে।'

"সাইক্লোপস আমার কথার উত্তর দিল নিষ্ঠুর বিদ্রূপে। 'কেউ না'র সঙ্গীদের মধ্যে কেউ-না-কেই আমি সবশেষে উদরস্থ করব—তার আগে আর সবাইকে। এইটাই তোমার উপহার।'

"কথা শেষ হতে না হতেই দৈত্যটা মেঝের ওপরে ঊর্ধ্বমুখে গড়িয়ে পড়লো, গ্রীবাটা একপাশে বাঁকানো। সব মানুষের মতোই ঘুম তাকে সম্পূর্ণ জয় করে নিল। অত্যধিক নেশাগ্রস্ততার দরুণ বমনে উদরস্থিত মনুষ্য মাংসপিন্ডগুলো তার গলা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। আমি আর কালবিলম্ব না করে অলিভ দন্ডটি আগুনে উত্তপ্ত করে নিতে ছুটে গেলাম। ইতোমধ্যে আমার সঙ্গীদের উৎসাহ বাণীতে উজ্জীবিত করে তুললাম যাতে তারা ভীরুতাবশতঃ কাজের সময় আমাকে বিপদে না ফেলে। অলিভ দন্ডটি লাল টকটকে হয়ে যখন প্রায় অগ্নিদীপ্ত হয়ে ওঠার মতো হলো, তখন আমি তা নিয়ে সঙ্গীদের পাশে এসে দাঁড়ালাম যেখানে তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় সীমাহীন সাহসে তারা এবার উদ্দীপ্ত। তারা একযোগে অলিভ দন্ডটি দানবের চক্ষু গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিল আর আমি সজোরে তা পেছন থেকে ঘোরাতে লাগলাম, যেমন করে জাহাজের কাঠ ছিদ্র করা হয়। এমনিভাবে আমরা অলিভ দন্ডটি ঘুরিয়ে চললাম যতক্ষণ না দানবটির চোখ থেকে উত্তপ্ত রক্ত বলকিয়ে বেরিয়ে এলো। অগ্নিময় বাষ্প জ্বলন্ত অক্ষিগোলক থেকে বেরিয়ে তার পক্ষ এবং ভ্রূ পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং উত্তাপে তার গোড়াশুদ্ধ চক্ষু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল। আমার মনে হলো কর্মকার উত্তপ্ত কুঠারটি আরো দৃঢ় করার জন্যে যখন শীতল জল ছিটিয়ে দেয় তখন যেমন শব্দ ওঠে তার চোখ থেকেও তেমনি শব্দ উত্থিত হচ্ছিল অলিভ দন্ডটি কেন্দ্র করে। ভয়ঙ্কর চিৎকারে কেঁপে উঠলে দানব, পর্বতের ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো তার প্রতিধ্বনি, ভয়ে আমরা ছিটকে গেলাম দূরে। দুহাতে টেনে খুলে ফেলল সে দন্ডটি, রক্তের ধারা স্রোত বইতে লাগলো। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা আতঙ্কিত হাতে, বিকট চিৎকারে আকাশ মথিত করে তুলল পর্বতের অন্য প্রান্তের গুহাবাসী অন্য সব প্রতিবেশী সাইক্লোপসদের সাহায্যের প্রত্যাশায়। ওরা তার চিৎকার শুনে চার পাশ থেকে এসে ভীড় জমালো এবং জিজ্ঞেস করলো কী সে কষ্ট পাচ্ছে ঃ

"কী দুর্ঘটনা হলো তোমার পলিফিমুস? এমন শান্ত রাত্রিতে এ কী উপদ্রব তোমার? কেন আমাদের ঘুম নষ্ট করছ অমন চিৎকার করে? ডাকাতরা তোমার মেষপাল চুরি করে নিয়ে গেছে, কিংবা কেউ কি তোমাকে ছলে বা বলে হত্যা করার চেষ্টা করছে?'

"গুহার ভেতর থেকে পলিফিমুসের বিকট কণ্ঠের উত্তর ভেসে এলো ঃ

'হায় বন্ধুরা, এটা 'কেউ-না'র শঠতা মাত্র। কেউ শক্তিবলে আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে না।'

" 'তাহলে', ওরা এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটার মিটমাটই হয়ে গেছে, 'যদি 'কেউ-না'-ই একাকী তোমাকে জ্বালাতন করছে, তাহলে নিশ্চই তুমি অসুস্থ। রোগ সর্বশক্তিমান জিউসের কাছ থেকে আসে এবং তখন কিছু করার নেই। এখন একমাত্র তুমি যা করতে পার, তাহলো তোমার পিতা পসিডনের নিকট প্রার্থনা করা।'

"এই বলে তারা চলে গেল। আর আমি মনেব সম্মুখে একটু হেসেই নিলাম এই ভেবে যে, আমার নামটা খুব কাজেই দিয়েছে। সাইক্লোপটি যন্ত্রণায় তখনো কাতরাচ্ছিল। হাতে ভর দিয়ে গুহামুখের পাথর সরিয়ে ফেললো, কিন্তু নিজে বসে রইলো সেখানে। হাত বাড়িয়ে আমাদের খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলো সে, মেষগুলোর সঙ্গে না আবার বেরিয়ে যাই। কী নির্বোধই না সে আমাকে ভেবে থাকবে হয়তো! ইতোমধ্যে নিজের এবং বন্ধুদের উদ্ধাবের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা খুঁজে বের করতে আমি মাথা ঘামিয়ে চলেছি। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা, ফন্দির পর ফন্দি। অবশেষে এই কৌশলটাই আমার পছন্দ হলো: পশুপালের ভেতর কতকগুলো বিশালকার লোমশ মেষ ছিল। বর্বর দানবটি শয্যার জন্যে যে বেতের তোড়া ব্যবহার করত সেগুলোর সাহায্যে আমি সেই মেষগুলো একত্র করলাম নিঃশব্দে। তিনটি করে এক সারিতে সাজালাম। প্রত্যেক সারির মাঝের মেষটা একজন করে অনুচর বহন করবে, পাশের দুটো তাকে আড়াল করে নিয়ে যাবে। এভাবে আমার প্রতিটি অনুচর তিনটি করে মেষ পেল তাকে গুহামুখ পার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আর আমার জন্যে আমি একটি পূর্ণ গঠিত মেষ বেছে নিলাম, সমস্ত মেষপালের ভেতর সেটাই ছিল সেরা। আমি তার উদরদেশে উল্টো হয়ে ঝুলে পড়লাম, ওর সুন্দর লোম শক্ত হাতে ধরে ধৈর্যে বুক বেঁধে। ভয় এবং শিহরণ নিয়ে এমনিভাবে শুভ প্রত্যুষের প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম।

"যখনি তার আবির্ভাব হলো, আর পূর্বদেশ হলো আলোকে রঞ্জিত, মেষগুলো চারণভূমিতে যাওয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগল। কিন্তু নারী মেষ-গুলোর তখনো দোহন কাজ হয়নি বলে টইটুম্বর স্তনভারে খোঁয়াড়ের ভেতর আর্তস্বর ধ্বনিত করে তুললো। মেষপালের অধিপতি যদিও যন্ত্রণায় কাতর তবু প্রবেশ পথে প্রতিটি জন্তুর পিঠেই হাত বুলিয়ে পরখ করে করে ছাড়তে লাগলো। নির্বোধ কিন্তু বুঝতেই পারলো না তার নিজেরই লোমশ মেষগুলোর উদরদেশেই ঝুলে রয়েছে আমার অনুচরেরা। সবশেষে প্রবেশদ্বারে এলো মেষশ্রেষ্ঠ সেই জীবটি যে নিজের লোমরাজি এবং আমার উর্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন দেহের ভারে নিতান্তই ভারাক্রান্ত। ওকে হাত দিয়ে অনুভব করতে বিশালদেহী

পলিফিমুস বলে উঠল ঃ

" 'প্রিয় মেষ", এর কি মানে হয় ? তুমি কেন আজ সবার পেছনে ? তুমি তো কখনো কোনো মেষপালের পেছনে পড়ে থাকো না। গর্বিত পা ফেলে তুমি আর সবার আগে ঘাসের ডগায় মুখ ভরে ফেল। সবার আগে ঝর্ণার জলে তুমি মুখ দাও এবং গোধূলি মুহূর্তেই তুমি সবার আগে ঘরের দিকে মুখ ফেরাও। কিন্তু আজ তুমি সবার পেছনে। তুমি কি তোমার প্রভুর চোখের জন্যে শোকগ্রস্ত, একটি দুষ্ট লোক এবং তার অভিশপ্ত বন্ধুরা মদের নেশায় আমার চেতনা হরণ করে আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। 'কেউ-না' তার নাম এবং আমি নিশ্চিত জানি সে এখনো গা বাঁচিয়ে পালাতে পারেনি ! ওহ্, যদি তুমি আমার মতো অনুভব করতে পারতে আর শুধু একটি কণ্ঠ খুঁজে পেতে বলে দিতে কোথায় সে লুকিয়ে আছে আমার রোষ থেকে, আহ্ যদি পারতে ! হাতুড়ির আঘাতে তার মগজ আমি বের করে সারা গুহায় দিতাম ছড়িয়ে, যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি তার ঋণ সেই 'কেউ-না'র কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ নিয়ে তবে আমার শান্তি হতো !'

"সে মেষটাকে যেতে দিল। গুহার প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমরা যখন পরস্পরের বেশ দূরত্বে পেঁৗছে গেছি, তখন আমি প্রথমে নিজেকে মেষের তলদেশ থেকে মুক্ত করলাম, পরে সঙ্গীদের। তারপর দ্রুত পেছনে তাকাতে তাকাতে আমরা মেষগুলো নিয়ে জাহাজে ফিরে গেলাম। আমাদের জীবন্ত ফিরতে দেখে আমাদের বন্ধুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, কিন্তু শীঘ্রই তা শোকে রূপান্তরিত হলো নিহত বন্ধুরের সংবাদ শুনে। এ কান্নায় যোগ দেবার অবকাশ আমার ছিল না। আমি বরং মাথা নেড়ে পরিষ্কার তাদেব প্রত্যেককে জানিয়ে দিলাম যত দ্রুত সম্ভব লোমশ মেষগুলো খোলে তোল এবং জলে ভাসাও তরণী।

"কিন্তু শ্রবণ সীমার বাইরে যাওয়ার আগে পলিফিমুসকে আমার মনের জ্বালা একটু জানিয়ে দিতে চাইলাম। 'সাইক্লোপস' আমি ডেকে উঠলাম, 'সে তাহলে একেবারেই তুচ্ছ কিছু একটা ছিল না, কি বল ? তুমি তো তাকে আর তার সঙ্গীদের খুব আরাম করে ঘরে বসে বসে একে একে পেটে পুরবে ভেবেছিলে। পাপ তার ঘরে বাসা বেঁধেছিল,—ও রে বর্বর, সাক্ষাৎ অতিথিকেও ভক্ষণ করার লোভ তুই সামলাতে পারলি না ? এখন জিউস এবং তাঁর সহকারী দেবতারা উচিত শাস্তি তোকে দিয়েছেন।'

"আমার বিদ্রূপ ক্রুদ্ধ সাইক্লোপসকে এতই ক্ষিপ্ত করে তুললো যে সে পাহাড়ের একটা চূড়া ভেঙে প্রবল বেগে ছুঁড়ে দিল আমাদেব জাহাজ লক্ষ্য করে। চূড়াটি আমাদের সবুজ রঙে রাঙানো পোতাগ্রের ঠিক সামনে এসে পড়লো। এটা তলিয়ে যেতেই আলোড়নজনিত প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা যেন

স্বয়ং সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গস্রোতের মতো আমাদের জাহাজ তীরের দিকে ধাবিত করলো, প্রায় ডাঙায় তুলে ফেলে আর কী! দীর্ঘ দণ্ডের সাহায্যে তা ঠেকলাম কোনোক্রমে এবং নাবিকদের ত্বরিৎ দাঁড় টেনে এই সমূহ সর্বনাশ থেকে পাড় পেতে তাড়া দিতে লাগলাম। প্রাণপণে দাঁড় টেনে বিপদ কাটলো বটে। আগের দূরত্বের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ দূরত্বে তখন এসে গেছি। আবার সাইক্লোপটাকে কিছু শোনাতে আমার প্রবল ইচ্ছায় পেয়ে বসলো; চারদিক থেকে আমার সঙ্গীরা অবশ্য মৃদু প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো।

" 'আপনি কি হটকারী হয়ে উঠেছেন না, মহাত্মন ?' তারা বললো, 'এইমাত্র যে পাহাড়টা ও ছুঁড়েছিল তা আমাদের ডাঙায় তুলে ফেলেছিল প্রায়—আমরা ওখানেই তক্ষুণি শেষ হয়ে গিয়েছিলাম বলতে! একটা টু-শব্দও সে যদি শুনতে পেত আমাদের মাথা আর জাহাজের কাঠ, কিছুই আর আস্ত থাকত না, আর একটা মাত্র পাথর ছুঁড়ে দিলেই হতো। আপনি তো নিজেই দেখলেন কেমন ছুঁড়তে পারে সে !'

" কিন্তু তাদের কথা কিছু আমার কানে গেল না। আমার তেজ বেড়ে গিয়েছিল, আর মেজাজও গরম, আবার ডেকে উঠলাম তাকেঃ

"সাইক্লোপস, যদি তোমাকে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে কে তোমার দৃষ্টি অন্ধ করে দিল, তাহলে তাকে বলো, তোমার চোখের আলো নিভিয়েছে ওডেসিয়ুস, বহু নগর বিজেতা লেয়ারটেসের পুত্র, ইথাকায় তার বাস।'

"এ-কথায় সাইক্লোপস আর্তনাদ করে উঠল। 'হায়! তাহলে অতীতের ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে আমার জীবনে সত্য হলো। একদা এক ভবিষ্যৎ-বক্তা আমাদের মধ্যে ছিল—ভদ্র, ঋজু ব্যক্তিত্ব, ইউরিমুসের পুত্র টেলেমুস। আজ যা ঘটলো সবই সে বলেছিল। সে আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল ওডেসিয়ুস নামের এক লোক আমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। আমি সর্বদাই মনে করতাম ভয়ংকর শক্তিধর বিশাল সুন্দর কেউ একজন আসবে। এখন দেখছি, এ যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ বেঁটে এক জন্তু—মদে আমাকে বিভোর করে দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু কাছে এসো ওডেসিয়ুস, কিছু উপহার দেব তোমাকে এবং ভূকম্পনের দেবতা যাতে তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেন তার জন্যেও আবেদন জানাব। কেননা আমি তাঁর পুত্র এবং তিনিও আমার পিতা হিসাবে পরিচয় দিতে আদৌ লজ্জাবোধ করেন না। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে নিরাময় করে তুলতে পারেন, আর কোনো দেবতা বা মানুষের সাধ্য তা নয়।

"এ-কথার উত্তরে আমি চিৎকার করে বললাম ঃ 'আমার একটাই ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল যদি তোমার জীবনটা কেড়ে নিয়ে পাঠাতে পারতাম সোজা নরকে।' আমি নিশ্চিত জানি এমনকি ভূকম্পনের দেতার পক্ষেও তোমাকে আর নিরাময় করা সম্ভব নয়।

" এতে সাইক্লোপস তারকাখচিত আকাশের দিকে দুহাত তুলে প্রভু পসিডনের নিকট প্রার্থনা কবতে লাগল ঃ 'শ্রবণ করুন, পসিডন, বিশ্ব বেষ্টনকারী দেবতা" শোক প্রতীকের প্রভু ! আমি যদি তোমার হই এবং তুমি যদি আমাকে তোমার পুত্র বলে স্বীকার কর, তাহলে আমার এই প্রার্থনা তুমি অনুমোদন কর যেন এই ওডেসিয়ুস যে বহু নগর বিজেতা বলে নিজেকে জাহির করছে, লেয়ারটেসের সেই পঙ্গুবটা কোন দিন গৃহে ফিরতে না পারে ! আর যদি স্বদেশে ফেরা তার নিয়তির লিখনই হয়, স্বগৃহে স্বজনদের মধ্যে ফেরার ভাগ্য তার থেকেই থাকে, তাহলে তা যেন অনেক বিলম্ব ঘটে। সে যেন অশুভ চক্রে আটকা পড়ে তার বন্ধুদের সবারই মৃত্যু হয় যেন। আর যখন ঘরে ফিরবে বিদেশী জাহজের অনুগ্রহে, দেখবে নিজের ঘরেই বিষম গোলযোগ লেগে গেছে।'

"এইভাবে পলিফিমুস প্রার্থনা জানালো। শোক প্রতীকের দেবতা তার প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। তারপর সাইক্লোপটি পুনর্বার একটি পাথর তুলে নিল—আগের চাইতে অনেক বড় —ঘুরিয়ে এমন জোরে ছুঁড়ে মারলো যে পাহাড়টা আমাদের নীলবর্ণ জাহাজের হালের গা-ঘেঁষে এসে পড়লো। সেটার আঘাতে জলোচ্ছ্বাস আকাশচুম্বী হয়ে উঠলো। কিন্তু এবারের তরঙ্গাঘাতে আমাদের উপকূল থেকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিল। অবশেষে আমাদের পূর্বের দ্বীপটায় ফিরে এলাম। সেখানে বাকী জাহাজগুলো একসঙ্গে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। নাবিকেরা অস্বস্তি উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ বসে ছিল এবং সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখছিল আমাদের প্রত্যাবর্তনের দিকে। আমাদের জাহাজ তীরে ভিড়ালাম, লাফিয়ে নামলাম সবাই, খোল থেকে সাইক্লোপের মেষগুলোও নামানো হলো। সমানভাবে সবার মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দেয়া হলো। বন্টনকালে আমার দেহরক্ষী বৃহৎ মেষটি আমাকে দিয়ে আমাকে বিশেষ সম্মান দেখালো। তাকে দিয়ে আমি ক্রোনসের পুত্র কৃষ্ণ মেঘের দেবতা আমাদের সকলের প্রভু জিউসের নামে সমুদ্র তীরে উৎসর্গ করলাম। কিন্তু জিউস আমার উৎসর্গে দৃকপাতই করলেন না। ইতোমধ্যেই তাঁর মস্তিষ্ক হয়তো আমার সুদৃঢ় জল পোতসমূহ এবং বিশ্বস্ত সঙ্গীবৃন্দ ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

"প্রচুর মাংসের ভোজ সুপেয় মদ সহযোগে সারাদিন ধরে চললো। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নেমে এলে আমরা সমুদ্র-তীরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের গোলাপী রশ্মি পূবাকাশে দেখা দেয়া মাত্রই আমি লোকজনদের উঠিয়ে দিলাম, জাহাজে উঠে কাছি খুলে দিতে আদেশ দিলাম। তৎক্ষণাৎ তারা উঠে পড়লো, আসনে গিয়ে বসলো, নিজেদের শ্রেণীবদ্ধ করে ধূসর জলে দাঁড়ের আঘাত হানতে শুরু করে দিল। এভাবেই দ্বীপটা ছেড়ে এলাম আমরা, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কারণ, পলায়নে যে আনন্দ ছিল, স্বজন হারানোর শোকে তা ছিল ক্ষত চিহ্নিত।"

দশ

সার্সি

"আমাদের পরবর্তী অবতরণের স্থান আইওলিয়া। অমর দেবতাদের প্রিয় হিপ্লোটাস পুত্র আইওলুসের বাসস্থান। দ্বীপটি আগাগোড়া তাম্রপ্রাচীরে ঘেরা। নীচে সমুদ্র গর্ভ থেকে উত্থিত পর্বতচূড়া। আইওলুস বারো জনের এক পরিবার নিয়ে তাঁর গৃহে বাস করেন, ছয় কন্যা, ছয় পূর্ণবয়স্ক পুত্র। এবং আপনাকে আমি বলি, তিনি তাঁর কন্যাদের বিবাহ পুত্রদের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। ওরা পিতা এবং শ্রদ্ধেয় মাতার সমভিব্যাহারে উৎসবমুখর দিন যাপনে রত ছিল। সমস্তদিন মাংস রন্ধনের সুঘ্রাণে গৃহ পরিপূর্ণ ভোজের আয়োজনের তৎপরতায় প্রাঙ্গণ মুখর। রাত্রি-কালে কম্বলে আচ্ছাদিত হয়ে প্রিয় স্ত্রীদের সান্নিধ্যে তারা নিদ্রাসুখ উপভোগ করতো।

"তাদের রাজ্যের এই প্রাসাদে আমরা প্রবেশ করলাম। দীর্ঘ এক মাস আইওলুসের আতিথ্যে আমরা ছিলাম। ইলুয়েমে আরগিভদের অভিযান এবং আচিয়ানদের স্বদেশ যাত্রা সম্পর্কিত সংবাদাদি জানিয়ে তাঁর কৌতূহল আমি তৃপ্ত করেছিলাম। যখন আমি আমার যাত্রা পুনরারম্ভ করার বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলাম তখনও তিনি যথেষ্ট সহৃদয় ব্যবহার করলেন। তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাকে চর্মনির্মিত এক থলে উপহার দিলেন—প্রচণ্ড শক্তিমন্ত বায়ু পুঞ্জিত ছিল তা। কেননা, আপনি নিশ্চই জানেন জেউস তাঁর ঝঞ্ঝার প্রতিহারী নিযুক্ত করেছিলেন। ঝঞ্ঝার উত্থান এবং ‘বং বিলীন সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। এই বলে তিনি রূপোর তারে ছিদ্রমুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে জাহাজের খোলে বন্ধ করে রেখে দিলেন। তারপর আমাদের আশু যাত্রার সহায়তায় অনুকূল পশ্চিমা বায়ু আহ্বান করে জাহাজ এবং নাবিকদের কাজ সহজ করে দিলেন। কিন্তু তাঁর এত আয়োজন সবই ব্যর্থ হয়ে গেল আমাদের নিজেদেরই চরম অমার্জনীয় নির্বুদ্ধিতার দরুণ।

"পরবর্তী নয় দিন রাত্রি দিন আমরা অগ্রসর হয়ে গেলাম। দশম দিনে স্বদেশের দৃশ্যাবলী আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল, বস্তুতঃ আমরা এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম যে, অধিবাসীদের অগ্নি প্রজ্বলন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারছিলাম। এমনি সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি

অতীব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, দ্রুত গৃহে ফেরার উৎকণ্ঠায় এ কয়-দিন আমি নিজে আর কাউকে এতটুকু দায়িত্ব না দিয়ে একটানা জাহাজ পরিচালনা করে এসেছি।

"নাবিকরা এই সুযোগ গ্রহণ করে বসলো। তারা বলাবলি করতে-লাগলো হিপ্পোটাস-পুত্র দয়ালু আইওলুস সোনারুপা ভর্তি থলে আমাকে দিয়েছেন। আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন তাদের কি ধরনের ভাষা এবং চাহনি তারা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করেছিল 'কী অদ্ভুত অধিনায়ক আমাদের। যেখানে যান সাদর অভ্যর্থনা তাঁর বাধা, প্রতিটি বন্দরে তাঁর কী জনপ্রিয়তা। ট্রয় থেকে অঢেল লুটের সম্পদ নিয়ে ফিরলেন, আর আমরা তাঁকে ছায়ার মতো পায়ে পায়ে অনুসরণ করেও এখন ঘরে ফিরছি শূন্য হাতে। আর দেখ না, আইওলুসও কতনা দিল স্রেফ একটু বন্ধুত্বের খাতিরে। চলে এসো সব, দেখা যাক থলেতে কত সোনারুপা আছে।'

"এ ধারার বক্তৃতা সবাইকে চঞ্চল করে তুললো। তারা থলের মুখ খুলে ফেললো। আর চোখের পলকে ঝঞ্ঝা ঝাপিয়ে পড়লো তাদের ওপর, মুহূর্তে গভীর সমুদ্রে তাড়িয়ে নিয়ে গেল জাহাজ। অশ্রুপাতের যথেষ্ট কারণ তারা ঘটিয়েছিল, ইথাকা সুদূরপরাহত হয়ে পড়লো; দূরে মিলিয়ে গেল। যখন জেগে উঠলাম, আমার সমস্ত উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে গেল। বেঁচে থেকে এই বিষম দুঃখ মেনে নেযার চাইতে সমুদ্রে ঝাপিয়ে প্রাণ বিসর্জনই বরং আমার কাছে শ্রেয় মনে হলো। যাই হোক, নিজেকে শান্ত এব ধকল সইতে এবং আলখাল্লা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে জাহাজের যেখানে ছিলাম সেখানে পড়ে রইলাম। জাহাজ পুনর্বার সেই অভিশপ্ত ঝঞ্ঝা তাড়িত হয়ে আইওলিয়ান দ্বীপে ফিরে গেল, ভেতরে তার অনুতাপদগ্ধ নাবিকবৃন্দ।

"তীরে অবতরণ করলাম এবং স্নান করলাম। নাবিকেরা জাহাজের ধারেই তাড়াতাড়ি সামান্য খাবার খেয়ে নিল। পানাহারের পর একজন সংবাদবাহক এবং একজন নাবিক সঙ্গে নিয়ে আইওলুসের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলাম। তিনি তখন সপরিবারে আহারে বসেছিলেন। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। এবং দ্বারপ্রান্তের স্তম্ভের কাছে বসে পড়লাম।

"আমার বন্ধুরা আমাদের দেখে বিস্মিত হলেন। 'ওডেসিয়ুস?' তারা চিৎকার করে উঠলেন। 'তুমি এখানে কেন? কোন্ অশুভ শক্তি এর জন্যে দায়ী? আমরা যখন তোমাদের বিদায় দিয়েছিলাম তখন নিশ্চিত আমাদের ধারণা ছিল তোমরা ইথাকায়, বা অন্য কোন বাঞ্ছিত বন্দরে যেতে চাও।'

"আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম। দুটো মাত্র কারণ আমি ব্যাখ্যা

করতে সক্ষম হলাম যার দরুণ আমার এই অবস্থা। একটি, ইতর নাবিক আর অন্যটি আমার অশুভ নিদ্রা। 'কিন্তু, হে বন্ধুগণ, আপনারা কি আবার সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবেন না ? অতি সহজেই আপনারা তা পারেন।'

"আমার বিনীত অনুনয় কোন কাজে দিল না। পুত্ররা নিশ্চুপ হয়ে রইল। পিতা শুধুমাত্র আমার শাস্তি ঘোষণার জন্যেই মুখ খুললেন। তিনি তারস্বরে বললেন, 'এখুনি এই দ্বীপ থেকে চলে যাও। ধরিত্রী তোমার চাইতে অধিক পাপীর ভর বহণ করে না, আর আমাকেও মঙ্গলময় দেবতাদের পরিত্যক্ত কোন লোককে আপ্যায়ন এবং সাহায্য করার মতো কেউ পাওনি। তোমার এখানে উপস্থিতিই তাদের শত্রুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চলে যাও।'

"এ ভাবেই তিনি আমাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, আমার অনুনয় নিবেদন বৃথাই গেল। দ্বীপ পরিত্যাগ করে বিষণ্ন মনে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। কষ্টসাধ্য দাঁড় টেনে মাল্লারা হতশ্বাস হয়ে পড়লো। আমাদের নির্বুদ্ধিতার দরুণই পূর্বেকার অনুকূল বায়ুর সামান্য সহায়তাও এবার আমাদের ভাগ্যে জুটল না।

"ক্রমাগত ছয়দিন এগিয়ে গেলাম, রাত্রিতেও বিশ্রাম নেই। সপ্তম দিনে লায়াস-ট্রিজোনিয়ান অঞ্চলে ল্যামস শক্ত ঘাঁটি টেলিপিলুস-এ এলাম আমরা। এখানে রাত্রির শিলাবৃষ্টিতে মেষপাল ধেয়ে এলে রাখালরা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখতে পায় তার অন্য সঙ্গীরা ভোরের হাওয়ায় অন্যদল মেষপাল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কারণ এখানে ভোর এবং রাত্রির সময় পার্থক্য এত কম যে, কোনো লোক যার না ঘুমালেও চলে তার পক্ষে এখানে দ্বিগুণ মজুরী উপার্জন অনায়াসেই করতে পারে। এখানে চমৎকার পোতাশ্রয় রয়েছে, ঢালু পর্বত গাত্র সমভূমিতে মিশেছে। আমার জাহাজ বহরের অধিনায়করা সোজা সাগর শাখা বেয়ে শান্ত জলে গিয়ে নোঙর করলো। তারা সবাই কাছাকাছি অবস্থান নিল। জায়গাটিতে দুরন্ত এমন কি মাঝারি সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতও কখনো এসে লাগে নি, তা স্পষ্ট, বাইরের আবহাওয়া উজ্জ্বল এবং শান্ত। আমি অবশ্য ওদের সঙ্গে গেলাম না শান্ত জলের অভ্যন্তরে ; বরং উপকূলের পর্বত গাত্রের সঙ্গে তার দিয়ে জাহাজটি শক্ত করে বাঁধলাম। তারপর পর্বত আরোহণ করে চূড়ায় উঠলাম সরেজমিনে অবলোকন করার জন্যে। চষা জমি কিংবা মানুষের কর্মতৎপরতার অন্য কোন চিহ্ন সেখানে দেখা যাচ্ছিল না। যা মাত্র আমাদের চোখে পড়লো, তা হলো দূর পল্লী থেকে উদ্গত ধোঁয়া। সুতরাং আমি একদল লোক পাঠালাম অধিবাসীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। দুজন নাবিক এবং একজন সংবাদবাহক নিয়ে গঠিত এই দল।

জাহাজ পরিত্যাগ করে তারা বন থেকে লোকালয়ে কাঠ বয়ে নেয়া গাড়ীর চলাচলের গভীর দাগ সম্বলিত সড়ক দেখতে পেল। সে সময়ে এক মেয়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। গ্রামের বাইরে এসে জল সংগ্রহ করে সে। সে উদ্দেশ্যে আয়টাসি নামের এক ধ্বনিমুখর ঝর্ণার ধারে সে এসেছিল। এই সুন্দরী যুবতী লায়াসট্রিজোনিয়ান প্রধান এ্যান্টিফেটস কন্যা বলে প্রতিপন্ন হলো। যখন তারা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ দেশের শাসক কে এবং তার জনগণের নাম কি, সে এক্ষুণি তার পিতার বাসভবনের উঁচু ছাদের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করলো। সুতরাং তারা তার গৃহের দিকে এগিয়ে গেল। ভিতরে প্রবেশমাত্র এ্যান্টিফেটের স্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে পড়লো তারা, পর্বতাকার এক জন্তু বিশেষ, যার দিকে একবার তাকালেই আতঙ্কে স্তব্ধ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। মহিলাটি বাজার থেকে স্বয়ং এ্যান্টিফেটকে ডেকে আনার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। সে আমার অনুচরদের এক রক্তক্ষয়ী অভ্যর্থনা জানাল—একজনকে এক্ষুণি নৈশাহারের জন্যে হত্যা করে ফেললো। অপর দুজন কোনোক্রমে পিছু হটে জাহাজে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলো। ইতোমধ্যে এ্যান্টিফেটস ভয়ানক শোরগোল তুললো সে জায়গায়—লায়াসট্রিজোনিয়ানরা হাজারে হাজারে ছুটে আসতে লাগলো' সে চিৎকার চারদিক থেকে, লম্বাচওড়া সব, মানুষের চাইতে বরং দৈত্যের মতোই বেশী। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তারা আমাদের জাহাজগুলোর অবস্থান লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগলো, মানুষের তেমন পাথর তোলাই সম্ভব নয়। জাহাজের ভেতর থেকে কোলাহল ভেসে আসতে লাগলো, মৃত্যুমুখী মানুষের আর্ত-চিৎকার, কাঠ ফেটে যাওয়ার শব্দ সত্যিই ভীতিকর। একে একে তারা মাছের মতো তাদের শিকারগুলো গেঁথে তুললো এবং উপাদেয় ভোজে লাগাতে নিয়ে চলে গেল। যখন এই হত্যাযজ্ঞ চলছে তখন কোমর থেকে তরবারি বের করে আমার জাহাজের কাছি কেটে দিয়ে অনুচরদের আমি বললাম, যদি বাঁচতে চাও তাহলে দাঁড়ে হাত লাগাও। প্রাণের ভয়ে একটা মানুষের মতো ঐক্যে তারা দাঁড় টেনে চললো এবং আমরা অচিরেই ঐ ভীতিজনক পাহাড় চূড়া থেকে দূরে সমুদ্রে সটকে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার জাহাজ বেঁচে গেল, কিন্তু বাকীগুলোর সেখানেই শেষ।

"চূড়ান্ত নৈরাশ্যে আমরা চলেছি, জীবন নিয়ে পালাতে পেরেছি বলে কৃতজ্ঞ, কিন্তু প্রিয় সঙ্গীদের হারানোর শোকে মুহ্যমান। যথাসময়ে আমরা আঈয়া দ্বীপে পেঁছলাম। ভীষণা দেবী সার্সির বাসস্থান এটা। তিনি দেবী বটে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর মানবীর মতো। তিনি যাদুকর এঈটাস এর ভগ্নী। উভয়েই আলোকদাতা সূর্যের সন্তান। মাতাও এক ওসেনের

কন্যা পার্সি। আমরা উপকূলে নিঃশব্দে জাহাজ ভিড়ালাম। নিশ্চয়ই কোনো দেবতা অভ্যন্তরে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। জাহাজ থেকে অবতরণের পর দীর্ঘ দুটো দিন রাত্রি আমরা উপকূলের ওপর পড়ে রইলাম। শুধু ক্লান্তিবশতঃই নয়, যে ভীতিজনিত ধকলের জন্যেও। তৃতীয় দিনে সুন্দর ঊষার আর্বিভাব হলো। সূর্য উঠলে আমি বর্শা এবং তরবারি নিয়ে জাহাজ থেকে নির্গত হলাম। অঞ্চলটির অভ্যন্তরে এমন একটা স্থান আমার লক্ষ্য যেখান থেকে মানুষের কাজ কারবার কিংবা কথাবার্তা অনুধাবন সম্ভব। আমি একটি উত্তুঙ্গ শৃংগে আরোহণ করলাম, সামনে বিস্তৃত দৃশ্য। দূরস্থিত অগ্নিমন্ডলী ওক বৃক্ষ এবং বনরাজির আচ্ছাদন ঘেরা সার্সি গৃহও দৃষ্টি গোচর হলো। এ টকটকে লাল ধূম্রকুন্ডলীর পর্যবেক্ষণ আমার মনকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেললো, এগিয়ে গিয়ে দেখবো কী না। দোলাচলের পর ভাবলাম ববং প্রথমে জাহাজে ফিরে যাই, অনুচরদের খেতে দিই তারপর একটা অনুসন্ধান দল পাঠানো যাবে। আমার দুর্গতি দেখে হয়তো কোন দেবতা দয়াপরাবশ হয়েছিলেন। কারণ, জাহাজে প্রায় পেঁাছে গেছি এমন সময় বিবাট এক হরিণ আমার পথেব ওপর পড়ে গেল। সূর্যের দুঃসহ উত্তাপ বন থেকে তাকে জলাশয়ের ধারে জলপানের উদ্দেশ্যে টেনে এনেছিল। জল থেকে উঠতেই তার শিরদাঁড়ার মাঝখানটায় আমি চেপে ধরলাম। আমার বর্শার তীক্ষ্ন তাম্রফলক তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেললো। আর্তধ্বনিতে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো সে এবং প্রাণ হারাল। হরিণটির শবের ওপর একটি পা বেখে আঘাতের স্থান থেকে বর্শা তুলে নিলাম, মৃত্তিকায় বেখে দিলাম তা। তারপর বিছু গুল্ম ও উইলো লতা পাকিয়ে দীর্ঘ এক রজ্জু পাকিয়ে ফেললাম। এটা দিয়ে তার পাগুলো বেঁধে ফেলালাম। শিকার আমার এক কঁধে বহন করে এক হাতে ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে বেশ বড় ছিল, সেজনো বর্শাটিকে দন্ড বানিয়ে বিশাল জন্তুটি তাতে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে জাহাজের দিকে পা বাড়ালাম। গন্তব্যে পেঁাছে হরিণটি জাহাজের খোলে দিলাম ফেলে, সুখবরে আমার সব লোকদের উচ্চকিত করে তুললাম।

" 'বন্ধুগণ' বললাম, 'খুবই দুর্দশায় পড়েছি আমরা ঠিকই, কিন্তু তাই বলে যাচ্ছেতাই হয়ে যাইনি – মৃত্যু মুহূর্ত ঘনাবার আগ পর্যন্ত নয়। ওঠ তোমরা সব, যতক্ষণ খাদ্য আর পানীয় আছে জাহাজে, অনাহারে মরার চাইতে চলো পেটে আমরা কিছু দিই।'

"কথাগুলো যথেষ্ট ইংগিতবহ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা তা ধরে নিল। আচ্ছাদন ছুঁড়ে ফেলে নির্জন সমুদ্র সৈকতে ছুটে গিয়ে হরিণটি দেখতে পেল

তারা। অবাক হয়ে তাকাবার যথার্থ কারণ ছিল। কেননা সে ছিল সত্যিই দানবাকার। দৃষ্টির মহাভোজ শেষ করে তারা হস্ত প্রক্ষালন করে এক মহতী আহার্য প্রস্তুত করলো। সমস্ত দিন ধরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রচুর মাংস সম্ভার সুপেয় মদ সহযোগে আমরা গলাধঃকরণ করে চললাম। সূর্য অস্ত গেলেন, অন্ধকার নেমে এলো, আমরা সমুদ্র সৈকতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রত্যূষ আকাশ আলোক রক্তিম করবে তোলামাত্রই আমি আমার অনুচরদের একত্র করে এক ভাষণ দিলাম।

" 'বন্ধুগণ,' বললাম, 'পূর্ব ও পশ্চিম আমাদের নিকট কোনোই অর্থ বহন করে না। আলোক দানের জন্যে সূর্য কোথা থেকে আসে, কোথায় সে অস্ত যায়, কিছুই আমরা জানি না। সুতরাং যত শীঘ্র একটি বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি ততই মঙ্গল—অবশ্য তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে কিনা জানি না (আমার তো সন্দেহ রয়েছে)। কারণ, পর্যবেক্ষণের জন্যে পর্বত চূড়ায় উঠে আমি লক্ষ্য করেছি এটা একটা দ্বীপ, এর অধিকাংশই নিম্ন অঞ্চল, সমুদ্র অঙ্গুরীয়ের মতো এর দিগন্ত বেষ্টন করে আছে। যা আমার বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তা হলো, ঠিক মধ্যস্থলে, ওক ঝোপ আর বনানীর ভেতর রয়েছে ধোঁয়ার কুন্ডলী।'

"আমার বিবরণ শুনে ওরা হতাশায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লো। লায়াসট্রিজোনিয়ান এ্যান্টিফেটস এর ভয়ঙ্কর ঘটনাবলি এবং মানুষ থেকে সাইক্লোপস-এর বল্গাহীন বর্বরতার কাহিনী তাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। তারা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, গন্ড বেয়ে গড়াতে লাগলো অশ্রু। কিন্তু সুকৃতির স্মৃতিই সম্ভবতঃ অবিরাম শোক থেকে তাদের শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করলো।

"পরিশেষে তাদের আমি অস্ত্র সজ্জিত দুটি দলে ভাগ করলাম, প্রত্যেক দলের একজন অধিনায়কও স্থিরীকৃত হলো। একদলের দায়িত্ব নিলাম আমি নিজে, অন্য দলটির ভার পড়লো ভদ্র বংশজাত এক কর্মচারী ইউরিলোকুসের ওপর। অধিক কালক্ষেপ না করে সবাইকে শিরস্ত্রাণ পরিধান করালাম। এক কুড়ি দুইজনের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো তেজস্বী ইউরিলোকুস। খুব সুবিধাজনক নয় এমন একটা অবস্থায় আমাদের রেখে গেলো ওরা। সার্সির গৃহে ওরা যথাসময়ে উপস্থিত হলো। গাছপালা কেটে বনের মাঝখানে থরে থরে পাথর সাজিয়ে তৈরী করা হয়েছে সেই গৃহ। প্রাসাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ী নেকড়ে ও সিংহ। বস্তুত জন্তুগুলোকে ওষুধ খাইয়ে নির্জীব করে রেখেছিলেন সার্সি। তাই সেগুলো শুধু আক্রমণ করা থেকেই বিরত থাকেনি, পেছনের পা তুলে,

লেজ নাড়িয়ে হাত বুলানো আদর চাচ্ছিলো; খাবার টেবিল থেকে মনিব ফিরে এলে কুকুর যেমন এক টুকরো খাবারের জন্যে মনিবের পিছু পিছু লেজ নেড়ে নেড়ে ছুটে চলে ঠিক তেমনি লেজ নাড়াছিল জন্তুগুলো। বিশাল থাবা উঁচিয়ে ওদের ঘিরে নাচতে শুরু করে দিলো সিংহ ও নেকড়েগুলো। ভয়ংকর জন্তুদের এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওরা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলো দেবীর দুর্গের গাড়ি বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা শুনতে পেলো দেবীর কণ্ঠস্বর। দেবী তার অবিনশ্বর তাঁতে বুনে চলেছেন মখমল নরম জমকালো সুন্দর একটি পরিধান। স্বর্গের দেবীরাও আকাঙ্ক্ষা করেন এমন পরিধান তৈরী করতে। তাঁত চালনার ফলে আন্দোলিত হচ্ছিল সার্সির দেহ আর তাঁর সুললিত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিল গানের সুর।

"পোলাইটেস নামে এক অধিনায়ক ছিল আমার দলের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন সেই লোকটি এবার অগ্রগামী হলো। বললো, 'বন্ধুগণ, দুর্গের মধ্যে কেউ একজন তাঁত বুনছে। তাই মধুর স্বরে চারদিক হয়ে উঠেছে প্রতিধ্বনিমুখর। দেবী অথবা মানবী কেউ একজন হবেন তিনি। চলো আর সময় নষ্ট না করে তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিই।'

"তারপর ওরা তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। পরমুহূর্তেই সুদৃশ্য কপাট খুলে বেরিয়ে এলো সার্সি এবং ওদের ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানালো সে। সরল বিশ্বাসে ওরা সবাই দেবীকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেলো। কিন্তু গেলো না কেবল ইউরিলোকুস। ওর কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে, কোথাও ফাঁদ পাতা হচ্ছে। এই ভেবে তাই সে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বাকিদের পথ দেখিয়ে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেলো সার্সি. ওদের বসার ব্যবস্থা করলো—চেয়ার পেতে দিলো। এবং তারপর সে পনির ও বার্লি মিশিয়ে এবং মধু ও সুরা মাখিয়ে সুঘ্রাণযুক্ত একটা খানা তৈরী করলো। কিন্তু যাতে স্বদেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায় তার জন্যে সেই খাবারে সে মিশিয়ে দিলো মহা তেজস্কর এক ঔষধি। গামলা শূন্য করে সেই খাবার ভক্ষণের পর সে তার লাঠি দিয়ে ওদের আঘাত করলো এবং তাড়িয়ে নিয়ে শুয়োরের খোয়াড়ে আটকিয়ে রাখলো। এবং তাদের অবয়বও হয়ে গেলো সম্পূর্ণ শূকরের মতো। লোমাবৃত দেহ ও শূকরের মতো মাথা পরিগৃহীত হবার পর ওরা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে শুরু করে দিলো। কিন্তু ওদের মনটা আগের মানুষের মতোই রয়ে গেলো। তাই দুঃখে অশ্রুপাত করলো ওরা আর সার্সি ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলো বুনো ফলমূল। এভাবে শূকরের খাবার খেয়ে, আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সেখানেই পড়ে থাকতে হলো ওদের।

ইতোমধ্যে ওদের দলের এই দুঃখজনক পরিণতির সংবাদ জানাতে কৃষ্ণবর্ণ জাহাজে ফিরে এলো ইউরিলোকুস। বেদনায় ও এতই কাতর হয়ে পড়েছিল যে মুখ ফুটে কিছু বলতে পাচ্ছিল না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছিল জলের ধারা। ওর এই বেদনা-বিহ্বল রূপ দেখে আমরা ওকে মুহুর্মুহু প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে লাগলাম এবং অবশেষে ও ওর বন্ধুদের দুর্ভাগ্যের আদ্যপান্ত বৃত্তান্ত খুলে বলতে লাগলো :

"হে প্রভু ওডেসিয়ুস, আপনার আদেশ অনুযায়ী আমরা ওক বনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকি এবং এক সময় অরণ্য-মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় দেখতে পাই এক দুর্গ। পাথর সাজিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে সেই দুর্গ। সেই দুর্গের ভেতর কে যেন একটি বিশাল তাঁত চালাচ্ছিল আর গান গাইছিল। সেই সুরেলা কণ্ঠ হয় কোন দেবীর অথবা মানবীর। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার দলের লোকেরা তাকে হাঁক দিয়ে ডাকে। মুহূর্তের মধ্যে সে সুদৃশ্য কপাট খুলে বেরিয়ে এসে ওদেরকে ভেতরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। ভাল মন্দ কিছু চিন্তা না করেই ওরা সদলে তাকে অনুসরণ করে গৃহাভ্যন্তরে চলে যায়। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে যাই; কেননা আমার মনে হয়েছিল এর পেছনে কোথাও একটা ষড়যন্ত্র আছে। আর এভাবেই আমাদের সর্বনাশ হলো। যদিও উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি দীর্ঘক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করেছিলাম, তবু কাউকেই আর ফিরে আসতে দেখলাম না।"

এই বৃত্তান্ত শোনার পর কাঁধে ধনুক ঝুলিয়ে এবং রুপোর খাপে ব্রোঞ্জের তৈরী দীর্ঘ তলোয়ার ঢুকিয়ে আমি তৈরী হলাম এবং ইউরোলুকসকে বললাম, সে যে পথ দিয়ে ফিরে এসেছে সেই পথে আবার আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে করুণা প্রার্থনা করলো।

'হে রাজন', সে বললো, 'আমাকে মুক্তি দিন, জোরপূর্বক আমাকে নিয়ে যাবেন না। আমি নিশ্চিত যে আপনার লোকদের কাউকেই আর আপনি উদ্ধার করতে পারবেন না এবং আপনি নিজেও ফিরে আসতে পারবেন না। প্রাণরক্ষা করতে হলে এখনো সময় আছে, চলুন, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

উত্তরে বললাম, 'ঠিক আছে। ইউরিলোকুস যেখানে আছো সেখানেই থাকো। কৃষ্ণজাহাজের খোলে বসে খানাপিনা করো। কিন্তু আমি যাচ্ছি। এ আমার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।'

এই বলে আমি জাহাজ ও সমুদ্র পেছনে ফেলে স্থলাভিমুখে যাত্রা করলাম। বনভূমির মধ্য দিয়ে মনোহর আঁকাবাঁকা পথ ডাইনীর দুর্গের দিকে চলে গেছে। সেই পথ বেয়ে চলতে চলতে দুর্গে পেঁছানোর পূর্ব মুহূর্তে সোনার ছড়ি বাহক হার্মিসের সংগে দেখা হলো আমার। উঠতি বয়সের যুবকের রূপ ধরে তিনি এলেন। সবেমাত্র তাঁর থুতনিতে শ্মশ্রুর আভাস দেখা দিয়েছে। করমর্দন করে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন তিনি।

তিনি বললেন, 'ওহে হতভাগা, কোনদিকে যাত্রা শুরু করেছো। এই অজানা দেশে অরণ্যপথ ধরে একাকী কোথায় যাচ্ছো? সার্সির প্রাসাদে শূকরের খোঁয়াড়ে বন্দী তোমার লোকদের উদ্ধারের জন্যই কি এসেছো? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার নিজেকেও ওদের সঙ্গে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এবং আর কখনো স্বদেশের মুখ দেখতে পারবে না। সে যা-ই হোক, আমি এখানে এসেছি সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে তোমাকে রক্ষা করার জন্য। শোনো, তোমাকে একটি সদগুণসম্পন্ন মহৌষধ দিচ্ছি। যার বলে সার্সির প্রাসাদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। তার যাদুমন্ত্রের কারসাজি আমি তোমাকে খুলে বলছি। প্রথমে সে তোমাকে বিষ মিশানো সবজির স্যুপ খেতে দেবে। অবশ্য তা খেলেও তুমি সম্মোহিত হয়ে পড়বে না। কেননা আমি তোমাকে যে প্রতিষেধক দিচ্ছি তা সেই বিষক্রিয়া নষ্ট করে ফেলবে। যখন সার্সি তার দীর্ঘ ছড়িটি দিয়ে তোমাকে আঘাত করবে তৎক্ষণাৎ তুমি তলোয়ার উঁচিয়ে তাকে আক্রমণ করবে। এমনভাবে আক্রমণ করবে যেন তাকে প্রাণে মেরেই ফেলেছো আর কি। তখন সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে সরে যাবে এবং তোমাকে তার শয্যাসঙ্গী হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। যদি তোমার লোকদের মুক্ত করতে চাও তাহলে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে। দেবীর আমন্ত্রণ গ্রহণে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। কিন্তু তাকে করুণাময় দেবতাদের নামে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়ে বলবে সে যেন তোমার ওপর আর কোন মন্ত্র চালনা করার চেষ্টা না করে। তা না হলে তোমাকে নগ্ন অবস্থায় পেয়ে সে তোমার পৌরুষ ও মানবিক গুণাবলী অপহরণ করে নিতে পারে।'

এই বলে সেই মহা-হন্তারক ভূমি থেকে উৎপাটিত করে আমাকে একটি বৃক্ষলতা দিলেন এবং তার গুণাগুণ বুঝিয়ে দিলেন। সেই লতার শেকড়টা কালো বর্ণের এবং তাতে ফুল ফোটে দুধসাদা রঙের। দেবতাদের কাছে এর নাম 'মলি'। এটি একটি জটিল লতা; সামান্য মানুষের পক্ষে এর মূলোৎপাটন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেবতাদের অসাধ্য কিছুই নেই। মোটের ওপর তাঁরা সবই পারেন।

হার্মিস দ্বীপের অরণ্যের ভেতর দিয়ে উঁচু অলিম্পাস পর্বতের দিকে চলে গেলেন আর এদিকে আমি শঙ্কিত মনে প্রেতায়িত অন্ধকার পথ বেয়ে সার্সির প্রাসাদের অভিমুখে চলতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে মায়াবী দেবীর প্রাসাদের দরজায় এসে হাজির হলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে হাঁক দিয়ে ডাকলাম। ডাক শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে সুদৃশ্য দরজা খুলে আমাকে ভিতরে আসার আমন্ত্রণ জানালো। অমঙ্গল আশংকায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে তাকে অনুসরণ করে ভেতরে এলাম। রুপোর পাতে অলংকৃত চমৎকার একটি চেয়ার পেতে দিলো সে বসার জন্য এবং পা দুটি রাখার জন্য পেতে দিলো একটা টুল। তারপর সে আমাকে খাওয়ানোর জন্য একটি সোনার বাটিতে তৈরী করলো সবজির স্যুপ। আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য তাতে বিষ মিশিয়ে আমার সামনে নিয়ে এলো। তার হাত থেকে বাটিটি নিয়ে আমি স্যুপ পান করলাম। কিন্তু মন্ত্রবলে আমার কোন পরিবর্তন হলো না। সার্সি আমাকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করে রূঢ় ভাষায় জানালো যে শূকরের খোঁয়াড়ে গিয়ে আমার দলের লোকদের সঙ্গে পড়ে থাকার জন্য। এই আদেশ শোনা মাত্রই খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তাকে বধ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু ভয়ার্ত চীৎকার দিয়ে তলোয়ারের তল থেকে দ্রুত সরে গেলো সার্সি। তারপর সে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বিস্মিত হয়ে সার্সি প্রশ্ন করলো : 'এই ধরাধামের এত বড় বীর কে আপনি? কোন পিতার ঔরসে আপনার জন্ম? কোন নগরী লালন করছে আপনার মতো গর্বিত সন্তানকে? আমি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। বিষ পান করার পরও আপনি যাদুমন্ত্রে আবিষ্ট হলেন না। নিশ্চয়ই আপনার আত্মা সমস্ত সম্মোহনের অতীত। আমি নিশ্চিত যে আপনিই সেই ওডে-সিয়ুস, যাকে কোন শক্তি পরাস্ত করতে পারে না। যার সম্বন্ধে স্বর্ণছড়ি-বাহক মহা হন্তারক বলতেন যে সে কৃষ্ণবর্ণ জাহাজে চড়ে ট্রয় থেকে ফেরার পথে এখানে আসবে। কিন্তু এখন আপনার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, তলোয়ার খাপে পুরে রেখে আমার সঙ্গে শয্যায় আসুন। প্রণয়নিবিড় নিদ্রাযাপনের ফলে আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারব।'

উত্তরে বললাম, 'সার্সি, কি করে আশা কর যে তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবো, যে আমার বন্ধুদের তার গৃহে শূকর বানিয়ে বন্দী করে রেখেছে এবং আমাকেও সেই ফাঁদে আটকানোর জন্য মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার শয্যাসঙ্গী হবার জন্য প্রলুব্ধ করছে, যাতে সে তার শয্যায় আমাকে নগ্ন অবস্থায় পেয়ে পৌরুষ হরণ করে ক্লীবে পরিণত করতে পারে। ওহে মায়া-দেবী, তা কিছুতেই হবে না : যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দেবতার নামে শপথ

করে বলবে যে আমার ওপর আর কোন মন্ত্র চালনা করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার নঙ্গে নিদ্রাযাপনের জন্য আমাকে প্ররোচিত করতে পারবে না।'

সার্সি আমার কথা মেনে নিলো এবং কসম খেয়ে বললো যে তার আর কোন কুমতবল নেই। ভক্তির সংগে শপথ নেয়ার পর আমি মায়াদেবীর সংগে তার চমৎকার শয্যা গ্রহণ করলাম।

ইতোমধ্যে প্রাসাদের ভেতর সার্সির চারজন পরিচারিকা গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঝরণা, সবুজপল্লব আর যে পবিত্র নদীগুলো সাগরে পতিত হয়েছে তাদেরই কন্যা সেই চারজন পরিচারিকা। একজন চেয়ার-গুলোতে কভার লাগিয়ে তার ওপর বিছিয়ে দিলো বেগুনী রঙের কম্বল, আরেকজন প্রত্যেকটি কভারের সংগে সংযুক্ত করলো রুপোর টেবিল এবং তার ওপর এনে রাখলো কতগুলো সোনাব ঝুড়ি, তৃতীয়জন রুপার বাটিতে করে সুরা নিয়ে এলো এবং স্বর্ণের পেয়ালাগুলো তার পাশেই সাজিয়ে বাখলো। এবং চতুর্থজন বিশাল আগুন তৈবী কবে মস্ত একটা কড়াইয়ে পানি ফুটাতে লাগলো।

কড়াইয়ে তামা তপ্ত হয়ে পানি ফুটতে লাগলো। সে আমাকে স্নানে বসালো। উত্তপ্ত পানির সঙ্গে মেশানো হলো ঠান্ডা পানি। সেই আরামদায়ক কুসুম গরম জল মাথায় ও কাঁধে সিঞ্চিত করে সে আমার দেহের ক্লান্তি নিরসন করলো। স্নান শেষে সে আমার দেহে মাখালো জলপাই তেল। তারপব আমাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে সে আমাকে বিরাট হল ঘরে নিয়ে এলো। সেখানে রৌপ্যপাতে অলংকৃত চমৎকার একটি চেয়ারে বসতে দেয়া হলো আমাকে আর পা দুটি রাখার জন্য নিচে রাখা ছিল জলচৌকি। এরপব অন্য একজন পরিচারিকা একটি সুদৃশ্য জগে করে পানি নিয়ে এলো। হাত ধোয়ার জন্য সেই পানি ঢেলে দেয়া হলো প্রশস্ত একটি বাটিতে। তারপর এক রাশভারি ব্যক্তি আমার সামনের কারুকাজমন্ডিত টেবিলে রুটি ও হরেক-রকম খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেলো। সুচারুভাবে এইসব খাবার পরিবেশন করার পর সেই ব্যক্তি আমাকে আপ্যায়নের জন্য আহ্বান জানালো। কিন্তু আমার খাওয়ার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে অন্যদিকে তাকিয়ে বসেছিলাম।

সার্সি দেখলো যে আমি চুপচাপ বসে আছি কিন্তু খাবার মুখে তুলছি না; অবশ্য সে জানতো আমার মন মারাত্মক সমস্যায় আচ্ছন্ন। তাই সে আমার সামনে এসে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জানতে চাইলো।

সার্সি জিজ্ঞেস করলো, 'বোবার মতো বসে আছেন কেন ওডেসিয়ুস? এই মাংস ও সুরা আপনি মুখে তুলছেন না আব অন্যদিকে দুশ্চিন্তা করে কুরে

খাচ্ছে আপনারই মন। আচ্ছা আপনার কি সংশয় হচ্ছে যে আমি নতুন কোন ফন্দি আঁটছি? ভয়ের কোনই কারণ নেই। দেবতার নামে কসম খেয়ে আপনাকে কথা দিয়েছি। আপনার আর কোন ক্ষতি করবো না।'

উত্তরে বললাম, 'সার্সি', একটি লোক তার আপনজনদের মুক্ত করে এখনো তাদের মুখদর্শন করতে পারেনি, এমতাবস্থায় কোন সৎব্যক্তির পক্ষে কি খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব? যদি তুমি সত্যি আমাকে খানা-পিনা করাতে চাও তবে ওদের মুক্তি দাও। আমি দুচোখ ভরে আমার অনুগত লোকদের মুখদর্শন করতে চাই।'

ছড়ি হাতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলো সার্সি। খোয়াড়ের দরজা খুলে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হলো শূকরগুলো। পূর্ণবয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট শূকরগুলো দেবীর সামনে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সার্সি তার ছড়ির মাথায় বিশেষ মলম মাখালো। তারপর একজন একজন করে সেই ছড়ি দিয়ে আঘাত করলো ওদের। সেই আঘাতের ফলে যে মারাত্মক বিষক্রিয়ার জন্য ওদের দেহে শূকরের লোম গজিয়েছিল তা খসে পড়লো। এবং ওরা আগের চেয়েও দীর্ঘকায় রূপবান তরুণের রূপ গ্রহণ করে মানুষ হয়ে গেলো। আর আমাকে চিনতে পেরে ওরা দ্রুত ছুটে এসে হাত জড়িয়ে ধরলো। আনন্দের আতিশয্যে কাদতে লাগলাম আমরা। প্রাসাদের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো এক অদ্ভুত রোদনের সুর। এমনকি দেবীর মনও আলোড়িত হলো সেই কান্না শুনে।

কিন্তু তৎক্ষনাৎ সে আমার কাছে ছুটে এসে বললো, 'হে লেয়েরটেসের রাজপুত্তুর, অসীম শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছেন আপনি। এবার সাগর-পারে আপনার জাহাজে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে জাহাজটা টেনে ভূমিতে নিয়ে আসুন আর জাহাজ বাঁধার দড়িদড়া ও নিজস্ব যে জিনিসপত্র রয়েছে তা একটি গুহায় সুরক্ষিত করুন। তারপর আপনার অনুগত লোকদের নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসুন।

নিজের দুর্দমনীয় কৌতূহল স্পৃহার জন্য এই প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই তৎক্ষণাৎ সাগরপারে আমার জাহাজে ফিরে এলাম। এসে দেখি আমার একান্ত আপন লোকগুলো দুঃখে কষ্টে একদম ভেঙে পড়েছে। ওদের গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। আমাকে দেখা মাত্রই ওরা দ্রুত ছুটে এলো এবং আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। সত্যি কথা বলতে কি ওদের এভাবে দেখে আমার মনে অন্য একটি দৃশ্য ভেসে উঠলো। ভরপেট খেয়ে গাভীগুলো যখন চারণভূমি থেকে খামারে ফিরে আসে আর মাকে দেখে বাছুরগুলো তিড়িং বিড়িং করে নেচে হাম্বা রবে ডাকতে থাকে

ঠিক তেমনি আকুল হলো ওরা আমাকে দেখে। ওরা এতই পুলক অনুভব করলো যে দেখে মনে হলো ওরা স্বদেশে ফিরে এসেছে এবং প্রিয় নগরী ইথাকার পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেই নগরীতেই ওরা লালিত পালিত হয়েছিল।

ওরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বললো, 'হে রাজন, আপনাকে দেখে আমরা এতই আনন্দিত হয়েছি যে মনে হচ্ছে যেন আমরা আমাদের ইথাকা দ্বীপে পৌঁছে গেছি। কিন্তু এবার বলুন আমাদের সহযোদ্ধারা কিভাবে ধ্বংস হলো।'

আমার উত্তর শুনে চমৎকৃত হলো ওরা। বললাম: 'আমাদের প্রথম কাজ হলো জাহাজটা ভূমিতে টেনে আনা এবং জাহাজের দড়িদড়া ও আমাদের মালপত্তর একটা গুহা খনন করে তাতে পুরে রাখা। তারপর তোমরা আমার সংগে সার্সির প্রাসাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। গিয়ে দেখতে পাবে সেই ভূতুড়ে প্রাসাদে তোমাদের বন্ধুরা খানাপিনা করছে এবং তাদের সেখানে চিরতরে বন্দী করে রাখার জন্য পাকা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

ওরা সবাই নির্দ্বিধায় আমার প্রস্তাবে রাজি হলো। কিন্তু ইউরিলোকুস ওদের মধ্যে ভয় সঞ্চারিত করে নিরস্ত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালালো।

সে চীৎকার করে বললো, 'ওহে হতভাগারা, কোথায় যাত্রা করেছো? ডাইনী তোমাদের শূকর বা নেকড়ে বা সিংহ বানিয়ে বলপূর্বক তার প্রাসাদে প্রহরায় নিযুক্ত করবে, সেই মায়াবী প্রাসাদ থেকে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসার মতো জ্ঞান কি তোমাদের আছে? ইতিপূর্বেও আমাদের বন্ধুরা এই অসম সাহসী বীর ওডেসিয়ুসের নেতৃত্বে যাত্রা করে সাইক্লোপসের মায়াচক্রে আটকা পড়েছিল। এই লোকটির বেপরোয়া ভুলের মাসুল দিতে গিয়েই জীবন বিপন্ন হলো ওদের।'

যদিও ইউরিলোকুস আমার দলেরই লোক, তবু ওর মুখ থেকে একথা শোনা মাত্র আমি খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে উদ্যত হলাম। ইচ্ছে হয়েছিল ওর মুণ্ডুটা কেটে ধুলায় গড়িয়ে দেই। কিন্তু অন্যান্যরা সমস্বরে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আমাকে বাধা দিল।

ওরা বললো, 'হে প্রভু, আদেশ করা আপনাকেই মানায়। এই লোকটিকে জাহাজের পাশে প্রহরায় রেখে গেলেই তো হয়, আর চলুন আমরা আপনার নেতৃত্বে সার্সির মায়াবী দুর্গে অনুগমন করি।'

এই কথার পর আমরা জাহাজ ও সমুদ্র পিছনে ফেলে রেখে দেশাভ্যন্তরে যাত্রা করলাম। শেষ পর্যন্ত ইউরিলোকুসও আমাদের সঙ্গ নিলো। আমি

হয়তো তাকে কঠোর ভাষায় শাসাতে পারি এই ভয়ে সে আর জাহাজে পড়ে থাকতে সাহস পেলো না।

সার্সি ইত্যবসরে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সেই লোকদের যত্ন-আত্তি শুরু করে দিয়েছিল। স্নানের পর দেহে জলপাই তেল মাখিয়ে ওদের গরম পোশাকে সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল। যাতে আমরা এসে পৌঁছুনোর পর উভয় দল একসঙ্গে তৃপ্তিদায়ক ভোজে বসতে পারে। উভয় দল মুখোমুখি হওয়ামাত্র বন্ধুরা পরস্পরকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। সেই কান্নার শব্দে প্রতিধ্বনিত হলো সমগ্র প্রাসাদ। তখন দেবী নিজেই ছুটে এলো। সে আমাকে রাজ-উপাধিপূর্ণ নাম ধরে ডেকে সেই কান্না থামানোর জন্য অনুরোধ জানালো।

সে বললো, 'আপনার মতো আমারও জানা আছে আপনারা মারাত্মক মৎস্য-সমাকীর্ণ সমুদ্রপথে যাত্রা করে এবং দ্বীপের বর্বর লোকদের কবলে পড়ে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাই আমি চাই তৃপ্তির সঙ্গে এই খাদ্য গ্রহণ করে ও সুরা পান করে আপনারা আরো একবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান! বন্ধুর ইথাকায় অবস্থিত স্বগৃহ ছেড়ে যাত্রা করার সময় যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি। এখন আপনারা ক্লান্ত ও অবসন্ন। সেই দুর্যোগের কথা এখনও ভুলতে পারছেন না। উপর্যুপরি এতই যাতনা ভোগ করেছেন যে আপনাদের মন আনন্দ অনুভবের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।'

আমার সাহসী বীরদের তার এই আদেশ পালনে মোটেও বেগ পেতে হলো না। প্রচুর মাংস ও সুস্বাদু সুরা পান করা হলো। বস্তুত, একদিন একদিন করে এভাবেই আমাদের একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলো। একটি বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর ঋতুচক্রে যখন নতুন পালা শুরু হচ্ছে তখন আমার দলের লোকেরা একদিন সন্তর্পণে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'প্রভু, এখান থেকে আত্মরক্ষা করে যদি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে এখনই সময়; চলুন ইথাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।' এই কথা শুনে আমার দুর্দমনীয় মনও নমিত হলো।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকি সময় কেটে গেলো প্রচুর মাংস ও সুস্বাদু সুরায় ভোজোৎসব করে। তারপর সূর্য ডুবে গেলে রাত্রি নামলো। আমার লোকজন ঘুমের আয়োজন করতে অন্ধকার প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলো। কিন্তু আমি গেলাম সেই সুদৃশ্য শয্যার পাশে যেখানে সার্সি ঘুমায়। দুহাতে দেবীর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আবেদন জানালাম। সে মন দিয়ে শুনলো আমার আকুল আবেদন।

বললাম, 'সার্সি', আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি. একদিন তুমি আমাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য যে অঙ্গীকার করেছিলে আজ তা পূর্ণ কর। আমি এখন ফিরে যেতে আগ্রহী এবং আমার লোকজনরাও তাই চাচ্ছে। ওরা উপর্যুপরি অভিযোগ করে আমাকে হয়রান করে ফেলছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার উদ্যোগ নিচ্ছো।'

দেবী উত্তরে বললো. 'হে লেয়েরটেসের রাজপুত্র, ধীমান ওডেসিয়ুস, আমি আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার গৃহে আটকে রাখবো না। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আপনাকে বেশ অন্যরকমের এক অভিযানে যেতে হবে। আপনি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে দুর্ধর্ষ পার্সিফোনির সঙ্গে দেখা করেন। তার সন্নিধানে গিয়ে থীবির অন্ধ রাজা টিরেসিয়াসের আত্মার সংগে কথা বলবেন। যদিও তার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু জ্ঞান এখনও লোপ পায়নি। তাই সংগত কারণেই পারসিফোনি তার পাশে আছে। আর বাকিরা প্রেতের রূপ ধরে অস্থির হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একথা শুনে মন ভেঙে গেলো আমার। শয্যায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ খুঁজে পেলাম না এবং পৃথিবীর আলো দেখার স্পৃহাও আমার মরে গেলো। অবশেষে যখন কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন আবার তাকে প্রশ্ন করলাম।

'কিন্তু সার্সি, কে সেখানে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? কেউ তো কখনো জাহাজে চড়ে নরক যাত্রা করেনি।'

দেবী উত্তর করলো. 'ওডেসিয়ুস, চালকের অভাবে তীরে বসে কালক্ষয় করবেন না। মাস্তুল বেঁধে পাল খাটিয়ে জাহাজে গিয়ে বসুন। উত্তুরে হাওয়ার বেগে জাহাজ ছুটে চলবে। এবং ওসান নদী বেয়ে চলতে চলতে আপনি এসে পৌঁছুবেন এক জঙ্গলাকীর্ণ তীরে। সেটাই পারসিফোনির নিকুঞ্জবন। সেখানে দীর্ঘকায় পপলার গাছ আছে এবং উইলো গাছগুলো খুব দ্রুত ফলবতী হয়ে ওঠে। ওসান নদীর মুখরিত ঝরণার পাশে নৌকা তীরস্থ করে মৃত্যুদূতের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হবেন। সেখানে জ্বলন্ত অগ্নি নদী ও নরকের স্টিক্স নদীর একটি শাখা যাকে বলা হয় দুঃখ-নদী. যুগলবন্দী হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণার বেগে পতিত হয়ে নরকের একরন নদীতে গিয়ে মিলেছে। হে রাজন, এই সেই স্থান যেখানে আপনাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক হাত পরিমাণ একটি বর্গাকার পরিখা খনন করতে হবে। সেই পরিখার চারপাশে মৃতের

উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করবেন। প্রথমে উপচার সাজাবেন দুধমিশ্রিত মধু দিয়ে, তারপর সুস্বাদু সুরায় এবং সব শেষে জল দিয়ে। অতঃপর এসবের ওপর সাদা বার্লি ছিটিয়ে দিয়ে অসহায় প্রেতাত্মাদের সামনে প্রার্থনায় বসবেন। প্রতিজ্ঞা করে বলবেন যে ইথাকায় ফিরে গিয়ে আপনার প্রাসাদে পালের সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট বকনা বাছুরটি বলি দিবেন এবং টিরেসিয়াসের জন্যও আলাদাভাবে একটি উৎকৃষ্ট মিশকালো মেষ উৎসর্গ করবেন। মহান আত্মার সহযোগিতা নিয়ে মন্ত্রপাঠ শেষ করে একটি কচি ভেড়া ও একটি কালো ভেড়ি বলি দেয়ার আয়োজন করতে হবে আপনাকে। বলি দেয়ার সময় জন্তু দুটির মাথা নরকের খাদের দিকে কাৎ করে ধরবেন এবং আপনি একটু দূরে সরে আসবেন। তখন অসংখ্য বিদেহী আত্মা আপনার দিকে ছুটে আসবে এবং আপনি অবশ্যই আপনার লোকদের দ্রুত বলি দেয়া মেষের চামড়া ছাড়াতে বলবেন। তারপর পশুগুলি আগুনে পুড়িয়ে সবাই প্রার্থনা জানাবে দেবতা, মহাশক্তিধর যমদূত ও পারসিফোনির কাছে। কিন্তু তখনও আপনি তলোয়ার উঁচিয়ে বসে থাকবেন এবং কোন অসহায় প্রেতাত্মাকে রক্তের কাছে আসতে দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার টিরেসিয়াসের সঙ্গে বাক্য বিনিময় হয়। হে রাজন, ঠিক তখনই আপনার সামনে এসে হাজির হবেন টিরেসিয়াস। দূরপাল্লার সমুদ্রপথে কিভাবে যাত্রা করতে হবে তিনি এসে তা বুঝিয়ে দিবেন এবং মৎস্যসংকুল সমুদ্রপথ বেয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিবেন।'

সার্সি'র কথা শেষ হলো। সোনার রথে চড়ে উদিত হলেন ঊষাদেবী। দেবী নিমফ আমাকে পোশাক পরিধান করালেন এবং নিজেকে সজ্জিত করলেন মিহিন সুতায় বোনা নয়নলোভন পট্টবস্ত্রের একটি আঙরাখা দিয়ে। তিনি মাথায় পরলেন ঘোমটা এবং কোমরে বাঁধলেন একটি সুদৃশ্য সোনালী ফিতা। তারপর আমি প্রাসাদ অভ্যন্তরে গিয়ে উৎফুল্ল মনে আমার লোকদের একজন একজন করে ডেকে তুললাম।

আনন্দিত চিত্তে ডাকলাম, 'ওহে, রাত্রির মধুর স্বপ্নকে বিদায় জানিয়ে এবার জেগে ওঠো। দেবী সার্সি আমাদের অনুমতি দিয়েছে। চলো যাত্রা শুরু করি।'

আমার বীরদল কোন আপত্তি জানালো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাইকে নিয়ে নির্বিঘ্নে যাত্রা করা সম্ভব হলো না। আমার দলে এলপেনর নামে এক লোক ছিল। বয়সে সবচেয়ে ছোট এই তরুণের যুদ্ধ করার ক্ষমতা তেমন ছিল না এবং ও বুদ্ধিতেও ছিল খাটো। রাত্রিবেলা ও মাতাল হয়ে পড়ে এবং মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য মায়াবী দুর্গের উপরে উঠে আসে। তারপর

ওখানেই ও একাকী ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা বিদায়ের ব্যস্ততা ও কোলাহল শুনে ঘুম ভেঙে যায় ওর। তড়িঘড়ি করে ও লাফিয়ে জেগে ওঠে; কিন্তু মই বেয়ে নামার কথা ভুলে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যায়। মাথাটা নীচের দিকে দিয়ে পড়ার ফলে ওর কাঁধের হাড় ভেঙে যায়। এবং তখনি ওর আত্মা মৃত্যুপুরীতে চলে যায়।

আর সবাইকে বেশ বিশ্বস্ততার সংগে গ্রহণ করলাম। ওদের ডেকে বললাম, 'সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করছি, আমাদের ভালবাসার ইথাকায় ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু সার্সি আমাকে ভিন্ন ধরনের পথ নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের মৃত্যুপুরীতে দুর্ধর্ষ পারসিফোনির কাছে যেতে হবে এবং থীবির টিরেসিয়াসের আত্মার সংগে পরামর্শ করতে হবে।'

আমার কাছ থেকে একথা শোনার পর ওরা ভগ্ন-হৃদয় হয়ে পড়লো। যে যেখানে ছিল সেখানে বসেই কাঁদতে লাগলো এবং মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। কিন্তু কান্না থেকে বিরত না হয়ে আর কোন উপায় ছিল না ওদের।

দুঃখিত মনে সজল চোখে ওরা সমুদ্রতীরের জাহাজে ফিরে এলো। ইতিপূর্বেই সার্সি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। সে এসে জাহাজের সংগে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল একটি কাঁচ ভেড়া ও একটি কালো ভেড়ি। সে আমাদের চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য দেবতা যদি অদৃশ্য হয়ে থাকার ইচ্ছা করেন, তখন কার সাধ্য তার গতিবিধি লক্ষ্য করে?

এগার
মৃতদের কাহিনী

সমুদ্র তীরস্থ জাহাজে ফিরে এলাম আমরা। প্রথমেই জাহাজটা নোনা জলে ভাসিয়ে দিয়ে মাস্তুল খাড়া করে পাল খাটালাম। তারপর সেখানে যে মেষগুলো পেয়েছিলাম তা জাহাজে তোলা হলো। সবশেষে আমরা নিজেরা গিয়ে উঠলাম সেই জাহাজে। তখন ব্যথিত হৃদয় একদল নাবিক আমরা! কারো গন্ডদেশই শুষ্ক নয়। যদিও সুকেশী সার্সি মানুষের মতোই কথা বলে, তা সত্ত্বেও সে ছিল দেবীর মতোই ক্ষমতাবান। সে আমাদের জাহাজটা অনুকূল হাওয়ার বেগে সামানের দিকে ধাবমান করে রাখলো আর নীল রঙা জাহাজের পাল হাওয়ায় ফুলে উঠলো। জাহাজের দড়ি-দড়া ঠিকমত বাঁধার পর আমাদের চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ রইল না। শুধু দিক ঠিক রাখার জন্য মাঝিরা দাড় ধরে বসে রইল। সুন্দর পাল তোলা জাহাজটি ছুটে চললো সারাদিন। তাপর সূর্য ডুবে গেলে জাহাজ অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চললো।

এভাবে চলতে চলতে জাহাজটি আমাদের পৃথিবীর প্রান্তদেশে গভীর ওসিয়ান নদীতে চলে এলো। এখানে অনন্ত কুয়াশা নগরীতে সিম্মারিয়া জাতির বাস। সূর্য ও নক্ষত্রের আলো প্রবেশ করে না সেই দেশে। স্বর্গ থেকে যখন নক্ষত্র পৃথিবীতে পতিত হয় তখন তা কেউ দেখে না। ভয়াল রাত্রির কালো চাদরে আবৃত হয়ে আছে সেখানকার দুঃখী মানুষ।

সেই দেশে জাহাজ নোঙর করা হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না সার্সির কথিত স্থানে পেঁছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত মেষগুলো নিয়ে ওসান নদীর পাড় ধরে হেঁটে চললাম। প্রথমে প্রেতাত্মাদের দেখতে পেলো পেরিমেডিস ও ইউরিলোকুস। আমি তীক্ষ্ণধার তলোয়ার বের করে ঠিক তখনই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এক হাত সমান বর্গাকার একটি পরিখা খনন করি। তারপর পরিখার চারপাশে অর্ঘ্য সাজাই। মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রথমে অর্ঘ্য তৈরী করলাম মধু ও দুধ মিশিয়ে, পরে সুস্বাদু সুরায় এবং সব শেষে জল দিয়ে। তারপর এসবের ওপর সাদা বার্লি সিঞ্চিত করে আমি অসহায় মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ করি এবং শপথ নিয়ে বলি যে ইথাকার ফেরা মাত্রই আমার প্রাসাদে পালের উৎকৃষ্টতম বক্না বাছুরটি বলি দেবো আর মূল্য-

বান ধাতু দিয়ে মঠ নির্মাণ করবো। এছাড়া মিশকালো মেষ বলি দিয়ে টিরেসিয়াসের জন্যও আলাদাভাবে উৎসর্গের আয়োজন করবো। মৃত্যু-পুরীতে মন্ত্রপাঠ শেষ করে আমি মেষগুলো পরিখার পাশে নিয়ে বলি দিলাম। মেষগুলোর গলদেশ এমনভাবে কাৎ করে রাখলাম যাতে কালো রক্ত পরিখার ভেতরে গিয়ে পড়ে। এবার ইরেবাস নামক মহামৃত্যু খাদ থেকে উঠে এলো মৃত আত্মারা। সেখানে আছে কুমারী ও অবিবাহিত যুবকের আত্মা। আছে বৃদ্ধদের আত্মা যারা দীর্ঘকাল জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করে গেছেন। এখনো মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলতে পারেনি এমন তুলতুলে কিশোরীর আত্মাও রয়েছে। আর আছে যুদ্ধে নিহত একদল সৈনিক যাদের বর্শাদীর্ণ ক্ষত এখনো শুকায়নি এবং তাদের বর্ম রক্তাক্ত হয়ে আছে। পরিখার ভেতর অসংখ্য মৃত আত্মা যখন অস্থির হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনি শুনতে পেলাম মর্মবিদারী এক ভয়ংকর চীৎকার। ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সহ-যোদ্ধাদের ডেকে বলিকৃত মেষগুলোর চামড়া ছাড়ানোর নির্দেশ দিলাম। তারপর সেগুলো অগ্নিতে বিসর্জন দিয়ে মহাশক্তিধর যমদূত ও শুভলক্ষণযুক্ত পারসিফোনির কাছে ওরা প্রার্থনা জানালো। কিন্তু আমি খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত হলাম। যাতে টিরেসিয়াসের সংগে কথা বলার আগে অসহায় আত্মার রক্তের সংস্পর্শে আসতে না পারে।

প্রথমেই ছুটে এলো আমার নিজের দলের লোক এলপিনর আত্মা। তখনো পৃথিবীর বিশাল উদরে সমাধিস্থ হবার সৌভাগ্য তার হয়নি। যাত্রার প্রাক্কালে আমরা অন্যান্য কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে সার্সির গৃহে তার জন্য শোক করা এবং তাকে সমাধিস্থ করার সময় হয়ে ওঠেনি। এখন তাকে দেখে কান্না পেলো আমার এবং তার জন্য করুণায় বিগলিত হলো মন।

আমি তাকে কাছে ডেকে বললাম ঃ 'এলপিনর, পশ্চিমের কুয়াশা ঠেলে কি করে এখানে এলে ? তুমি দেখছি পদব্রজে আমার কৃষ্ণ জাহাজের চেয়েও দ্রুত ছুটতে পারো।''

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিলো সে 'হে রাজন, সুবিজ্ঞ ওডেসিয়ুস, কোন অশুভ শক্তির ঈর্ষার কবলে পড়েই আমার ভুল হয়েছিল। আমি সার্সির প্রাসাদে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পাত্রের সবটুকু সুরা গলাধঃকরণ করেছিলাম। যার ফলে মই বেয়ে নামার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাই এবং মাথা নীচের দিকে দিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যাই। তাতে আমার কাঁধের হাড় ভেঙে গেল এবং তখনই যমালয়ে চলে এলো আমার আত্মা।

আমি জানি আপনি এই মৃত্যুপুরী থেকে বিদায় নেয়ার পর আপনার বিশাল জাহাজ নিয়ে আইয়া দ্বীপে যাবেন, আমার একান্ত অনুরোধ, হে যুবরাজ, আমাদের বিগত বন্ধুদের নামে, যার গর্ভে আপনার সন্তান জন্মেছিল সেই স্ত্রীর এবং যাকে গৃহে রেখে এসেছেন সেই একমাত্র পুত্র টেলেমেকাসের নাম নিয়ে বলছি আমাকে এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে যাত্রা করবেন না। শোকজ্ঞাপন করে আমাকে সমাধিস্থ করুন। তা না হলে আমার মৃত লাশ দেখতে পেয়ে দেবতারা আপনার প্রতি রুষ্ট হতে পারেন। তাই আমার দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ অগ্নিতে দাহ করুন। এবং এই হতভাগার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ধূসর সমুদ্রতীরে নির্মাণ করুন একটি মঠ যা ভবিষ্যতের নাবিকদের পথের নিশানা দিবে। আর জীবিতাবস্থায় আমি বন্ধুদের সংগে যে পাটাতনে বসে হাল ধরতাম সেই হাল ও পাটাতনও আমার সমাধিতে রোপণ করুন।"

উত্তরে বললাম, 'ওহে, হতভাগ্য এলপিনর, কোন কিছুই ভুলবো না। তোমার জন্য সবই করবো।'

উভয়ে মুখোমুখি হয়ে গভীর দুঃখের সংগে কথোকপথন করলাম। আমি তলোয়ার উঁচিয়ে রক্তের সামনে বসে রইলাম আর অন্য প্রান্তে বসে প্রেতাত্মা তার কথা বলে যেতে লাগলো।

তারপর এলো মহাত্মা অটোলাইকাসের কন্যা আমার মৃত মাতা এন্টিক্লিয়ার আত্মা। আমার মাতা তখনও জীবিত ছিলেন, আমি তাঁকে বিদায় জানিয়ে পবিত্রভূমি ইলিয়ামের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম। এখানে তাকে এভাবে দেখে দুচোখে জল এলো আমার এবং মনে সহানুভূতির উদ্রেক হলো। হৃদয় আমার বেদনামথিত হলেও টিরেসিয়াসের সংগে কথা না বলে তাঁকে আমি রক্তের কাছে আসতে দিলাম না। স্বর্ণদন্ড হাতে এবার উঠে এলেন থীবির ঋষিরাজ। আমাকে দেখে অভিনন্দন জানালেন তিনি।

ওহে লেয়েরটেস রাজের সুবিজ্ঞ পুত্র, হতভাগ্য ওডেসিয়ুস, কিসের জন্য তুমি সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবী ছেড়ে এই দয়াহীন জগতে মৃতদের দেখতে এসেছো? পরিখার কাছ থেকে দূরে গিয়ে তলোয়ারটা নামিয়ে রাখো, যাতে রক্তপান করে আমি ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে তোমাকে সত্য জ্ঞাপন করতে পারি।'

তলোয়ার কোষবদ্ধ করে সেখান থেকে ফিরে এলাম। কালো রক্ত পান করলেন টিরেসিয়াস। তারপর শুনতে পেলাম এক সত্যদর্শীর কণ্ঠস্বর।

'ওহে মহাবীর ওডেসিয়ুস', তিনি বলতে লাগলেন, 'গৃহে পেঁৗছানোর সহজ পথের সন্ধানে বেরিয়েছো। কিন্তু দেবতারা তোমার যাত্রা কণ্টকর করে

তুলেছেন। আমার মনে হয় না তুমি ভূকম্পনের দেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কারণ তুমি তার প্রিয় পুত্রকে অন্ধ করে দিয়েছিলে। সেই ক্ষোভ তিনি আজও ভুলতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তুমি এবং তোমার সংগীরা ইথাকায় পেঁছুতে পারবে, তবে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে নয়। যখন তোমার সুদর্শন জাহাজ নীল সমুদ্র ছেড়ে থ্রিনাসি দ্বীপে পেঁছুবে তখন তোমার নিজের এবং তোমার লোকদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে। সেখানে দেখতে পাবে তৃণভূমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে সূর্যদেবের হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া ও গবাদিপশু। সূর্যদেব এ পৃথিবীর যাবতীয় সবই দেখতে ও শুনতে পান। যদি সেই হৃষ্টপুষ্ট পশু দেখে প্রলুব্ধ না হয়ে গৃহে যাত্রার উদ্দেশ্যে অটল থাকো, তবে কষ্টেসৃষ্টে হলেও ইথাকা প্রত্যাবর্তনের একটা সম্ভাবনা আছে। অবশ্য যাত্রা তেমন নিষ্কণ্টক হবে না। যদি তোমরা সেই পশু লুণ্ঠন করো, সাবধান, তাহলে কিন্তু তোমার জাহাজ ও লোকবল সবই ধ্বংস পাবে। সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিজে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পারলেও তোমার গৃহে প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হবে। দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে সংগীদের মৃতদেহ নিয়ে ভিনদেশী এক জাহাজে করে দেশে ফিরে যাবে। আপন গৃহে এসেও তোমাকে সমস্যায় পড়তে হবে। এসে দেখবে কতগুলো বদমাশ বসে বসে তোমার গৃহের অন্ন সাবাড় করছে আর তোমার মহীয়সী স্ত্রীকে প্রণয় নিবেদন করে বিয়ের সামগ্রী উপহার দিয়ে উত্যক্ত করে তুলেছে। এ কথা সত্য যে তুমি গৃহে পেঁছে এই অপকর্মের জন্য তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবে। সেইসব পাণিপ্রার্থীদের কবল থেকে গৃহ মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে আবার এক নতুন যাত্রার আয়োজন করতে হবে। তা তুমি কোন কূটকৌশল অবলম্বন করে বা মুক্ত তলোয়ার হাতে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে, তোমার খুশিমতো, যেভাবেই তাদের হত্যা করো না কেন, জাহাজে শক্ত দাঁড় বেঁধে যাত্রা শুরু হবে তোমার। চলতে চলতে একসময় এক শ্রেণীর মানুষের দেখা পাবে। তারা সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং খাবারে লবণ ব্যবহার করে না। তাই তাদের কাছে তোমাদের এই হলুদরঙা জাহাজ ও জাহাজের পাখার মতো দীর্ঘ দাঁড়গুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হবে। এখানে তোমাকে একটি কর্তব্য কর্ম পালন করতে হবে। আরো একজন পরিব্রাজকের সংগে দেখা হবে তোমার। সে তোমার কাঁধে বাঁধা পাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। ঠিক তখনি তুমি সুনির্মিত দাঁড়টি ভূমিতে রোপণ করে প্রভু পসিডনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে মেষ, বৃষ ও একটি শূকর। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বর্গে বিরাজমান অমর দেবতাদের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য মর্যাদার সংগে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গের আয়োজন করবে।

তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বলছি, 'শোনো, তোমার মৃত্যু হবে সমুদ্রবক্ষে। মৃত্যুদূত তোমার কাছে আসবে তার সবচেয়ে ভদ্র সুবেশ ধারণ করে। সুখী-সমৃদ্ধ মানুষ পরিবৃত হয়ে আরাম আয়েসের সংগে বার্ধক্য জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি এসে তোমার প্রাণ হরণ করবেন। আমি যা বিবৃত করলাম তা সত্য বলে জানবে।'

উত্তরে বললাম, 'টিরেসিয়াস, আমার ভাগ্যের এই চক্রজাল যে দেবতারা স্বহস্তে বনেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আর একটি বিষয়ে আপনার সংগে আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি। প্রেতপুরীতে আমার মাতার আত্মাকে দেখলাম। তিনি রক্তের পাশে নীরবে বসে আছেন। স্বীয় পুত্রের মুখ দর্শন করার মতো তার দৃষ্টিশক্তি নেই এবং তিনি পুত্রকে মুখ ফুঁড়ে কিছু বলতেও পারছেন না। হে যুবরাজ, আমাকে বলুন, তাকে কি কোনভাবেই জানানো যায় না যে আমিই তার পুত্র ?'

টিরেসিয়াস উত্তরে বললেন, 'শোনো, একটা সহজ বিধির কথা বলছি। যখন তুমি কোন প্রেতাত্মাকে রক্তের স্বাদ নিতে দেবে তখন যুক্তিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক কথা বলতে শুরু করবে আর সেই স্বাদ থেকে যাকে প্রত্যাখ্যান করবে সে বিতাড়িত হয়ে ফিরে যাবে।'

যুবরাজ টিরেসিয়াসের কাছে আমি সর্বশেষে এই কথাগুলোই শুনেছিলাম। এইসব দিব্যবাণী উচ্চারণ করে পুনরায় তিনি মৃত্যুপুরীতে অপসৃত হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই স্থির হয়ে বসে রইলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মাতার আত্মা এসে এক চুমুক কালো রক্ত পান করলেন। রক্তপান করা মাত্রই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং দ্রুত তার মুখ থেকে নিঃসৃত হলো স্নেহার্দ্র শব্দাবলী ঃ

'বাছা আমার, এই তুষারাবৃত দেশে কি করে এলে ? আর এখনো তুমি প্রাণে বেঁচে আছো ? কোন জীবিত মানুষের পক্ষে তো এখানে আসা সম্ভব নয়। তোমার এবং আমাদের মাঝে আছে বিশাল এক আতঙ্ক-নদী। সবচেয়ে বড় বাধা সেই ওসিয়ান নদী। সুসজ্জিত জাহাজ ছাড়া পায়ে হেঁটে কেউ এখানে আসতে পারে না। তুমি কি ট্রয় থেকে এসেছো ? যাদের নিয়ে দেশ ছেড়েছিলে সেই সংগীদের নিয়ে আজও সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছো ? এখনো ইথাকায় ফিরে যেতে পারোনি এবং স্বগৃহে গিয়ে স্ত্রীর মুখদর্শনও করতে পারোনি ?'

উত্তরে বললাম, 'মাতা, অনন্যোপায় হয়েই আমি এই মৃত্যুপুরীতে থীবির টিরেসিয়াসের আত্মার সংগে কথা বলতে এসেছি। আজও অ্যাকিয়ার সন্নিকটে পেঁছুতে পারিনি এবং স্বদেশের মাটিও স্পর্শ করতে পারিনি।

ট্রয়ের রথীদের সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রাজা আগামেমননের সংগে ইলিয়ামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর থেকে আজও বিপন্ন পর্যটকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এবার আপনার কথা বলুন। নিয়তি কিভাবে আপনার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো? আপনি কি দীর্ঘমেয়াদী কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন? নাকি ধনুর্দেবী আর্টেমিস এসে মৃদু যন্ত্রণা দিয়ে আপনার প্রাণ হরণ করেছিলেন? আর যে পিতা ও পুত্রকে আমি গৃহে রেখে এসেছিলাম তাদের কি হলো? তারা কি এখনো আমার রাজ্য ও ধনসম্পদ নিরাপদে পাহারা দিচ্ছে, নাকি আমি আর কখনোই ফিরে আসবো না ভেবে তা অন্যের দখলে চলে গেছে? আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীর কি হলো? সে এখন কেমন আছে এবং মনে মনে কি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে? আজো কি সে তার পুত্রকে নিয়ে আমার ধনসম্পদ আগলে বসে আছে? নাকি তার দেশের যোগ্যতম ব্যক্তির সংগে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে?'

মাতা উত্তরে বললেন, 'তোমার স্ত্রীর তোমার গৃহে অবস্থান না করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে কঠোরভাবে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। মর্মান্তিক দুঃখে, সজল চোখে দীর্ঘ দিবস-রজনী তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে সে। তোমার রাজ্যও হস্তান্তর হয়নি। টেলেমেকাস নির্বিবাদে রাজত্ব করে চলেছে। নিজ রাজ্যে জনতার জন্য ভোজোৎসবের আয়োজন করছে এবং অন্যের আমন্ত্রণও গ্রহণ করছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তোমার পিতা। তিনি কখনোই আর নগরের দিকে আসেন না। সুদৃশ্য চাদর ও নরম কম্বল বিছানো আরামশয্যা পরিত্যাগ করেছেন তিনি। তার পরিবর্তে শীত মৌসুম এলে তিনি কালিঝুলিমাখা ছেঁড়া কম্বলে খামার-বাড়িতে শ্রমিকদের সংগে শুয়ে থাকেন। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শরতের শুষ্ক দিনগুলো তিনি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আঙ্গুর ক্ষেতের মধ্যে শয্যা পাতেন। এভাবে প্রাণে অনেক দুঃখ নিয়ে তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছেন তিনি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের পীড়নে তিনি ক্রমশই কাবু হয়ে পড়ছেন। আমিও সেই পীড়নের শিকার হয়েছিলাম। তার ফলে আমাকে এই সমাধিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এতে তীক্ষ্ম আঁখি তীরন্দাজ দেবীর কোন হাত ছিল না। তিনি আমার গৃহে এসে কোনরকম কৌশলে আমার প্রাণ হরণ করেননি বা যে দুরারোগ্য ব্যাধি কবলিত হলে দেহত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করতে হয় সে রকম ব্যাধিতেও আক্রান্ত হতে হয়নি আমাকে। হে প্রাণপ্রিয় পুত্র ওডেসিয়ুস, তোমার অপেক্ষায় থেকে যে মর্মান্তিক কষ্ট অনুভব করতাম সেই কষ্টই একদিন আমার জীবনের যবনিকা টেনে দিলো।'

মাতার কথা বলা শেষ হলে তাঁর আত্মাকে জড়িয়ে ধবার এক দুর্নিবার ইচ্ছা জাগলো মনে। যদিও তিনি মৃত তবু দু'বাহু প্রসারিত করে তাঁকে তিন তিনবার জড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু একটা স্বপ্ন বা মায়ার মতো তিনি আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এবং তাতে দুঃখ তীক্ষ্ন হয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করলো।

হতাশ মনে মাতাকে ডেকে বললাম, 'দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে এই নরকে এসে যখন আমরা পস্পরকে জড়িয়ে ধরে একটু সুখ অনুভব করতে চাচ্ছি তখন আপনি কেন আমাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন? নাকি আমার দুঃখের আগুন আরো উসকে দেযার জন্য চতুর পারসিফোনি প্রেরিত এ কেবলই অলিক এক মায়া?'

আমার কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'যাদু আমার, এ জগতে কিছুই তোমার অবিদিত নেই। এটা জিউস দুহিতা পারসিফোনির কোন চাতুরী নয়। তুমি মরণশীল মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করছো মাত্র। মৃত্যুর পর এই হাড় মাংসে আর কোন শক্তি থাকে না। দেহপিঞ্জর ছেড়ে প্রাণপাখি একবার উড়ে গেলে তা জ্বলন্ত আগুনের খাদ্যে পরিণত হয়। আত্মাটা স্বপ্নের মতো অস্থির হয়ে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখন তুমি শীঘ্র সূর্যা-লোকিত পৃথিবীতে ফিরে যাও। আব যা বললাম তা স্মরণে রেখো। যাতে একদিন এসব কথা তোমার স্ত্রী কাছে বলতে পারো।'

এভাবে মাতার সংগে কথা বলা শেষ হলো। এবার ভয়ংকর পারসি-ফোনির নির্দেশে ছুটে এলো অন্য সব নারীর আত্মা। তারা এসেই কালো রক্তের পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। জীবিতাবস্থায় তারা কেউ ছিল রাজবধূ বা রাজকন্যা। একজন একজন করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। কিন্তু দীর্ঘ তলোয়ার উঁচিয়ে রাখলাম যাতে তারা একই সংগে কালো রক্ত পান করতে না পারে। তারা একজন একজন করে তাদের বংশপরিচয় জ্ঞাপন করলো এবং আমিও তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

প্রথমেই আমি মুখোমুখি হলাম সম্ভ্রান্ত বংশীয়া টাইরোর সংগে। সে আমাকে জানালো যে সে মহান সালমোনিউসের কন্যা এবং ইউলাসের পুত্র ক্রিথিউসকে সে বিয়ে করেছে। পৃথিবীতে প্রবহমান নদীগুলোর মধ্যে সব-চেয়ে সুন্দর যে নদী সেই ইনিপিউস নদের দেবতার প্রেমে পড়েছিলো টাইরো। তাই সেই উসিমুখর নদের কূলে ছিল তার নিত্য অভিসার। একদিন ভূকম্পনের দেবতা ইনিপিউসের রূপ ধরে তার কাছে এলো। নদী যেখানে সাগরে মিলেছে সেই সংগমস্থলে ভূকম্পনের দেবতা টাইরোকে

প্ররোচিত করে শয্যা গ্রহণ করালেন। তখন নদী থেকে উত্থিত পর্বতপ্রমাণ এক বিশাল কালো ঢেউ নারী ও দেবতাকে আচ্ছাদিত করে দিলো। তারপর টাইরোর কটিদেশে নীবিবন্ধ খুলে তার সংগে প্রণয়সুখে বিভোর হলেন দেবতা। রতিক্রিয়া শেষে টাইরোর করস্পর্শ করে দেবতা বললেন, 'হে নারী, আমার সংগে এই প্রণয়লীলার ফলে তুমি সুখী হবে। কেননা দেবতার আলিঙ্গন কখনো ব্যর্থ হয় না। বৎসরান্তে তুমি অপরূপ সন্তান জন্ম দিবে। তাদের তুমি অবশ্যই যত্নের সংগে লালন-পালন করবে। এখন গৃহে ফিরে যাও এবং এ বিষয়ে কারো কাছে কিছু বলবে না। আর আশা করি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমিই সেই পসিডন যার বলে এই সমভূমি প্রকম্পিত হয়ে থাকে। টাইরো গর্ভবতী হয়ে যথাসময়ে পেলিয়াস ও নেলিয়ুস নামে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো। পুত্রদ্বয় ক্ষমতায় ছিলো সর্বশক্তিমান জিউসের অনুচরদের তুল্য। পেলিয়াস বাস করতো পশুপাখি সমৃদ্ধ লোলকাস দ্বীপে; অন্যপক্ষে নেলিয়ুসের রাজত্ব ছিল বালুকাময় পাইলস দ্বীপে। এ ছাড়াও টাইরো কালক্রমে আরো সন্তান জন্ম দিয়েছিলো। ক্রিথিয়ুসের ঔরসে ঈসন, ফিরেস ও এমিথাওন নামে সে তিনটি সন্তান প্রসব করে। এরাও তিনজনই ছিল সুদক্ষ রথী।

তারপর আমার দেখা হলো আসোপাসের কন্যা অ্যান্টিওপীর সংগে। কথিত আছে যে একদা সে জিউসের অংকশায়িনী হয়েছিল। অ্যাম্ফিয়ন ও জেথিয়ুস নামে তার দুই পুত্র ছিল। এই পুত্রদ্বয়ই সপ্ত তোরণবিশিষ্ট থিবী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে এরা থিবীতে কতগুলো দুর্গ নির্মাণ করে। ক্রমে তাদের অসীম কর্মতৎপরতার ফলে থিবীর সব পরিত্যক্ত মুক্ত এলাকাতেই দালান কোঠা নির্মিত হয়।

অ্যান্টিওপীর পর দেখা হলো এ্যাম্ফিট্রাইওনের পত্নী আলকমেনীর সংগে। এই নারী সর্বশক্তিমান জিউসের মধুর বাহুপাশে নিদ্রা যেতো। তারই গর্ভে জন্ম নেয় দুঃসাহসী সিংহ-পুরুষ হেরাক্লেস। ক্রিয়নের গর্বিতা কন্যাকেও দেখলাম সেখানে। সেই নারীই এ্যাম্ফিট্রাইওনের বীরপুত্রকে বিয়ে করেছিল।

তারপর সাক্ষাত পেলাম ইডিপাস-মাতা সুন্দরী ইপিকাস্টির। অজ্ঞানতাবশত সে তার পুত্রকে বিয়ে করে এক মারাত্মক পাপ করেছিল। ইডিপাস স্বীয় পিতাকে হত্যা করে মাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলো। খুব শীঘ্রই দেবতারা এই গোপন পাপের কথা ফাঁস করে দেয় এবং ইডিপাসকে ভোগ করতে হয় তাদের নিষ্ঠুর শাস্তিবিধান। নিজের প্রিয় থিবী রাজ্যে ক্যাডমিয়ানদের রাজা হয়েও তাকে দংশিত হতে হয় তীব্র বিবেকদংশনে। কিন্তু

নিজের কৃতকর্মের মনস্তাপ সহ্য করতে না পেরে গৃহছাদ থেকে রজ্জু ঝুলিয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলেন ইপিকাস্টি। এভাবেই ইপিকাস্টি মৃত্যুপুরীতে চলে এলো আর মাতার অভিশাপের তীব্র গঞ্জনা নিয়ে পরিত্যক্ত হলো ইডিপাস।

ইডিপাসের পর দেখা হলো আইয়াসুস পুত্র অ্যাম্ফিয়নের কনিষ্ঠা তনয়া সুন্দরী ক্লোরিসের সংগে। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর ধন-সম্পদের বিনিময়ে নেলিউস তার পাণিগ্রহণ করেছিলো। তাকে পাইলস রাজ্যে রানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলো নেলিউস। এই রানীর গর্ভে ক্রোমিয়াস, নেসটর ও পরিক্লাইমাস নামে তার এই তিনপুত্রের জন্ম হয়। এছাড়াও ক্লোরিস গর্ভে ধারণ করেছিলেন পেরু নামে এক জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী কন্যা। প্রতিবেশী যুবকেরা এই সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করার বাসনা ব্যক্ত করে। কিন্তু নেলিউস এক ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তিনি কন্যাকে তার হাতেই অর্পণ করবেন যে ফাইলেস থেকে দুর্ধর্ষ আইফিক্লেসদের গবাদিপশু গুলো লুণ্ঠন করে আনতে সক্ষম হবে। এইসব হৃষ্টপুষ্ট তেজী পশু তাড়িয়ে নিয়ে আসা তা ছিল এক দুঃসাধ্য কাজ। তা সত্ত্বেও এক দর্পিত যুবক এই দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু দেবতারা ছিল তার প্রতিকূলে। তাই যাত্রাপথে দুর্ভাগ্যের শিকার হলো সেই যুবক এবং শেষে ফাইলেসের বর্বর পশুপালকদের হাতে বন্দী হয়ে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হলো তাদের কঠিন কারাগারে। তারপর একে একে দিন অতিক্রান্ত হয়ে মাস পূর্ণ হলো, মাস অতিক্রান্ত হয়ে বৎসর। কিন্তু একটি বৎসর পূর্ণ হবার পর ঋতুচক্রে যখন পালাবদল ঘটছে তখন কতগুলো ধাঁধার উত্তর দিতে সক্ষম হওয়ায় আইফিক্লেসরা সেই যুবককে মুক্ত করে দেয়। আর এভাবেই পরিতৃপ্ত হলো জিউসের মনোবাঞ্ছা।

এবার টিনডারিয়ুস-পত্নী লিডোর সন্নিধানে এলাম। লিডোর গর্ভে টিনডারিয়ুসের দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র ক্যাস্টর ছিল সুদক্ষ অশ্বারোহী আর পলিডিউসেস ছিল বলিষ্ঠ মুষ্ঠিযোদ্ধা। পৃথিবীর অতল গর্ভে নিপতিত হলেও আজো তারা বেঁচে আছে। এখানে তারা জিউসের সযত্ন পরিচর্যায় লালিত-পালিত হচ্ছে। উভয়ে পালা করে দিনান্তরে জীবিত ও মৃত রূপ পরিগ্রহ করে থাকে এবং দেবতাদের মতোই তারা এখানে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত।

তারপর আমার সামনে এলো আইফিমেডিয়া। সে আলোয়ুসের স্ত্রী। কিন্তু আইফিমেডিয়া দাবী করে যে সে জিউসের শয্যাসঙ্গিনী ছিল। এবং কথিত আছে যে সে ক্ষণজীবী দুই যমজ সন্তান দেবোপম ওটুস ও ইফিয়েল-

টেসের জননী। এই যুগল ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘাকৃতি মানুষ এবং দেহকান্তিতে সুদর্শন অরিয়নের পরেই ছিল তাদের স্থান। ন' বছর বয়সে তাদের স্কন্ধদেশ হয়েছিল ন' হাত দীর্ঘ এবং দেহের উচ্চতা ছত্রিশ হাত। এই সেই যুগল যাদের দৌরাত্ম্য দেখে অলিম্পাসের দেবতারা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মনে জেগেছিল এক উচ্চাভিলাষ। তারা ভেবেছিল ওসা পর্বতকে অলিম্পাসের ওপর স্থাপিত করে এবং তারপর ওসার ওপর পেলিয়ন পর্বত উত্থিত করে স্বর্গে যাওয়ার সোপান তৈরী করবে। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার আগেই জেয়সু ও সুকেশী লেটোর এক পুত্রের কবলে পড়ে তারা নিহত হয়।

এবার আমার দৃষ্টি পড়লো ফেড্রি, প্রোক্রিস এবং সুন্দরী এরিয়াজনের ওপর। এরিয়াজন ছিল যাদুকর মাইনসের কন্যা। থিসিয়ুস একবার তাকে ক্রীট থেকে এথেন্স নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে সুখ তার সইলো না। তারা এথেন্স পৌঁছার পূর্ব মুহূর্তে ডায়নিসুস গিয়ে এই ঘটনা আর্টেমিসের নজরে আনে। ফলে সমুদ্র থেকে উত্থিত দেবী আর্টেমিসের ঘরে নিহত হয় এরিয়াজান।

ম্যারা, ক্লাইমেনি এবং ঘৃণ্য এরিফাইলি, এদের সবার আত্মার সংগেই দেখা হলো আমার। অত্যধিক বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করে এরিফাইলি স্বীয় স্বামীর জীবন বিপন্ন করেছিল। কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্ত আমার পক্ষে বিবৃত করা সম্ভব নয়। আর সেইসব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রী-কন্যাদের নামও উল্লেখ করতে চাই না। কারণ সব খুলে বলতে গেলে এই দীর্ঘ রজনী নির্ঘুম অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

'এখন নিদ্রা যাবার সময় হয়েছে। তাই জাহাজে গিয়ে আমার নাবিকদের সংগে থাকি বা আপনার প্রাসাদেই ব্যবস্থা হোক মোট কথা এখন আমাকে শয্যায় যেতে হবে। আর আমার গৃহে প্রত্যাবর্তনের সব দায়-দায়িত্ব তো আমি দেবতা ও আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।'

এই বলে ওডেসিয়ুস ক্ষান্ত হলেন। তাঁর এই কাহিনী সেই ছায়াচ্ছন্ন প্রাসাদে সবাইকে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। তাই সেই বিশাল প্রাসাদে বিরাজ করছিল গভীর নৈঃশব্দ। শেষে শুভ্রবসনা আরিটি সেই নৈঃশব্দ ভেঙে কথা বললেন।

রানী আরিটি জানতে চাইলেন, 'হে ফেসায় অভিজাতবর্গ, তোমাদের কি অভিমত? তোমরা তো আমাদের এই অতিথির বীরত্ব ও জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পেলে। আমি তাকে অবশ্যই আমার সম্মানিত অতিথি হিসেবে গণ্য করি। আশা করি তোমরাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

তাই তড়িঘড়ি করে পরিকল্পনাহীনভাবে তাকে তোমরা গৃহে ফিরে যেতে দিতে পারো না। এই দুঃসময়ে তাকে এভাবে যেতে হলে তোমাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। কেননা দেবতার বরে তোমাদের গৃহে তো ধন-সম্পদের কোন ঘাটতি নেই।'

এই কথা শুনে বয়োপ্রবীণ দলপতি একিনিয়াস বললেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের রানীর পরামর্শ খুবই যুক্তিযুক্ত। আমরাও এইরূপ পরামর্শ আশা করেছিলাম। আমি মনে করি তার কথা আমাদের মান্য করা উচিত। অবশ্য রাজা এলসিনোউসের মতামত না পেলে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া যায় না।

এলসিনোউস তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'তাই হোক। কিন্তু আমাদের অতিথির কাছে একটি আবেদন, তিনি যেন গৃহ-প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ কিছুটা দমিত করে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তা না হলে আমার পক্ষে তাঁর বিদায়ের সব আয়োজন করা সম্ভব হবে না। তাঁকে গৃহে পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং বিশেষ করে আমার। কেননা আমিই এ রাজ্যের রাজা।'

সশ্রদ্ধচিত্তে উত্তর দিলেন ওডেসিয়ুস, 'হে পরম পূজনীয় রাজা এলসিনোউস, উপহার সামগ্রী নিয়ে নিরাপদে গৃহে পেঁছানোর জন্য আমাকে যদি আপনাদের মাঝে আরো একটি বছর কাটাতে হয় তাতেও আমার অসুখী হওয়ার কিছু নেই। জাহাজভর্তি ধন-সম্পদ নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাতে ইথাকা পেঁছানোর পর সবাই আমাকে সশ্রদ্ধচিত্তে আনন্দের সংগে অভিনন্দিত করবে।'

এলসিনোউস বললেন, 'ওডেসিয়ুস, আমরা কখোনোই মনে করি না যে আপনি এই পৃথিবীর বদমাশ ও প্রতারকদেরই একজন। যারা মিথ্যা কাহিনীর জাল বুনে মানুষকে প্রতারিত করে থাকে আপনি তাদের দলের লোক নন। অন্যপক্ষে আপনার গল্পের মধ্যে যে শুধু চমৎকারিত্ব আছে তা-ই নয়, আপনার বিচার বুদ্ধিও বেশ প্রখর। আপনার সহযাত্রীদের কথা এবং বিপদসঙ্কুল অভিযানের কথা বিবৃত করতে গিয়ে আপনি যে শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল একজন চারণ কবির পক্ষেই সম্ভব। এখন আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি পুনরায় কাহিনী বলতে শুরু করুন। আমরা জানতে চাচ্ছি যে বীর সহযোদ্ধারা আপনার সংগে ইলিয়ামের মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের কাউকে কি মৃত্যুপুরীতে দেখলেন। রাত্রি বেশ দীর্ঘ; গল্প বলে যান। এখনো আমাদের শয্যায় যাওয়ার সময় হয়নি।

আপনার আশ্চর্য কর্মকান্ডের কথা আমাদের শোনান। আপনি এই প্রাসাদে রাত্রি যাপন করে আপনার দুর্ভাগ্য কবলিত জীবনের গল্প বলে যান। আর আমিও সোনালী ঊষার উদয় পর্যন্ত আপনার সংগে রাত্রিযাপন করি।'

তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহাবীর ওডেসিয়ুস পুনরায় তাঁর গল্প বলতে শুরু করলেন।

'হে আমার পরমপূজনীয় রাজা এলসিনোয়ুস', ওডেসিয়ুস বলে যেতে লাগলেন, 'দীর্ঘ গল্প বলার একটা সময় আছে, কিন্তু নিদ্রাকালে নিদ্রা যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যাই হোক, আপনি যেহেতু আমার কাহিনী শুনতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তাই আপনাকে আমি সবই বলবো। কেননা আপনি আমার জীবনের যে মর্মন্তুদ ঘটনা ইতিমধ্যে শুনেছেন তার চেয়েও দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হবে যদি আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করি। এখন আমার সহযোদ্ধাদের জীবনের করুণ পরিণতির কাহিনী বলছি, শুনুন। ভয়ংকর ট্রয় যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আত্মরক্ষা করে সহযোদ্ধারা যখন গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছে তখন এক দুষ্টমতি নারীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটে।

'অবশেষে ধর্মপ্রাণ পারসিফোনি নারী প্রেতাত্মাদের বিতাড়িত করলেন। প্রেতাত্মাগুলো যে যার পথ ধরে দ্রুত অপসৃত হবার পর আমার সন্নিধানে এলো এট্রিয়ুস পুত্র আগামেমননের আত্মা। এই দুঃখ-ভারাক্রান্ত আত্মাকে ঘিরে জমায়েত হলো আরো অনেকগুলো আত্মা। এরা সবাই তারই সঙ্গে নিয়তির কবলে পড়ে এজিসথাসের প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করে। কালো রক্ত পান করা মাত্রই আমাকে চিনতে পেরে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আগামেমনন। তারপর আগ্রহের আতিশয্যে দু বাহু প্রসারিত করে আমাকে স্পর্শ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হলো না। কেননা এক সময় যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার শক্তিমত্তা ও জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল তা চিরতরে অসাড় হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে তাই আমার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হলো। তার দুঃখে আমিও কাঁদলাম। তারপর আন্তরিকভাবে তার সংগে কথা বলতে শুরু করি :

'হে এট্রিয়ুস পুত্র, সুবিখ্যাত রাজা আগামেমনন। আমাকে বলুন, নিয়তির কবলে পড়ে কিভাবে আপনি দেহত্যাগ করলেন। পসিডন কি উন্মত্ত ঝড় তুলে সমুদ্রবক্ষে আপনার জাহাজ নিমজ্জিত করেছিলেন? নাকি দ্বীপাঞ্চলে কোন শত্রুভাবাপন্ন উপজাতির কবলে পড়েছিলেন? তাদের নগর লুণ্ঠন করে গবাদিপশু ও নারীদের অপহরণ করতে গিয়েই কি আপনার মৃত্যু হলো?'

কালবিলম্ব না করে উত্তর দিলেন তিনি, 'হে লেরটেসের বীরপুত্র, সুবিজ্ঞ ওডেসিয়ুস, পসিডন আমার অর্ণবপোত ধ্বংস করেননি বা আমি কোন বর্বর উপজাতির কবলেও পড়িনি। আসলে তা ছিল এজিসথাসের কাজ; সে আমার পাপীষ্ঠা স্ত্রীর সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আমার মৃত্যু ঘটায়। আমন্ত্রিত হয়ে আমি তার প্রাসাদে গিয়েছিলাম। পরে ভোজন পর্ব শেষে আমাকে পশুর মতো নির্মমভাবে হত্যা করে এজিসথাস। কোন ধনাঢ্য রাজার প্রাসাদে বিবাহ উৎসব উপলক্ষে বা জনসাধারণের নিমিত্ত কোন ভোজোৎসবের জন্য যেমন করে দাঁতাল শুকরদের বলি দেয়া হয় ঠিক তেমনি নির্দয়ভাবে বিরামহীন আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করা হয় আমার সঙ্গীদের। দ্বৈত যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে অনেক লোকের মৃত্যু তুমি দেখছো ওডেসিয়ুস। এবং ঘোর সমরে পড়ে যেভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাও প্রত্যক্ষ করেছো, কিন্তু এ রকম ভয়ংকর মৃত্যুদৃশ্যের কথা কখনো ভাবতেও পারবে না। তখন ভোজের টেবিল ও পানপাত্রগুলো সেই বিশাল কক্ষের এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল আর মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল আমাদের দেহনিসৃত রক্তের বন্যা। তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ছিল প্রায়াম কন্যা কাসান্দ্রার মৃত্যু। আমি তার হৃদয়বিদারী কান্না শুনতে পেয়েছিলাম যখন সে বিশ্বাসঘাতিনী ক্লাইটেমনেসট্রা কর্তৃক নিহত হয়ে আমার পাশেই ভূপতিত হয়। ভূপাতিত হয়েও আমি তখন দুহাত উপরে তুলে দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ক্লাইটেমনেসট্রার তলোয়ার জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেই কুলাঙ্গার-নারী আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আমি তখন মৃত্যুপথ যাত্রী কিন্তু করুণাবশত সে তার করস্পর্শে আমার খোলা মুখ ও দুচোখ বুজে দেয়নি। তাই আমি মনে করি এ জগতে তার তুল্য নারী আর একটিও পাওয়া যাবে না যে এ রকম নিষ্ঠুর ও জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় আপন স্বামীকে হত্যা করার মতো গর্হিত পাপ করার কথা কোন নারী কি কখনো ভাবতে পারে ? হায় কত আশা ছিল মনে ! গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আমার সন্তান ও দাসদাসীরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে ! কিন্তু ক্লাইটেমনেসট্রা এই গর্হিত পাপ করে শুধু নিজের নয়, অনাগত কালের সমগ্র সতী-সাধ্বী নারী জাতিকে কলঙ্কিত করেছে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'হায় ! সর্বদ্রষ্টা জিউস আরো একবার প্রমাণ করলেন যে তিনি এট্রিয়ুস বংশের চিরশত্রু। শুরু থেকেই তিনি নারীর কূটবুদ্ধিকে আশ্রয় করে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে চলেছেন। হেলেনকে উদ্ধারের জন্য আমাদের কত লোককে মৃত্যুবরণ করতে হলো আর ক্লাইটেমনেসট্রা স্বামীর অনুপস্থিতি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো।'

আগামেমনন উত্তর করলেন, 'এসব ঘটনা জীবনের এক চরম অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করবে। নিজের স্ত্রীকে খুব বেশি বিশ্বাস করবে না এবং তোমার মনের সব কথাও তাকে খুলে বলবে না। নিজের পরিকল্পনার সামান্যই তাকে জানাবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তোমার স্ত্রীও তোমাকে খুন করবে, ওডেসিয়ুস। ইকারুসের কন্যা তো মেধা ও মানসিকতায় কত উচ্চমার্গের ছিল! আর বিদুষী পেনিলোপীর কথা তো জানাই আছে! আমরা যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করি তখন তার কোলে শিশুপুত্র। আমার মনে হয় সেই শিশু এখন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সংগে উঠা-বসা করে থাকে। সত্যিই সে সৌভাগ্যবান বালক! প্রিয় পিতা প্রত্যাবর্তন করলে সে তাকে ভালবাসার চুম্বন দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। এটাই তো জগতের নিয়ম হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে আমার স্ত্রীই স্বীয় পুত্রের মুখ দর্শনের আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলো। সে তার পিতাকে হত্যা করার আগে এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হলো না। ওডেসিয়ুস, এখন আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি আশা করি তুমি তা গুরুত্বের সংগে মনে রাখবে। যখন স্বদেশে ফিবে যাবে তখন প্রকাশ্য দিবালোকে পোতাশ্রয়ে জাহাজ নোঙ্গর করবে না। গোপন পথ ধরে যাবে। কেননা নারী জাতকে আর বিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু আমি ভাবছি আমার পুত্রের কথা। তুমি কি সত্যি করে বলবে তার কি হলো? তুমি বা তোমার বন্ধুদের কারো জানা আছে কি, সে আজও বেঁচে আছে কিনা? খুব সম্ভবত সে অর্কোমিনাস বা মরুদেশ পাইলস অথবা মেনেলাসের স্পার্টা নগরীতে বাস করছে। মন বলছে আমার সুপুত্র ওরিসটেস আজও বেঁচে আছে।'

আমি উত্তরে বললাম, 'হে এট্রিয়ুস পুত্র, আমাকে কেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করছেন? আপনার পুত্র বেঁচে আছে কি মরে গেছে আমি তো তার কিছুই জানি না। আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিলে মারাত্মক ভুল করা হবে।'

'এভাবে আমরা উভয়ে ব্যথিত মনে পরস্পরের সংগে বাক্যালাপ করলাম আর আমাদের গন্ডদেশ বেয়ে নেমে আসলো অশ্রুধারা। এবং তারপর আমার কাছে এলো পেল্যুস পুত্র একিলিস, পেট্রোক্লুস ও মহান এন্টিলোকাসের আত্মা। পৌরুষে ও বীরত্বে ডানানদের মধ্যে পেল্যুস পুত্রের পরেই যার স্থান সেই শক্তিমান আয়াসের আত্মাও এলো। মহাবীর একিলিস আমাকে দেখে চিনতে পারলো। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিম্নস্বরে সে আমাকে সম্ভাষণ জানালো এবং তারপর প্রশ্ন করলো, 'হে নির্ভীকচিত্ত বীর ওডেসিয়ুস, বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য আবার এখানে এসেছো কেন? তোমার

কী দুঃসাহস, তুমি যমদূতের রাজ্যে প্রবেশ করেছো ! যেখানে জ্ঞান-বুদ্ধিহীন মৃতমানুষ বিদেহী আত্মারূপে বিরাজ করছে।'

আমি উত্তর করলাম, 'হে একিয়ার বীরচূড়ামনি, পেলুস পুত্র একিলিস, আমার পার্বত্যদেশ ইথাকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি সহজ পথের সন্ধান পাবো এই আশায় আমি টিরেসিয়াসের সংগে পরামর্শ করতে এসেছি। আমার পক্ষে আজও একিয়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এবং এ পদযুগলে আজও স্বদেশের মাটি স্পর্শ করিনি। পদে পদে আমাকে পতিত হতে হচ্ছে দৈব দুর্বিপাকে। তোমার সংগে আমার কোন তুলনাই চলে না, একিলিস। তুমি সর্বকালের এক পরম সৌভাগ্যবান মানুষ। অতীতে তুমি যখন মর্ত্যভূমিতে ছিলে তখন আমরা আর্গোসের লোকেরা তোমাকে দেবতার মতো মান্য মনে করতাম। এবং এখন এই মৃত্যুপুরীতে এসেও তুমি মৃতদের মধ্যে শক্তিমান যুবরাজের সম্মান লাভ করেছ। মৃত্যুতেও তোমার গৌরব এতটুকু ম্লান হয়নি একিলিস।'

সে উত্তর করল, 'আমাকে মৃত্যুর প্রশংসা থেকে নিষ্কৃতি দাও, ওডেসিয়ুস। আমাকে আবার পৃথিবীতে নিয়ে চলো। আমি সেখানে গিয়ে কোন ভূমিহীন মানুষের ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকবো। এই নিষ্প্রাণ মানুষের মাঝে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সেও বরং ভাল। যাক, এবার আমার প্রিয় পুত্রধনের কোন সংবাদ জানা থাকলে বলো। সে কি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুদ্ধে এসে নেতৃত্ব দিয়েছিলো? এবং মহান পিতা পেলুসের কোন খবর জানো কি? মীরমিডন জাতি কি আজও তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে? নাকি বার্ধক্যের পীড়নে তিনি অথর্ব হয়ে পড়েছেন বলে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করছে? এখন আমার পক্ষে আর সূর্যালোকিত পৃথিবীতে গিয়ে বাহুবলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। একদা আরগিভদের পক্ষে যুদ্ধ করে এই বাহুর জোরে শত্রুবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের বিশাল ট্রয়-প্রান্তরে ভূপাতিত করেছিলাম। দেহে সেই পূর্বের শক্তি নিয়ে আমি যদি আরেক বার শুধু একটি ঘণ্টার জন্য পিতৃগৃহে পদার্পণ করতে পারতাম তাহলে যারা আমার পিতাকে অসম্মান করেছে এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে কোণঠাসা করে রেখেছে তাদের সামনে এই দুর্জয় বাহুবল প্রদর্শন করে আতঙ্কিত করে তুলতাম।'

একিলিসের কথার উত্তরে বললাম, 'মহান পেলুসের কোন সংবাদ আমার জানা নেই। তবে তোমার প্রাণপ্রিয় পুত্র নিওপটলেমাস সম্পর্কে যা জানতে চাইছো তার সবই আমি তোমাকে জানাতে পারবো। কেননা একিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য আমিই তাকে নিজের জাহাজে তুলে

স্কাইরস থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ট্রয় নগরীতে এসে আমরা যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য আলোচনা সভায় বসতাম। তোমার পুত্র ছিল সেই সভার অন্যতম বক্তা। রাজা নেসটর এবং আমি ছিলাম কেবল তার বিতর্কের প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য তার পরিকল্পনাগুলো ছিল অকাট্য ও যুক্তিযুক্ত। আমরা এ্কিয়ানরা যখন ট্রয় প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করি তখন সেনাধিপতি ও সাধারণ সৈন্য উভয়ের সংগেই সে সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। তার সেই শৌর্য-বীর্য ও ক্ষিপ্রগতির সামনে কোন বীরশ্রেষ্ঠই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। দুর্ধর্ষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে যে কত বীরকে ধরাশায়ী করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই নিহত বীরদের সমস্ত বৃত্তান্ত আর বলতে চাচ্ছি না, এমনকি তাদের সবার নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু রাজা ইউরিপাইলাসের পুত্র টেলে-ফুস এবং তার হিটাইট সৈন্যদলকে তোমার পুত্র তলোয়ার যুদ্ধে কিভাবে পরাভূত করলো সে ঘটনা এখনো মনে পড়ে। হায়! তাদের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হলো শুধু এক নারীর কারণে। এমন কান্তিমান পুরুষ আমি আর দেখিনি। দেবোপম মেমননের পরেই তার স্থান। আমরা যখন সেই বিশাল কাঠের ঘোড়া ইপিয়ুসের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আক্রমণ শুধু করবো না ওৎ পেতে বসে থাকবো, ঠিক তখন ডানানদের পা-গুলো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল আর ওরা সবাই চোখের জল মুছছিল। কিন্তু একটি-বারের জন্যও তোমার পুত্রের সুন্দর মুখটি বিবর্ণ হতে দেখিনি এবং তার গন্ডদেশ বেয়ে এক বিন্দু জলও গড়িয়ে পড়েনি। বরং সে ঘোড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য আমার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিল। তাই সে তরবারির হাতল মুষ্টিবদ্ধ করে অস্বস্তি প্রকাশ করছিল; ইচ্ছা হচ্ছিল তার মুক্ত তরবারি ও দীর্ঘ বর্শা হাতে করে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। শেষে প্রায়ামের নগরীর পতন হলে লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর নিজ প্রাপ্য অংশ নিয়ে সে নিরাপদে জাহাজে ফিরে যায়। ছুটন্ত গোলা বা তরবারির আঘাতে সে এতটুকু আহত হয়নি। ক্রুদ্ধ রণদেবতার কবলে পড়লে কোন বীরই রক্ষা পায় না, কিন্তু যুদ্ধের কোন আঘাতই তোমার পুত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি।"

পুত্রের সুখ্যাতি শোনার পর দীর্ঘ পদবিক্ষেপে নরকের মন্দার বনে দ্রুত অপসৃত হলো এ্কিলিসের আত্মা।

এবার আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো রোরুদ্যমান অন্যান্য বিদেহী আত্মারা; সবাই আপনজনের সংবাদ জানার জন্য অধীর। তাদের কাছ থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করছিল টেলামনের পুত্র আয়াস। পরাজয়ের গ্লানিতে মন তার আজও বিষিয়ে আছে। এ্কিলিসের অস্ত্রের প্রতি স্বঅধিকার আরোপ করতে

চেয়েছিল সে; কিন্তু ট্রয়ের বন্দী সৈনিকদেরসহ সেই অস্ত্র একিলিসের স্বর্গীয় মাতা আমাকেই উপহার দিয়েছিলেন। এমন দুর্লভ পুরস্কার জীবনে এই প্রথম লাভ করেছিলাম। সেই অস্ত্রে নিহত হয়েই আয়াসকে আসতে হয় এই মৃত্যুপুরীতে। হায় মহাবীর আয়াস! বীরত্ব ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে ডানানদের মধ্যে অদ্বিতীয় পেলুস পুত্রের পরেই ছিল তার স্থান। আমি তাকে তার স্বনাম ও পূর্বপুরুষের উপাধিভূষিত নামে সম্বোধন করে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ জানালাম ঃ

'যে অভিশপ্ত অস্ত্রের কারণে তুমি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলে তা কি মৃত্যুর পরও ভুলতে পারনি. আয়াস! দেবতারা অভিশাপ দিয়েছিলেন বলেই তোমার মতো পাহাড়তুল্য শক্তিমান বীরপুরুষকে হারাতে হলো আর্গোসদের। এমনকি পেলুস পুত্র একিলিসের মতো তোমার মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোকজ্ঞাপনও করতে দেয়নি দেবতারা। কিন্তু এজন্য জিউস ছাড়া আর কাকেই বা দোষ দেয়া যায়। ডানানদের চিরশত্রু সেই দেবতাই তোমার পতন ডেকে আনলেন। হে যুবরাজ, এখন আমার কাছে এসে তোমার জীবনকাহিনী শোনাও।'

কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্যান্য মৃত আত্মার সংগে মিলিত হবার জন্য ইরেবাস খাদে অপসৃত হয়ে গেলো আয়াস। কিন্তু সেখানে বসে চিত্তে শত তিক্ততা থাকা সত্ত্বেও সে আমার সংগে আলাপ চালিয়ে যেতে পারতো বা আমিও পারতাম তার সংগে কথা বলতে। অবশ্য আর কোন মৃত আত্মার সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার।

সেখানে দেখলাম জিউসের বীরপুত্র মাইনাসকে। একটি স্বর্ণদণ্ড হাতে নিয়ে মৃতদের শাস্তি বিধান করছিলেন তিনি। সবাই যে যার অভিযোগ পেশ করে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় তাকে ঘিরে মৃত্যুপুরীর বিশাল চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো বিশাল শিকারী দৈত্য ওরিয়নের ওপর। মৃত্যুপুরীর মন্দার বনে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জীবিতকালে সে দুই হাতে ধারণ করতো দুটি মজবুত তাম্রমুগুর। সেই মুগুর দিয়ে ওরিয়ন পাহাড়ী অঞ্চলের দুর্ধর্ষ সব পশুক বধ করতো।

সেখানে দেখলাম পৃথ্বীরাজের পুত্র টিটাইয়সকে। দেহে নয়টি শলাকা বিদ্ধ করে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে। তার দেহের দুইপাশে রয়েছে দুইটি শকুন। তার দেহে তীক্ষ্ন চঞ্চু প্রবিষ্ট করে শকুন দুটি তার যকৃত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর তার হাত দুটি এমনি অসাড় যে সে তাদের তাড়াতে পারছে না। জিউসের গুণবতী পত্নী লিটোকে অসম্মানিত করার জন্য তাকে এই শাস্তি ভোগ করতে

হচ্ছে। লিটো যখন পেনোপিয়ুসের মনোমুগ্ধকর বাগান পেরিয়ে পাইথো যাচ্ছিল তখন টিটাইয়স তাকে আক্রমণ করে।

টেনটালুস যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিল তা-ও প্রত্যক্ষ করলাম। আকণ্ঠ জলে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ টেনটালুস, জল তার প্রায় চিবুক স্পর্শ করে যাচ্ছে। পিপাসার্ত হয়ে দুর্বার শক্তিতে সে এক চুমুক জল খেতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। যখনি সে অদম্য তৃষ্ণায় জল মুখে তোলার জন্য নুইয়ে পড়ছে তখনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সব জল। মুহূর্তের মধ্যে কি এক রহস্যজনক কারণে তখনি সব জল শুষে নেয় পৃথিবী আর সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় কেবল শক্ত মাটি। আর তার মাথার কাছেই পুকুরের ওপর ঝুলে আছে সুস্বাদু ফল গাছের শাখা-প্রশাখা। তাতে থোকায় থোকায় ফলবতী হয়ে আছে আপেল, ডালিম, সুমিষ্ট ডুমুর ও জলপাই। কিন্তু হাত প্রসারিত করে যখনি সে তা লুফে নিতে যাচ্ছে তখনি বাতাস এসে সবেগে সেগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরছে।

তারপর প্রত্যক্ষ করলাম সিসিপাসের যন্ত্রণাদৃশ্য। সিসিপাস তার দুই হাতে ধারণ করেছে দুটি বিশাল প্রস্তর খন্ড। উপুড় হয়ে পড়ে পাথর দুটি ঠেলে সে বারবার পাহাড়ের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু প্রতিবারই সে পাথর দুটি শীর্ষস্থ করা মাত্রই সেগুলো আপন ভারে গড়িয়ে গড়িয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসছে। তাই একের পর এক পাথর দুটি নিয়ে মল্লযুদ্ধ করে তাকে পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে। এবং তার দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে চুইয়ে পড়ছে ঘাম এবং মাথা অবধি দেহ ধূলায় আচ্ছন্ন।

সিসিপাসের পর আমি দেখলাম হেরাক্লেসকে অর্থাৎ তার আত্মাকে। কেননা সে নিজে আজও জিউস ও হেরির দুহিতা তার সুন্দরী পত্নী হেরিকে নিয়ে অমর দেবতাদের মাঝে দিব্যি আরামে জীবন যাপন করছে। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বনের পাখ-পাখালি যেমন সমস্বরে চীৎকার দিয়ে ওঠে হেরাক্লেসের আগমনে তার চতুর্পার্শ্বের প্রেতাত্মারাও তেমনি চীৎকার দিয়ে উঠল। তার দৃষ্টি জমকালো রাত্রির মতো ভয়ংকর এবং সে তার ধনুকে তীর যোজনা করে এমনিভাবে এদিক সেদিক তাক করে ধরছিল যেন যে-কোন সময় ছুঁড়ে মারতে পারে। তার বক্ষাবরণী দেখলেও মন ত্রাসিত হয়ে ওঠে। কলা-নৈপুণ্যের সংগে তাতে অঙ্কিত করা হয়েছে ভল্লুক, বন্য শূকর ও জ্বলজ্বলে সিংহের প্রতিকৃতি। আরো রয়েছে তাতে ভয়ংকর সব যুদ্ধ-সংঘাত, রক্তপাত ও নরহত্যার দৃশ্যাবলী। সেই

রকম বক্ষাবরণী এক দুর্লভ বস্তু। আমার দৃঢ়বিশ্বাস কোন কারুকার তার সর্বশক্তি ব্যয় করে তা নির্মাণ করেছিল।'

আমি কে তা জানার জন্য হেরাক্লেসের একবার দৃষ্টি নিক্ষেপই ছিল যথেষ্ট। বেদনার্ত কণ্ঠে সে আমাকে সম্ভাষণ জানালো এবং তারপর বিস্ময়ের সংগে উচ্চারণ করলো, 'হে অসুখী মানবপুত্র! তুমিও কি আমার মতো কোন প্রভুর দাস হয়ে ক্রমাগত পরিশ্রম করে জীবন বিপন্ন করেছিলে? যদিও আমি ছিলাম জিউসের পুত্র কিন্তু আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে সীমাহীন কষ্টের পথ। আমার চেয়ে নিম্নবংশীয় এক প্রভুর ভৃত্যের কাজ করতে হয়েছে আমাকে। সে আমাকে দিয়ে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য কাজগুলো করাতো। আমার পক্ষে করা অসাধ্য এমন কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে একবার সে তাই আমাকে নরকের শিকারী কুকুর হরণ করার জন্য পাঠালো। হার্মিস ও উজ্জ্বল আঁখি এথেনীর সহযোগিতায় আমি সেই কুকুর মৃত্যুপুরী থেকে হরণ করে আনতে সক্ষম হই।'

আর কিছু না বলে হেরাক্লেস মৃত্যুপুরীতে প্রত্যাবর্তন করলো। বহু যুগ আগে লোকান্তরিত হয়েছে এমন সব কীর্তিমান মানুষের সাক্ষাত পাবো এই আশায় আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কাঙ্ক্ষিত বীরদের দেখা পেতে হলে আমাকে আরো দূর-অতীতে ফিরে যেতে হতো। তবে দেখা পেতাম থেসেয়ুস, পিরিথায়ুসের মতো দেবতার বীরপুত্রদের। কিন্তু তা করা আর সম্ভব হলো না; তার আগেই বর্বর উপজাতিদের লক্ষ লক্ষ আত্মা বিকট চীৎকার করে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াতে লাগলো। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলো আমার মুখ। কিন্তু ত্রাসিত হয়েও ভাবছিলাম। পারসিফোনি হয়তো আমাকে উদ্ধারের জন্য গর্গনের মাথার ন্যায় কোন অদ্ভুত প্রাণী পাঠাবে। কিন্তু আর বিলম্ব না করে আমি দ্রুত তীরস্থ জাহাজে চলে এলাম এবং নোঙ্গর তুলে নেয়ার জন্য আমার লোকদের নির্দেশ দিলাম। পাল ও মাস্তুলের দড়ি-দড়া বেঁধে তারা দাঁড় টানার জন্য যথাস্থানে গিয়ে বসলো। ওসান নদীর স্রোতে ভেসে চললো জাহাজ। কখনো দাঁড় টেনে আবার কখনো বা অনুকূল বাতাসের বেগে অগ্রসর হতে লাগলো সেই জাহাজ।

বার

সিল্যা ও ক্যারিবডিস

ওসান নদী পাড়ি দিয়ে আমার জাহাজ এসে পড়লো উন্মুক্ত সাগর-বক্ষে। সমুদ্রপথ ধরে চলতে চলতে ক্রমে উপনীত হলাম সূর্যোদয়ের দেশ এঈয়া দ্বীপে। এই দ্বীপে আছে রূপসী ঊষা দেবীর আবাস ও বিলাস কানন। জাহাজ তীরস্থ করে আমরা উঠে এলাম উপকূলে। এবং সেখানেই শয্যা গ্রহণ করলাম। ঊষার উদয় পর্যন্ত গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে রইলাম আমরা সবাই।

পূর্ব দিগন্তে যখন বর্ণিল রথে চড়ে ঊষা দেবীর উদয় হলো তখন এক-দল লোককে পাঠালাম এলপিনর মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য। গাছপালা কেটে অন্তরীপের একটা উঁচু ভূমিতে আমরা তার শেষকৃত্যের আয়োজন করলাম। আমাদের দু'গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। শবদেহ অগ্নিদগ্ধ করে তার দেহাস্থি সংগ্রহ করা হলো এবং তারপর তার জন্য নির্মাণ করা হলো একটি স্মৃতিস্তম্ভ। সব শেষে এলপিনর সুদৃশ্য দাঁড়টি রোপণ করলাম স্তম্ভের শীর্ষে।

শেষকৃত্যের সব কাজ সমাপ্ত হওয়া মাত্রই সার্সি এলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। সে অবশ্য অবগত ছিল যে আমরা মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এসেছি। সুসজ্জিতা সার্সিকে অনুসরণ করে এলো একদল ভৃত্য। ভৃত্যদের কারো হাতে রুটির থালা, কেউ বা বহন করছে স্তূপাকৃত মাংস এবং কেউ আবার নিয়ে এসেছে উজ্জ্বল রক্তিম মদ।

আমরা সার্সিকে ঘিরে দাঁড়ালাম। সে বিস্ময়ের সংগে বললো, 'তা হলে তোমরা জ্যান্ত অবস্থায় মৃত্যুপুরীতে অবতরণ করেছিলে! ভয়ানক দুঃসাধ্য কাজ! সব মানুষ একবারই মৃত্যুবরণ করে থাকে কিন্তু তোমরা বরণ করবে দুবার। যাক, এখন সে সব ভুলে যাও। দিনের বাকী সময়টা খানাপিনা করে আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দাও। ভোরের আলো ফুটে ওঠামাত্রই আবার সমুদ্রযাত্রা করবে। আমি নিজেই তোমাদের পথের নিশানা ধরিয়ে দেবো। আর পথের প্রতিটি দিকচিহ্ন এমনভাবে বুঝিয়ে দেবো যাতে তোমরা আর দুর্ঘটনায় পতিত না হও! কেননা জলেস্থলে সর্বত্র তোমাদের জন্য ছড়ানো আছে ষড়যন্ত্রের জাল।'

তার কথা বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হলো না। সুস্বাদু সিরামিশ্রিত মাংসের ভোজোৎসবে সারাদিন কেটে গেলো আমাদের। তারপর সূর্য ডুবে গেলে পৃথিবীর বুকে নেমে এলো অন্ধকার। আমার লোকেরা সবাই ঘুমানোর জন্য জাহাজের দড়ি-দড়া বিছিয়ে শয্যা তৈরী করলো। কিন্তু সার্সি আমাকে হাত ধরে নিয়ে চললো, সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে আমাকে বসতে দিলো এবং সে নিজে আমার পাশে থেকে সব শুয়ে ঘটনা শুনলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনানের পর সার্সি বললো ঃ

'যা ঘটেছে তা তো শুনলাম; কিন্তু এবার যা ঘটতে যাচ্ছে তা বলছি, মন দিয়ে শোনো। অবশ্য দেবতার কৃপায় তুমি আমার এসব কথা কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রথমে তোমাকে সাইরেনদের সম্মুখীন হতে হবে। তাদের সংস্পর্শে এলে সবাই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। অজ্ঞানতাবশত একবার কেউ তাদের গানের সুরে আবিষ্ট হলে আব কখনো সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পাবে না। স্ত্রীর সাদর আমন্ত্রণ, পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখের অভ্যর্থনা কিছুই আর তার ভাগ্যে জোটে না। সাইরেনরা নরকঙ্কালের স্তূপে বসে থাকে। আর তাদের গানে আছে এমনি মোহিনী মায়া যে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। জাহাজ নিয়ে তাদের আস্তানার কাছ দিয়ে যাবে না মোম দিয়ে বন্ধ করে দিবে তোমার নাবিকদের কান; যাতে তারা সেই গান শুনতে না পারে। কিন্তু তুমি নিজে যদি সেই গান শোনার ইচ্ছা পোষণ করে থাকো তাহলে তোমার নাবিকদের বলবে যে দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে তোমাকে মাস্তুলের মাথায় আটকে রাখতে। এভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলে থেকে তুমি সাইরেনদের দ্বৈতসুরের গান উপভোগ করবে। কিন্তু সেই গান শুনে অধীর হয়ে তুমি যদি তোমার লোকদের হাত পা'র বাঁধন খুলে দেয়ার অনুরোধ জানাও তখন যেন তারা আরো শক্ত করে তোমাকে বাঁধতে থাকে; একথা তাদের জানিয়ে রাখবে।

'বিপদমুক্ত হবার পর তুমি এমন একটি স্থানে এসে পড়বে যেস্থান সম্পর্কে আমিও তোমাকে বিশদভাবে জানাতে পারবো না। দেখবে তোমার সামনে রয়েছে দুটি পথ। দুটি পথ সম্পর্কেই আমি তোমাকে ধারণা দিব। কিন্তু তুমি তোমার সুবিধামত পথ ধরে অগ্রসর হবে। একটি খাড়া পথ চলে গেছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। দেবতাদের মতে এটি একটি বিস্ময়কর পাহাড়। এখানে বসে নীলাক্ষী এ্যাম্ফিট্রাইট অবিরাম বড় বড় প্রস্তরখন্ড নিক্ষেপ করে চলেছে যার জন্য পাখিরা পর্যন্ত এখানে নিরাপদে উড়তে পারে না। এমনকি প্রভু জেয়ুসের অমৃতবাহী লক্ষ্মী পায়রাগুলো পর্যন্ত সেই প্রস্তর আঘাতে

মৃত্যুবরণ করে থাকে। সেই স্থানে কোন নাবিক যদি জাহাজ নিয়ে উপনীত হয় তাহলে তার আর রক্ষে নেই। দেখা যাবে হয় তার মৃত্যুদেহ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় জলে ঘুরপাক খাচ্ছে নয়তো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মারা হয় তাকে। একবার শুধু একটি জাহাজ নিরাপদে সেই স্থানে অতিক্রম করে-ছিলো। সেবার স্বনামধন্য আর্গো ঈটিস সৈকত থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন সেই স্থানে পেঁছানোর সংগে সংগে বড় বড় পাথরের টুকরাগুলো তাঁর দিকে নিক্ষেপিত হতে লাগলো। তখন যদি হেরিজেসনের প্রতি তার প্রণয়বশতঃ আর্গোকে সাহায্য না করতো তাহলে সে আর ফিরে আসতে পারতো না।

'অন্য পথ ধরে অগ্রসর হলে দেখতে পাবে দুটি পর্বত। একটি পাহাড়ের সুতীক্ষ্ন চূড়াটি গিয়ে মিশেছে আকাশের কালো মেঘে। সেই মেঘ চির স্তব্ধ। কী শীত কী গ্রীষ্মে কখনো তা বারিধারা রূপে পৃথিবীতে নেমে আসে না। সেই পাহাড়ে আরোহণ বা অবতরণ এ পৃথিবীর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এক কুড়ি মানুষের সাহায্য নিলেও সেই মসৃণ পর্বতগাত্র বেয়ে কেউ উঠতে পারবে না। পর্বতের মাঝখানে আছে এক অন্ধকার গুহা। এই গুহা পশ্চিম দিগন্তে মৃত্যুপুরীর ইরেবাস খাদ পর্যন্ত প্রসারিত। হেওডে-সিয়ুস, খুব দ্রুতবেগে তুমি এই পথ অতিক্রম করবে। সুদক্ষ নাবিক সেই গুহার ভেতর তীর নিক্ষেপ করেও তার তলের হদিস পায়নি। এখানে সিল্যা নামে এক ভয়ংকর দৈত্য বাস করে। যদিও নবজাত শিশুর মতোই তার কণ্ঠস্বর কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এক মারাত্মক প্রাণী। কেউ তার দিকে নির্ভয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সেই পথ অতিক্রম করার সময় এমনকি দেবতারাও ভয় পান। সেই দৈত্যের বারোটি পা, ছয়টি কাঁধ ও তিন পাটি দাঁত। কাঁধগুলোর ওপরে আছে একটা প্রকাণ্ড মাথা আর ঘন সন্নিবিষ্ট কুচকুচে কালো দাঁতগুলোর দিকে তাকালে ধড়ে আর প্রাণ থাকে না। সিল্যার দেহের অর্ধেক অংশ গুহার ভেতরে থাকে কিন্তু গুহার অতল থেকে মাথা উঁচিয়ে সে শিকার ধরে খায়। নিজ আবাসে থেকেই সে উত্তাল সমুদ্রে ভাসমান ডলফিন, তলোয়ার মাছ এবং অনেক বড় বড় প্রাণীকে ধরে আহার করে। কোন নাবিকই গর্ব করে বলতে পারবে না যে সে সিল্যার আবাস থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে। এই পথ অতিক্রম করার সময় প্রত্যেকটি নৌযানের নাবিকই তার শিকারে পরিণত হয়।

'এই পাহাড় থেকে অদূরে অপেক্ষাকৃত কম উঁচু আরেকটি পাহাড় দেখতে পাবে ওডেসিয়ুস। সেই পাহাড়ের মাথায় আছে একটি প্রকাণ্ড ডুমুর গাছ। সেই গাছের নীচে বাস করে ক্যারিবডিস নামে এক ভয়ংকর

দৈত্য। দিনের মধ্যে তিনবার সে সমুদ্রের কালো জল গলাধঃকরণ করে এবং পরমুহূর্তে আবার বীভৎসভাবে তা উগরে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন কেউ তার কবলে পড়লে ভূকম্পনের দেবতা পসিডনও তা রক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে অবশ্যই সিল্যার পার্বত্য আবাসে জাহাজ নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তোমার ছয়জন লোকের মৃত্যু ঘটবে। এই ছয়জনের মৃত্যুর বিনিময়ে তার সব নাবিকের জীবন রক্ষা পাবে।

উত্তরে বললাম, 'সার্সি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু কোন-ভাবেই কি ভয়ংকর সিল্যা ও ক্যারিবডিসের কবল থেকে আমার লোকদের প্রাণ রক্ষা করা যায় না?'

সার্সি গর্জে উঠলো। বললো যে আমার স্পর্ধা খুব বেড়েছে এবং আমি নাকি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অযথা সমস্যার সৃষ্টি করি। সে বললো, 'তুমি কি দেবতাদের নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত নও? তা হলে তোমাকে বলি, শোনো—সিল্যার কখনো মৃত্যু হবে না। সেই দানব চিরকাল বেঁচে থাকবে। এরকম হিংস্র একগুঁয়ে দানবকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করাও অসম্ভব। কোন বলেই তাকে পরাস্ত করা যাবে না এবং আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়। আমার ভয় হয় এই ভেবে যে যুদ্ধ করার জন্য বর্ম পরিধান করতে গিয়ে যে সময়টুকু ব্যয় করবে ততক্ষণে সে পুনরায় তোমাকে আক্রমণ করবে এবং তার ছয়টি মুখ দিয়ে তোমার আরো ছয়জন লোককে গ্রাস করবে। তাই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দ্রুত সেই স্থান অতিক্রম করে ক্রাটেইসের শরণাপন্ন হবে। এই ক্রাটেইসেরই সন্তান নরখাদক সিল্যা। সিল্যার মাতাই তোমাকে তার দ্বিতীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।'

'তারপর তোমার জাহাজ এসে ভীড়বে থ্রিনাসি দ্বীপে। থ্রিনাসির তৃণভূমিতে চড়ে বেড়ায় সূর্যদেবের গো-মহিষ ও হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলো। সাত পাল গো-মহিষ ও দলবদ্ধ মেষগুলোর প্রত্যেকেই অর্ধশত মাথা-বিশিষ্ট। এই পৃথিবীতে এদের জন্ম হয়নি এবং পার্থিব কোন কারণে এদের মৃত্যুও হবে না। এবং স্বর্গের দেবীরাই এদের লালন-পালন করে থাকে। সুন্দরী নিম্ফ, ফেথুসা ও লেমপিটি সূর্যদেব হাইপেরিয়নের এই কন্যাদের তাদের মাতা নিয়্যারাই এই দূর থ্রিনাসি দ্বীপে প্রেরণ করেছেন পিতার গো-মহিষ ও মেষগুলোর তদারক করার জন্য। এখন কথা হলো তুমি যদি এই পশুগুলো দেখে প্রলুব্ধ না হয়ে নিজের গৃহে

প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকো তাহলে হয়তো তোমরা সবাই ইথাকায় ফিরে যেতে পারবে। যদিও সেই প্রত্যাবর্তন খুব সুখের হবে না। কিন্তু তুমি যদি সেই পশুর কোন ক্ষতি সাধন করো, আমি হলপ করে বলছি, তাহলে তোমার মাঝিমাল্লা ও জাহাজ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এবং তখন বহু চেষ্টায় তুমি নিজে একা আত্মরক্ষা করতে পারলেও তোমার গৃহে প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হবে; সব মাঝি-মাল্লাকে হারানোর বেদনায় জর্জরিত হয়ে তুমি হতাশ মনে ফিরে আসবে।'

পূর্বাকাশে সোনার রথে চড়ে ঊষার উদয় হওয়ার সংগে সংগে সার্সির কথা শেষ হলো। রূপবতী সার্সি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্থলাভিমুখে যাত্রা করলোন আর আমি এদিকে সমুদ্রতীরস্থ জাহাজে ফিরে এসে পাল-মাস্তুল বেঁধে মাঝি-মাল্লাদের নোঙর তুলে ফেলার নির্দেশ দিলাম। দাঁড়ি-মাঝিরা তৎক্ষণাৎ যে যার আসনে গিয়ে বসলো এবং বৈঠার আঘাতে সমুদ্রের সাদা ফেনা ঠেলে জাহাজ এগিয়ে নিয়ে চললো। তারপর পার্থিব নারীর মতোই যার কণ্ঠস্বর সেই ভয়ংকরী দেবী সার্সি অনুকূল বাতাস প্রবাহিত করলো। পেছন দিক থেকে আগত সেই বাতাস লেগে ফুলে উঠলো আমাদের নীলরঙা জাহাজের পাল। আমরা শুধু পাল টাঙানোর দড়ি-দড়াগুলো খুঁটির সংগে ঠিকঠাক মতো বেঁধে দিলাম আর দাঁড়ি-মাঝিরা বাতাসের সংগে তাল রেখে জলস্রোতের ওপর জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে চললো।

ইতিমধ্যে আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি। তাই মনের জোর বাড়ানোর জন্য আমি আমার লোকদের আহ্বান জানালাম। বললাম, 'বন্ধুগণ, সার্সি তার দিব্যজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো তা কেবল আমাদের দুয়েকজনের জানা থাকবে এটা সংগত মনে হয় না। সেজন্য সার্সির ভবিষ্যদ্বাণী আমি তোমাদের সবাইকে খুলে বলছি। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে হয় আমাদের মৃত্যু হবে না হয় জীবন রক্ষা পাবে, কিন্তু সেই দিব্যবাণী জানা থাকলে অন্তত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবো। সে আমাকে প্রথমে মায়াবী সাইরেনদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলো। তাদের মোহিনী সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। আমরা খুব সাবধানে তাদের মায়া-কানন এড়িয়ে যাবো। সে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল যে আমি একা হয়তো তাদের গান শুনতে পারবো। কিন্তু তার আগে তোমরা দড়ি দিয়ে মাস্তুলের সংগে আমার হাত-পা বাঁধবে যাতে আমি যেখানে বাঁধা থাকবো সেখান থেকে নড়তে না পারি। আর সেই গান শোনা মাত্র আমি যখন আমার হাত-পা'র

বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য তোমাদেরকে আকুল অনুরোধ জানাবো তখন তোমরা বাঁধনগুলো আরো শক্ত করে বাঁধবে।'

এভাবে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম। ইতোমধ্যে অনুকূল বাতাসের বেগ পেয়ে আমাদের জাহাজ দ্রুত এগিয়ে চললো সাইরেনদের দ্বীপের দিকে। কিন্তু সংগে সংগে বাতাস থেমে এলো। ঊর্মিমুখর সাগর হলো স্তব্ধ এবং চারপাশের পরিবেশ হয়ে গেলো শান্ত, নীরব। পাটাতন ছেড়ে উঠে গিয়ে আমার লোকেরা পাল গুটিয়ে জাহাজের খোলে ভরে রাখলো। তারপর তারা হাল ধরলো। পাইন কাঠের সুদৃশ্য বৈঠা দিয়ে জলের বুকে আঘাত করে চললো তারা। ইতোমধ্যে আমি মস্ত একতাল মোম তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলাম। তার-পর সেই মোমের টুকরোগুলো অনেক কষ্টে আঙ্গুল দিয়ে টিপে গোলাকৃত করলাম এবং সূর্যদেব তাঁর রশ্মি দিয়ে তা তপ্ত করে গলিয়ে দিলেন। সেই গলিত মোম দিয়ে আমি আমার লোকদের সবার কান বন্ধ করে দিলাম। তারপর তারা আমাকে আমার জাহাজেই হাত-পা বেঁধে বন্দী করে রাখলো। দড়ি দিয়ে মাস্তুলের সংগে আমাকে বেঁধে রেখে তারা আবার যে যার আসনে ফিরে গিয়ে বৈঠা দিয়ে সমুদ্রের নীল জলে আঘাত হানলো।

খুব দ্রুত পথ পাড়ি দিয়ে আমরা তীরভূমির নিকটে পৌঁছে গেলাম। সাইরেনরা বুঝতে পারলো একটি জাহাজ তাদের দিকে ছুটে আসছে এবং আমি শুনতে পেলাম তাদের জলতরঙ্গের সুর।

তাদের সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'একিয়া বাহিনীর বীরত্বের প্রতীক হে বীরশ্রেষ্ঠ ওডেসিয়ুস, কাছে এসো। জাহাজ তীরস্থ করে এসে উপভোগ করো আমাদের সঙ্গীত। আমাদের কণ্ঠনিসৃত এই মধুর গান না শুনে কোন-দিন কোন নাবিক এই পথ অতিক্রম করতে পারেনি এবং এমন কেউ নেই যে আমাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়নি, নিজেকে ধন্য মনে করেনি। দেবতার অভিশাপে ট্রয় প্রান্তরে আর্গিভস ও ট্রোজানরা যে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তার সবই আমাদের বিদিত আছে এবং এই সুন্দর সমৃদ্ধ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে থাকে তা আমরা পূর্ব থেকেই ধারণা করতে পারি।'

জলের ওপর দিয়ে ভেসে এলো সেই মধুর কণ্ঠস্বর। সেই সুর আরো গভীরভাবে অনুভব করার জন্য অধীর হয়ে উঠলো আমার মন এবং সেজন্য আমি ভ্রূকুটি করে ও আকার-ইঙ্গিতে আমার লোকদের আমাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ জানালাম। কিন্তু একথা শুনে তারা দ্রুত এসে হাল ধরলো এবং দাঁড় টেনে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। আর পেরিমেডিস

ইউরিলোকাস ছুটে এসে আমার বাঁধনগুলো আরো শক্ত করে দিলো এবং পুনরায় আমাকে আরো কয়েকটি বাঁধনে বাঁধলো। যাই হোক, তারা শেষে দাঁড় টেনে সাইরেন দ্বীপ অতিক্রম করলো। সেই মোহিনী গানের আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আমার অনুগত সঙ্গীরা তাদের কানের মোম পরিষ্কার করতে তৎপর হলো এবং আমাকে শৃঙ্খলমুক্ত করলো।

সাইরেন দ্বীপ অতিক্রম করা মাত্রই দেখতে পেলাম সমুদ্রফেনা থেকে উত্থিত হচ্ছে ধূম্রকুণ্ডলী এবং সংগে সংগে শুনতে পেলাম এক গুরু-গম্ভীর গর্জন। গর্জন শুনে আতঙ্কিত হয়ে আমার লোকজন বৈঠা ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় নিলো জাহাজের খোলে। হাল ছেড়ে দেয়ার ফলে জাহাজও নিশ্চল হয়ে পড়লো। আমি জাহাজের ভিতর গিয়ে তাদের প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলাম এবং সবার মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা চালালাম।

বললাম, 'বন্ধুগণ, আমরা সেই মানুষ যারা ইতিপূর্বেই মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। সাইক্লোপস তার পৈশাচিক শক্তিতে আমাদের তার গুহায় বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু বর্তমানে তারচেয়ে বিপদজনক কোন কিছু তো প্রত্যক্ষ করছি না। সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য আমি সেই সাইক্লোপসদের হাত থেকে বাঁচার উপায় বের করেছিলাম এবং আমি নিশ্চিত যে এই ঘটনাও ভবিষ্যতে আমাদের মনে গৌরবময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাই তোমাদের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা যে, আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো। দাঁড়ি-মাঝিগণ, তোমরা নিজাসনে গিয়ে বসো এবং এই ঊর্মিমুখর জলে এত জোরে বৈঠা হেনে চলবে যেন পুনরায় আমাদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাবার সৌভাগ্য হয়। কথাগুলো সর্বান্তকরণে গ্রহণ করো, কেননা তোমরাই তো এই বিশাল জাহাজের কাণ্ডারী। এই ধূম্রকুণ্ডলী ও সমুদ্রফেনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে আর পর্বত-সমূহের পাশ দিয়ে থেমে থেমে খুব ধীরগতিতে যাবে। তা না হলে পর্বতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

আমার কথা মেনে নিয়ে দাঁড়ি-মাঝিরা সংগে সংগে কাজে লেগে গেলো। সিল্যার আক্রমণ তো অবশ্যম্ভবী ; তাই সে সম্পর্কে আমার লোকদের আর কিছু বললাম না। ভয় হলো পাছে তারা দাঁড় টানা ফেলে রেখে আতঙ্কিত হয়ে জাহাজের খোলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। সার্সি আমাকে সিল্যার সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নিষেধ করেছিল; কিন্তু তার নির্দেশ অমান্য করে আমি বর্ম পরিধান করলাম এবং দুটি বর্শা হাতে করে জাহাজের সামনের

পাটাতনে গিয়ে পর্বত-দৈত্য সিল্যার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু কোথাও আমার দাঁড়ি-মাঝিদের হান্তারক সেই সিল্যার দেখা পেলাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দুচোখ ক্লান্তিতে বুজে এলো ততক্ষণ আমি তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতের চারদিকে সন্ধান করে ফিরলাম।

ভয়ার্ত মনে জাহাজ নিয়ে এগিয়ে চললাম। আমাদের একদিকে তখন সিল্যা এবং অন্যদিকে রহস্যময় দানব ক্যারিবডিস ভয়ংকরভাবে সমুদ্রের নোনা জল গলাধঃকরণ করে চলছে। আবার পরমুহূর্তেই সে সেই জল উগরে দিচ্ছে। তার মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি প্রজ্বলিত মস্ত কড়াই। তার সেই ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত জল পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে বৃষ্টিধারার মতো নেমে এলো। আর সে যখন হা করে জল গ্রহণ করলো তখন তার প্রকান্ড মুখগহ্বর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। তার লোমহর্ষক গর্জনে প্রকম্পিত হলো পর্বতরাজি এবং ভেসে উঠলো সমুদ্র তলদেশের কালো বালি।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো আমার লোকদের। আমাদের সবার চোখ যখন ক্যারিবডিসের দিকে স্থির হয়ে আছে ঠিক তখনি সিল্যা জাহাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো আমার ছয়জন সুদক্ষ নাবিককে। আমি দ্রুত জাহাজের চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম এবং দেখলাম সিল্যার কবলে পড়ে শিকার তখন শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তারা 'ওডেসিয়ুস' বলে একবার মাত্র চীৎকার দিয়ে উঠলো। হায়! জীবনে শেষ বারের মতো তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল আমার নাম। বড়শীতে আটকে ডাঙ্গায় তুললে মাছ যেমন ছটফট করতে থাকে ঠিক তেমনি হাত-পা ছুঁড়ছিল আমার লোকেরা। আর শেষ শক্তি দিয়ে তারা আমার দিকে হাত প্রসারিত করে দিচ্ছিলো। সাগরপথে অনেক ভ্রমণ করেছি আমি কিন্তু এমন করুণ দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি।

পর্বত-দৈত্য সিল্যা ও সর্বনাশা ক্যারিবডিসের বিপদ অতিক্রম করার পরপরই আমরা সূর্যদেবের দ্বীপে এসে পেঁছিলাম। এই দ্বীপে হাইপেরিয়নের উচ্চ জগতের অদ্ভুত সব গবাদিপশু ও হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলো চড়ে বেড়ায়। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে বসেই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম গরুর হাম্বা রব ও মেষের ডাক। পশুগুলোকে তখন খোঁয়াড়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল। এবং তখন আমার মনে পড়লো থিবীর অন্ধরাজা টিরেসিয়াস ও এঈয়ার সার্সির কথাগুলো। তারা উভয়েই আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে আমি যেন অবশ্যই সূর্যদেবের লীলাভূমির প্রতি আকৃষ্ট না হই। তাই মন আমার হতাশায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও আমি স্থির করলাম দাঁড়ি মাঝিদের সব খুলে বলবো।

আমি তাদের ডেকে বললাম, 'বন্ধুগণ, কিছুক্ষণের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে আমার কথা শোনো। আমি তোমাদেব টিরেসিয়াস ও সার্সির দৈববাণীর কথা বলছি। তারা আমাকে উপর্যুপরি সাবধান করে দিয়ে বলেছে যে আমরা যেন জগতের আনন্দভূমি সূর্যদেবের দ্বীপ অপবিত্র না করি। আর সেখানে উপ্ত আছে আমাদের ধ্বংসের বীজ। তাই, বন্ধুগণ, জাহাজ নিয়ে দ্রুত এই দ্বীপ অতিক্রম করো।'

একথা শুনে আমার লোকদের মন আরো ভেঙে পড়লো। উত্তেজিত হয়ে ইউরিলোকুস তৎক্ষণাৎ আমার কথার জবাব দিয়ে বললো, 'ওডেসিয়ুস, আপনি তাদেরই মতো বলিষ্ঠ মানুষ যাদের জীবনীশক্তি কখনো নিস্তেজ হয় না। আপনি এক শক্তিমান লৌহমানব। কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কঠিন পরিশ্রম ও অনিদ্রায় ক্লান্ত, অবসন্ন। আপনি আমাদের কেবলি বারণ করে চলেছেন; স্থলে নামতে দিচ্ছেন না এবং সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে একবারের জন্যও ভোজোৎসবের আয়োজন করতে দিচ্ছেন না। পক্ষান্তরে, আপনি আশা করছেন আমবা এই অন্ধকাব রাত্রিতে কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলি। আর রাত্রিতে যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি তা যদি জাহাজের ধ্বংস সাধন করে তখন কী হবে? হঠাৎ করে প্রচণ্ড দক্ষিণী বা পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ার মুখে পতিত হলে তখন কোন তীবে গিয়ে আমরা আশ্রয় নেবো, আত্মরক্ষা করবো? জাহাজ ভেঙে চুরমার কবে দিতে দক্ষিণী বাত্যা সর্বনাশা পশ্চিমী ঝঞ্ঝার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নেই। আক্রমণ করার সময় এরা কখনো দেবতাব অনুমতির অপেক্ষায় থাকে না। তাই, চলুন, এই গোধূলিলগ্ন থেকেই আমরা নৈশভোজের আয়োজন শুরু কবি। জাহাজ ছেড়ে আমরা বেশি দূর যাবো না এবং প্রভাতে ফিরে এসে পুনরায় মুক্ত সমুদ্রবক্ষে হাল ধরবো।'

করতালি দিয়ে সহর্ষে ইউরিলোকুসের প্রতি সমর্থন জানালো সবাই। আমি ভাবলাম, দেবতার অভিশাপ থেকে আর বুঝি রক্ষা পাওয়া গেলো না। রূঢ় ভাষায় উত্তর দিলাম, 'ইউরিলোকুস, তুমি আমাকে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করছো। ঠিক আছে, তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের বলছি যে তোমরা দেবতার নামে শপথ নিয়ে বলো সেইসব গো-মহিষ ও মেষপালের কোন ক্ষতি করবে না। ভ্রান্তিবশেও তাদের হত্যা করবে না। বরং এখানে বসে তৃপ্তির সংগে সার্সির দেয়া খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করো।'

মাঝি-মাল্লারা আমার প্রস্তাবে রাজি হলো এবং কসম খেয়ে বললো যে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকবে। সশ্রদ্ধচিত্তে দেবতার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ

হওয়ার পর বিশাল এক পাহাড়ের গুহায় জাহাজ নোঙ্গর করে রাখা হলো। সেখানে হাতের কাছেই ছিল সুপেয় জল। তাই আমার লোকজন সবাই জাহাজ থেকে নেমে নৈশভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তির পর তাদের মনে পড়লো, প্রাণপ্রিয় সঙ্গীদের কথা যে সঙ্গীদের সিল্যা জাহাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উদরস্থ করেছে। তারপর বন্ধুদের শোকে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। আকাশের নক্ষত্র শীর্ষবিন্দু থেকে একটু হেলে পড়েছে। এই সময় মেঘের দেবতা জিউস এক প্রমত্ত ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করলেন। ঘন মেঘে ঢেকে দিলেন তিনি চরাচর। মুহূর্তের মধ্যে কালো অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো পৃথিবী। পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার সংগে সংগে আমরা জাহাজটি সমুদ্র থেকে টেনে তুলে একটি গুহার আশ্রয়ে রেখে দিলাম। এই গুহায় দেবী নিম্ফ নৃত্য করতেন এবং বন্ধুদের সংগে আনন্দ উৎসবে মিলিত হতেন। আমি সবাইকে আমার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ জানালাম এবং তারপর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'বন্ধুগণ, আমাদের জাহাজে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় রয়েছে; তাই সূর্যদেবের গরু ও মেষপালের গায়ে হাত না দেয়াই শ্রেয়। তা না হলে পরিণামে আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কেননা সূর্য এক ভয়ংকর দেবতা—ধরাধামে এমন কিছু নেই যা তার চোখ-কান এড়িয়ে যেতে পারে।'

কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করে আমার কথা মেনে নিলো সবাই। তারপর পুরো একমাস ধরে অবিরাম প্রচণ্ড উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগলো। উত্তুরে হাওয়া থেমে যাবার পর শুরু হলো দক্ষিণা ও পুবালী ঝড়। যতদিন রুটি ও সুরা মজুত ছিল ততদিন আমার লোকেরা সেইসব গবাদি-পশু স্পর্শ করলো না। কেননা তা করলে নিজেদের জীবন দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাদের। কিন্তু জাহাজে সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী যখন ফুরিয়ে গেলো তখন তারা ক্ষুধার তাড়নায় ধারালো মারণাস্ত্র হাতে শিকারের খোঁজে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাছ, পাখি বা হাতের কাছে যা পেলো তাই শিকার করে খেলো। আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানোর জন্য সমুদ্র থেকে দূরে স্থলাভিমুখে যাত্রা করলাম। মনে একটা আশা ছিল, দেবতাদের কেউ হয়তো আমাদের আত্মরক্ষার উপায় বের করে দিবেন। আমার লোকদের দৃষ্টির বাইরে দ্বীপাঞ্চলের ভেতর অনেক দূর চলে গেলাম। যেতে যেতে এক জায়গায় এসে দেখতে পেলাম একটি সুরক্ষিত আবাস। তারপর হাত দুটি জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি অলিম্পাসের সমস্ত দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালাম।

কিন্তু প্রতিদানে তারা কেবল আমাকে মধুর তন্দ্রায় অভিভূত করে রাখলেন। আর ইত্যবসরে ইউরিলোকুস তার সঙ্গীদের নিয়ে জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চললো।

সে তাদের ডেকে বললো, 'হে আমার দুর্ভাগ্যপীড়িত বন্ধুগণ, আমি যা বলছি তা শোন। মরণশীল মানুষের কাছে সব ধরনের মৃত্যুই ঘৃণ্য কিন্তু অনাহারে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নাই। তাই আমার পরামর্শ হলো সূর্যদেবের হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে এদিকে তাড়িয়ে এনে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। আর আমরা যদি কখনো স্বদেশভূমি ইথাকায় ফিরে যেতে পারি তখন প্রথমে নির্মাণ করবো সূর্যদেব হাইপেরিয়নের নামে একটি সুউচ্চ মন্দির। তারপর সেই মন্দির পূর্ণ হবে মূল্যবান পূজার সামগ্রীতে। তা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ শিংঅলা গবাদিপশু বধের জন্য তিনি যদি ক্ষুব্ধ হন এবং অন্যান্য দেবতার যোগসাজশে আমাদের জাহাজ ভেঙে চুরমার করে দেন তবে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেবো। কেননা এই নির্জন দ্বীপে বসে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের চেয়ে তা অনেক ভাল।'

ইউরিলোকুসের প্রস্তাবে সবাই সায় জানালো এবং তাই তৎক্ষণাৎ সূর্য-দেবের গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য তারা উদ্যোগী হলো। খুব বেশী দূরে যেতে হলো না তাদের। কারণ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভীগুলো আমাদের জাহাজের পাশেই তৃণভূমিতে চড়ে বেড়াতো। গাভীগুলো তাড়িয়ে এনে বন্দী করার পর তারা প্রার্থনায় বসলো। জাহাজে যবের দানা ছিল না। তাই ওক গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে তাদের প্রার্থনার কাজ সারতে হলো। প্রার্থনা শেষে গাভীগুলোর গলদেশ ছিন্ন করা হলো এবং তারপর সেগুলোর দেহের চামড়া ছাড়ানো হলো। চামড়া ছাড়ানোর পর তারা মাংস টুকরো টুকরো কেটে চর্বির আবরণে জড়িয়ে রাখলো। আর যেহেতু তাদের সংগ্রহে সুরা ছিল না তাই তার পরিবর্তে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিকৃত অগ্নিদগ্ধ পশু-গুলোর ওপর জল ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। আগুনে ঝলসানোর পর উরুদেশের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করা হলো এবং সুপক্ক মাংসের টুকরো শিকের আগায় গেঁথে মুখে পুরতে লাগলো তারা।

ঠিক তখনি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো আমার। জাগ্রত হওয়া মাত্রই সমুদ্র-তীরস্থ জাহাজের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। জাহাজের কাছাকাছি আসতেই সুপক্ক মাংসের ঘ্রাণ আমার নাকের ঝিল্লিরন্ধ্রে এসে লাগলো অকস্মাৎ ভয়ে চমকে উঠলাম আমি এবং তারপর অমর দেবতাদের আহ্বান করে বললাম, 'হে পিতা জিউস ও অমর দেবতাবৃন্দ, তাহলে আমার সর্বনাশ

করার জন্যই কি আপনারা আমাকে এই অশুভ নিদ্রায় প্ররোচিত করলেন? আমি যাদের রেখে গেলাম শেষ পর্যন্ত তারা এমন গর্হিত কর্মে লিপ্ত হলো!'

জলপরী ল্যাম্পেটি তৎক্ষণাৎ সূর্যদেব হাইপেরিয়নকে গিয়ে বললো আমাদের এই পশুবধের সংবাদ। ক্রোধান্বিত হয়ে হাইপেরিয়ন দেবতাদের আহ্বান জানালেন:

'হে পিতা জিউস ও চিরসুখী অমর দেবতাবৃন্দ, আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা লেয়রটেস-পুত্র ওডেসিয়ুসের সঙ্গীদের শাস্তির বিধান করুন। দেখুন কী ধৃষ্টতা! যে গবাদিপশুগুলো আমার মনে আনন্দ যোগাতো সেই পশুগুলো তারা হত্যা করেছে। সেই গাভীগুলো দেখে আমার এমনই আনন্দ হতো যে আমি নিত্যদিন পৃথিবীর বুকে আলোক ছড়াতাম,—ব্রহ্মলোক থেকে উদিত হয়ে পৃথিবীর বুকে অস্ত যেতাম। যদি তারা আমার বলিকৃত গাভীগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ না দেয় তাহলে আমি সরাসরি অন্ধকার যমালয়ে ছুটে যাবো এবং মৃত্যুদের মাঝে আলোক ছড়িয়ে দেবো।'

মেঘের দেবতা উত্তর করলেন, 'হে সূর্য, সুজলা সুফলা ধরণীতে তুমি অমর দেবতা ও মরণশীল মানুষের জন্যই শুধু আলোক বিকিরণ করবে। আমি অবশ্য দুর্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দেবো। শীঘ্রই বজ্র নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো তাদের জাহাজ।'

এই ঘটনা আমি শুনেছিলাম সুন্দরী ক্যালিপসোর কাছ থেকে। ক্যালিপসো বলেছিল যে মৃত্যুদূত হার্মিস তাকে এই ঘটনা জানিয়েছে।

জাহাজে ফিরে এসে আমি আমার লোকদের ভর্ৎসনা করলাম। কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটনা ছিল তা ঘটে গেছে, ভুল সংশোধনের কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া অনতিবিলম্বে দেবতারা ভীতিপ্রদ অলক্ষুণে ইঙ্গিত প্রদর্শন করতে শুরু করলেন। পশুর চামড়াগুলো কেমন যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলো আর কাঁচা ও ঝলসানো মাংস থেকে উত্থিত হলো গরুর হাম্বা রব।

ছয়দিন ধরে আমার লোকেরা সূর্যদেবের গরুর মাংস ভক্ষণ করে চললো। কিন্তু সপ্তম দিনে জিউসের নির্দেশে ঝড়ের বেগ কমে এলে আমরা দ্রুত মাস্তুল বেঁধে শুভ্র পাল খাটিয়ে উন্মুক্ত সাগরবক্ষে জাহাজ ভাসিয়ে দিলাম।

আমরা তখন দ্বীপ ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি; সমুদ্র ও আকাশ ছাড়া আমাদের সামনে আর কিছু নেই। এমন সময় জিউস আমাদের মাথার ওপর ঘনিয়ে তুললেন ঘন কালো মেঘ; মেঘের ছায়ায় সমুদ্রও অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো। তাই জাহাজ আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলো না। শোঁ শোঁ শব্দে পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়া অকস্মাৎ জাহাজের গায়ে

প্রবল বেগে আঘাত হানলো। তাতে একই সংগে ছিঁড়ে গেলো মাস্তুলের উভয় পাশের বাঁধন। মাস্তুলের দড়ি-দড়াগুলো ধপাস করে পড়ে গেলো জাহাজের ওপর। মাস্তুলের কাঠটি কান্ডারীর মাথায় ভেঙে পড়লো। তাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো তার মাথার খুলি।

সে যেন ডুবুরির মতো মাথা নীচের দিকে দিয়ে জাহাজের ওপর থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এভাবেই তার নির্ভীক আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলো। সেই মুহূর্তেই গর্জে ওঠে বজ্র নিক্ষেপ করে জাহাজ বিদীর্ণ করলেন জিউস। বজ্রাঘাতে জাহাজ ঘূর্ণিত হতে লাগলো এবং তার ভিতর ঢুকতে লাগলো সমুদ্রের নোনা জল। ঢেউয়ের ওপর ভাসছিল জলমগ্ন জাহাজ এবং আমার নাবিকদের মৃতদেহ; তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তরঙ্গ শীর্ষে গাংচিলেরা উড়ছে। তারা আর গৃহে ফিরে যেতে পারলো না। কেননা দেবতাই তাদের ভাগ্যে লিখেছিলেন এই পরিণতি।

আমি তখন আত্মরক্ষার জন্য জাহাজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যাচ্ছি। এমন সময় এক বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়লো আর তারপর জলস্রোতে ভেসে চললো কেবল জাহাজের নগ্ন কাঠামোটি। জাহাজের পেছনের দিকে মাস্তুলটি বাঁধা ছিল একটি চামড়ার দড়ি দিয়ে; আমি সেই দড়ি দিয়ে মাস্তুল ও আরো একটি কাষ্ঠখন্ড একত্রে বাঁধলাম। সেই কাষ্ঠখন্ডের ওপর বসার পর তা এমনি দুলতে লাগলো, মনে হলো যেন দমকা হাওয়া আমাকে নিয়ে খেলছে।

পশ্চিম দিক থেকে যে ঝড় বইছিল তা শীঘ্রই থেমে এলো, কিন্তু অনতি-বিলম্বে দক্ষিণ দিকে শুরু হলো আরো প্রবল এক ঝঞ্ঝা। চরম দুর্দশায় পতিত হলাম আমি। ঝড়ের তাড়া খেয়ে দুর্ধর্ষ ক্যারিবডিসের মরণ ফাঁদের দিকে এগিয়ে চললাম। সারারাত জলে ভেসে আসার পর ভোরে দেখলাম পাহাড়ের পাশে সিল্যার জল ঘূর্ণির কাছে ফিরে এসেছি। ক্যারিবডিস তখন সবেমাত্র নোনাজল গলাধঃকরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। সে জল শুষতে শুরু করার সংগে সংগেই আমি লাফ দিয়ে সেই ডুমুর গাছের ডাল আঁকড়ে ধরলাম। তারপর বাদুড়ের মতো অনেকক্ষণ ঝুলে রইলাম সেই গাছে। পা রাখার কোন অবলম্বন পেলাম না এবং যাতে গাছে চড়ে বসতে পারি তারও কোন উপায় বের করতে পারলাম না। কেননা গাছের মূল কান্ডটি ছিল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে আর যে বিশাল ডালপালাগুলো ক্যারিবডিসকে ছায়া দান করে সেগুলোও ছিল আমার নাগালের বাইরে। যাই হোক, যতক্ষণ না ক্যারিবডিসের জল নির্গত করার ফলে আমার সেই জোড়া বাঁধা কাঠ দুটি

ভেসে উঠলো ততক্ষণ আমি তেমনি কষ্টকরভাবে ঝুলে রইলাম। জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যাওয়ার আগে আমার আশা পূর্ণ হলো। কাঠ দুটি জলে ভেসে ওঠার সংগে সংগে আমি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর দুহাতে জল টেনে জোড়া বাঁধা কাঠ দুটি ভাসিয়ে নিয়ে চললাম। মানুষ ও দেবতাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো সিল্যার কবল থেকে মুক্ত করলেন। তা না হলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

জলস্রোতে ভেসে চললাম একটানা নয় দিন; তারপর দশম দিনের রাত্রিতে দেবতারা আমাকে সর্বশ্রান্ত করে ওগিজিয়া দ্বীপে নিয়ে এলেন। ওগিজিয়া সুন্দরী ক্যালিপসোর আবাসভূমি; সে এক ভয়ংকর দেবী, যদিও মর্ত্যভূমির নারীদের মতোই তার কণ্ঠস্বর। অবশ্য ক্যালিপসো আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং আমার সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। কিন্তু থাক, সে ঘটনা আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। গতকালই তো আপনাকে ও আপনার মহীয়সী পত্নীকে আমি সে কাহিনী শুনিয়েছি। তা ছাড়া যে কাহিনী একবার বলা হয়ে গেছে তা পুনরায় বিবৃত করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

তের

ওডেসিয়ুসের ইথাকায় পদার্পণ

ওডেসিয়ুস তার কাহিনীর যবনিকা টানলেন। কিন্তু সেই কাহিনী সবাইকে আবিষ্ট করে ফেলেছিল, যার জন্য এতক্ষণ সেই ছায়াচ্ছন্ন প্রাসাদে টু শব্দটিও শোনা যায়নি। সবশেষে এলসিনোয়ুস উঠে দাঁড়ালেন এবং তার অতিথিকে বললেন, 'হে ওডেসিয়ুস, আপনি অনেক যাতনা ভোগ করেছেন। কিন্তু আজ যেহেতু আপনি আমার প্রাসাদের এই তাম্র আবৃত মেঝেয় পদার্পণ করেছেন তাই আমি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে আর আপনাকে পথে বিপথে ঘুরে বেড়াতে হবে না; এবার আপনি নির্বিঘ্নে গৃহে ফিরে যাবেন। আর, সুধীবৃন্দ, আপনাদের বলছি, শুনুন। আমার একান্ত ইচ্ছে যে আজ এই প্রাসাদে সবাই যথেচ্ছ এলডার পুষ্পের সুমিষ্ট সুরা পান করুন এবং সেই সংগে তারা উপভোগ করুন চারণ-কবির গান। ইতিমধ্যে আমাদের অতিথির জন্য একটি কাঠের বাক্সে পোশাক-আশাক, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী মজুত করা হয়েছে। তাছাড়া আপনাদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ রয়েছে, তা হলো আনপারা প্রত্যেকে তাকে একটি ত্রিপাদ আসন ও কড়াই উপহার দিবেন। পরবর্তী সময়ে প্রজাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে আমরা এই খরচ পুষিয়ে নেবো, কেননা আমাদের একার পক্ষে এতসব মূল্যবান উপহারসামগ্রী প্রদান করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ।'

এলসিনোয়ুসের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সবাই ঘুমানোর জন্য গৃহে ফিরে গেলো। কিন্তু যেই মুহূর্তে পূর্ব আকাশে উষার রক্তিম আভা ফুটে উঠলো তখন সবাই উপহারসামগ্রী হাতে জাহাজের কাছে ছুটে এলো। মহাত্মা এলসিনোয়ুসও ছুটে এলেন। তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে সেই উপহারসামগ্রী জাহাজের ভেতর এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন যাতে মাঝিদের হাল টানতে বিঘ্ন না ঘটে। এই কাজ শেষ হওয়ার পর এলসিনোয়ুসের গৃহে ভোজোৎসবের আয়োজন করা হলো। অতিথিদের আপ্যায়িত করার জন্য মহান রাজা এলসিনোয়ুস মহাপ্রভু ক্রোনসের পুত্র মেঘের দেবতা জিউসের নামে একটি বৃষ বলি দিলেন। বৃষমাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে সবাই খেতে বসলেন। আর তারই সংগে বাদ্যযন্ত্র

বাজিয়ে গান গেয়ে চললো জনপ্রিয় চারণ-কবি স্বনামধন্য ডেমোডোকাস। কিন্তু ওডেসিয়ুস তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন; তিনি চাচ্ছিলেন সূর্য দ্রুত অস্তমিত হোক; কেননা তিনি গৃহে ফিরে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। চাষীরা যেমন দুটি বলদ নিয়ে সারাদিন জমি কর্ষণ করার পর ক্ষুধার তাড়নায় গৃহে ফিরে যাবার জন্য সূর্যাস্তের প্রার্থনা করে; কেননা সূর্যাস্তই তাকে কাজ থেকে ছুটি দিয়ে শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঠিক তেমনি আকুলতা নিয়ে তাই ওডেসিয়ুসও অস্তমিত সূর্যকে অভিনন্দন জানালেন। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই ওডেসিয়ুস তার অতিথি নাবিক ও রাজা এলসিনোয়ুসের কাছে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন ঃ

'হে আমার পরম পূজনীয় রাজা এলসিনোয়ুস, এখন আপনি দেবতার উদ্দেশ্যে সুরার অঞ্জলি দিন এবং আমাকেও নিরাপদে গৃহে ফিরে যেতে দিন। আপনাদের মঙ্গল হোক; আমার যা কাঙ্ক্ষিত ছিল তার সবই আমি লাভ করেছি। আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ দিয়েছেন নানা উপহারসামগ্রী। আশীর্বাদ করুন যেন সেইসব সামগ্রী আমি ভোগ করতে পারি এবং গৃহে প্রত্যাগমন করে যেন স্ত্রী পরিজনদের আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরে পাই। সতীসাধ্বী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা-দের নিয়ে আপনি সুখী হোন। দেবতারা আপনার সার্বিক মঙ্গল করুন এবং প্রজাকুলের জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক।

ওডেসিয়ুসের কথা শুনে সবাই তুষ্ট হলেন। তারা বুঝতে পারলেন তাদের অতিথির কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ; সুতরাং তার বিদায়ের আয়োজন করা উচিত। রাজা এলসিনোয়ুস তার অনুচরকে ডেকে বললেন, 'পণ্টো-নোয়ুস, সবার জন্য সুরা পরিবেশন করা হোক; কারণ আমাদের অতিথির জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আমরা সবাই প্রভু জিউসের নামে সুরাঞ্জলি দিতে চাই।' বিশাল একপাত্র সুস্বাদু সুরা নিয়ে এলেন পণ্টোনোয়ুস। সেই সুরা হাতে নিয়ে সবাই ঊর্ধ্বলোকে বিরাজমান দেব-তাদের উদ্দেশ্যে সুরার অঞ্জলি দান করলেন। অঞ্জলি অনুষ্ঠানে সবাই যে যার আসনে বসে ছিলেন; হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মহাবীর ওডেসিয়ুস; তিনি ছুটে গিয়ে স্বহস্তে ধৃত দু'হাতলবিশিষ্ট সুরা-পাত্রটি এ্যারিটিসের হাতে দিয়ে আন্তরিকভাবে বিদায় প্রার্থনা করলেন, 'রানীমা, বার্ধক্য ও মৃত্যু মানুষের জীবনে অনিবার্য; তা সত্ত্বেও প্রার্থনা করি ভাগ্যদেবী আপনার জীবনে আমৃত্যু প্রসন্ন থাকুন। আমাকে এবার আপনার

কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। কামনা করি, আপনার গৃহের মঙ্গল হোক; পুত্র-কন্যা, প্রজাবর্গ ও রাজা এলসিনোয়ুসকে নিয়ে আপনি সুখে থাকুন !'

এই বলে মহাবীর ওডেসিয়ুস গৃহের চৌকাঠের বাইরে পা রাখলেন। রাজা এলসিনোয়ুস অতিথিকে সংগে করে জাহাজে পেঁাছে দেয়ার জন্য অশ্বপালকে নির্দেশ দিলেন। আর রানী এ্যারিটি পাঠালেন তিনজন পরিচারিকাকে। তাদের একজন বয়ে নিয়ে গেলো পোশাক-পরিচ্ছদ, আরেকজন স্বর্ণালংকারের সুরক্ষিত-বাক্স এবং অন্যজনের হাতে ছিল রুটি ও রক্তবর্ণ সুরা।

তারা যখন উপহারসামগ্রী নিয়ে সমুদ্রতীরে এলো তখন অভিজাত তরুণেরা সেই মালপত্রের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। খাদ্য ও পানিয়সহ সব মালপত্র তারা জাহাজের খোলে সাজিয়ে রাখলেন। ওডেসিয়ুসের একার জন্যই শুধু শয্যা তৈরী করা হলো। যাতে তিনি আরামে ঘুমাতে পারেন সেজন্য কম্বল ও চাদর বিছানো হলো জাহাজের সম্মুখভাগের পাটাতনে। ওডেসিয়ুস জাহাজে উঠেই শয্যা গ্রহণ করলেন আর মাঝিরা হাল ধরার জন্য যে যার আসনে গিয়ে বসলেন। কিন্তু তার আগে তারা যে দড়ি দিয়ে জাহাজ পাথরের সংগে বাঁধা ছিল সেই বাঁধন খুললো। মাঝিদের বৈঠা জলের বুকে আঘাত করার পূর্বেই তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়লেন ওডেসিয়ুস। গভীর সুখনিদ্রায় অতলে তলিয়ে গেলেন তিনি; সেই ঘুম যেন মৃত্যুরই সম্পূরক। কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্বের বেগে ছুটে চললো আমাদের জাহাজ। অন্ধকার রাত্রিতে তখন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করছে; ঢেউয়ের ওপর জাহাজ দুলছে; জাহাজ একবার ডুবে যেতে চাচ্ছে পরমুহূর্তে আবার ভেসে উঠছে। ঢেউয়ের সংগে পাল্লা দিয়ে তবু দ্রুতবেগে সামনের দিকে ছুটে চললো আমাদের জাহাজ। উড়ন্ত বাজপাখি বা ক্ষুদ্রতম কোন পতঙ্গেরও সাধ্য ছিল না যে তখন সেই জাহাজের সংগে পাল্লা দিয়ে ছোটে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ উপেক্ষা করে একটি জাহাজ ছুটে চলেছে আর তার ভেতর ঘুমিয়ে আছেন দেবতার ন্যায় জ্ঞানী একটি মানুষ। যিনি বহু বছর যুদ্ধ করে এবং গৃহে ফেরার জন্য সমস্যাসংকুল নিষ্ঠুর সমুদ্রপথে যাত্রা করে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আর এখন তিনি নিদ্রার কোলে পরম সুখে ঘুমিয়ে আছেন; একদা যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন যেন সব ভুলে গেছেন তিনি।

যে তারার আলোকস্পর্শে ঊষাদেবীর মুখে কোমল আলো ফুটে ওঠে সেই শুকতারার উদয় হলো। সমুদ্র যাত্রা সমাপ্ত হলো; জাহাজ এসে

থামলো ইথাকার সন্নিকটে। এখানে একটি গুহা আছে। আদিকালে ফোর্সিস নামে এক সুবিখ্যাত নাবিক ছিলেন; তার নামানুসারেই এই গুহার নাম রাখা হয়েছে ফোর্সিস। গুহামুখের সামনে দুটি অনুচ্চ পাহাড়; ঝড়ের দিনে সাগর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হলে জাহাজগুলো এই স্থানে এসে আশ্রয় নেয়। গুহার ওপর জন্মেছে লম্বা পাতাঅলা একটি জলপাই গাছ। এটি একটি পবিত্র স্থান; নায়াড নামের জলপরীরা এখানে বাস করে। সেই গুহার ভেতর আছে কয়েকটি পাথরের বাটি ও দুই-হাতল বিশিষ্ট লম্বাকৃতি পাত্র; এই পাত্রগুলোতে মৌমাছিরা চাক তৈরী করে থাকে। এছাড়াও সেখানে আছে বিশাল একটি পাথরের তাঁত। সেই তাঁতে জল-পরীরা ইন্দ্রনীল বর্ণ কাপড় বুনে থাকে। গুহার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটি দ্বিমুখী ঝর্ণাধারা। যে ঝর্ণার জলধারা কখনো থেমে থাকে না। ঝর্ণার উত্তর দিকের জলধারা মানুষ কাজে লাগিয়ে থাকে আর দক্ষিণী ধারাটি একান্তভাবে দেবতাদের জন্য। এই ধারার জল স্পর্শ মানুষের জন্য বারণ।

ফেসীয়রা সেই স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলো। মাঝিদের বলিষ্ঠ হাতের টানে জাহাজের সম্মুখভাগ তলদেশ পর্যন্ত তীরে উঠে এলো। জাহাজ তীরস্থ করার সংগে সংগে দাঁড়ি-মাঝিরা ওডেসিয়ুসের কাছে ছুটে গেলো। তারা শয্যাসমেত ওডেসিয়ুসকে তুলে এনে সাগরপাড়ে বালির ওপর শুইয়ে রাখলো। কেননা তখনও তিনি গভীর ঘুমে অচেতন। তারপর জাহাজ থেকে নামানো হলো সেইসব উপহারসামগ্রী। এথেনীর অনুরোধে ফেসীয়ার সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা যাত্রার প্রাক্কালে ওডেসিয়ুসকে এইসব সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন। জলপাই গাছের তলে সেইসব মালপত্র এমন-ভাবে স্তূপ করে রাখা হলো যাতে তা পথচারীর নজরে না পড়ে। কেননা তা না হলে ওডেসিয়ুস ঘুমন্ত দেখে কেউ হয়তো সেগুলো আত্মসাৎ করতে পারে। এই কাজ শেষ করে মাঝিরা গৃহাভিমুখে যাত্রা করলো।

ইতোমধ্যে ভূকম্পনের দেবতা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন; তাঁর মনে পড়লো একদা সে ওডেসিয়ুসকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। এ ব্যাপারে জিউসের অভিমত কি তা জানার জন্য তার কাছে ছুটে গেলেন তিনি। স্বর্গলোকে গিয়ে জিউসকে উদ্দেশ্য করে ভূকম্পনের দেবতা বললো, 'হে পরমপিতা জিউস, আমাকে আর কতকাল মরণশীল মানুষের অবজ্ঞা সহ্য করতে হবে। অমর দেবতারা কি আমার কথা একবারও ভাববেন না। ওডেসিয়ুসের গৃহে ফেরার পথ

চিরতরে রুদ্ধ হয়ে থাক এমন কথা আমি কখনো ভাবিনি কিন্তু চেয়েছিলাম গৃহে ফেরার পথে সে যেন অন্তত যন্ত্রণা ভোগ করে। আপনি তখন আমার এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন এবং অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তার অনিষ্ট করবেন। কিন্তু সেই ফেসীয়রা তাকে দুর্গম সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে ইতিমধ্যেই নিয়ে এসেছে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ইথাকার মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। অধিকন্তু তারা তাকে অজস্র মূল্যবান উপহারসামগ্রী প্রদান করেছে। যে পরিমাণ তাম্রবস্তু, স্বর্ণালঙ্কার ও তৈজসপত্র ফেসীয়রা তাকে দিয়েছে, এতোসব মূল্যবান সামগ্রী তার একার পক্ষে কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়। ট্রয় থেকে অক্ষতদেহে ফিরে এলেও যুদ্ধের নজরানা স্বরূপ সে এই পরিমাণ মূল্যবান বস্তু-সামগ্রী পেতো না।'

মেঘের দেবতা উত্তর করলেন, 'হে ভূকম্পনের অধিপতি, তোমার সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নেই। তোমার প্রতি কেউ অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে সব দেবতাই তাতে মর্মাহত হবে। দেবতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কোন দর্পিত মানবসন্তান যদি তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করে তাহলে অবশ্যই তুমি তার প্রতিশোধ নেবে। তখন নিজের ইচ্ছানুরূপ তুমি যা খুশি তা-ই করতে পারো।'

পসিডন প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হে আমার কৃষ্ণ-মেঘের দেবতা, আমি তখনি প্রতিশোধ নিতাম; কিন্তু আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমি তো করিনি, আর ভেবেছিলাম আপনি হয়তো তাতে রুষ্ট হতে পারেন। সে যাই হোক, এখন আপনার কাছে একটি প্রস্তাব করছি, তা হলো আমি ফেসীয়দের সুন্দর জাহাজটি সমুদ্রে ডুবিয়ে দেব। তাদের আমি এই শিক্ষাই দিতে চাই তারা যেন আর কখনো কোন নাবিককে পথ দেখিয়ে স্বদেশে ফিরিয়ে না আনে। আমি তাদের নগরীও সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত করে দেবো।'

মেঘের দেবতা বললেন, 'হে বন্ধু, উত্তম তোমার পরিকল্পনা। ফেসীয়রা যখন জাহাজটি ডাঙ্গায় তোলার জন্য তীরে ছুটে আসতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি জাহাজটি প্রস্তরীভূত করে ফেলবে। তারপর সুউচ্চ পর্বতে বেষ্টিত করবে তাদের নগরী।'

জিউসের সম্মতি পেয়ে পসিডন সোৎসাহে সেরি গেলেন; সেরি ফেসীয়-দের বাসভূমি। জাহাজ এগিয়ে আসতে লাগলো আর সংগে সংগে পরি-দৃশ্যমান হলো নানা অশুভ ইঙ্গিত। তীরে পেঁছা মাত্র ভূকম্পনের দেবতার হাতের এক চাপড়ে জাহাজটি প্রস্তরীভূত হয়ে গেলো। এবং তারপর সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেলো জাহাজটি।

ফেসীয়ার দর্শক, দাঁড়িমাঝি ও সুবিখ্যাত নাবিক সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। তারা সমস্বরে চীৎকার করে বললো, 'হে দেবতা, বলুন আপনার কি নাম? তীরাভিমুখ আমাদের প্রিয় জাহাজটি সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেন কেন? একটু আগেও তো আমরা তার মাস্তুলটি দেখতে পাচ্ছিলাম।'

এলসিনোয়ুস অবশ্য তাদের এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; এখন তাদের সেই কথা মনে পড়লো।

এখন আবার তার কণ্ঠের হাহাকার শোনা গেলো 'হায়! অনেক কাল আগে আমার পিতা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আজ তা সত্যে পরিণত হলো। তিনি বলতেন যে, সমুদ্রপথে নাবিকদের সহযোগিতা করার অভ্যাস আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত; কেননা দেবতা পসিডন তা একদম পছন্দ করেন না। পিতা বলেছিলেন এজন্য দেবতা একদিন আমাদের একটি গৃহাভিমুখী জাহাজ সমদ্রে নিমজ্জিত করবেন এবং বিশাল পর্বত সৃষ্টি করে আমাদের এই নগরী বেষ্টিত করবেন। বৃদ্ধ রাজার ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে সত্যে পরিণত হয়েছে; কিন্তু এখন আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। দুসময় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় বের করেছি; আশা করি আমার পরামর্শ তোমরা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে আমরা আর কোন নাবিককে গৃহে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবো না। এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে। বর্তমানের এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা পসিডনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবো বারোটি হৃষ্টপুষ্ট বৃষ তাতে হয়তো তাঁর মনে আমাদের জন্য করুণার উদ্রেক হতে পারে এবং তিনি আমাদের নগরীতে পাহাড়-বেষ্টিত করা থেকে বিরত হতে পারেন। এতক্ষণ সবাই ভয়ে মুহ্যমান হয়েছিল কিন্তু এই কথা শোনা মাত্রই তারা বৃষ উৎসর্গের কাজে তৎপর হলো।

পসিডনের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসার জন্য যখন ফেসীয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বেদীমূলে সমবেত হয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই ওডেসিউসের ঘুম ভেঙে গেলো। স্বদেশের মাটিতেই ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে তিনি নিজের দেশকে চিনতে পারলেন না। তাছাড়া জিউস দুহিতা, পাল্লাস এথেনীও তার আশ-পাশের পরিবেশ কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। কারণ এথেনী স্বয়ং ওডেসিউসের সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলে মনস্থ করেছেন এবং তিনি পরিকল্পনা করেছেন যে ওডেসিউসকে ছদ্মবেশ ধারণ করাবেন, যাতে তাকে দেখে তার স্ত্রী-

পরিজন ও নগরবাসীরা কেউ চিনতে না পারে। কেননা সবার আগে ঠিক করতে হবে ওডেসিউসের গৃহের পাণিপ্রার্থীদের কিভাবে পরাস্ত করা যায়। অপকর্মের জন্য তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া যায়। তাই ইথাকার পার্বত্য-ভূমি সর্পিল গিরিপথ গাছপালা সব কিছুই স্বয়ং সে-দেশের রাজারই অচেনা মনে হলো। শয্যা ছেড়ে স্বদেশের মাটিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর দু'হাতে উরুদেশে চাপড় মেরে হতাশায় হাহাকার করে উঠলেন তিনি।

'হায়! এ কাদের দেশে এসে পড়লাম? এরা কি কোন বর্বর উপজাতি, নাকি এদেশে ধর্মভীরু মানুষের বাস? এখন আমার এই মালপত্র কোথায় রাখবো আর আমি নিজেই বা কোথায় যাব? হায়! ফেসীয়দের সঙ্গে থাকলেই ভাল করতাম। পরে না হয় অন্য কোন রাজ্যে চলে যেতাম এবং সে দেশের রাজা হয়তো আমাকে গৃহে পেঁছে দিতেন। কিন্তু এখন এই মালপত্র কোথায় রাখবো; এগুলো তো এমনিভাবে ফেলে রাখতে পারি না। কেউ দেখতে পেলে নিশ্চয়ই তা সরিয়ে ফেলবে। কী বোকামিই না করেছি! ফেসীয়ার কর্তাব্যক্তিরা আসলে তেমন বুদ্ধিমান ও সৎ নন। তারা বলেছিল, আমাকে আমার ইথাকায় পেঁছে দেবে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। আমি সর্বদ্রষ্টা জিউসকে প্রার্থনা করে বলবো তিনি যেন সেই অনিষ্টকারী-দের দণ্ডিত করেন। বরং এখন একবার পরীক্ষা করে দেখি মাল ঠিক আছে কিনা। জাহাজের খোলে থাকাকালে কেউ কিছু আত্মসাৎ কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার।'

তিনি হিসেব মিলিয়ে দেখলেন সব ঠিকই আছে। স্বর্ণালঙ্কার পত্র, পোশাক-আশাক কোন কিছুই খোয়া যায়নি। কিন্তু তবু তাঁর হলো না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার শোক তিনি ভুলতে না। কল্লোলিত সাগরের পাড় ধরে ধীরগতিতে হাঁটতে লাগলেন তি তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা।

তখন সেখানে দেবী এথেনী আবির্ভূত হলেন। তরুণ মেষপাল বেশ ধারণ করেছেন তিনি। দেহকান্তি তাঁর রাজপুত্রের মতোই। পর ঢিলেঢালা কোট। পাদুকার ফিতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুভ্র আর হাতে তাঁর একটি বর্শা। তাঁর দিকে আগ্রহভরে এগিয়ে গেলেন উস। তাঁকে অভিনন্দিত করে তিনি বললেন, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গ এখানে আসা অবধি কারো দেখা পাইনি আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে খু আশা করি আপনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না। বরং আমার রক্ষা করবেন এবং আপনার কাছে আমার জীবনের নিরাপত্তা প পেতে বসে দেবতার কাছে যেমন প্রার্থনা জানাই ঠিক তেমনিভাবে

কাছেও আবেদন জানাই। কিন্তু সর্বাগ্রে আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি ঠিক কোথায় এসে পৌছেছি। এই দেশ পৃথিবীর কোন প্রান্তে অবস্থিত ? এদেশের নাম কি এবং এখানে কারা বাস করে ? এটা কি কোন দ্বীপ; নাকি কেবল একটি পথ সমুদ্রতীর বেয়ে চলে গেছে ?'

উজ্জ্বল-আঁখি দেবী উত্তর করলেন, 'মশাই হয় আপনার ঘটে তেমন বুদ্ধি নেই, না হয় স্বদেশ ছেড়ে বহুদূর চলে এসেছেন বলে এই স্থান ঠিক চিনতে পাচ্ছেন না। এটা কোন কুখ্যাত দেশ নয়। জগতের হাজার হাজার লোক এ দেশের নাম জানে। উভয় গোলার্ধের মানুষের কাছে এদেশ সুপরিচিত। কিন্তু এদেশের ভূমি অমসৃণ: অশ্ব চালনার উপযুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও এদেশে মস্য-সম্পদের অভাব নেই। এখানে শীতে পর্যাপ্ত শিশির ঝরে এবং বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পশুপালনের উপযুক্ত চমৎকার তৃণভূমি আছে এদেশে। সব ধরনের বৃক্ষ জন্মে এদেশের মাটিতে এবং জলের উৎসগুলো কখনো শুকিয়ে যায় না। সুতরাং জেনে রাখুন, এদেশ ট্রয়ের মতোই জগদ্বিখ্যাত এবং এখান থেকে একিয়ার দূরত্ব অনেক।'

পাল্লাস এথেনীর বর্ণনা শুনে আনন্দে নেচে উঠলো ওডেসিয়ুসের মন। এবং তাঁর মনই বলে দিলো যে সে এখন স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। কালবিলম্ব না করে দেবীর কথার উত্তর দিলেন তিনি, কিন্তু আত্মপরিচয় গোপন করলেন। মুখ ফসকে সত্য কথাই বেরিয়ে পড়েছিল প্রায় কিন্তু কৌশলে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন তিনি।

ওডেসিয়ুস বললেন, 'জী হাঁ, সেই দূর ক্রীটে বসেই আমি এই ইথাকার কথা শুনেছিলাম। আর এখন ধনরত্ন নিয়ে আমি এদেশে সশরীরে উপস্থিত হলাম। পুত্র-কন্যাদের ছেড়ে আমাকে এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমি আইডোমেনিয়ুসের পুত্র বিখ্যাত দৌড়বিদ অরসিলোকুসের হন্তারক। অরসিলোকুস আমার ধনরত্ন ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল; কারণ ট্রয়ে যুদ্ধ চলাকালে আমাকে তার পিতার অধীনে অনুচরের দায়িত্ব পালন করতে বলা হলে আমি তা প্রত্যাখান করেছিলাম। সেই ধনরত্নের জন্য আমাকে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে; দুর্গম সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ভয়ংকর ট্রয়-যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। যুদ্ধের লুণ্ঠিত মালে একজন যোদ্ধার প্রাপ্য অংশ হিসেবে আমি এই ধনরত্ন লাভ করি। তাই অরসিলোকুসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এক বন্ধুকে নিয়ে পথের পাশে ওৎ পেতে বসে ছিলাম। সেই পথ ধরেই গৃহে ফিরে আসছিল অরসিলোকুস। আমার নাগালে আসা মাত্রই আমি বর্শাঘাতে তাকে হত্যা করি। রাত ছিল কৃষ্ণপক্ষের; তাই কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। এমন সময় সামনে তাকিয়ে দেখি একটি

ফিনঙ্গীয় জাহাজ যাচ্ছে। আমি দ্রুত সেই জাহাজের কাছে ছুটে গেলাম। নাবিকদের ধনরত্নের লোভ দেখালাম। আমি তাদের সামান্য কিছু ধনরত্ন দিয়ে বললাম যে তারা যেন আমাকে পাইলসে নিয়ে যায় অথবা এপাইয়ানরা যেখানে থাকে সেই দূর-এলিস দ্বীপে পেঁছে দেয়। কিন্তু যা আশা করে-ছিলাম তা হলো না। ঝড়ো হাওয়ার জন্য নাবিকদের পক্ষে আমার কাঙ্ক্ষিত পথে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। অবশ্য আমাকে হতাশ করার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না। ঝড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে এলোপাতাড়ি ছুটতে ছুটতে শেষে জাহাজটিকে এই দ্বীপে নোঙ্গর করাতে হলো তাদের। জাহাজ নোঙ্গর করে আমরা সবাই তীরে উঠে এলাম। সবাই তখন ক্ষুধায় কাতর! কিন্তু দেহ তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। তাই খাওয়ার আয়োজনের কথা কেউ আর ভাবতে পারলো না। জাহাজ থেকে নেমে সবাই বালির ওপব শুয়ে পড়লো। আমি দীর্ঘক্ষণ ক্লান্তদেহে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রইলাম। ইত্যবসরে নাবিকরা ঘুম থেকে উঠে জাহাজে চলে গেলো এবং তাদের দেশ সিডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। অবশ্য আমার মালপত্র আমার শয্যাপাশেই রেখে গিয়েছিল তারা। কিন্তু এখন আমি খুবই সংকটাপন্ন।

ওডেসিয়ুসের মনগড়া গল্প শুনে দেবী ঠোঁট চেপে হাসলেন সকৌতুকে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমন সময় বদলে গেলো রূপ। সালঙ্কারা, দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী এক নারীর রূপ পরিগ্রহ ক তিনি। ছদ্মবেশ পরিহার করে দেবী বললেন,

'বাকচাতুর্যে কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না। দেবতার পক্ষে এক দুঃসাধ্য কাজ।

'হে আমার সুচতুর বন্ধু, ধনুর্ধর ওডেসিয়ুস, তোমাকে সতর্ক দিচ্ছি। এবার এই বাকপটুত্ব প্রদর্শন করা থেকে বিরত হও। মিথ্যে বানানোর অভ্যাস ত্যাগ কর। স্বদেশে এসে চাতুরীর আশ্রয় নেয়া ঠিক না। আমরা উভয়েই বাকপটুত্বে যথেষ্ট পারঙ্গম। রাজ্যসাশন ও বা মানুষের মধ্যে তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; ঠিক তেমনি দেবতাদের মধ্যে আমিই অগ্রগণ্য।

'কিন্তু এখনো তুমি জিউস-দুহিতা প্যাল্লাস এথেনীকে চিনতে না। যে নাকি তোমার সঙ্গে ছায়ার মতো বিরাজ করছে, প্রতিনিয় থেকে রক্ষা করে চলেছে। আমিই তো সদয় হয়ে ফেসীয়দের দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। যাই হোক, তোমার ভবিষ্যৎকর্মের পরিকল্প আমি পুনরায় এখানে আবির্ভূত হলাম। ফেসীয়রা তোমাকে প্রাক্কালে আমার নির্দেশে যে উপহার সামগ্রী দিয়েছিল সেগু

নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অচিরেই তুমি নিজ প্রাসাদে ফিরে যাবে। প্রাসাদে এসে তোমাকে কতগুলো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। ধৈর্যহারা হলে চলবে না। শুধু আমি যা বলবো তা পালন করে যাবে। তুমি যে দুর্গম সমুদ্র যাত্রা শেষ করে ফিরে এসেছো একথা যেন দেশের কোন নারী বা পুরুষ জানতে না পারে। তোমার প্রতি যতই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হোক না কেন তুমি সব অপমান মাথা পেতে মেনে নেবে। নীরবে সহ্য করবে তাদের অত্যাচার।'

ওডেসিয়ুস উত্তরের জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন; বললেন, 'হে দেবী, আপনাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারা খুব কঠিন ব্যাপার; বড় জ্ঞানী লোকের পক্ষেও তা সম্ভব নয়; কেননা ছদ্মবেশ ধারণের সব কৌশলই আপনার জানা আছে। আমার মনে আছে যে অতীতের দিনগুলোতে আপনি সব সময়ই আমার পাশে ছিলেন। ট্রয়-প্রান্তরে আপনার সহযোগিতা লাভ করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমরা প্রায়ামের দুর্গ লুণ্ঠন করে মালপত্র জাহাজভর্তি করে যাত্রা শুরু করি তখন কোনো এক দেবতা আমাদের জাহাজ ভেঙে চুরমার করে দেয়; হে জিউস-দুহিতা তখন কেন আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াননি, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসেননি। তারপর আমি বহুদিন ভগ্নহৃদয়ে সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়িয়েছি। দেবতার বরে এক সময় আমার কষ্টের দিন শেষ হলো। সুচিত হলো শুভদিন; আমি ফেসীয়দের দেশে এলাম। আমার দুঃখ লাঘব করার জন্য হে দেবী, আপনিই আমাকে পথ দেখিয়ে স্বদেশে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এখন আমি আপনার পিতার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমাকে আপনি সত্যি করে বলুন আমি কি আমার সোনার স্বদেশ ইথাকায় ফিরে এসেছি? কেন জানি মনে হচ্ছে আমি এখনও বিদেশেই পড়ে আছি। আনন্দ পাওয়ার জন্য কেন আপনি আমাকে খেলাচ্ছলে এভাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘুরিয়ে মারছেন! সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, আপনাকে দয়া করে বলুন, আমি সত্যিই আমার প্রিয় স্বদেশে ফিরে এসেছি কিনা?

এথেনী বললেন, 'তুমি সদাই সতর্ক থাকো। তোমার দুঃসময়েও তোমাকে কাবু করা যায় না। তুমি আত্মবিশ্বাসী, মার্জিতও ও ধীসম্পন্ন মানুষ। অন্য কেউ হলে যাত্রা শেষ করে দেশে ফিরে আসা মাত্র আপন গৃহে ছুটে যেতো; ব্যাকুল হতো সে আপন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের দেখার জন্য। অন্যপক্ষে, তুমি তো মোটেও অধীর হয়ে উঠছো না; এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের কোন সংবাদও জানতে চাচ্ছ না। কিন্তু তা ঠিক নয়;

তোমাকে অবশ্যই স্বচক্ষে তোমার স্ত্রীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তোমার আসার পথ চেয়ে সে বসে আছে। দুচোখ তার সদাই অশ্রুপূর্ণ। চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তোমার স্ত্রীর দিন-রাত্রি।

'তুমি যে গৃহে ফিরে আসবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আমি খুব ভালভাবেই জানতাম যে একদিন তুমি সব সঙ্গীদের হারিয়ে একাকী প্রত্যাবর্তন করবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে যে আমি আমার পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যাবো না। তার পুত্রকে অন্ধ করে দেয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে তার মনে বিদ্বেষের অঙ্গার জ্বলছিল। সে যাক, এবার আমি তোমাকে ইথাকার দৃশ্যাবলী অবলোকন করাবো। ঐ দেখ আদ্যিকালের নাবিক ফেসির পোতাশ্রয় আর পোতাশ্রয়ের ধারেই বড় বড় পাতঅলা সেই জলপাই গাছটি এবং জলপাই গাছের পাশেই আছে জলপরী নায়াদদের পবিত্র গুহাশ্রয়। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সেই গুহার ছাদে তুমি পরীদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দিতে। আর ঐ দেখ গাছপালায় ছাওয়া নিরিটন পর্বতের গিরিপথ।

কথা শেষ করে দেবী কুয়াশার আবরণটি অপসারিত করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওডেসিয়ুসের চোখের সামনে পরিদৃশ্যমান হলো স্বদেশের দৃশ্যাবলী। তার দীর্ঘপ্রতীক্ষিত মন উল্লসিত হয়ে উঠলো। আবেগ-আপ্লুত হয়ে স্বদেশের মাটি চুম্বন করলেন ওডেসিয়ুস। আহ, কত প্রিয় এই স্বদেশের মাটি। দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে পরীদের কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি, 'হে বাসন্তী-দূত জিউস-কন্যারা শুনুন, আমি ভেবেছিলাম আর কোনদিন ফিরে আসবো না। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আশীর্বাদ করুন, যেন জিউসের বরে সুখী জীবন যাপন করতে পারি এবং পুত্রকে ফিরে পাই। অচিরেই আমি আপনাদের নামে অর্ঘ্যদান করবো।'

উজ্জ্বল-আঁখি দেবী এথেনী বললেন, 'উদ্যমী হও এবং মনের সব সন্দেহ নিরসন করো। আমাদের প্রথম কাজ হলো তোমার মূল্যবান উপহার-সামগ্রী কোথাও নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখা। তারপর কি করলে তোমার ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো।'

দেবী গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন। ওডেসিয়ুসও মূল্যবান উপহার-সামগ্রীসমেত ভেতরে এলেন। স্বর্ণালংকার, তাম্রবস্তু ও মূল্যবান বেশ-ভূষাগুলো স্বযত্নে গুহাভ্যন্তরে সাজিয়ে রাখলেন তারা। তারপর উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন, একটি প্রস্তর খণ্ড দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে দিলেন জিউস-দুহিতা এথেনী।

উভয়ে পবিত্র জলপাই গাছের তলে বসে পরিকল্পনা করতে লাগলো কি করে উদ্ধত পাণিপ্রার্থীদের পতন ঘটানো যায়। উজ্জ্বল-আঁখি দেবী ওডেসিয়ুসকে ডেকে বললেন, 'হে লেয়রটেসের রাজপুত্র, তুমি একজন শক্তিমান বীরপুরুষ, ভেবে দেখো কিভাবে সেই দুর্বৃত্তদলকে দমন করবে। ওরা তিনটি বছর ধরে তোমার গৃহে বসে খবরদারি করছে এবং তোমার সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে তাদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু দিনমান সে শুধু তোমার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছে। যদিও সে তাদের এক ধরনের আশা দিয়েছে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনের প্রকৃত ইচ্ছা খুবই অন্যরকম।'

বিচক্ষণ ওডেসিউস চীৎকার দিয়ে উঠলেন, 'হায়! গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আগামেমননের ভাগ্যে যা ঘটেছিল আমারও কি সেই একই পরিণতি হবে! যদি তাই হয়, দেবী, তাহলে আমাকে সব কথা খুলে বলুন। আর আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এমন একটি উপায় বের করুন যা দিয়ে আমার গৃহ থেকে দুষ্কৃতকারীদের উৎখাত করতে পারি। হে দেবী, ভয়ংকর রূপ ধরে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, যা দেখে সবাই ত্রাসিত হয়ে পড়বে। দুর্গগুলো ধ্বংস করার দিন আপনি যে রূপ ধারণ করে-ছিলেন আবার সেই রূপ ধারণ করুন। হে দেবী, আবারও যদি আপনার কাছ থেকে সেরকম সহযোগিতা পাই তাহলে ওদের তিন শ' জনকে আমি একাই পরাস্ত করতে পারবো। হে অভয়দাত্রী দেবী, আমি তোমার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।'

এথেনী উত্তর করলেন, 'অবশ্যই আমি তোমার পাশে থাকবো। তোমার কথা আমার মনে থাকবে; যথাসময়ে আমি ঠিকই উপস্থিত হবো। যেসব পাণিপ্রার্থীরা তোমার ধন-সম্পদ ভোগ করে চলেছে তাদের দেহের রক্তে প্রাসাদের বিশাল মেঝে রঞ্জিত হয়ে আছে;—এ দৃশ্য যেন আমি এখনই প্রত্যক্ষ করতে পারছি। কিন্তু একটি কাজ করতে হবে; আমি তোমার রূপ এমনভাবে বদলে দেব যেন কেউ আর তোমাকে চিনতে না পারে। আমি তোমার হৃষ্টপুষ্ট দেহের মসৃণ ত্বক বিবর্ণ করে দেবো এবং মাথার সোনালী চুল আপাততঃ অদৃশ্য করে রাখবো; আর তোমাকে পরিধান করাবো ছেঁড়া কম্বল। তোমার এই রূপ দেখে লোকজন ঘৃণায় নাক কুঁচ-কাবো তোমার চোখের মণি থেকে আলো হরণ করে নেবো। এমতাবস্থায় তোমাকে দেখে পাণিপ্রার্থীর দল এবং এমনকি তোমার স্ত্রী-পুত্রও ভাববে তুমি এক অখ্যাত ভবঘুরে বৃদ্ধ। এখন তোমার কি করণীয় তা বলছি—প্রথমে এক শূকর পালকের দেখা পাবে, সে তোমারই শূকর পালনের দায়িত্বে

নিয়োজিত। শূকরপালক আগের মতোই তোমার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। সে তোমার পুত্র ও গুণবতী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তুমি দেখবে, রাভেন পাহাড়ের পাশে আরেথুসা ঝর্ণার কাছের তৃণভূমিতে সে শূকর চড়াচ্ছে। এই ভূমির সবুজ ঘাস খেয়ে শূকরগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। তাছাড়া ওক ফল ও নদীর পানি পান করে পশুগুলো আরো তাজা হয়ে ওঠে। শূকরপালকের সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে এবং তাকে প্রশ্ন করে সমস্ত বিষয় জেনে নেবে। ইত্যবসরে আমি স্পার্টা গিয়ে তোমার পুত্র টেলেমেকাসকে খবর দিব। হে ওডেসিউস, তোমারই খোঁজে তোমার পুত্র লেসেডেমন উপত্যকা চষে বেড়িয়েছে এবং এমনকি তোমার যাত্রাপথের হদিস নেয়ার জন্য সে মেনেলেয়ুসের কাছেও গিয়েছিল। সে ভেবেছিল সেই পথ ধরে যাত্রা করলে হয়তো জানতে পারবে তুমি আজও বেঁচে আছ কিনা।'

ওডেসিউস সুকৌশলে উত্তর দিলেন, 'আপনি কেন আপনার দিব্যজ্ঞানে তাকে সত্য কথাটি বলেননি ? নাকি আপনি চেয়েছিলেন দুর্বৃত্তরা তাঁকে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিক এবং সেও দুর্গম সমুদ্রে যাত্রা করে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করুক

উজ্জ্বল-আঁখি দেবী উত্তর করলেন, 'আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। আমি নিজেই তার যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলাম। কেননা আমি ভেবে দেখলাম এই যাত্রার ফলে তার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে। সে কোন সমস্যায় নিপতিত হয়নি; মেনেলোয়ুসের প্রাসাদে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বেশ আরামেই আছে। কিন্তু সেইসব দুর্বৃত্ত তরুণেরা তাকে হত্যা করার জন্য ওৎ পেতে বসে ছিল কিন্তু আমার হস্তক্ষেপের জন্য তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। যেসব যুবকেরা তোমার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে চলেছে অচিরেই তাদের স্থান নিতে হবে পৃথিবীর গহ্বরে।'

এই বলে হাতের ছড়িটি দিয়ে ওডেসিউসকে স্পর্শ করলেন দেবী এথেনী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাত্রবর্ণ মলিন হয়ে গেলো, অদৃশ্য হলো মাথার সোনালী চুল; সমস্ত দেহে অঙ্কিত হলো বার্ধক্যের বলিরেখা এবং ম্লান হলো তাঁর চোখের তারার জ্যোতি। তিনি তাঁর পোশাকও বদলে দিলেন। তাঁকে পরিধান করানো হলো একটি ঢিলেঢালা কোট, পায়ে ছেঁড়া মোজা এবং গায়ে একটি কালিঝুলি মাখা নোংরা কম্বল। এছাড়াও তাঁর পিঠে চাপানো হলো একটি লোমহীন হরিণ-চর্ম। সবশেষে দেবী তাঁর কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন একটি ঝোলা এবং হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি ছড়ি।

এই কাজ শেষ করে, ওডেসিউস-পুত্রকে নিয়ে আসার জন্য দেবী এথেনী পবিত্রভূমি ল্যাসিডেমনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

চৌদ্দ

ইউমেউস-এর কুটিরে

ইতোমধ্যে ওডেসিউস পোতাশ্রয় পশ্চাতে রেখে বনানী ও পর্বতের মধ্যবর্তী বন্ধুর এক পথ ধরে এথেনী কথিত শূকর-চারণভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে তাঁর রাজকীয় অনুচরদেব মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসী ভৃত্য শূকর পালনের দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি তাকে খামারে একটি কুটিরের সামনে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। স্থানটি উঁচু প্রাচীরে ঘেরা এবং খোলা অঞ্চল দ্বারা সংরক্ষিত এবং ভেতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। পশুপালক নিজেই এটা তার অনুপস্থিত প্রভুর শূকরের জন্য নির্মাণ করেছে, গৃহকর্তা অথবা বয়োবৃদ্ধ লায়াবটেসের সাহায্য ব্যতিরেকেই। বড় বড় প্রস্তব দিয়ে সে প্রাচীব বানিয়েছে, বন্যপিয়ার ঝোপ মাথায় দিয়েছে বুনে। অতিরিক্ত রক্ষণব্যবস্থাব জন্য সে বাইরের দিকে সমগ্র এলাকা জুড়ে ওক গাছের শক্ত শাঁস কেটে ঘন বেড়া গেঁথে দিয়েছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে শূকর-গুলোর রাত্রিবাসের উদ্দেশ্যে বাবোটি খোঁয়াড় সে বানিয়েছে, প্রত্যেকটি একে অপবেব সান্নিধ্যে। প্রত্যেকটিতে পঞ্চাশটি শূকরী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রাত্রিযাপন করতে পাবে। শূকরগুলো প্রাঙ্গণের বহির্দেশে রাত কাটায়। এদের সংখ্যায় ক্রম বিলীয়মান। কারণ প্রণয়প্রার্থী অভিজাতদের প্রতিনিয়ত ভোজের মহোৎ-সবে এদের হনন অব্যাহত হয়ে উঠেছে। নিয়মিত মোটাসোটা শূকর পাঠানো পশুপালকেব এক অবধাবিত দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু সংখ্যায় তিনশত ষাটটি শূকর এখনো আছে। এদের পাহারাদেয় শূকরপালকের দক্ষ হাতে সুশিক্ষিত চারটি ভয়ানক তেজী কুকুব।

সে নিজে তখন বাদামী রঙের উত্তম একখণ্ড চামড়া কেটে নিজের পায়ের মাপে চটি জুতো বানাতে ব্যস্ত ছিলো। তার সঙ্গীরা চারণভূমির বিভিন্ন দিকে শূকর চরাতে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য তিনজন গেছে এ সাজে আর চতুর্থ জন গেছে একটা শূকর নিয়ে শহরে ফুর্তিবাজ প্রণয়াভিসারীদের ভোজের মাংসের ইন্ধন যোগাতে।

কোলাহলমুখর হঠাৎ ওডেসিউসকে দেখে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে করতে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বসে

পড়লেন এবং যষ্টিটি ফেলে দিলেন। কিন্তু নিজের খামারেই তখনি মহা-বিপদ তার ঘনিয়ে এসেছিল, যদি না শূকর পালক মাঝখানে এসে পড়তো। আঙুল থেকে চামড়া ফেলে দিয়ে ফটকের দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে পাথর ছুঁড়ে কুকুরগুলো তাড়িয়ে দিলো।

'বুড়ো!' সে তার প্রভুকে বললো, 'অল্পের জন্য বেঁচে গেলে! কুকুর-গুলো মুহূর্তেই তোমাকে ছিঁড়ে ফেলতো আর দোষটা গড়াতো আমার উপর। দেবতারা যেন আমাকে কষ্ট দিতে আর জ্বালাতে যেন কিছু কম করেছেন! এখানে বসে বসে আমি আমার সেই অতুল মহান প্রভুর জন্য কাঁদি—আর অপরের পেট ভরাতে শূকরদল মোটাসোটা করি। তিনি হয়তো উপোষেই দিন কাটাচ্ছেন—বিদেশে হারিয়ে গেছেন, অচেনা শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আহা যদি বেঁচে থাকেন শুধু! যাহোক, মহাত্মন, আসুন আমার সঙ্গে, আমার ঘরে। আমার সঙ্গে আহার করবেন। পানাহার শেষে বলবেন কোথা থেকে আসছেন এবং আপনার দুঃখই বা কি।'

বন্ধুভাবাপন্ন পশুপালক তাঁকে কুটিরে নিয়ে গেল। কাঠের চাড়া একত্র করে তা বন্য অজেয় বড় এবং ঘন লোমশ চামড়ার আচ্ছাদনে ঢেকে ওডেসিউসকে সে বসতে দিলো তাতে। তোষকেরই কাজ দিল তা। ওডে-সিউস এ অভ্যর্থনায় খুশী হলেন এবং তাঁর সন্তোষ লুকালেন না তিনি।

'আমার দয়ালু আশ্রয়দাতা', প্রার্থনা করি আমার প্রতি এই সদয় ব্যবহারের জন্য জিউস এবং অন্য দেবতাগণ তোমাকে তোমার মনের মতো পুরস্কার দিয়ে সুখী করবেন।'

'মহাত্মন', শূকরপালক ইউমেউস বললো, আমার বিবেক আপনার চেয়েও দুরবস্থার কোনো আগন্তুককে তাড়িয়ে দিতে চাইবে না। কারণ, আগন্তুক এবং ভিক্ষুকদের সবাই জিউস-এর নাম করেই আসে এবং আমাদের মতো লোকদের উপহার ক্ষুদ্র হলেও কম সমাদৃত হয় না। দাসরা এর চেয়ে বেশী কিই-বা করতে পারে? কেননা তাদের সব সময়েই কর্তা এবং প্রভুদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। আমি অবশ্য আমার নতুন প্রভুদের কথাই বোঝাচ্ছি, কারণ আমার পুরনো প্রভু যেন মনে হয়, দেবতারা তিনি গৃহে আর ফিরবেন না বলেই ধার্য করে দিয়েছেন। তিনি আমার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখতেন, একটি কুটির এবং একখণ্ড জমি আমাকে দান করেছেন এবং একটি আকর্ষ-নীয় স্ত্রীও। দয়ালু প্রভু যেমন তাঁর অনুচরের জন্য করে থাকেন তার মনপ্রাণ সেবায় খুশী হয়ে। স্বর্গে তাঁর কাজের যোগ্য সমৃদ্ধ হবে, যেমন আমার পরিশ্রমের সমৃদ্ধি হচ্ছে এখানে। সত্যি রাজা ইথাকায় আয়ুষ্কাল কাটাতে যদি পারতেন, আমাকে আমার এ কাজের জন্যও পুরস্কৃত করতেন।

কিন্তু তিনি মৃত এবং তিরোধান করেছেন। মন চায়, ছেলে এবং তার বংশের সবারই যদি এমনিই পরিণতি ঘটতো। কারণ, সেই বহু লোকের এমনি পতনের মূল। আমার প্রভুও আর সবার মতো ইলয়ুউসে গিয়েছিলেন ট্রোজানর থীদের সঙ্গে লড়তে রাজা অগামেমনন-এর স্বার্থ নিয়ে।'

শূকরপালক উঠে পড়লো, পোশাক বন্ধনীর সঙ্গে বাঁধলো এবং খোঁয়াড়ের কাছে যেখানে তরুণ শূকরছানাগুলো দলবদ্ধভাবে বাঁধা সেখানে চলে গেলো। দুটি বাছাই করলো সে, ভেতরে নিয়ে এলো এবং দুটিকেই বধ করলো। তারপর ঝলসিয়ে টুকরো করে কাটলো এবং মাংস শিকে বিদ্ধ করলো। যখন সুসিদ্ধ হলো শিকশুদ্ধ ওডেসিউস-এর সম্মুখে উষ্ণ অবস্থাতেই পরিবেশন করলো তা শুভ্র যবের গুড়োও পরে ছিটিয়ে। অতঃপর একটি জলপাই পাত্রে মদমিশ্রিত করে অতিথির সামনে আসন গ্রহণ করে তাঁকে আহারে আহ্বান জানালো।

'আগন্তুক', সে বললো, 'এই শূকরছানাগুলোই গ্রহণ করুন। আমরা দাসেরা এর বেশী নিবেদন করতে অক্ষম। কারণ, আমাদের পুষ্ট শূকরগুলোর সবই রানীর প্রণয়ভিখারীর দল সাবাড় করে দিয়েছে। ওদের আসন্ন শাস্তির কোন ভয় নেই, হৃদয়ে কোন অনুশোচনাও নেই। তবু সৌভাগ্যবান দেবতাগণ অন্যায় পছন্দ করেন না। মানুষের মধ্যে ভদ্রতা এবং সংযত আচরণ তাঁরা সমীহ করেন। এমনকি রক্তপিপাসু জলদস্যুরাও বিদেশী কোন উপকূলে আপতিত হয়ে লুটের সম্ভার নিয়ে জাহাজ বোঝাই করে পালাবার সময় পাপের শাস্তির ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই আমার মনে হয়, এই প্রণয়প্রার্থীর দল হয়তো কোনক্রমে জানতে পেরেছে—সম্ভবতঃ স্বর্গপ্রেরিত গুজবে—যে, আমার প্রভুর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। তার ফলেই তারা না আমার প্রভুর বিধবা স্ত্রীর পাণিগ্রহণের যথারীতি প্রস্তাব করছে, না নিজের ঘরে ফিরে নিজস্ব কাজকর্মে মন দিচ্ছে—বরং সেখানে আরামে বসে যথেচ্ছাচারে আমার প্রভুর সর্বস্ব ধ্বংস করছে, একটুও আর্থিক ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছে না। আপনাকে বলছি ঈশ্বরের প্রতিটি দিনে রাত্রেই ওরা পশু হত্যা করছে, কখনোই একটা কী দুটোতে খুশী নয়—আর যে পরিমাণ মদ নষ্ট করে তা-ও বলার মতো নয়। আমার প্রভু, বুঝলেন, অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কৃষ উপমহাদেশে কী ইথাকায় এমন কেউ ছিল না তাঁর কাছাকাছি আসতে পারে। বিশজন একত্র করলেও তাঁর সমান হতো না। আপনাকে কিছুটা ধারণা দিতে পারি। মূল ভূখণ্ডে বারোটি গবাদিপশুর পাল, সেই পরিমাণ মেষের পাল, সেই পরিমাণ শূকরদল এবং সেই পরিমাণ সঞ্চয়মান অজগুচ্ছ লালিত পালিত হতো ভাড়া করা শ্রমিক কিংবা তাঁর

নিজের পশুপালক দ্বারা। আর এখানে ইথাকায় এগারোটি অজপাল উপকূলের ওপরে-নীচে বিচরণ করে বেড়াতো বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে। প্রতিটি লোকই তাদের বাছাই করা অজটি প্রণয়প্রার্থীদের ভেট পাঠাতো, আর আমিও আমার শূকরদল থেকে সর্বোত্তমটি তাদের পাঠাতাম।'

ইউমেউস-এর বিবৃতি চলছে। আর ওদিকে ওডেসিউস মদ এবং মাংস খেয়ে চলেছেন যথেষ্ট আগ্রহভবে নিঃস্বব্দে। মাথার ভেতরে চলছে ভাবনা, এই প্রণয়প্রার্থীদের কী করা যায়। নৈশাহার শেষে সতেজ হয়ে উঠলেন যখন, ইউমেউস তার নিজের পাত্র পরিপূর্ণ করে তুলে দিলেন তাঁর হাতে। ওডেসিউস আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তখন সরাসরি এক প্রশ্ন করলেন তাঁর আশ্রয়দাতাকে ঃ

'বন্ধু, বল তো কে সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে ধন-সম্পত্তি দিয়েছে, তোমার এই প্রভু, যাকে তুমি অসম্ভব রকম ধনী এবং ক্ষমতাশালী বলছো ? তুমি বলেছ তিনি আগামেমননের স্বার্থে তাঁর জীবন হারিয়েছেন। তাঁর নাম আমাকে বল। তোমার বর্ণনার সাহায্যে আমি তাঁকে হয়তো চিনতেও পারি। ঈশ্বরই কেবল বলতে পারেন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কিনা। তবে এ-কথা সত্য এ-বিশ্বের বহু কিছু আমি দেখেছি।'

'প্রিয় মহাত্মন' উত্তর করলো। পশুপালকদের মধ্যে রাজা এই লোকটি, 'অনেক ভবঘুরেই এখানে আসে এবং দাবী করে যে ওডেসিউস-এর সংবাদ সে এনেছে, কিন্তু তা কখনো তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে বিশ্বাস করানো যায় না। অন্যকে খুশী করতে ভিক্ষুকরা সহজেই মিথ্যা বলে, সত্য বলা কখনোই তাদের ধাতে আসে না। যখনই কোন ভবঘুরে ইথাকায় আসে, সে সোজা আমার কর্ত্রীমা'র কাছে চলে যায় তার বাগাড়ম্বর প্রকাশ করতে। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে গল্প বলে যেতে দেন, তাঁর চোখ বেয়ে দুঃখের অশ্রু গড়াতে থাকে। যাঁর স্বামী বিদেশে অন্তিম-শয্যা পেতেছে, তাঁর জন্যে এইতো স্বাভাবিক। আর আপনিই হয়তো মহাত্মন, তড়িঘড়ি একটা গল্প ফেঁদে বসবেন যদি শোনেন এতে কেউ একটা পোশাক এবং একটা আলখেল্লা আপনাকে পরতে দেবে। আমার প্রভু সম্পর্কে কথা এই যে তিনি মৃত এবং বিমত্ত কুকুর এবং পাখিরা তার অস্থি থেকে সব মাংস এতক্ষণে নিঃশেষে ছিঁড়ে নিয়েছে, কিংবা সমুদ্র তাঁর মাংস গ্রাস করেছে এবং অস্থিমালা কোনো সৈকতে পড়ে স্তূপীকৃত বালুকার নীচে। হ্যাঁ, এভাবেই তিনি তাঁর অন্তিম-দশার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু তাঁর বন্ধুদের জন্য দুর্দশা ভিন্ন আর কিছুই বয়ে আনেনি, আমার জন্য সবচেয়ে বেশী। কেননা, এমন প্রভু আমি আর পাব না, যেখানেই আমি যাই না

কেন। এমনকি আমার পিতামাতার আলয়ে গেলেও না, যেখানে আমি জন্মেছি, এবং যেখানে তাঁরা নিজেরা আমার লালন-পালন করেছেন। আমি নিজ বাসভূমিতে ফিরে যেতে চাই, পিতামাতাকে আবার দেখার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মধ্যে। বিশেষ করে ওডেসিউসকে হারানোর অসহনীয় দুঃখই আমার মনে এ ইচ্ছে আরো তীব্র করে তুলেছে। যদিও তিনি এখানে নেই, তবু তাঁর নাম উচ্চারণে দ্বিধা হয় আমার। তিনি আমাকে ভালবাসতেন এবং সবার চাইতে আমার কথা বেশী ভাবতেন। এবং সেজন্যই যদিও তিনি বহুদূরে, তবু আমি তাঁকে আমার প্রিয় প্রভুরূপে সর্বদা স্মরণ করি।'

'বন্ধু,' ধৈর্যশীল ওডেসিউস উত্তরে বললেন, 'যেহেতু আমি যা বলবো তার কিছুই তুমি মানবে না, যেহেতু তিনি যে ফিরে আসতে পারেন এতে তোমার বিশ্বাস একেবারেই নেই. সেজন্য আমি শুধু ওডেসিউস ফিরে আসবেন একথাই বলে ক্ষান্ত হব না, এ ব্যাপারে আমি শপথ করে বলব। সরাসরি তিনি আসছেন এবং নিজের বাড়িতে তিনি পা রাখছেন এই শুভ-সংবাদের জন্য পুরস্কার আমি দাবী করছি। তুমি আমাকে নতুন পোশাক এবং আলখাল্লায় সজ্জিত করার কাজে লেগে যেতে পারো। কিন্তু তা ঘটার আগে, কপর্দকশূন্য যদিও আমি, তবুও কিছুই আমি গ্রহণ করব না। কারণ, দারিদ্র্যের জন্য যাকে মিথ্যে বলতে হয়, তাকে আমি নরকদ্বারের মতো ঘৃণা করি। এখন জিউস-এর নামে সকল দেবতার সামনে আমি শপথ করছি এই আতিথেয়তার শপথ করছি ওডেসিউস-এর গৃহের নামে যেখানে আমি এখনি যাব, এই সত্যের শপথ যে আমি যা কিছু বলছি সবই ঘটবে। এ বছরই ওডেসিউস এখানে আসবেন। পুরনো চাঁদে ক্ষয়প্রাপ্তি এবং নতুন চাঁদের অভ্যুদয়ের মাঝেই তিনি নিজ গৃহে পদার্পণ করবেন এবং যারা তার স্ত্রী এবং সুশীল হেনস্থা করছে তাদের শাস্তিবিধান করবেন।'

ইউমেউস এ-কথার কি উত্তর দিলো? 'বৃদ্ধ', সে বললো, 'ঐ পুরস্কার আমাকে কখনো দিতে হবে না ওডেসিউস কখনো গৃহে ফিরবেন না। আপনি বরং শান্তিতে পান সমাপ্ত করুন এবং আসুন অন্য গল্প করি। আমার দুঃখের কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। কেননা, আমার আসল রাজার কথা কেউ আমাকে মনে করিয়ে দিলে আমার বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে। আর আপনার শপথের—ওটা ভুলে যাওয়া যাক। তবু প্রার্থনা করি ওডেসিউস গৃহে ফিরুন, পেনেলপিরও এই প্রার্থনা, বৃদ্ধ লেয়রটেস এবং যুবরাজ টেলেমিকাসেরও তাই। আহ, আমার উৎকণ্ঠা আর একজনকে নিয়ে - ওডেসিউস এর পুত্র টেলেমিকাস। তরুণ তরুর মতো ঈশ্বর তাঁর গড়ন দিয়েছেন। আমারও পিতার মতোই এই পৃথিবীতে মহৎ

কীর্তি স্থাপন করবেন—মানবীয় সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা—কোনো দেবতা হয়তো তাঁকে হঠাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছিল কিংবা হয়তো কোনো মানুষ তাঁকে বোকা বানিয়েছে, আর তাই তিনি পিতার সন্ধানে পবিত্র পাইলস অভিমুখে চলে গেছেন। আর এদিকে প্রণয়প্রার্থী আমার নতুন প্রভুরা তাঁর বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে হত্যার জন্য ওৎ পেতে আছে, যাতে রাজা আরসিসিয়াস-এর বংশধারা লোপ পায় এবং তাঁর নাম মুছে যায়। ভালোই, তাঁকে নিয়তির হাতেই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে—ওরা তাঁকে হাতে পায় কিনা কিংবা ঈশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পান কিনা ভবিতব্যই জানে।

'কিন্তু এখন, হে বয়োবৃদ্ধ বান্ধব, আপনি আপনার দুর্দশার কাহিনী বলুন এবং আমার কৌতূহল মেটান। আপনি কে এবং কোথা থেকে আসছেন? কোন নগরের বাশিন্দা আপনি? আপনার পরিবার-পরিজন কারা? আর যেহেতু পায়ে হেঁটে আপনি এখানে নিশ্চয়ই আসেননি, তাহলে কোন-ধরনের জলযান আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তার নাবিকরা কি করে ইথাকায় আপনাকে অবতরণ করালো এবং তারাই কারা?'

'এসব বিষয়েই তোমাকে পরিষ্কার করে বলব' 'উত্তর দিলেন ওডেসিউস' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সঙ্গে। যদি ধরেই নেই যে, তোমার এবং আমার জন্য এখানে অফুরন্ত খাদ্য এবং মদ সঞ্চাত রয়েছে, এই কুটিরেই, এবং আমরা নিরিবিলি শান্তিতে তা খেয়ে যেতে পারব এবং অন্য সবাই যাবে কাজে তাহলেও পুরো বারো মাস ধরে যদি আমি আমার দুঃখের কাহিনী বলে যাই তবুও তা শেষ হবে না। এমনই দীর্ঘ দুর্দশার মধ্যে দেবতারা আমাকে নিপতিত করেছিলেন।

'আমি প্রশান্ত ক্রীট অঞ্চলের অধিবাসী। একজন ধনী ব্যক্তির সন্তান। তাঁর আরো সন্তান আছে, আমারই মতো তারাও তাঁর গৃহেই জন্মলাভ করেছে এবং লালিত-পালিত হয়েছে। কিন্তু তারা ছিল তাঁর আইনসঙ্গত স্ত্রীর সন্তান। আর আমার মা ছিলেন তাঁর কেনা একজন রক্ষিতা। এই পার্থক্য সত্ত্বেও হাইলাকস—পুত্র ক্যাস্টর—আমার পিতার এই নাম—আমাকে তাঁর বৈধ সন্তানদের সমমর্যাদাতেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ক্রীটবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা উভয়ই করতেন তাঁর সৌভাগ্যের জন্য, তাঁর ধনৈশ্বর্য এইং দীপ্তিমান সন্তানদের জন্য। কিন্তু তাঁর সময় ঘনিয়ে এলে মৃত্যু এসে তাঁকে হেডেস-এর মন্দিরে নিয়ে চলে গেল। তাঁর পুত্রগণ উদ্ধত ও হটকারি পন্থায় সম্পত্তি খন্ড-বিখন্ড করে ভাগানুসারে বাটোয়ার ব্যবস্থা করলো। আমাকে দিলো খুদে এক টুকরো অংশ ঠিক সেইমতো এক বাড়ি। যাহোক,

আমার নিজগুণে আমি এক ধনী পরিবারে বিবাহ করেছিলাম। কারণ আমি ভীতুও ছিলাম না, বোকাও না। আমার গৌরব এখন অপসৃত, তবে নাড়া দেখে তুমি অবশ্যই ধারণা করতে পারবে ফসল কেমন ছিল। তখন থেকেই আমি বিপদে আপদে ডুবে আছি। কিন্তু অতীতে এরিস এবং এথিনী আমাকে অপরিমেয় অসম সাহসে ধন্য করেছেন, যার সামনে সব কিছু ভেসে যেতো। যখন শত্রুর বিপক্ষে শক্ত আঘাত হানতে এ সাহসের প্রয়োজন হতো, আমি আমার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ওৎ পাততাম, মৃত্যুভয়ে পিছুবার লোক ছিলাম না মোটেও, আর সবার আগে আমারই বর্শা শত্রুকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতো, আমার বিদ্যুৎগতির সঙ্গে পাল্লা দেয়া শত্রুর পক্ষেও সম্ভব হতো না। যুদ্ধে এমনই ধরনের মানুষ ছিলাম আমি। কিন্তু আমি কাজ ভালো-বাসতাম না। সুখী পরিবার গড়ে তোলার উপযোগী গার্হস্থ্য অধ্যবসায়ও মোটেও আমার ছিল না। যা আমি ভালবাসতাম তা হলো জাহাজ আর দাঁড় এবং যুদ্ধ, এবং সুমসৃণ বর্শা ও তীর—ভয়ানক সব বস্তু যা দেখে অন্য লোকেরা শিহরিত হয়। মনে হয়, আমার এ পছন্দ আমার স্বাভাবিক প্রবণ-তারই অনুসরণমাত্র। কারণ ভিন্ন লোক ভিন্ন জীবিকারই খোঁজ করে থাকে। যাহোক, এচীয়দের ট্রয়ে অভিযানের পূর্বে আমি নয় বার নিজে সৈন্য পরি-চালনা করেছি এবং একটি বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুগঠিত এক নৌবহরের নেতৃত্বই দিয়েছি। ফলে প্রচুর বিজিত দ্রব্যসম্ভার আমার হস্তগত হয়েছিল। সে সবের ভেতর থেকে আমার ইচ্ছামতো বাছাই আমি করতাম এবং পরবর্তী বণ্টনের সময়েও বিপুল সম্পদ আমার ভাগে এসে যেতো। এভাবে আমার সম্পত্তির দ্রুত প্রসার ঘটতে লাগলো এবং আমার দেশবাসীও আমাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করতে লাগলো। অবশ্য এমন এক সময় এলো যখন জিউস, যাঁর দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না, এক শোচনীয় অভিযানে আমাদের প্রলুব্ধ করলেন যাতে বহুলোক মৃতকল্প হয়ে পড়লো। তারা আমাকে এবং প্রখ্যাত ইডো-মেনিউসকে নৌবহর ইলুাউসে পরিচালিত করতে চাপ দিতে থাকে। তা এড়ানো সম্ভব ছিল না। জনমত আমাদের জন্য অসহনীয় দেখা দিলো। সুতরাং নয়টি বছর আমরা এচীয়রা ট্রয়ে যুদ্ধ করেছি। দশম বছরে প্রিয়াম-এর নগর লুণ্ঠনের পর আমরা স্বদেশ যাত্রা করি কিন্তু এক দেবতা আমাদের নৌবহর ছিন্নভিন্ন করে দেন। এর ওপরে জিউস-এর উর্বর মস্তিষ্ক আবার তখন এ বিপদের চেয়েও আরো দুঃখ বিশেষতঃ এই দুর্ভাগা আমার জন্য উদ্ভাবন করছিলো। মাত্র এক মাস আমার স্ত্রী-পুত্র এবং সম্পদাদি সহকারে গৃহজীবনের আনন্দে কাটিয়েছি। এরই মধ্যে এক প্রবল উত্তেজনা আমায় পেয়ে বসলো জাহাজ সাজিয়ে সেরা নাবিকদল নিয়ে ইজিপ্টের পথে বেরিয়ে

পড়ার জন্য। আমি নয়টি জাহাজ সজ্জিত করলাম এবং নাবিকদলও একত্র হলো। ক্রমাগত ছয়দিন আমার বাধ্য অনুচরবৃন্দ পানাহারের উৎসবে রত রইল এবং আমিও তাদের উৎসর্গ ও ভোজের প্রয়োজনে অঢেল পশু যুগিয়ে চললাম। সপ্তম দিনে আমরা জাহাজে উঠলাম এবং ক্রীটের প্রশস্ত ভূমিকে জানালাম বিদায়-সম্ভাষণ। তাজা অনুকূল উত্তুরে বায়ু আমাদের জাহাজ বয়ে নিয়ে চললো। আমাদের যাত্রা এতে এমন সহজ হয়ে গেল যেন আমরা ভাটায় ভেসে চললাম। আমার একটি জাহাজেরও সামান্য ক্ষতি হয়নি। নিরাপদে আমরা বসে কাটিয়েছি আর অনুকূল বায়ু এবং হালধারী ঠিক পথে জাহাজগুলো চালিয়ে নিয়েছে। পঞ্চম দিনে আমরা ইজিপ্টের মহান নদীতে উপনীত হলাম। নীলনদের স্বাগতজলে আমাদের বগি জাহাজ-গুলো স্বস্তিময় ঠাঁই পেলো। আমি তখন আমার অনুগত নাবিকদের জাহাজেই সতর্কভাবে অবস্থানের আদেশ দিয়ে একটি সন্ধানীদল পাঠালাম উঁচু স্থানে উঠে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো, উগ্র উদ্দীপনায় তারা কয়েকটা সুন্দর ইজিপসীয় খামার লুণ্ঠন করে বসলো, নারী এবং শিশু হরণ করলো এবং পুরুষদের করলো হত্যা। উত্থিত আর্তচীৎকার অবিলম্বে শহরে পেঁৗছে গেল। বিপদসংকেতে সচকিত শহরবাসী অতি প্রত্যূষেই দেখা দিলো। সমস্ত জায়গাটা পদাতিক রথ এবং অস্ত্রের ঝলকানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। বজ্রধারী জিউস মারাত্মক হীন ত্রাসের সঞ্চার করলেন আমার দলের ভেতর। শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস একটি লোকেরও হলো না। চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলা হয়। আমার দলের অধিকাংশকে হত্যা করে তবে তারা ক্ষান্ত হলো, বাকী-গুলোকে বন্দী করে নিয়ে গেলো তাদের সেবার কাজে দাস হিসেবে ব্যব-হারের জন্য। আর আমার কি হলো? হঠাৎ এক খেয়াল আমাকে রক্ষা করেছে। যদিও এখানে আমি ভাবি আমার নিয়তির সম্মুখীন হওয়াই আমার উচিত ছিল এবং যুদ্ধ করে ইজিপ্টে মৃত্যুবরণই শ্রেয় ছিল। কারণ, আমার নিরস্ত্র অবস্থাতেও দুঃখের কোনো অবধি ছিল না। কিন্তু তখন আমি করেছিলাম কি, দ্রুত আমার শিরস্ত্রাণ দিলাম ফেলে, কাঁধ থেকে বর্ম করলাম অপসারিত এবং বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর রাজার রথে দৌড় দিয়ে তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। করুণাবিগলিত হয়ে তিনি আমার জীবন ভিক্ষা দিলেন, তাঁর পাশে একটু দিলেন বসতে এবং তাঁর রোদনরত বন্দীকে গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর অনেক সৈন্যই অবশ্য আমার রক্ততৃষ্ণায় বর্শা স্থির ধাবিত হচ্ছিল, কেননা ওরা একেবারেই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজা ওদের ঠেকিয়ে রাখলেন। আগন্তুকদের দেবতা

জিউসকে ক্ষুণ্ণ করা ভয় ছিল তাঁর মনে, বিশেষতঃ নিষ্ঠুরতা রোধ করা জিউস-এর অভিপ্রায়ের অন্তর্গতও বটে।

'আমি সাত বছর সে-দেশে ছিলাম এবং ইজিপ্সীয়দের সাহায্যে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হলাম। ওরা সবাই আমার প্রতি খুবই উদার ছিল। কিন্তু অষ্টম বছরে এক ফোনেসীয় দুরাত্মার খপ্পরে পড়ে গেলাম। এক পরস্বাপহারী প্রতারক, ওর বহু দুষ্কর্মে পৃথিবী অনেক আগেই বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল। এই চটকদার দুজনের তাড়নায় ফোনেসীয়ার পথে ওর সঙ্গী হলাম। সেখানে ওর বাড়ি এবং সম্পত্তি ছিল। সেখানে পুরো বারোটি মাস ওর সঙ্গে আমি কাটিয়েছি। দিন এবং মাস গড়িয়ে দ্বিতীয় বছরের যখন ঋতুর পুনরাবর্তন শুরু হলো, সে তখন আমাকে লিবিয়া অভিমুখী এক জাহাজে নিয়ে ওঠলো। বাইরে ওর ভাবটা ছিলো যে-সব দ্রব্যসম্ভার সে সঙ্গে নিচ্ছে সে-সবের রক্ষণাবেক্ষণের সাহায্যের জন্যই আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি; কিন্তু আসলে ওর উদ্দেশ্য ছিলো গন্তব্যে পৌঁছে চড়া দামে আমাকে বেচে দেয়া। গভীর সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমার কোনো উপায় ছিল না বলে জাহাজে ওর সঙ্গে আমাকে থাকতেই হলো। উত্তরের উত্তম খাড়া বায়ুপ্রবাহে জলযানটি সোজাপথে ক্রীটের ব্যাত্যা-মুক্ত এলাকায় এসে উপনীত হলো। কিন্তু জিউস ওদের জন্য ধ্বংসের পরিণতি সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। ক্রীট পেরিয়ে যাওয়া মাত্র আর কোনো স্থলভাগ নয়, কেবল আকাশ আর জলের অন্তহীন চিন্তা ছাড়া ওদের সম্মুখে আর কিছুই রইলো না। তখন তিনি জাহাজের ওপর একখণ্ড কালোমেঘের সন্ত্রাস ঘনীভূত করলেন। নিচে সমুদ্র কালো হয়ে উঠলো। জিউস বজ্রপাত করলেন এবং সেই মুহূর্তে জাহাজে বজ্রপাত হলো। জাহাজ এ আঘাতে কেঁপে উঠলো এবং গন্ধকের গন্ধে ভরে গেলো। পাঠাতনের ওপর মাল্লারা ছিটকে পড়লো এবং তরঙ্গের ওপর গাংচিলের মতো গড়াগড়ি যেতে লাগলো। ওদের আর ঘরে ফেরা হলো না—ঈশ্বর তা দেখে ছাড়লেন। আমার এই বিপদ মুহূর্তে জিউস নিজে সেই নীলবর্ণ জলপোতের বিশাল মাস্তলটি আমার বাহুর মধ্যে এনে দিলেন, বিপদের আরো ভয়াবহতা থেকে রেহাই পেলাম। আমি তা জড়িয়ে ধরলাম এবং অভিশপ্ত ক্রীড়াসামগ্রী হয়ে উঠলাম মুহূর্তের মধ্যে। নয়দিন ভেসে গেলাম, দশের রাতে নিকষ অন্ধকারে একটি বিশাল তরঙ্গ আমাকে থেসপ্রোটিয়ার উপকূলে এনে ছুঁড়ে দিলো। সেখানে থেস-প্রোটিয়দের রাজা প্রভু ফিডন আমাকে নিঃশর্ত আতিথ্যে বরণ করলেন।

রৌদজলে অনাবৃত থাকার দরুন এবং অবসাদজনিত নিরতিশয় ক্লান্তির ফলে মূর্চ্ছাহিত অবস্থায় তাঁর পুত্র আমাকে দেখতে পান। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমাকে তোলার জন্য, তারপর তাঁর পিতার প্রাসাদে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাব পরিধানের জন্য পোশাক ও আলখেল্লা দিলেন আমাকে।

'সেই খানেই ওডেসিউস সম্পর্কে আমি শুনতে পাই। রাজা আমাকে বলেছেন, ওডেসিউস-এর বাড়ি ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা এবং বন্ধুত্ব হয়। রাজা ওডেসিউস-এর ধন-সম্পদও আমাকে দেখিয়েছেন। কী তার পরিমাণ আর কত কিছু! তাম্র, স্বর্ণ এবং লৌহের শিল্পকার্যময় দ্রব্যাদি। রাজার প্রাসাদে সেগুলো তিনি জমা রেখে গেছেন। তিনি এবং তাঁর দশপুরুষ তা ভোগ করেও ফুরাতে পারবেন না। রাজা আরো জানিয়েছেন, ওডেসিউস গেছেন ডোডানাতে জিউস-এর অভিপ্রায় জানতে। সেখানে দেবতাদের নিকট পবিত্র একটি বিশাল ওকবৃক্ষ রয়েছে, এই বৃক্ষের কাছ থেকে তিনি জানতে গেছেন এত দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর ইথাকায় তিনি কিভাবে আগমন করবেন—প্রত্যক্ষভাবে অথবা ছদ্মবেশে। এ ছাড়াও রাজা আমার সামনে পানীয় উৎসর্গকালে শপথ করে বলেছেন যে, একটি জাহাজ পোতাশ্রয়ে নাবিকসজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত রয়েছে ওডেসিউসকে তাঁর দেশে পৌঁছে দেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি আমাকে তার আগেই এখানে পাঠিয়েছেন। একটি থেসপ্রোটিওর জাহাজ ডুলিচিউস-এর তৃণদ্বীপ অভিমুখে আসছিল। এর নাবিকদের তিনি সমাদরের সঙ্গে আমাকে বহন করতে আদেশ করেছিলেন এবং রাজা একাসটনের নিকট পৌঁছে দিতে বলেছিলেন।

'কিন্তু নাবিকরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাই অনেক বেশী সুবিধাজনক মনে করলো। আর এতে করে আমার দুঃখের ভার পূর্ণ হয়ে উঠলো। যখন জাহাজ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের অভ্যন্তরে বহুদূরে চলে এসেছে তখন তারা আমাকে দাসে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলো। ওরা আমার পোশাক এবং আলেখল্লা খুলে নিলো এবং তার বদলে নোংরা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল পরিয়ে দিলো। বস্তুতঃ সেগুলো তোমার সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ।

'বৈকালিক রৌদ্র ইথাকার ওপর ঝলমল করছিল যখন এরা এই দ্বীপে এসে পৌঁছলো। জাহাজের আসনের নিচে ওরা আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর জাহাজ থেকে নেমে সৈকতে দ্রুত নৈশাহার সমাপ্ত করলো। কিন্তু দেবতারা আমার বাঁধন সহজেই মুক্ত করে দিলেন। কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে অবতরণমাঠে পা দিয়ে জলে নেমে ধীরে নিঃশব্দে সাঁতরাতে লাগলাম বুক আর দুই হাত দিয়ে। অল্প সাঁতারেই সমুদ্রের বাইরে এসে গেলাম

শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ দূরত্বে। তারপর আমি দ্বীপের অভ্যন্তরে ঘন জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। তারা অচিরেই দারুণ শোরগোল তুললো, খোঁজাখুজিও করলো অনেক। কিন্তু বুঝতে পারলো খুঁজে লাভ নেই। তাই জাহাজে চড়ে তারা ফিরে চলে গেলো। দেবতারা আমার অলক্ষিত থাকার অবস্থাটা অনুকূল রাখলেন এবং আমাকে একজন ভালো লোকের ঘর অবধি পথ দেখিয়ে দিয়ে এ যাত্রা বিপদের ইতি টানলেন। এ থেকে আমি সিদ্ধান্ত করছি, এখনো আমার মৃত্যুর সময় হয়নি।'

'দুঃখী বন্ধু আমার!' আর্তরবে বললো শূকরপালক, 'আপনার দুর্দশা এবং পথভ্রান্তির দীর্ঘ কাহিনী আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিন্তু ওডেসিউস-এর বর্ণনাটি আপনার সঠিক না--আমার ভাবনার সঙ্গে এর মিল নেই। এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। আপনার মতো লোকের কেন এ ধরনের উদ্ভট গল্প বানানোর দায় পড়লো? আমি যেন আমার প্রভুর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে কিছুই জানি না! তাঁর সম্পর্কে দেবতাদের এমনই ঘৃণা যে তিনি ট্রয়যুদ্ধে নিহত হয়নি এমনকি যুদ্ধের পরে বন্ধুদের অস্ত্রাঘাতেও মৃত্যু ঘটেনি। তাই যদি হতো সমগ্র এচীয় জাতি তার জন্য স্মৃতি সৌধ নির্মাণে তৎপর হয়ে উঠতো এবং সন্তানের জন্যও বিরাট এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তিনি পশ্চাতে রেখে যেতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে কোনো সম্মানজনক পরিণতি ঘটেনি। পাষণ্ড ঝড় তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে গেছে।

'আর আমার কথা যদি বলেন তো আমি এক সন্ন্যাসী। এখানে শূকর নিয়ে থাকি, কখনো শহরে যাই না। অবশ্য কেউ কোনো সংবাদ নিয়ে এলে কিংবা মেনেলোপি স্বয়ং ডেকে পাঠালে যেতে হয় বৈকি! এ সকল ঘটনার সময় সবাই আগন্তুককে ঘিরে দাঁড়ায়। অজস্র প্রশ্নবাণে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা কি তাদের হারানো রাজার খোঁজে খোঁজেই হৃতশক্তি কৃশকায় হয়ে গেছে, তারা কি তাঁরই আশ্রয়ে এতকাল লালিত হয়েছে? কিন্তু আমি নিজে এ ধরনের জেরার ব্যাপারে সব কৌতূহল একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি। বিশেষতঃ এই তোলিয়ার একটি লোকের কাহিনী শোনার পর থেকে। সে একজন লোককে হত্যা করেছিল। তারপর বিশ্বের সারা ঠাঁই ঘুরে আমার বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত। আমি সাদরে তাকে গ্রহণ করেছিলাম। সে আমাকে বলেছিলো, ওডেসিউসকে সে ইন্ডোমেনিউস-এর সঙ্গে ক্রীটে সঙ্গে দেখেছে, ঝড়ে বিধ্বস্ত নৌবহর মেরামত করছে। 'তিনি ফিরে আসবেন' সে বলেছিল, 'আগামী গ্রীষ্মে নয়তো শরতে-- অনেক ধনৈশ্বর্য এবং তাঁর বীর সেনাদলসহ।' ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন, হে দুঃখ-নিপীড়িত বন্ধু, স্বর্গের ইচ্ছা আপনাকে এখানে এনেছে, অনর্থক

মিথ্যে দিয়ে আমার মন ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। ও ধরনের কোন কাজ দিয়ে আমার শ্রদ্ধা বা অনুগ্রহ আপনি আশা করবেন না। আতিথেয়তার রীতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল এবং আপনার প্রতি আমার করুণানুভূতিই এর জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু ধূর্ত ওডেসিউস তাঁর বক্তব্যে অবিচল রইলেন। 'নিশ্চয়ই', তিনি বললেন, 'তোমার বড্ড সন্দেহপ্রবণ স্বভাব। আমার শপথ করা বিবৃতিও এই সত্য সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস আনতে সক্ষম হলো না। চলো আমাদের ভেতর এক চুক্তি হয়ে যাক। অলিম্পাসের দেবতারা দেখবেন যেন আমারা উভয়পক্ষ এর শর্ত রক্ষা করি। যদি তোমার প্রভু ফিরে আসেন তাহলে তুমি আমাকে পোশাক এবং আলখেল্লা দেবে, আমাকে ডুলিটিউমে ফেরত পাঠাবে সেখানেই আমি যেতে চাই। আর পক্ষান্তরে যদি তোমার প্রভু ফিরে না আসেন, তবে কোনো গিরিশৃঙ্গ থেকে তুমি আমাকে নিচে ফেলে দিও, পরে আর কোন ভিক্ষুক যেন প্রতারণা করতে সাহস না পায়।'

'হ্যাঁ', চীৎকার করে উঠলো যোগ্য শূকরপালক, 'তাহলে দুনিয়ায় সুখ্যাতিই যে আমার হবে—প্রথমে আপনাকে আমার ঘরে আশ্রয় দিই, পরম যত্নে অতিথিসৎকার করি তারপর আপনার মূল্যবান জীবনটাই ছিনিয়ে নিই! তা করলে আমার জ্ঞান-গরিমা সবই শিকায় উঠবে। যাকগে, নৈশাহারের সময় হয়ে গেছে। আশা করছি আমার লোকজনও কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। ভালোমতো খাওয়ার আয়োজন করা যাক।'

দুজনের কথোপকনের সময় রাখালেরা শূকর নিয়ে ফিরে এলো। ওরা শূকরগুলোকে দলবদ্ধভাবে ঘুমানোর জন্য খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করলো। রাতের বিশ্রামের আয়োজনে এদের ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজে বাতাস পূর্ণ করে তুললো। যোগ্য শূকরপালক হাঁক দিয়ে তার লোকদের ডাকলো। 'সবচেয়ে ভালো শূকরটি নিয়ে এসো' সে বললো, 'আমি তা বধ করব, বিদেশ থেকে একজন অতিথি এসেছেন। এটা আমাদের ভোগেই লাগাবো আজ। আমরা শূকরগুলোকে মোটাতাজা করতে যত্নআত্তি করি রাতদিন, আর বাজে লোকে আমাদের মেহনতের ওপর মজা লুটে চলেছে দেদার।'

তারপর সে ধারালো কুঠারাঘাতে জ্বালানী কাঠ কাটল এবং তার লোক পাঁচ বছরের একটা চর্বি-থলথলে শূকর চুলোর কাছে নিয়ে এলো। শূকরপালক দৃঢ় নীতিবান লোক। দেবতাদের সে ভোলেনি। শুভ্র শুন্ড শূকরের গা থেকে একগুচ্ছ লোম ছিঁড়ে নিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে সে অনুষ্ঠান শুরু করলো এবং প্রতিটি দেবতার নিকটই এই প্রার্থনা করলো যেন ওডেসিউস গৃহে ফিরে আসে। তারপর সে সোজা দাঁড়িয়ে পশুটিকে

ওক কাঠের একটি শক্ত দণ্ড দিয়ে, যা সে জ্বালানীর জন্য কাটেনি, সজোরে আঘাত করলো। শূকরটি পড়ে মরে গেলো। তারপর ওরা গলা কাটলো লোম পোড়ালো এবং দক্ষহাতে মাংস কেটে নিলো। শূকরপালক প্রত্যেক অঙ্গ থেকে একটু করে মাংস প্রথমে কেটে নিলো, কাটা মাংস থলথলে চর্বির ওপর রাখলো, সমস্ত খণ্ডটি আগুনে দিয়ে ওপরে যবের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলো। তারপর অন্য মাংস কেটে শিকে গেঁথে ভালোভাবে পোড়ালো এবং শিক থেকে বের করে বাসনে স্তূপীকৃত করে রাখলো। তখন শূকরপালক বণ্টনের জন্য উঠে দাঁড়ালো, এ কাজে দক্ষতা ছিল নিপুণ। সে সাতভাগে মাংসগুলো সাজালো। তার ভেতর থেকে এক ভাগ সে আলাদা করে বিদ্যাবরী এবং মাইয়ার পুত্র হেরমেস-এর নামে উৎসর্গ করলো। বাকী-গুলো আর সবার মধ্যে ভাগ করে দিলো। কিন্তু ওডেসিউসকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে শূঁড়ের লম্বা হাড়টি দিলো। এই সৌজন্য তার প্রভুকে খুশী করলো। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ইউমেউস, আমার মতো দরিদ্র লোককে সর্বোত্তম অংশ দিলে—পিতা জিউস তোমার প্রতি আমি যেমন খুশী হয়েছি তেমনি খুশী হোন এই প্রার্থনা করি।' শূকর-পালক ইউমেউস এ কথার উত্তরে বললোঃ 'আহারে আত্মনিয়োগ করুন, হে গুণী অতিথি—আমাদের যা সাধ্য তা-ই গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করুন। অনুগ্রহ করা না-করা দেবতাদেরই খুশীর অধীন—তাঁদের কেউ ঠেকাতে পারে না।" তারপর সে প্রথম কর্তিত অংশটি অমর দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলো। ঝলমলে মদে তর্পণ করে বহু নগরবিজেতা ওডেসিউসের হাতে পাত্র দিয়ে সে নিজের অংশের পাশে বসে পড়লো। রুটি পরিবেশন করলো মেসেউলিউস-এ একজন ক্রীতদাস। ইউমেউস তার প্রভুর অনুপস্থি-তিতে নিজেই সংগ্রহ করেছে একে সহকর্মী বা লায়ারটেসের সাহায্য ছাড়াই। টাফিয়ানদের কাছ থেকে নিজের সঙ্গতিতেই ক্রয় করেছে। সম্মুখে সজ্জিত ভোজসম্ভারে সবাই মনোযোগ দিলো। সবার ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারিত হলে মেসেউলিউস পরিত্যক্ত খাদ্যসম্ভার নিয়ে গেলো। খাদ্য-মাংসে পরিতুষ্ট হয়ে তারা এখন শয্যার দিকে মনোযোগ দিলো।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সন্ধ্যার সহগামী হলো। চাঁদ ছিল না, সারা রাত বৃষ্টিপাত হলো। এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো। এদিকটা সর্বদাই আর্দ্রতাবাহী। তখন ওডেসিউস ভাবলো, দেখাই যাক না তাঁর আশ্রয়দাতাকে একবার পরখ করে, সে তার পোশাক এবং আলখেল্লা তাঁকে দান করে কিনা কিংবা তার লোকদেরই বা কী পরামর্শ দেয় এ ব্যাপারে। 'আমার একটা কথা শোন', তিনি বললেন, 'ইউমেউস এবং

তার লোকেরা সবাইকেই বলছি। একটা গল্পের ছকে আমি আমার মনের ইচ্ছা আমি বলব। এটা তোমাদের দেয়া মদের প্রভাব বলতে পার—কারণ, মদ হলো অদ্ভুত এক বস্তু। জ্ঞানীতম মানুষকেও মেরে দেয় গান গাইয়ে এবং হাসিয়ে ছাড়ে। এ মানুষকে নাচায় এবং যা বলার নয় তাই বলায়। যাহোক, আসর ক্রীড়াভিলাষী হয়ে উঠেছে এবং আমি আর ক্ষান্ত হতে পারি না।

'আহ্, ট্রয়ের ওপর যখন হঠাৎ হামলা করেছিলাম তখনকার মতোই তরুণ এবং শক্ত-সামর্থ্য যদি হতে পারতাম আবার। ওডেসিউস এবং মেনেলিউস নেতৃত্ব দিলেন এবং আমি ছিলাম অধিনায়কত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। অবিচল নগর প্রাচীরের পাশে এসে আমরা ভূমিতে অবস্থান নিলাম। জলাভূমির ঘন লতা-গুলোর আড়ালে অস্ত্রশস্ত্রসহ আমরা নত হয়ে রইলাম। উত্তুরে হাওয়া পড়ে এলো এবং নির্দয় তুষারতুমুল রাত ঘনিয়ে এলো। অবিরাম পুরু বরফ পড়তে লাগলো, তীব্র শীত, আমাদের বর্মের ওপর বরফ মোটা হয়ে জমে উঠলো। আর সবারই গরম পোশাক এবং আলখেল্লা ছিল, তারা কাঁধের ওপর ঢেকে আরামে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমি পোশাক এবং আলখেল্লা আমার লোকজনের কাছে ছেড়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। তাই শুধু পাতলা জামা পরেই বর্ম হাতে দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

'রাত্রির তৃতীয় প্রহরে যখন নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশের শির্ষবিন্দু অতিক্রম করে গেলো, তখন আমি ওডেসিউস-এর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, তিনি আমার পাশেই ছিলেন। আমি তাঁকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিলাম। সতর্কভাবে জেগে উঠলেন তিনি। 'রাজা ওডেসিউস' 'আমি বললাম', 'আমাকে বাঁচাবার একটা উপায় বলুন। শীগগীরই আমি মৃত মানুষে পরিণত হবো। তুষার-পাত আমাকে মেরে ফেলেছে, আমার আলখেল্লা নেই। ভুল করে শুধু পাতলা পোশাক পরে চলে এসেছি। এখন তো বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না।' এ কথা তাঁকে বললে, ওডেসিউস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যেমন বীর, তেমনি উদ্ভাবনাশীল তিনি। তিনি যা করলেন তাতে তোমরাও বুঝতে পারবে তা। 'চুপ কর। তিনি আমার কানে ফিসফিসিয়ে বললেন। তোমার কথা যেন আর কেউ শুনতে না পায়।' তারপর তিনি কনুইয়ের ওপর মাথা উঁচু করে অন্য সবাইকে ডাকলেন: 'বন্ধুরা, জাগো। ঘুমে দেবতারা আমাকে এক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মনে হয়, আমরা জাহাজ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। এখন আমি চাই সর্বাধিনায়ক অগামেমনন-এর নিকট কেউ একজন একটা সংবাদ বহন করুক। তিনি আমাদের একটি সাহায্যকারী সেনাদল পাঠান।' সাড়া

তৎক্ষণাৎ মিললো। এন্ডাইমন এর পুত্র থোয়াস লাফিয়ে দাঁড়ালো, তার বাসমস আলখেল্লা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জাহাজ অভিমুখে দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হলো। আমি তার পরিত্যক্ত আলখেল্লায় নিজেকে আবৃত করে নিলাম সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রত্যুষ তাঁর সিংহাসনে আসন না নেয় অবধি। আহ, আগের মতোই তরুণ এবং শক্তসামর্থ্য যদি হতে পারতাম!'

'হে বৃদ্ধ', শূকরপালক ইউমেউস বললো ওডেসিউসকে, 'খুবই চমৎকার গল্প আপনি বলেছেন আমাদের। প্রতিটি কথা যথাস্থানে পেঁছেছে এবং আপনি আপনার পুরস্কারও পাবেন। আজ রাতে আপনার পোশাকাদি বা অন্য কিছু চাওয়া উচিত হবে না। অবশ্য একজন দুর্ভাগা পরিত্যক্ত লোকের পক্ষে তার আশ্রয়দাতার কাছে প্রাণরক্ষার জন্য যা চাইবার রয়েছে তা ছাড়া। অবশ্য কাল প্রত্যুষেও আর একবারের মতো আপনার কম্বলাদি আপনাকে পরিধান করতেই হবে—কেন না, আপাততঃ আমাদের হাতে বাড়তি আলখেল্লা বা পোশাক মজুদ নেই, প্রত্যেক লোককেই একটা মাত্র আলখেল্লা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। কিন্তু ওডেসিউস-এর পুত্র ফিরে আসা মাত্রই আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তিনি আপনাকে আলখেল্লা এবং পোশাক দিয়ে তুষ্ট করবেন এবং আপনার যেখানে মন চায় সেখানে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে ত্রুটি করবেন না।'

শূকরপালক উঠে দাড়ালো, তাঁর জন্য চুলোর ধারে শয্যা প্রস্তুত করে তার ওপর মেষ এবং অজচর্ম বিছিয়ে দিলো। ওডেসিউস শুয়ে পড়লো এবং ইউমেউস তাকে একটা মোটা লেপে ঢেকে দিলো। অতিরিক্ত ঠান্ডার জন্য এটা সে তৈরী করে রেখেছে।

ওডেসিউস সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন, তরুণ খামারকর্মীদের পাশে। কিন্তু শূকরপালক শয্যার আরামে নিজেকে ছেড়ে দেয়ার লোক নয়—শূকরগুলোকেও ছেড়ে থাকতে পারলেন না। তাই সে তুষারশীতল রাত্রির উপযোগী বেরুবার পোশাকে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। ওডেসিউসও দেখে খুশী হলো গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে কী কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গেই না দায়িত্ব পালন করে চলেছে এই পশুপালক! ধারালো তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে সে যাত্রা-প্রস্তুতির সূত্রপাত করলো। একটি উত্তম পুরু আলখেল্লায় তারপর সে নিজেকে জড়িয়ে নিলো বাতাস প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে, একটি পূর্ণবয়স্ক অজের চামড়া নিলো হাতে। পরিশেষে কুকুর এবং মানুষের বিপক্ষে প্রতিরক্ষার জন্য ধারণ করলো এক তীক্ষ্ম বর্শা। তারপর সে নৈশপ্রহরায় বেরিয়ে গেল যেখানে শুভ্রশুন্ড শূকরেরা উত্তুরে বায়ু রোধকারী পাহাড়চূড়ার প্রলম্বিত আশ্রয়ে সুখে নিদ্রামগ্ন হয়ে আছে।

পনের

টেলিমেকাস-এর প্রত্যাবর্তন

পাল্লাস এথেনি ইতোমধ্যে লেসিডেইমন-এর বিস্তৃত উপত্যকায় উপনীত হলেন রাজা ওডেসিউস-এর যোগ্য পুত্রকে সতর্ক করা এবং তাঁকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। তিনি টেলিমেকুস এবং রাজপুত্র নেইসিসট্রে-ট্রেটাসকে মেনেলিউস-এর প্রাসাদ-বারান্দায় শায়িত দেখতে পেলেন। নেস্টর-পুত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু টেলিমেকাস-এর ঘুম ছিল না। পিতার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা তাঁকে সমস্ত রাত জাগরিত করে রেখেছে। উজ্জ্বল-আঁখি দেবী তাঁর শয্যার নিকটবর্তী হলেন। 'টেলিমেকাস' তিনি বললেন, 'তোমার সমস্ত বিষয়-আশয় তেরোজনের হাতে অরক্ষিত রেখে এভাবে কালক্ষেপ তোমার ঠিক হচ্ছে না। ওরা তোমার সব কিছু পাচার করতে পারে, খেয়ে নিঃশেষ করতে পারে এবং ফলে তোমার এ অভিযানও হয়ে পড়বে অর্থহীন। তোমার বীর আশ্রয়দাতা মেনেলিউসকে বল তোমাকে এখনি বিদায় দিতে, যদি তুমি আদৌ তোমার মহান মাতাকে প্রাসাদে দেখতে চাও। কারণ, তাঁর পিতা এবং ভ্রাতারা তাঁকে এর মধ্যেই ইউরিমেকুসকে বিবাহ করার জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি শুরু করেছে; কেননা, সে অন্যান্য প্রণয়প্রার্থীর বিবাহপণের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যয়বাহুল্যে বেশ ছাড়িয়ে গেছে। তদুপরি তোমার অনুমতি ছাড়াই তিনি হয়তো তোমার কিছু নিজস্ব সম্পদ প্রাসাদ থেকে নিয়ে যেতে পারেন, এ আশংকাও রয়েছে। স্ত্রী-চরিত্র কী, তা তো তুমি জানো। যে-লোক তাঁকে বিবাহ করবে তিনি তার ঘরে ধনসম্পদ নিয়ে যেতে চান। আর তাঁর পূর্বস্বামী এবং তাঁর প্রদত্ত সন্তা-নাদির কথা তিনি আর মোটেই ভাবতে রাজী নন, যেহেতু তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেজন্য আমি চাই গৃহে ফিরে তুমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে সবচেয়ে বিশ্বাসী নারী-ভৃত্যকে গৃহস্থালীর ভার অর্পণ করবে, যতদিন না ঈশ্বর তোমার মর্যাদার যোগ্য স্ত্রী নির্ধারণ করেন। আর একটা বিষয় তোমার সহ্য করতে হবে। প্রণয়প্রার্থী-দের কয়েকজন উৎসাহী লোক ইথাকা এবং বন্ধুর সামোস উপকূলের মধ্য-বর্তী প্রণালীতে তোমাকে গৃহে ফেরার আগেই হত্যা করার মানসে ওত পেতে বসে আছে। ভেবো না যে আমি মনে করি তারা সফল হবে। না, তার আগেই এসব প্রেমক্লান্ত ভদ্রলোক যারা তোমার ধন সম্পদের অপচয় করে চলেছে

তাদের কারো কারো ওপর দুনিয়ার ভার নেমে আসবে। যাহোক, দ্বীপ দূরে রেখে রাতে জাহাজ চালিয়ে যাও। তোমার রক্ষক-দেবতা তোমাকে অনুকূল বায়ুর সহায়তা দেবেন। ইথাকার নিকটতম কূলেই অবতরণ করবে, তারপর জাহাজ এবং নাবিকদের পোতাশ্রয়ে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু অন্য কিছু করার আগে তোমার প্রথম কাজ হবে তোমার শূকরপালের দায়িত্বে নিয়োজিত শূকরপালকের সঙ্গে দেখা করা—সব কিছু সত্ত্বেও সে তোমার অনুগত। রাত্রে সেখানেই অবস্থান করবে এবং তাকে তোমার প্রজ্ঞামতি মাতা নেপেলনির নিকট পাঠাবে এই খবর দিয়ে যে তুমি পাইলস থেকে ফিরেছ এবং তিনি তোমাকে নিরাপদেই ফিরে পেয়েছেন।'

সংবাদটি দিয়ে এথেনি অলিম্পাসে প্রস্থান করলেন। কিন্তু টেলিমেকাস নেস্টর-পুত্রকে পদস্পর্শে তাঁর সুখস্বপ্ন থেকে জাগ্রত করলেন এবং বললেন, 'জাগো, পেইসিসট্রেটাস, রথে ঘোড়া জুড়ে দাও—আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'টেলিমেকাস', তাঁর বন্ধু উত্তর করলেন, 'যাত্রারম্ভে আমাদের যতো আগ্রহই থাকুক না-কেন, ঘোর অন্ধকারে অশ্ব চালনা মনে হয় সম্ভবপর নয়। অচিরেই ভোর হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর না কেন এবং অমিতচেতা মেনেলিউস আমাদের রাজকীয় সম্প্রদায়কেও এ সুযোগটা দেয়া যাক না কেন যে সে আমাদের রথে কিছু উপহারসামগ্রী রেখে দিক এবং এক নাগরিক-সংবর্ধনা দিয়ে বিদায়সম্ভাষণ জানাক? অতিথি তাঁর আশ্রয়দাতাকে কখনো ভুলে যায় না, বিশেষতঃ যিনি সমাদরে অতিথি-সৎকার করেন।'

ঊষার স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন অবধি তাঁদের খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হলো না। মেনেলিউস ও তাঁর মনোলোভা স্ত্রী হেলেনের পাশ থেকে ঘুমশেষে জেগে উঠলেন এবং অতিথিদের সান্নিধ্যে উপনীত হলেন। তাঁকে আসতে দেখেই ওডেসিউস-এর পুত্র তাড়াতাড়ি তাঁর উজ্জ্বল পোশাক পরে নিলেন এবং বিশাল আলখেল্লা শক্তসামর্থ্য কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দিলেন। রাজন্যোচিত সজ্জায় শোভিত হয়ে তিনি মেনেলিউস-এর সম্মুখে গেলেন এবং তাঁকে তাঁর পদবীসহ সম্ভাষণ জানালেন। 'পিতা' 'তিনি বললেন, 'স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য এখন আমি আপনার নিকট বিদায়ের অনুমতি চাচ্ছি। গৃহে ফেরার প্রবল বাসনা আমার মনে জেগেছে।'

'টেলিমেকাস', যোদ্ধা-রাজা উত্তর দিলেন, 'তুমি যদি ফিরে যেতে চাও, কখনোই আমি তোমাকে আটকে রাখবো না। আমি এমন নিমন্ত্রণকর্তার নিন্দুক যিনি খুবই দয়ালু কিংবা দয়ালু আদৌ নন। মধ্যপন্থাই সব

ব্যাপারে উত্তম। যে অতিথি থাকতে চান তাঁকে তাড়ানো যেমন খারাপ, যিনি যেতে আগ্রহী তাঁকে আটকে রাখাও তেমনি। আমার কথা হলো, যখন কেউ তোমার সঙ্গে আছে, সদ্ব্যবহারে তাঁকে খুশী কর, কিন্তু তাঁর মন চাইলে তাঁকে যেতে দাও।

'যাহোক, তোমাদের জন্য কিছু উপহার আনার সময় আমাকে দাও, রথে সেগুলো সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছি। দেখবে, সুন্দর জিনিস হবে সেগুলো। পরিচারিকাদের প্রধান কক্ষে ভোজের ব্যবস্থাও করতে বলি। মাংসাগারে প্রচুর খাদ্য জমা আছে। আমাদের জন্য এটা সম্মান এবং সুরুচির পরিচয় এবং তোমাদের জন্যও এটা প্রয়োজন যে এত দীর্ঘপথে যাত্রার আগে তোমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হবে। সম্ভবতঃ তোমরা হেল্লাস এবং আরগিভ প্রদেশের মধ্য দিয়েই যাবে, তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গীর স্থানে আসন নিতে দাও। আমি তোমাদের শকট এবং অশ্ব দেব এবং তোমাদের বিভিন্ন নগর অতিক্রমকালে পথপ্রদর্শকের কাজ করব। কেউ আমাদের শূন্যহাতে ফেরাবে না। প্রতিটি আমন্ত্রক দেশের চেনাতেই আমার কমপক্ষে একটি তাম্র তেপায়া অথবা পাত্র, অথবা একজোড়া অশ্ব তের অথবা একটি স্বর্ণপাত্রের উপহার পাব বলে আশা করতে পারি।'

'মহাত্মন', বুদ্ধিমান টেলিমেকাস উত্তর করলো, 'আমি সত্যিই আমার স্বদেশে অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। কারণ, এখানে আসার সময় আমার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন লোককে দায়িত্ব দিয়ে আসিনি। আমার পিতার সন্ধানে এসে আমার না আবার ওদিকে সর্বনাশ হয়ে যায়, এটাও দেখতে তো হবে। আমার মূল্যবান সম্পত্তি কেউ লুটে নিয়ে যেতে পারে।'

'একথা শোনার পর বীর মেনেলিউস তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রী এবং অনুচরদের প্রধান কক্ষে খাদ্য সম্ভার সাজাতে বললেন—প্রচুর খাদ্য অবশ্য মাংসাগারে মজুদ রয়েছে। এ সময়ে বযোথাম এর-পুত্র ইটিওনেউস কাছে এসে দাঁড়ালো। সে নিকটেই থাকে এবং এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। মেনেলিউস তাকে আগুন জ্বালাতে এবং মাংস রন্ধন করতে বললেন। তাঁর আদেশ করতে ইটিওনেউস দ্রুত প্রস্থান করলো এবং মেনেলিউস ছেলের এবং মেগাপেনথেস সমভিব্যাহারে তার সুগন্ধিযুক্ত ধনাগারের দিকে গমন করলেন। ধনৈশ্বর্য সঞ্চিত রাখার এই স্থানে উপনীত হয়ে মেনেলিউস একটি দ্বিহাতলযুক্ত পাত্র হাতে তুলে নিলেন এবং তার পুত্র মেগাপেনথেসকে একটি রূপার মিশ্রণপাত্র নিতে বললেন। ইতোমধ্যে হেলেন সিন্ধুকের কাছে গেলেন। এতে তাঁর কাজকরা পোশাক রয়েছে, তাঁর নিজের হাতে তৈরী। এগুলো থেকে এই মহতী নারী সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে

কারুকার্যময় পোশাকটি বেছে নিলেন। সব পোশাকের নিচে ছিল এটা, এখন তারার মতো ঝলমল করতে লাগলো। তারপর তাঁরা কক্ষসমূহ পেরিয়ে টেলিমেকাস-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে রক্তকেশ মেনেলিউস বললেন: 'টেলিমেকাস আমি আন্তরিকভাবে আশা করি বজ্রপাতকারী এবং হেরের স্বামী জিউস তোমার যাত্রা নিরাপদ করবেন এবং তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। উপহারস্বরূপ আমার প্রাসাদে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান যা আছে তা-ই তুমি পাবে। আমি তোমাকে একটি কারুকাজ করা মিশ্রণপাত্র দিচ্ছি। নিখাদ রূপার তৈরী এটা, ওপরে বৃত্ত বসানো, হেপায়েসটুস-এর নিজের হাতে তৈরী। আমার রাজকীয় বন্ধু সিডনের রাজার কাছ থেকে এটা আমি পেয়েছিলাম বাড়ি ফেরার পথে তাঁর গৃহে যখন আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন। আর এখন আমি চাই এটা তোমার হোক।'

প্রভু মেনেলিউস এরপর তাঁকে দ্বিহাতল বিশিষ্ট পাত্রটি দিলেন। আর তাঁর বীরপুত্র মেগাপেনথেস ঝলমলে রূপার পাত্রটি এনে সামনে রাখলেন যার বর্ণনা একটু আগেই দেয়া হয়েছে। মনোরম গন্ডের অধিকারিণী হেলেন তাঁর পোশাক নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং তিনি তাঁর বিদায়সম্ভাষণ জানালেন 'দেখ, প্রিয় সন্তান, আমিও তোমার জন্য একটি উপহার এনেছি, হেলেনের পক্ষ থেকে স্মৃতিনিদর্শন, তার নিজের হাতে তৈরী। এটা তোমার কণের জন্য যখন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিন আসবে সেদিন তাকে দিও। ততোদিন পর্যন্ত তোমার মা'র যত্নাধনে এটা রেখো। এখন স্বদেশে সুখে নিরাপদে ফিরে যাও এবং গৃহের তৃপ্তিতে বাস কর—এই প্রার্থনা করি।"

এই বলে হেলেন পোশাকটি টেলিমেকাস-এর হাতে দিলেন, তিনিও সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। রাজকুমার পেইসিসট্রেটাস উপহারসামগ্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নীরব প্রশংসার দৃষ্টিতে সেগুলোর উৎকৃষ্ট অবলোকন করলেন তিনি এবং রথের কোটরে সঞ্চিত করে রাখলেন। রক্তকেশ মেনেলিউস অতঃপর তাঁদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন, যুবকদ্বয় অবসর গ্রহণ করলেন। একদল পরিচালিকা স্বর্ণপাত্রে জল নিয়ে এলো এবং রূপোর পাত্রে তাঁদের হস্তপ্রক্ষালণের জন্য জল ঢেলে দিলো। তারপর সে একটি মসৃণ টেবিল এনে তাঁদের পাশে রাখলো। গৃহাধ্যক্ষ এরপর রুটি নিয়ে এলো এবং নানাপ্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জনসহযোগে তা পরিবেশন করতে লাগলো। ইটিওনিউস পাশে দাঁড়িয়ে মাংস কেটে দিতে লাগলো এবং মহান মেনেলিউস-এর পুত্র ঢালতে লাগলেন মদ। সম্মুখের সুসজ্জিত সুখাদ্য তাঁরা উদরপূর্তিতে মনোযোগ দিলেন।

পানাহারে তৃপ্ত হওয়ার পর, নেসটরের মহান পুত্র ঘোড়াতে জোয়ালা লাগালেন এবং সুচিত্রিত রথে চড়ে গাড়ী বারান্দায় প্রতিধ্বনি তুলে ফটক পার হয়ে গেলেন। রক্তকেশ মেনেলিউস তাঁদের পশ্চাতে দক্ষিণ হস্তে সুস্বাদু মদ নিয়ে এগিয়ে গেলেন যাতে তাঁর অতিথিরা স্থান পরিত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে দেবতাদের নামে পানীয় উৎসর্গ করতে পারেন। তাঁদের রথের সন্নিকটে উপনীত হয়ে তিনি তাঁদের স্বাস্থ্য পান করলেন। 'বিদায়, আমার তরুণ বন্ধুরা', তিনি বললেন, 'রাজা নেস্টরকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে। ট্রয়ের প্রান্তরে যখন আমরা ছিলাম তিনি আমার পিতার মতোই ব্যবহার করেছেন।'

'হে রাজা!'' টেলিমেকাস উত্তর দিলেন, 'আমরা ফিরে গিয়ে অবশ্যই আপনার বার্তা তাঁকে জানাবো। এখন শুধু এই আশাই করি, ইথাকায় ফিরে যেন ওডেসিউসকে ঘরেই দেখতে পাই। তাঁকে আমি বলতে পারব। এখানে থাকাকালে কী সহৃদয় ব্যবহারই না আপনি আমার সঙ্গে করেছেন আর মূল্যবান উপহারসামগ্রীতে আমার হাত ভরে দিয়েছেন।'

কথাগুলো বলার সময় দক্ষিণ দিক থেকে একটা পাখি সেখানে উড়ে এলো। এটা একটা ঈগল পাখি। থাবায় বিরাট একটা সাদা হাঁস, পোষা, প্রাঙ্গণ থেকে তুলে নেয়া। কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা সোরগোল তুলে ধাওয়া করছে। ঈগলটা রথের কাছে পেঁাছে, অশ্বগুলোর সম্মুখে এসে দক্ষিণ দিকে বাঁক দিয়ে চলে গেলো। এ-দৃশ্যে সমস্ত দলটিই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। নেসটর-পুত্র পেইসিসট্রটাসই প্রথম কথা বললেন। হে রাজা, তিনি মেনোলিউসকে বললেন, 'এক সমস্যা। স্বর্গ কি এ লক্ষণ আমাদের দুজনের জন্যে, না, আপনার জন্য পাঠালেন?''

যোদ্ধারা সর্বগুণে গুণী হওয়া সত্ত্বেও মেনেলিউস এ প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেন না। তখন তাঁর অপরূপা স্ত্রী তাকে পূর্বাভাষ ব্যক্ত করলেন। 'শোন' তিনি বললেন, 'যে অনুভূতি আমার মনে জেগেছে তাতে লক্ষণটির ব্যাখ্যায় সুনিশ্চিত ইংগিত আমি পাচ্ছি। এই ঈগলটি যেমন তার নিজস্ব পর্বতালয় থেকে নেমে এসে আমাদের গৃহ-পালিত হাঁসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তেমনি ওডেসিউসও বহু দুঃখ-কষ্ট এবং পরিক্রমার পর গৃহে ফিরে আসবেন এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।'

'বজ্রপাতকারী এবং হেরের স্বামী জিউস, 'চীৎকার করে বলে উঠলেন টেলিমেকুস, 'আপনি যা বলেছেন তা সত্যে পরিণত করুন। আমার সুদূর গৃহে বসে আপনাকে দেবীর মতোই আমি পুজো করবো।'

তারপরেই ঘোড়ার পিঠে তিনি চাবুক স্পর্শ করলেন। ওরা তুখোড় ভঙ্গিতে নগর অতিক্রম করে মুক্ত মাঠের দিকে ছুটে চললো। সমস্ত দিন রথের জোয়াল ওদের ঘাড়ের ওপর ওঠানামা করতে লাগলো।

সূর্যাস্তকালে পথ আঁধার হয়ে আসতেই ফিরায়ে-এ পেঁাছে গেলেন তাঁরা। সেখানে ডিওক্লিসের গৃহে আতিথ্য নিলেন তাঁরা, আলফিউস-পুত্র অরটিলোক্‌স যাঁর পিতা। সেখানে রাত্রিবাস করলেন এবং যথেষ্ট আপ্যায়িত হলেন। কিন্তু ঊষা পূর্বদিক রঞ্জিত করে তুলতে না তুলতেই তারা ঘোড়া জুতে সুচিত্রিত রথে চড়ে বসলেন। প্রতিষ্ঠানমুখর বারান্দা পেরিয়ে ফটক অতিক্রম করে তারা ধাবিত হলেন। চাবুকের সামান্য স্পর্শমাত্র, তাতেই ঘোড়া দুটি গতিময় হলো, অশ্বদ্বয় উড়ে চললো যেন আর এমনই সে গতিবেগ যে অনতি বিলম্বেই পাইলস-এর দুর্গ দৃষ্টিতে স্পষ্ট করে উঠলেন।

এপর্যায়ে টেলিমেকাস নেস্টর-পুত্রের দিকে ফিরে বললেন; 'পেই-সিসট্রেটাস, আমার একটা অনুরোধ, যদি সম্ভব হয়, আমার হয়ে তোমার একটা কাজ করতে হবে। এ দাবী আমরা করতে পারি যে, আমাদের পিতাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব আমাদের নিজেদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধনের ভিত্তি রচনা করেছে। তাছাড়া আমরা সমবয়স্ক এবং এই মিলিত অভিযানও আমাদের পরস্পরকে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই আমার অনুরোধ, প্রিয় রাজকুমার, আমার জাহাজ পার করে আমাকে আর নিয়ে যেয়ো না, এবং আমাকে সেখানেই রেখে যাও। আর এতে করে তোমার বৃদ্ধ পিতার আবেগময় আতিথ্যবন্ধনে প্রাসাদে আরো কিছুকাল আটকে পড়া থেকে আমাকে উদ্ধার কর। কারণ, আমাকে যতো শীঘ্র সম্ভব গৃহে ফিরতে হবে।'

নেস্টর-পুত্র সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করলেন। কিন্তু কিভাবে বন্ধুর এ অনুরোধে সম্মতি দেবেন তিনি সৌজন্য ও সম্মান বাঁচিয়ে? কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর তিনি মনস্থির করলেন। অশ্বের মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রতীরে জাহাজের দিকে তিনি ধাবিত হলেন। রথ থেকে দ্রব্যসম্ভার নামালেন এবং মেনেলিউস বস্ত্র এবং স্বর্ণের অপরূপ উপহারাদি জাহাজের পশ্চাদভাগে সজ্জিত করলেন। তারপর তিনি টেলিমেকাসকে দ্রুত যাত্রা-ন্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বললেন। 'এখুনি জাহাজে উঠে পড়,' তিনি বললেন, 'এবং বাকী সবাইকেও উঠে পড়তে বলো। আমি বাড়ি ফিরে বুড়োকে বলার আগেই। কেননা, আমি জানি তিনি একগুঁয়ের একশেষ। তিনি নিজে এখানে আসবেন তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং একা

যে ফিরে যাবেন না তা তো নির্ঘাৎ। তোমার যতো অজুহাতই থাকুক, তিনি শুধু বিরক্তই হবেন।'

পেইসিসট্রেটাস আর কথা না বাড়িয়ে তাঁর দীর্ঘকেশ অশ্বদ্বয় তাড়না করে শহরের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং অচিরেই গৃহে উপনীত হলেন। ইতোমধ্যে টেলিমেকাস তাঁর মাল্লাদের তাড়া লাগালেন। 'জোয়ানরা', তাদের হেঁকে বললেন, 'দড়িদড়া তুলে ফেল, নিজেরাও ভেতরে আস। আমরা যাত্রা করব।'

তাঁর আদেশমতো মাল্লারা তৎপর হলো, জাহাজে উঠলো এবং নিজ নিজ আসনে বসে পড়লো। টেলিমেকাস নাবিকদের স্থান গ্রহণ পর্যবেক্ষণ শেষ করে মাত্র জাহাজের পশ্চাদভাগে এথেনির নামে উৎসর্গ ও প্রার্থনায় রত হয়েছেন এমনি সময় এক দূরদেশের আগন্তুক এসে তাঁকে সম্বোধন করলো। এব্যক্তি মানুষ হত্যা করে আরগস থেকে পালিয়ে এসেছে, মেলামপুস-এর বংশধর একজন প্রবক্তা ছিল। তার পূর্বপুরুষ একদা পাইলসেবাস করতো—প্রতিবেশীদের নিকট বিশাল অট্টালিকার অধিকারী ধনী ব্যক্তি হিসেবে বেশ পরিচিত ছিল। কিন্তু এক সময় তাকে মহান তবে অত্যাচারী রাজা নেলিউস-এর কোপে পড়ে দেশত্যাগ করে বিদেশে ভাগ্য সন্ধানে যেতে হয়। রাজা তার সম্পত্তি দখল করে নেন এবং পুরো এক বছর নিজের অধীনে রাখেন। মেলামপুস এ সময়ে ফিলাকুস রাজপ্রাসাদে নিদারুণ বন্দী-জীবন যাপন করছিল। নেলিউস-এর কন্যার উপলক্ষেই তার এই দুর্দশা—অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ভেতর তার দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। যাহোক, সে পালিয়ে যায় এবং তার পশুদলও ফিলাস থেকে পাইলসে নিয়ে যেতে সফল হয়। সেখানে রাজা নেলিউসের অবিচারের প্রতিশোধ নেয়, এবং নিজের ভ্রাতার সংগে রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন করে। আর সে নিজে সেই দেশ পরিত্যাগ করে আরগসের সমতলভূমিতে বাসভূমি বেছে নেয় এবং বিশাল এক জনপদের ওপর নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। সেখানে সে বিবাহ করে, নির্মাণ করে জমকাল এক রাজপ্রাসাদ। দুটো শক্তসামর্থ্য সন্তান ছিল তার-এন্টিফেটস এবং ম্যান্টিউস। এন্টিফেটস হলো প্রখ্যাত বলী ওইক্লিসের পিতা। ওইক্লিস নিজে আবার পিতা হলো মহান নেতা এ্যাম্ফেয়ারাউস-এর—একে জিউস এবং এ্যাপোলো উভয়েই সমান ভালোবাসতেন এবং সর্বপ্রকার অনুগ্রহে ধন্য করেছিলেন। সে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই থিবসে এক স্ত্রীলোকের অর্থগৃধ্নুতার শিকার হয়ে প্রাণ হারায়। এর পুত্র হলো এলকমেয়ন এবং এম্ফিলোকুস। এর ভ্রাতা মেন্টিউস হলো পলিফেইডিস এবং ক্লেইটুস-এর পিতা। ক্লেইটুস এতো সুশ্রী

ছিলো দেখতে যে, সোনালী সিংহাসনাধিকারী ঊষা তাকে অমরদের সান্নিধ্যে অবস্থানের জন্য নিয়ে চলে যান। মহীয়ান পলিফেইডিসকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ক্ষমতা দিয়েছিলেন এ্যাপোলো—এ্যাম্ফেয়ারাউস-এর মৃত্যুর পর সেই বিশ্বের প্রধান প্রবক্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পিতার সঙ্গে কলহের ফলে সে দেশত্যাগ করে হাইপারসিতে চলে যায় এবং সেখানেই স্থায়ী হয়ে তার পেশায় আত্মনিয়োগ করে।

এ হলো তারই পুত্র—থিওক্লাইমেনুস। সে টেলিমেকাস-এর নিকটবর্তী হলো। কৃষ্ণপোতের পাশে তাঁকে এ তর্পণে ও প্রার্থনায় নিয়োজিত দেখতে পেয়েছিলেন। 'বন্ধু' তাঁকে বললো সে আগ্রহভরে, 'যেহেতু আপনাকে উৎসর্গরত দেখছি এখানে আমি, আপনার উৎসর্গের নামেই শপথ করে বলছি এবং যে দেবতাদের আপনি সম্মান দেখাচ্ছেন তাদেরও শপথ, এবং পুনর্বার আপনার নিজের জীবন এবং এসব বন্ধু যাঁরা আপনার চতুপার্শ্বে রয়েছেন তাঁদের নামেও শপথ, আপনি আমাকে লুকাবেন না কিছু, সত্য বলুন। আপনি কে? কোথা থেকে আপনি এসেছেন? আপনার বাস-ভূমিরই বা নাম কি?'

'মহাত্মন', টেলিমেকাস উত্তর করলেন, 'সত্য বলতে আমি নিতান্তই প্রস্তুত। ইথাকা আমার স্বদেশ। ওডেসিউস আমার পিতা হন—অথবা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বহুকাল আগেই কোনো দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল পরিণিত ঘটেছে। এ কারণেই এই জলপোত এবং লোকজনসহ আমার এখানে আগমন। আমার দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্ট পিতার কী ঘটেছে তা সন্ধানেরই চেষ্টা আমি করছি।'

'আপনার মতোই', বললেন প্রজ্ঞাবান থিওক্লাইমেনুস, 'আমিও আমার স্বদেশ পরিত্যাগ করেছি। আমার রক্তসম্বন্ধেরই এক ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি। আরগস সমতল তার ভ্রাতা এবং আত্মীয়স্বজনে পরিপূর্ণ—তারা সে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পরিবারও বটে। তাদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু পরিহার করার জন্যই আমি পালিয়ে এসেছি এবং এই বিশ্বে ভবঘুরের নিয়তিকে মেনে নিয়েছি। যেহেতু আপনার আশ্রয় আমি চেয়েছি, সেজন্য এই প্রার্থনা, আমাকে জাহাজে স্থান দিন এবং তাদের আমাকে হত্যা করা থেকে বিরত করুন। কারণ, আমার বিশ্বাস তারা আমাকে অনুসরণ করে আসছে।'

'আমি অবশ্যই আমার জলপোত যদি আপনি কাজে লাগাতে চান, আপনাকে নিরাশ করবো না।' বললেন অনুভূতিপ্রবণ তরুণ। 'তাহলে আসুন। ইথাকায় আমাদের সাধ্যানুযায়ী আতিথ্যের সমাদর আপনি পাবেন।'

তিনি থিওক্লাইমেনুস-এর তাম্রবর্শাটি নিয়ে বঙ্কিম জলপোতের পাটাতনে রেখে দিলেন। তারপর তিনি নিজে সেই সুদৃশ্য পোতে আরোহণ করলেন। পশ্চাদভাগে উপবেশন করে থিওক্লাইমেনুসকে পাশে আসন দিলেন। কাছি খুলে দেয়া হলো। টেলিমেকাস দাঁড়দড়া যন্ত্রাদি ঠিকঠাক করতে চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন। ত্বরিতে আদেশ হলো পালিত। দেবদারু নির্মিত মাস্তুল ওঠানো হলো, ওর শূন্যগর্ভ আসনে ওটা বসানো হলো, রজ্জুসমূহ বাঁধা হলো শক্ত করে এবং চামড়া রেশিযুক্ত সাদা পাল মুহূর্তে তুলে দেয়া হলো। আর উজ্জ্বল-আঁখি এথেনি তখনি প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করলেন পরিষ্কার আবহাওয়ায়। সংক্ষিপ্ততম পথে উন্মুক্ত সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে গেল তা। এভাবে অনুকূল স্রোতে তাঁরা ক্রাউনি এবং চালসিস পার হয়ে গেলেন। সূর্য অস্ত গেলে রাতের অন্ধকারেও তাঁদের পথ করে নিতে হলো, একই বায়ু তাড়নায় ফিঈ পার হয়ে তাঁরা ইপিয়ানদের রাজ্য উর্বরভূমি ইলিস অতিক্রম করলেন। এরপর টেলিমেকাস তীক্ষ্মমুখ দ্বীপের অভিমুখী পথ স্থির করলেন—মনে ভাবনা জীবন নিয়ে পার হয়ে যেতে পারবেন, না, ধরা পড়বেন।

এ-সময়ে ওডেসিউস এবং গুণী শূকরপালক খামার শ্রমিকদের সঙ্গে কুটিরে নৈশাহারে ব্যস্ত ছিলেন। পানাহার তৃপ্ত হওয়ার পর ওডেসিউস গল্প কথার মাধ্যমে বুঝতে চাইলেন শূকরপালকের আথিথেয়তার ওপর কতদিন নির্ভর করা যায়—সে কি খামারে দীর্ঘকাল থাকার আমন্ত্রণ তাঁকে জানাবে, না, শহরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। 'আমার একটা কথা শোন', তিনি বললেন, 'ইউমেউস এবং তার লোকজন সবাই। আমি আগামী সকালে তোমাদের এখান থেকে যেতে চাই। শহরে যাব ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। তোমার এবং তোমার সংগীদের বোঝা হয়ে থাকাটা উচিত মনে করছি না। তবে তোমাদের যথাযথ উপদেশ আমি চাই এবং পথ দেখাবার জন্য একজন পথ প্রদর্শক। সেখানে পেঁছিতে পারলে নিজেই আমি চলতে পারব—কেউ হয়তো একপাত্র জল এক টুকরো রুটি দেবে, ঘুরে ঘুরে এ আমি সংগ্রহ করতে পারব। আমি রাজা ওডেসিউস-এর প্রাসাদেও যেতে চাই, রানী পেনেলপিকে তাঁর সম্পর্কে সংবাদটি জানানো প্রয়োজন। আর সেই সব প্রণয় প্রার্থীদের, যাদের কথা তোমরা বললে, তাদেরই-বা কাছে কিছু চাই বা না কেন। এত প্রচুর ভালো ভালো জিনিস তারা দখল করেছে, আমাকে হয়তো একবেলা খেতে দিতেও পারে। তারা যা চায় আমি খুব ভালো করেই তা করে দিতে পারি। তোমাদের আমি খোলাখুলিই বলি এবং তোমরা এ-কথা বিশ্বাস করতে পার যে, মানুষের শ্রমশক্তির লালিত এবং সাফল্য যার

ওপর নির্ভরশীল সেই সংবাদবাহক হেরমেসের অনুগ্রহে সেবকের কাজে আমার তুলনা হয় না—আগুন জ্বালাতে, শুকনো কাঠ ফাড়তে, ভাস্করের কাজে, পাচকের দায়িত্বে, মদ পরিবেশনায়—সংক্ষেপে উঁচু শ্রেণীর লোকদের সেবায় দাসদের যা করণীয় রয়েছে সব কিছুই নিখুঁতভাবে আমি করতে পারি।'

শুকরপালক খুবই ক্রুদ্ধ হলো কিন্তু। 'ভদ্রমহোদয়', সজোরে সে বলে উঠলো, 'এ ধরনের চিন্তা আপনার মাথায় এলো কি করে? আপনি শুধু হঠাৎ-মৃত্যুই বরণ করবেন, যদি এসব লোকের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেন. ওদের লাম্পট্য এবং উগ্রতা স্বর্গকেই কুপিত করে তুলেছে এর মধ্যেই। ওদের চাকররা আপনার জাতের লোক নয়—চৌকষ কাপড়-চোপড় পরা তরুণ বাবু-সাব। চুলে তেল লাগাচ্ছে সব সময়, সুশ্রী মুখ ঝকঝকে করে রাখছে। এ ধরনের লোকেরাই ওদের সেবায় নিয়োজিত। মসৃণ টেবিলে পরিচর্যারত—রুটি-মাংস-মদের ভারে কোঁকাচ্ছে। না, মহাশয়, আমার এখানেই আপনি থাকুন, এখানে আপনাকে কেউ আপদ ভাববে না মোটেও। আমি তো নয়ই, আমার সংগীরাও না। এবং যখন ওডেসিউস-এর পুত্র এসে পেঁছবেন তিনি আপনাকে যথারীতি পোশাকে ও আলখেল্লায় সজ্জিত করে আপনার যেখানে মন চায়, সেখনেই পাঠিয়ে দেবেন।'

'ইমেউস', উত্তরে বললেন ভদ্র এবং বীর ওডেসিউস, 'পিতা জিউস আমার মতোই তোমার প্রতি সদয় হোন আমাব এই ভবঘুরে বৃত্তি এবং আকাশকুসুম প্রত্যাশার ইতি টানলে বলে। বস্তুতঃ ভরঘুরে জীবনের চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থা মানুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। তবু নির্বাসন, দুর্ভাগ্য এবং দুর্দশা মানুষকে পেটের দায়ে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। যাহোক তুমি যখন আমাকে রাজকুমারের প্রত্যাবর্তন অবধি থাকতেই বলছো, তখন আশা করি, ওডেসিউস-এর মাতা এবং পিতার সংবাদ দিয়ে আমাকে সুখী করবে, যাঁদের তিনি বার্ধক্য অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা কি এখনো জীবিতদের জগতে রয়েছেন? কিংবা ইতিমধ্যেই মৃত এবং হেডেস-এর মন্দিরে তিরোহিত?'

'বন্ধু', প্রশংসনীয় শুকরপালক বললো, 'আনন্দের সঙ্গে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। লায়ারটেস, তাঁর কথাই প্রথম বলি, তিনি এখনো জীবিত। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি এই প্রার্থনাই করেন যে, মৃত্যু এসে রক্ত-মাংসের খাঁচা থেকে তাঁর আত্মাটি নিয়ে যাক। কেননা, নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের

জন্য সান্ত্বনাবিহীন তাঁর শোক। তেমনি শোক সেই মহীষী তার স্ত্রীর জন্যও যার মৃত্যু তাকে ভয়াবহতম আঘাত হেনেছে, সময়ের আগেই তাঁর বার্ধক্য আরো ঘনীভূত করে দিয়ে গেছে। আর তার কথা এই যে, তাঁর প্রতিভাদৃপ্ত সন্তানের চিন্তাই তাঁকে কবরে নিয়ে গেছে—এক ভয়ানক মৃত্যু, ইথাকায় আমার বন্ধুবান্ধব এবং পৃষ্ঠপোষক সবাইকে স্বর্গ যে এমন মৃত্যু থেকে রেহাই দেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, আমি নিয়মিত তাঁর সংবাদ নিতাম। কেননা, তিনিই তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ক্টিমিনির সঙ্গে আমাকে বড় করে তুলেছিলেন। হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গেই লেখাপড়া শিখি, তিনিও আমাদের প্রায় সমান চোখে দেখতেন। কিন্তু যখন আমাদের বয়োসন্ধিকাল ঘনিয়ে এলো, যে সময়েই প্রণয় তার পথ করে নেয়, তখনই তাঁরা সেমের একজনের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন—আর সেই লোক কী যৌতুকই না তাঁদের দিয়েছিল! আর আমাকে তার মাতা সুন্দর পোশাক, আলখেল্লা এবং একজোড়া জুতোই সাজিয়েছিলেন বৈকি এবং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই খামারে। কিন্তু সে সব সময়েই তার মনে আমার জন্য একটা স্নেহঘন স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। আহ্, তেমন করুণা আমি আর পাই না! এখানকার কাজ নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। এ সৌভাগ্যবান দেবতাদেরই ইচ্ছা-প্রচুর খাদ্যপানীয় আমাব রয়েছে, যারা আমার ওপর এসবের দাবিদার তাদের দেবার মতোও রয়েছে অঢেল। কিন্তু গৃহকর্তার কাছ থেকে আর কোনো ভালো কথা শুনতে পাই না, না পাই কোনো দাক্ষিণ্যের নিদর্শন। কারণ, ঘরটায় দুঃসময় নেমে এসেছে এবং তা গিয়ে পড়েছে দুর্বৃত্তদেব হাতে। তবু অনুচরদের জন্য এটা একটা কম অভাব বৈকি, তারা গৃহকর্ত্রীর মুখোমুখি হতে পারে না, সব সংবাদ শুনতে পায় না, কিছু খাবার না পায় হাতে, না পারে খামারে নিয়ে আসতে। অথচ এ ধরনের ব্যাপারে অনুচবদের হৃদয়মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়, নয় কি?'

'তুমি আমাকে অবাক করলে', বললেন ওডেসিউস। 'তুমি তাহলে খুবই ছোট্ট ছিলে, ইউমেউস, যখন তোমার পিতামাতা আর নিজের বাড়ি ছেড়ে এতদূরে এসেছিলে। তুমি কি বলবে না কি ঘটেছিলো? ওরা কি তোমাকে পথ থেকে অপহরণ করেছিল তোমাদের নগর লুণ্ঠনের সময়? কিংবা কোন ডাকাতদল পশুপাল হরণ করার সময় তোমাকেও একাকী ধরে নিয়ে আসে, জাহাজে তুলে এবং এখানকার প্রাসাদে এনে চড়াদামে বেচে দেয়?'

'বন্ধু', প্রশংসনীয় শূকরপালক উত্তরে বললো, 'আপনি আমার ধৃত হওয়ার কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন! বেশ, তাহলে শুনুন। মদ

পান করতে করতে আমার এ কাহিনী উপভোগ্যই হবে। এই রাতগুলোর যেন শেষ নেই। এগুলো একবারই মাত্র গল্পের সময় দেয়, ঘুমোবার সময় আসতে আসতে গল্পেই না হয় আনন্দ ভোগ করুন। তাছাড়া শীঘ্র শয্যায় যাওয়ার প্রয়োজনও তো আপনার নেই। অতিরিক্ত নিদ্রা খারাপও বটে। কিন্তু যাই হোক, ঘুম পেলে শয্যায় উঠে যাবেন। ঊষার প্রথম আভাষেই ওদের উপবাস ভঙ্গ করে রাজকীয় শূকরবাহিনী নিয়ে চলে যেতে হবে। ইত্যবসরে, না হয় আমরা দুজন এই কুটিরে বসে, মদ আর খাবারের সদ্ব্যবহার করতে করতে অতীত দিনের দুঃখময় স্মৃতিতে ফিরে যাই। কারণ, যে মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং দূরবিস্তৃত বিশ্ব ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হয়েছেন, তিনিও একদা তাঁর দুর্দশার স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পেয়ে যান।

'আপনি আমার কৈশোরের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তবে শুনুন। সাইরি নামে এক দ্বীপ আছে। হয়তো শুনে থাকবেন সে নাম, আর্টিজি-র প্রান্ত ছাড়িয়ে, যেখানে সূর্য বাঁক নিয়ে থাকেন। বসতি ঘন নয়, কিন্তু গবাদিপশু এবং মেষ চারণের খুবই উপযোগী, আঙুর এবং শস্যের ফলন অঢেল। দুর্ভিক্ষ সেখানে এক অজানা বিষয়, তেমনি রোগ ব্যাধিও। কোনো ভয়ানক বিপদ দ্বীপবাসীদের সুখ কখনো বিনষ্ট করে না। মানুষ বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলে রৌপ্যধানুকী এ্যাপোলো আরটিমিসের সঙ্গে এসে মৃদু শরাঘাতে শান্তিতে তার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যান। দ্বীপে দুটি নগর। দ্বীপবাসীরা সর্বত্র ছড়িয়ে বসবাস করতো। আমার পিতা অরমেনুস-এর পুত্র স্টেসিয়াস দুই নগরেরই রাজা ছিলেন, দেবতার মতো শাসন করতেন।

'একদা একদল কুখ্যাত ফেনিসীয় নাবিক দ্বীপে এসে উপস্থিত হলো। ওদের কৃষ্ণপোতে অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যাদির ছাড়া বেশী কিছু নেই, নিজেরা যেমন লোভী, তেমনি দুরাত্মা। এখন ঘটনাক্রমে আমার পিতার আশ্রয়ে ওদের বংশজাত একটি স্ত্রীলোক বাস করতো। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী এবং হাতের কাজেও দক্ষ। প্রতারক ফেনিসীয়রা শীগ্‌গীরই তার মাথা ঘুরিয়ে দিলো। ওদের একজন ওর সঙ্গে প্রণয়াভিনয় শুরু করে দিলো। সে কাপড় কাচতে গেলে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। লোকটা তাকে জাহাজের খোলে নিয়ে যায় এবং তার দেহ সম্ভোগ করে। স্ত্রীলোককে বিপথে নিয়ে যেতে প্রেমের মতো মহামন্ত্র আর কী আছে। আর তাছাড়া সে খুব সতী স্ত্রীলোকও ছিল না। লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করলো সে কে এবং কোথা থেকে এসেছে? সে আমার পিতার প্রাসাদের উঁচু ছাদ নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয় এবং বলে: 'আমি সিডন-এর বাশিন্দা, তাম্রব্যবসায়ীদের বাসভূমি। আমি আড়িবাসের কন্যা—খুবই ধনী ছিলেন তিনি। কিন্তু একদিন যখন পল্লী

অঞ্চল থেকে ফিরছিলাম একদল জলদস্যু আমাকে ধরে ঐ প্রাসাদে নিয়ে আসে এবং বেচে দেয়। তিনি বিনিময়ে চড়াদাম দিয়েছিলেন বটে।'

'তাহলে তোমার কি ইচ্ছে হয়', সম্ভোমকারী বললো, 'আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে এবং আবার তোমার নিজ গৃহের উ'চু ছাদ আর তার ভেতরে তোমার পিতামাতাকে দেখতে? আমি তোমাকে বলছি, তাঁরা এখনো জীবিত আছেন এবং আগের মতোই ধনীও।'

'এক্ষুণি এ সুযোগ আমি নেব' স্ত্রীলোকটি বললো, 'যদি তোমার নাবিকরা শপথ করে বলে যে, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে আমাকে বাড়ি পেঁছে দেবে।'

'তার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রুতি দিতে ওদের দ্বিধা ছিল না এবং বেশ জাঁক করেই ওরা শপথ নিলো। কিন্তু স্ত্রীলোকটির ওদের আরো কিছু কথা শোনাবার ছিল। 'তোমরা সবাই মুখ বন্ধ রাখো', সে বললো, এবং তোমাদের কেউ যেন আমার সঙ্গে পথে কিংবা কু'য়োর ধারে দেখা হলে একটা কথাও না বলে। কেউ দেখে ফেললে বুড়োকে বলে দিলে তার সন্দেহ হবে এবং লোহার শেকলে আমাকে বে'ধে রাখবেন এবং দেখবে তোমাদের সকলকে মেরে ফেলতে তিনি কী করেন। না, ব্যাপারটা নিজেদের ভেতর রাখো এবং বাড়ি ফেরার কেনাকাটা সেরে নাও যত তাড়াতাড়ি পার। জাহাজ রসদাদিতে প্রস্তুত হলে বাড়িতে খবর পাঠাবে। আমি কিছু সোনা নিয়ে আসব, হাতে যত বয়ে আনা যায়। আর যাতায়াত ভাড়ার জন্যও অন্য কিছুও তোমাদের আমি দেব আনন্দের সঙ্গেই। আমি সেই অভিজাত গৃহে একটি শিশুর কর্ত্রীর কাজ করি—ছোট্ট একটা চালাক শয়তান, বাইরে গেলেই আমার সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে ফেরে। আমি ওকেও সঙ্গে করে আনব। যে-কোন বিদেশী বন্দরে ওকে বেচে দিলে অনেক টাকা পেয়ে যাবে তোমরা।' এই বলে সেই নারী ওদের ছেড়ে আমাদের আরামপ্রদ গৃহে ফিরে এলো।

'বণিকেরা আমাদের সঙ্গে পুরো এক বছর কাটিয়ে দিলো। এ সময়ে ওরা প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করে জাহাজ ভরে তুললো। যখন ওদের খোল বোঝাই হয়ে গেলো এবং জাহাজেরও সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলো ওরা স্ত্রীলোকটাকে খবর দেয়ার জন্য একটা লোক পাঠালো। চতুর দুর্বৃত্তটা এরই মধ্যে স্ফটিক গোলক বসানো একটা সোনার হার নিয়ে আমার পিতার বাসগৃহে আগমন করতো। আমার মা এবং পরিচারিকারা হারটি নিয়ে দামাদামী করছিল এবং সবারই চোখ ওটার ওপর যখন নিবদ্ধ তখন অলক্ষ্যে ছিল সে আমার ধাত্রীর দিকে মাথা নেড়ে তার ইংগিত জানিয়ে দিলো এবং জাহাজে পালিয়ে গেলো। এরপর স্ত্রীলোকটি আমাকে হাত দিয়ে ধরে দ্বারপথে

নিষ্ক্রান্ত হলো। প্রবেশকক্ষে টেবিলের ওপর প্রদত্ত ভোজে ব্যবহৃত পিতার মিত্রবর্গের সম্মানার্থে মদপাত্রগুলো পড়ে ছিল। অতিথিরা জনসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণে গেছেন। সে তাড়াতাড়ি তিনটি পাত্র বক্ষদেশে লুকিয়ে ফেললো এবং বেরিয়ে পড়লো, আমি শিশুসুলভ সারল্যে ওকে অনুসরণ করলাম।

'এতক্ষণে সূর্য অস্ত গিয়েছে। আমরা অন্ধকার পথ অতিক্রম করে বিশাল পোতাশ্রয়ের দিকে ধাবিত হলাম। সেখানে দ্রুতগামী ফেনিসীয় পোতটি অবস্থান করছিল। ওরা তৎক্ষণাৎ আমাদের জাহাজে উঠিয়ে নিলো, নিজেরাও আরোহণ করলো এবং উন্মুক্ত সাগর অভিমুখে যাত্রা হলো শুরু। ভাগ্যগুণে অনুকূল বায়ু হলো সহায়ক। পুরো ছয়টি দিবারাত্র অবিচল অগ্রযাত্রা অব্যাহত রইলো। কিন্তু সপ্তম দিনে ধনুকধারিণী আর্টেমিস স্ত্রীলোকটিকে আঘাত হানলেন এবং সে গাংচিলের মতো পাটাতনের ওপর সটান পড়ে গেলো। ওরা ওর শবটি সাগরজলে নিক্ষেপ করলো, সীল এবং অন্যান্য মৎস্যের মহোৎসব লেগে যাবে গলিত মাংসের ভোজে। আমার দুর্ভোগ নিয়ে হয়ে পড়লাম একা। যথাসময়ে বায়ু এবং স্রোত আমাদের ইথাকায় উপনীত করলো। সেখানে লায়ারটেস কিছু সম্পদের বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করলেন। এভাবেই এদেশে, মহাত্মন, আমি প্রথম দৃষ্টি স্থাপন করেছি।'

'ইউমেউস', বললেন রাজা ওডেসিউস, 'তোমার দুর্ভাগ্যের জীবন্ত বিবরণ আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। তবে তুমি স্বীকার করবে, স্বর্গ কিছু সৌভাগ্যও তোমাকে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হলেও, দুর্দশার মধ্য দিয়ে একজন দয়ালু গৃহকর্তার আশ্রয়ই তোমার মিলেছিল, স্পষ্টতঃই তিনি তুমি যাতে যাথাযথ খাদ্য এবং পানীয় পাও, সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ফলে যে জীবন তুমি যাপন করছো তা ভালোই। আর আমি দুনিয়ার অর্ধেক নগর ঘুরে তবে এমন একটা আশ্রয়ে অবশেষে উপনীত হতে পেরেছি।'

এভাবে তাঁরা কথোপকথনে পরস্পরকে প্রীত করলেন। যখন শুয়ে পড়লেন ঘুমোবার মতো বেশী রাত আর বাকী ছিল না। ঊষা তাঁর স্বর্ণ সিংহাসনে অচিরেই উপবেশন করলেন।

এর মধ্যে টেলিমেকাস ইথাকার উপকূলে পেঁৗছে গেছেন। তাঁর অনুচরেরা পাল নামিয়ে ফেলছিল। মাস্তুল নীচে নামানো হলো, তারা জাহাজটি তীর-ভূমিতে দাঁড় বেয়ে নিয়ে এলো। সেখানে নোঙর ফেলে কাছি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো জাহাজটি। তারপর জাহাজ থেকে লাফিয়ে তীরভূমিতে নেমে প্রাতঃরাশ প্রস্তুত করলো এবং মিশ্রিত করলো ঝলমলে মদ। সুবিবেচক

টেলিমেকাস নির্দেশ দেয়ার আগে উদরপূর্তি খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণের সুযোগ দিলো ওদের। 'তোমরা এখন জাহাজ বন্দরে নিয়ে যাবে।' তিনি বললেন, 'আমি খামারে যাচ্ছি শূকরপালকদের দেখতে। সম্পত্তির দেখা-শোনা শেষে সন্ধ্যার দিকে আমি শহরে ফিরবো। কাল সকালে সমুদ্রযাত্রার পারিশ্রমিক তোমরা পাবে—আর পাবে একটা ভালো ভোজ, প্রচুর মাংস এবং তা গলাধকরণ করতে সুস্বাদু মদ।"

'আর আমার কি হবে, প্রিয় সন্তান ?' জিজ্ঞেস করলেন মহান যাত্রী থিওক্লাইমেনুস। আপনার প্রধানদের কার গৃহ আমার আশ্রয়স্থলরূপে গণ্য হবে, আপনার এই বন্ধুর ইথাকায় ? না, আমি সোজা আপনার মাতার কাছেই আপনার প্রাসাদেই চলে যাব ?'

'অন্য সময় হলে' বললেন পরিণামদর্শী টেলিমেকাস, আমার নিজ গৃহেই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতাম। সেখানে অতিথি আপ্যায়নের অভাব হতো না কিন্তু ঘটনার যে গতি, আপনার জন্যই, আমি সে ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারি না। কারণ, আমাকে আপনি পাশে পাবেন না। এবং মা-ও আপনাকে দেখা দেবেন না। তিনি কদাচিৎ তাঁর পাণিপ্রার্থীদের সাক্ষাতে প্রধানকক্ষে আগমন করে থাকেন। বরং নিজেকে আলাদা করে দ্বিতলে নিজের কক্ষে বয়ন কাজে তাঁত নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সর্বদা। যাহোক, একজনের কাছে আপনি যান, তার নাম আমি বলছি। তিনি ইউরিমেকুস পলিবুস-এর পুত্র—একজন জ্ঞানী পিতার এক মহান সন্তান। এ যুগে আমার দেশবাসীর আদর্শ তিনি। তিনি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অবশ্য মা'র পাণিগ্রহণে সবচেয়ে আগ্রহীপ্রার্থীও বটে। কিন্তু কেবল স্বর্গাধিপতি জিউসই জানেন বিবাহ-অভিলাষী সবার জন্যই তিনি খুবই অশুভ লিখন লিখে রেখেছেন কিনা।'

টেলিমেকাস-এর এ বক্তব্য এক শুভ লক্ষণের সমর্থনে ধন্য হলো. একটি পাখি ডানদিক দিয়ে গেল উড়ে। এটা একটা বাজ. এ্যাপোলোর পক্ষ শোভিত দূত—একটা পায়রা থাবায় ধরা। ছিন্ন পায়রার পালক মৃত্তিকা নেমে আসছে জাহাজ এবং স্বয়ং টেলিমেকাস এর মাঝখানটায়। থিওক্লাই মেনুস তাঁকে ইংগিতে অনুচরদের নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেলেন, হস্ত ধারণ করলেন এবং অভিনন্দ জানালেন। 'টেলিমেকাস' তিনি বললেন, 'এই যে পাখিটা আপনার পাশ দিয়ে উড়ে গেলো, নিশ্চয়ই তা স্বর্গের শুভ বার্তাবহ আমি সোজা তার ওপর চোখ রেখেছিলাম। আমি জানি এ ইংগিতবহ পাখি ইথাকায় আপনার ব্যতীত আর কারো রাজপ্রাসাদ থাকবে না। না, ক্ষমতা আপনারই হাতে সব সময়ের জন্য।'

'বন্ধু আমার', টেলিমেকাস বললেন, 'আপনি যা বললেন তা সত্য হোক। সত্য হলে, আমার ঔদার্য থেকে বুঝতে পারবেন বন্ধুত্ব কাকে বলে এবং সমগ্র বিশ্ব আপনার সৌভাগ্যে আপনাকে ঈর্ষা করবে। তারপর তিনি তাঁর অনুগত বন্ধু ক্লাইটিউস-এর পুত্র পেইরায়েউস-এর দিকে ফিরে বললেন : পেইরায়েউস পাইলসে যারা আমার সহযাত্রী হয়েছিল তাদের মধ্যে তোমাকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত আমি দেখেছি। তুমি এখন আমাদের এই অতিথির দায়িত্ব গ্রহণ করবে? আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সমাদর এবং আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই করবেন না আশা করি?'

এর উত্তরে বীর পেইরায়েউস বললেন, 'যতদিন খুশি ততোদিন এখানে থাকুন আপনি টেলিমেকাস, আমি এর যত্ন নেব। তিনি আথিতেয়তার ত্রুটির কোনো অভিযোগই উত্থাপন করবেন না।'

পেইয়ায়েউস অতঃপর জাহাজে উঠে পড়লেন এবং বাকি সবাইকেও কাছি খুলে দিয়ে উঠে পড়তে বললেন। তারা দ্রুত আরোহণ করলো এবং নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হলো। ইতোমধ্যে টেলিমেকাস জুতোর ফিতা আটলেন এবং পাটাতন থেকে তীক্ষ্ম তাম্রফলকের দৃপ্ত বর্শাটি তুলে নিলেন। অনুচরেরা দড়িদড়া বন্ধনমুক্ত করলো, ধাক্কা দিয়ে চালিত করলো জাহাজ এবং পাল তুলে দিয়ে শহরের দিকে চলে গেলো। তাদের রাজা ওডেসিউস-এর পুত্র টেলিমেকাস যেমন নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক তেমনি। কিন্তু টেলিমেকাস পায়ে হেঁটে চললেন। দ্রুত পা ফেলে এগোতে লাগলেন খামার প্রাঙ্গণে পেঁছান অবধি, যেখানে তাঁর বিশাল শূকরপালগুলো রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে অনুগত-হৃদয় শূকরপালক, যার মনে প্রভুগৃহের কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কিছুই নেই।

ষোল

ওডেসিউস পুত্রের সাক্ষাৎ পেলেন

টেলিমেকাস-এর আগমনমুহূর্তে ওডেসিউস এবং গুণী শূকরপালক কুটিরে প্রাতঃরাশ প্রস্তুতে নিয়োজিত ছিলেন। তখন ঊষাকাল, কেবল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং তারা লোকজনদের শূকরদলসহ চারণক্ষেত্রে প্রেরণ করেছেন মাত্র। কুকুরগুলো স্বভাবতঃই কোলাহলপ্রিয়, কিন্তু আগন্তুক দেখে ডেকে তো উঠলোই না, বরং সানন্দে লেজ নেড়ে স্বাগত জানাতে লাগলো। ওডেসিউস পদশব্দ শুনতে পেলেন, সেই সঙ্গে কুকুরগুলোর বন্ধুসলুভ আচরণও লক্ষ্য করলেন। তক্ষুণি সজাগ হয়ে সংগীর দিকে ফিরে বললেন, 'ইউমেউস, তোমার একজন অতিথি এসেছেন। তাঁর পদশব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তিনি তোমার বন্ধু হবেন নিশ্চয়ই কিংবা এখানকার পরিচিত কেউ। কেননা, কুকুরগুলো চীৎকারের বদলে লেজ নাড়ছে।'

তাঁর বক্তব্যের শেষ কথা মুখে থাকতে থাকতেই তাঁর পুত্র দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন। ইউমেউস বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলো। পানপাত্রে ঝলমলে মদ মিশ্রিত করছিলো সে, ছলকে পড়ে গেল তা। সে দৌড়ে এগিয়ে গেলো তার তরুণ প্রভুর সামনে। তাঁর কপালে চুমো খেলো, সুন্দর দুই চোখে চুমো খেলো, ডানহাতে চুমো খেলো, তারপর বামহাতে, দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আনন্দ-অশ্রু। যেন স্নেহান্ধ পিতা, নয় বছর প্রবাসে থাকা পুত্রের ফিরে আসায় স্বাগত জানাচ্ছে, তার একমাত্র সন্তানকে। প্রশংসনীয় শূকরপালক দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলো রাজকুমারকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে ফেললো তাঁকে, যেন বা এইমাত্র মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন তিনি।

'তাহলে ফিরে এসেছেন আপনি টেলিমেকাস, আমার চোখের আলো।' আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বললো সে। 'আর আমি ভাবছিলাম, আর বুঝি আপনাকে আমি দেখাবো না, সেই যে পাইলসে গেলেন। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন, প্রিয় সন্তান, প্রাণভরে আমাকে দেখতে দিন, ঘরে ফিরেছে বিভোল পথিক আমার। আমরা শূকরপালকরা আপনাকে এখানে কমই

দেখতে পাই। শহর আপনার বড় বেশী প্রিয়। এ যেন ভগ্নপোতের লুণ্ঠনের মজা দেখতে আসার মতো ব্যাপার আর কি!'

'আনন্দের সঙ্গেই ভেতরে আসবো, পিতৃব্য।' টেলিমেকাস বললেন। 'বস্তুতঃ আপনার জন্যই এখানে আমার আসা। আপনাকে নিজে দেখা এবং মা'র সম্পর্কে খবর নেয়াই আমার উদ্দেশ্য। তিনি কি এখনো প্রাসাদেই রয়েছেন, না, পুনর্বার বিবাহ করেছেন? আর ওডেসিউস-এর শয্যা কি মাকড়াসার জালে ছেয়ে গেছে লোকাভাবে?'

'অবশ্যই তিনি এখনো গৃহেই অবস্থান করছেন।' বললো উত্তম শূকরপালক। 'তিনি নিজহৃদয় ধৈর্যধারণে সুশিক্ষিত করেছেন, যদিও তাঁর আঁখিযুগল কখনো অশ্রুমুক্ত নয় এবং তাঁর মন্থর দিনরাত্রি শোকভাবে অতিক্রান্ত হচ্ছে।'

তিনি কথা শেষ না করতেই সে তাঁর তাম্রবর্শা খুলে নিলো। টেলি-মেকাস পাথরের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তিনি ভেতরে এলে ওডেসিউস, তাঁর পিতা, উঠে দাঁড়ালেন তাঁর আসন তাঁকে দেয়ার জন্য। কিন্তু টেলিমেকাস কক্ষের অপর পার্শ্ব থেকে ভদ্রতা সহ-কারে তাঁকে বিরত করলেন এবং বললেনঃ 'আপনার আসনেই বসুন মহাত্মন! আমাদের এ খামারে আমার বসার জন্য একটি আসন অবশ্যই পাব। নিশ্চয়ই কেউ এনে দেবে।'

সুতরাং ওডেসিউস নিজ আসনে উপবেশন করলেন। শূকরপালক সবুজকাষ্ঠ খণ্ড একত্র করে পশুচর্ম তার ওপর প্রসারিত করে দিলো, টেলিমেকাস তাতে উপবেশন করলেন। ইউমেউস তখন তাঁদের পাশে পোড়ানো মাংস পাত্রে সজ্জিত করে রাখলেন, গতরাতের বেচে যাওয়া খাদ্য ছিল তা। পরম আগ্রহে রুটির স্তূপ রাখলো সে সেইসঙ্গে এবং সুমিষ্ট মদ্যমিশ্রিত করে আনলো শ্বেত-কাষ্ঠপাত্রে। এ কাজ শেষ করে সে নিজে রাজা ওডেসিউস-এর বিপরীতে আসন গ্রহণ করলো এবং সবাই সম্মুখের সুখাদ্যের দিকে সদ্ব্যবহারে মন দিলো। পানাহারে তৃপ্ত হওয়ার পর টেলিমেকাস গুণী শূকরপালকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'পিতৃব্য, কোথা থেকে আপনার এই অতিথির আগমন? আমি নিশ্চিত যে, পায়ে হেঁটে তিনি ইথাকায় আসেননি। কোন জাহাজের নাবিকরাই তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। কি করে তা ঘটেছে এবং তাঁদের পরিচয়ই বা কি?'

'প্রিয় সন্তান', ইউমেউস উত্তর করলো, 'আমার কাছ থেকে সত্য ছাড়া আপনি আর কিছুই শুনবেন না। তিনি বলছেন যে, তিনি বিশাল দ্বীপ

ক্রীটের অধিবাসী। গৃহচ্যুত হয়ে সারা বিশ্বের অর্ধেক শহর তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভবিতব্য এই দুঃখের নিয়তিই যেন তাঁর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু অতি সাম্প্রতিকালে তিনি একটি থেসপ্রোটিয়ান জাহাজ থেকে কোনক্রমে পলায়নে সক্ষম হন এবং অবশেষে আমার এই কুটিরদ্বারে এসে উপনীত হয়েছেন। আমি তাঁকে আপনার কর্তৃত্বে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি। আপনার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা এঁর সম্পর্কে নেবেন। কেননা, ইনি নিজেই আপনার দয়ার ওপর নিজেকে ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছেন।'

'ইউমেউস, এটা আমার জন্য বড়ই অস্বস্তিকর।' চিন্তিতভাবে টেলিমেকাস উত্তর করলো, 'আমি কি করে আগন্তুককে আমার গৃহে আশ্রয় দিই? প্রথম কথা, আমি এখনো বালক মাত্র। আমার এখনো আশংকা রয়েছে, কেউ যদি আমার সঙ্গে হঠাৎ কলহে অবতীর্ণ হয় আমি শারীরিক শক্তিতে তার সঙ্গে পেরে উঠবো কিনা সন্দেহ। আর ওদিকে মা'র মন দ্বিধাবিভক্ত। তিনি কি প্রাসাদেই থেকে আমার গৃহ রক্ষা করবেন পিতার শয্যার প্রতি সম্মান এবং জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা সমুন্নত রেখে, না, প্রাসাদে সমবেত পাণিপ্রার্থী অভিজাতদের ভেতর থেকে সর্বোচ্চ যৌতুকদাতা সর্বোত্তম কাউকে বেছে নিয়ে তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে গৃহান্তরে চলে যাবেন? তবু, যাই হোক, আগন্তুক যখন আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, তাঁকে পোশাক এবং আলখেল্লা প্রদান করুন, জুতা দিন পদযুগলের জন্য এবং একটি দ্বি-ধার তরবারি এবং দেখবেন তিনি যেখানে যেতে চান সেই গন্তব্যে যেন তাঁকে পেঁছানো হয়। কিন্তু আমি খুশী হব যদি তিনি আমারেই থেকে যান এবং আপনি তাঁর দেখাশোনা করেন। আমি তাঁর পোশাকাদি পাঠাবো এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যাদিও। এতে আপনার এবং আপনার লোকজনের বোঝা তিনি হবেন না মোটেও। তবে তাঁকে আমি প্রাসাদে আসতে এবং পাণিপ্রার্থীদের সাক্ষাতের অনুমতি দেব না। কারণ, ওদের নিষ্ঠুরতা সীমাহীন। ওরা তাঁকে অপমান করতে পারে—তার সম্ভাবনাও খুবই বেশী, তা আমার মনে খুবই লাগবে। একটা দঙ্গলের বিরুদ্ধে একা একজনের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়, যতো শক্তিমত্তাই সে হোক না কেন। এটাই ওদের বিরাট সুবিধা।'

'আমার বিশ্বাস মহাত্মন', বীর ওডেসিউস বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনাদের আলোচনায় আমার যোগদানে কোনো বাধা নেই। পাণিপ্রার্থীদের ভয়াবহ আচরণের যে বিবরণ আমি শুনলাম তাতে আমার মনে গভীর ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে। আপনার মতো ভদ্রব্যক্তিকে একই গৃহে তা সহ্য করতে হচ্ছে। আমাকে বলুন, আপনারা কি এসব মাথা নিচু করে সয়েই যাবেন? ইথাকার

লোকেরাও কি অমানুষিক অনাচারের প্রবাহে গা ভাসিয়ে সব আপনাদের শত্রু হয়ে গেছে? আপনার জ্ঞাতিরা কি পরমাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এই মহাবিপদে আপনাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না? আহ্, এখনো যেমন খেতে পারি তেমনি যদি যৌবন থাকত আমার তাহলে কাজে আসতাম। আমি মহান ওডেসিউস-এর পুত্র হতাম যদি কিংবা হতাম যদি আমিই স্বয়ং ওডেসিউস—সমুদ্রযাত্রা শেষে ফিরে এসেছেন, অবশ্যই সে সম্ভবনা এখনো রয়েছে! আমি এক্ষুণি এখানেই আমার মস্তক দিতে প্রস্তুত হতাম! আমি সোজা চলে যেতাম লেয়ার-টেসের উত্তরাধিকারীর প্রাসাদে এবং সেই জনতার সামনে এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়াতাম। হলোই বা ওরা সংখ্যায় বেশী, আর আমি একা? তরবারির আঘাতে নিজ গৃহে আমি মৃত্যুবরণ করতাম, কিন্তু তবু এই নিরন্তর অনাচারের পুনরাবৃত্তি, রবাহুতের বর্বর আচরণ, সেই সুন্দর গৃহে পরিচারিকাদের ধর্ষণ, জলের মতো মদের অপচয়, ঐ দুরাচারদের দাম্ভিক স্বেচ্ছাচার, সবই ক্রীড়াচ্ছলে তছনছ করে দেয়, কোনো সংকোচ নেই, কোনো বিচার বিবেচনার লেশমাত্র নেই—না কিছুই আমি সইতাম না!'

'বন্ধু আমার', বললেন জ্ঞানী টেলিমেকাস, 'পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে। আমি একথা বলবো না জনসাধারণ আমার বিপক্ষে চলে গেছে এবং আমার বিরুদ্ধে হিংস্র মনোভাব পোষণ করছে। আমার পাশে দাঁড়াবার মতো জ্ঞাতিদেরও আনুগত্যের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ আমি করতে পারি না। কারণ, জিউস এক সন্তানের পরিবারই আমাদের বংশধারার রীতি করে তুলেছেন। লায়ারটেস ছিলেন আরসিঈসিউস-এর একমাত্র পুত্র এবং ওডেসি-উস লায়ারটেস-এর এবং আমিও ওডেসিউস-এর একমাত্র পুত্রসন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছি যখন মাত্র তখনই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করেন—আমার সান্নি-ধ্যের সামান্য তৃপ্তিই তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। ফলে গৃহটি শত্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। দ্বীপের প্রধানদের মধ্যে ডুলিচিউম, সেম, বনাশ্রিত জেবসিনথুস কিংবা পার্বত্য ইথাকার এমন কেউ বাদ নেই যিনি আমার মা'র পাণিপ্রার্থী না হয়েছেন এবং আমার সম্পত্তির দেদার অপচয় না করছেন। আর মা? তিনি অস্বীকৃতি জানাতে পারেন না। পক্ষান্তরে পুনর্বিবাহে তাঁর দারুণ ঘৃণা সত্ত্বেও কোনো সিদ্ধান্তের মীমাংসায় পৌঁছাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইত্যবসরে ওরা আমার ধনসম্পদ খেয়ে শেষ করছে। আমি অবাক হবো না, আমাকেও যদি ওরা শেষ করে দেয়। যাহোক, সমগ্র পরিস্থিতিই ঈশ্বরের করুণাধীন। এখন, পিতৃব্য, আপনি শীঘ্র মাকে গিয়ে আমার নিরা-পদে পৌঁছার খবরটা দেবেন? আপনি খবর দিয়ে ফিরে না আসা অবধি আমি এখানেই অপেক্ষা করব। তাঁকে সংগোপনে একাকী সংবাদটি দেবেন।

প্রাসাদের আর কেউ যেন জানতে না পারে। আমার ক্ষতি করতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন লোক সেখানে অনেক।'

'আমি জানি, আমি বুঝি', বললো শূকরপালক ইউমেউস। 'আপনি যাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন সে নিজের কাজ ঠিকই বোঝে। কিন্তু লায়ারটেসকেও সংবাদটি দেয়া সম্পর্কে আপনি কি বলেন, আমি কি সেখানেও যাব? বেচারা ওডেসিউস-এর দুঃসহ শোকে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং যা হোক, হাতে যা পায় খাচ্ছিলও। কিন্তু, শুনছি, আপনার পাইলসে যাওয়ার পর থেকে—না মুখে দিচ্ছেন এক কামড় রুটি, না একঢোক পানীয়—না একবার খামারের কাজে চোখ। বসে বসে কাঁদছেন আর গোংরাচ্ছেন—শরীরে শুধু হাড় আছে, মাংসের অবশেষও নেই।'

'যথেষ্ট দুঃসংবাদ' বললেন সতর্ক টেলিমেকাস 'কিন্তু তাঁকে সেভাবে থাকতে দিতে হবে। এ-কারণে নয় যে, তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি নেই। লোকে যদি জিজ্ঞেস করে, তবে কি আমি বলবো, ওডেসিউস-এর প্রত্যাবর্তনই আমার প্রথম ভাবনার বিষয়। যাহোক, সংবাদ প্রদান করেই আপনি সোজা চলে আসবেন। লায়ারটেস-এর খোঁজে গ্রামের ভেতর অযথা ঘুরতে যাবেন না। তবে মাকে বলবেন তিনি যেন গোপনে তাঁর কোনো পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দেন, সেই বৃদ্ধকে খবরটা দিতে পারবে।'

টেলিমেকাস তাঁর সংবাদ তাকে দিলেন। ইউমেউস পাদুকা পরিধান করে পায়ে ফিতা আঁটলো এবং শহরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলো। খামারবাড়ি থেকে তার প্রস্থান এথিনির দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি এখন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী এক মার্জিতা মহিলার রূপ ধরে কুটিরের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে এলেন এবং ওডেসিয়ুস-এর নিকট নিজেকে প্রকাশিত করলেন। টেলিমেকাস তাঁকে না দেখতে পেলেন, না তাঁর উপস্থিত সম্পর্কে অবহিত হলেন। দেবতারা সবার চোখে নিজেদের দৃশ্যমান করেন না। ফলে ওডেসিউস এবং কুকুরগুলোই কেবল তাঁকে দেখতে পেলো। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করলো না, বরং ত্রাসে কেঁা কেঁা করতে করতে খামারের অন্য পাশে পালিয়ে গেলো। এথেনি ওডেসিউস-এর দিকে ভ্রূকুটি করলেন এবং মাথা নাড়লেন। তিনি তাঁর ইংগিত বুঝতে পেরে ঘর ছেড়ে বিশাল প্রাচীরটির পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সম্মুখে নিজেকে উপস্থিতি করলেন। এথেনি তাঁকে বললেন, 'হে লায়ারটেসের রাজকীয় পুত্র ক্ষীপ্রবুদ্ধি ওডেসিউস, টেলিমেকাসকে তোমার গোপন অভিসন্ধি জানাবার সময় এসে গেছে। এতে তোমারা দুজন একত্রে পাণিপ্রার্থীদের পতন এবং মৃত্যু ঘটাবার পরিকল্পনা নিতে পারবে এবং তোমাদের

প্রসিদ্ধ নগর অধিকারের পথও প্রশস্ত হবে। আমি তোমাদের দুজনকে বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকব না। আমি যুদ্ধের জন্যও ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।'

'কথা শেষ করেই এথেনি তাঁকে স্বর্ণদন্ড দিয়ে স্পর্শ করলেন আর দেখ কী আশ্চর্য তাঁর কাঁধে পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং আলখেল্লা শোভিত হয়ে উঠলো; তাঁর কাঠামো সমুন্নত হলো এবং তার যুবাসুলভ শক্তিমত্তা পুনরায় ফিরে এলো। তাম্রদীপ্ত গাত্রবর্ণ পুনর্বাসিত চোয়াব দৃঢ়বদ্ধ এবং গন্ডদেশে শ্রশ্রুরাজি কৃষ্ণ বর্ণে শোভামন্ডিত হলো। তাঁর কাজ শেষে এথেনি অন্তর্হিত হলেন। ওডেসিউস কুটিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর পুত্র বিস্ময়াভূত দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে, পরে বুঝি বা কোনো দেবতা এই ভয়ে দৃষ্টি নিলেন ফিরিয়ে এবং বললেন ভয়াকুল কণ্ঠেঃ আগন্তুক, যে লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন আপনি তো তিনি নন। আপনার পোশাক ভিন্ন, আপনার গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত। আমি এটুকুই ভাবতে পারি আপনি নিশ্চই সেই দেবতাদেরই কেউ হবেন যাঁরা বিশাল আকাশে বসবাস করেন। আমাদের ওপর দয়া করুন। আমরা আপনাকে কারুকাজ করা স্বর্ণের উপাচারে পুজো দেব। আমাদের ওপব করুণা করুন।

'আমাকে অমব বলে মনে করছ কেন?' বললেন মহৎ এবং ধৈর্যশীল ওডেসিউস। বিশ্বাস কর, আমি দেবতা নই। আমি তোমার পিতা, যার জন্য এত দুঃখ, এত বিপদ, মানুষের হাতে এত লাঞ্ছনা তুমি সয়েছ।'

এই বলে তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং নিজের গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুরাশি ভূমিতে গড়িয়ে পড়তে দিলেন, কিন্তু নিজেকে দৃঢ় সংযমে আবদ্ধ রাখলেন। কিন্তু টেলিমেকাস এ-সত্য গ্রহণ করতে পারছিলেন না যে, এই তাঁর পিতা, সেজন্য আবার তিনি দ্ব্যর্থ মনোভাব ব্যক্ত করলেন। 'আপনি আমার পিতা নন', তিনি বললেন, 'আপনি ওডেসিউস নন। মনে হয়, আমার দুঃখকে আরো তিক্ত করে তুলতেই কেউ আমার সঙ্গে খেলছে। কোনো মরণশীল মানুষ দেবতার সহায়তা ছাড়া এমন যাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে না। তবে আমি জানি কোনো দেবতা ইচ্ছে করলে যৌবন ও বার্ধক্যের এমনি রূপান্তর সহজেই ঘটাতে পারেন। কী আশ্চর্য, একটু আগেই আপনি ছিলেন নোংড়া কাপড় জড়ানো এক বৃদ্ধ আর এখন দেখাচ্ছেন যেন স্বর্গে বসবাসকারী দেবতাদেরই একজন।'

'টেলিমেকাস' উত্তর করলেন ওডেসিউস—যিনি কোনো অবস্থাতেই অপ্রতিভ হন না, 'তোমার পিতার প্রত্যাবর্তনে এত অতিরিক্ত বিস্ময়াপন্ন, এত হতভম্ব হয়ে পড়েছ, এর কি যুক্তি আছে, বলো তো? তুমি নিশ্চিত থাক, আর কোন দ্বিতীয় ওডেসিউস-এর প্রত্যাবর্তন তুমি দেখবে না। হ্যাঁ,

আমিই সেই লোক, যাকে এখানে দেখছ, উনিশ বছর পরে নিজ বাসভূমে অনেক দুঃখ অনেক পথভ্রান্তির পর ফিরে এসেছি। আর এই যে আমার পরিবর্তন— এ সবই যুদ্ধদেবী এথেনির বাজ। তিনি সবই করতে পারেন, আমাকে যেমন ইচ্ছে তেমনই দেখাতে পারেন—এক সময় ভিক্ষুকের মতো, পর-মুহূর্তেই সুবেশধারী যুবক। স্বর্গের দেবতাদের পক্ষে মানুষের রূপ বাড়ানো বা নষ্ট করা কোন কঠিন কাজ নয়।'

ওডেসিউস বসে পড়লেন। টেলিমেকাসও নরম হলেন। তিনি তাঁর মহান পিতার কণ্ঠদেশ দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। এখন তাঁরা উভয়েই উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়লেন শাবকবিধুরা পাখির মতো বিরামহীন সশব্দ ক্রন্দনে। গ্রামবাসীরা বাসা থেকে পক্ষবিহীন শাবক চুরি করে নিয়ে গেলে সমুদ্র ঈগলরা তীক্ষ্ণনখা বাজ যেমন শোকে উন্মাদ হয়ে যায় তেমনি উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। তাঁরা দুজন চোখের আগল খুলে দিলেন যেন করুণ অশ্রুধারা অবারিত হলো। এমনি করুণাঘন আবেগে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতো হয়তো, কিন্তু টেলিমেকাস-এর মনে এক প্রশ্ন এলো হঠাৎ। 'কিন্তু, পিতা', তিনি বললেন, 'কী ধরনের জাহাজে আপনি এ-মুহূর্তে ইথাকায় এসে পৌঁছলেন? কারা আপনাকে নিয়ে এলো? এটাতো স্পষ্ট যে আপনি পায়ে হেঁটে আসেননি?''

'প্রিয় পুত্র', ওডেসিউস বললেন, 'সব কথাই তুমি শুনতে পাবে। ফ্যায়সীয়রা আমাকে এখানে রেখে গেছে। নাবিকবৃত্তিতে তাদের দক্ষতার কথা তা তুমি জানো, আর যে সব আগন্তুক ঘটনাক্রমে তাদের দ্বীপে আশ্রয় নেয়, তাদের কীভাবে তারা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়, তা-ও জানো নিশ্চয়ই। তারাই তাদের এক দ্রুতগামী জাহাজে আমায় ইথাকায় নিয়ে আসে-সারা সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তারা আমাকে আশ্চর্য সুন্দর উপহার সামগ্রীও দিয়েছে—অঢেল তামা সোনা এবং তাঁতবস্ত্র, সবই ঈশ্বরের কৃপায় গুহাতে লুকানো রয়েছে। পরিশেষে এথেনির নির্দেশে আমি এখানে এসেছি, আমাদের শত্রুনিধনের পরামর্শের জন্য। এখন তুমি আমাকে ওদের নাম একে একে বল, এতে আমি ওদের সঠিক পরিচয় এবং সংখ্যা বুঝতে পারবো। তারপর সাহসের সঙ্গে এ-সমস্যার মুখোমুখি হবো আমি - আমরা ঠিক করতে পারবো আমরা দুজনেই ওদের জন্য যথেষ্ট হবো, না, আরো সাহায্যের দরকার হবে।'

'পিতা', টেলিমেকাস তাঁর স্বাভাবিক বিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'সৈনিক হিসেবে শক্তি এবং বুদ্ধি ব্যবহারে আপনার সুখ্যাতি আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু এবার আপনি আপনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি আমাকে অবাক

করছেন ! দুজনের পক্ষে অতজনের মুখোমুখি হওয়াটা বোধকরি আদৌ সম্ভব নয়, বিশেষ করে অমন ভালো যোদ্ধাদের ঝুঁকি নেয়া ! ওরা মাত্র গণ্ডাখানেক নয়, গণ্ডাদুয়েকও নয়—বরং বহুগুণে বেশী। ওদের শক্তি সম্পর্কে আমি আপনাকে এখুনি এখানেই বলতে পারি। ডুলিচিয়াম পাঠিয়েছে বায়ান্ন জন—তাদের তরুণদের শ্রেষ্ঠতম কয়জন, ছয়জন অনুচর সব সময়েই পায়ের ওপর দাঁড়ানো। সেম থেকে চব্বিশজন, জাসিনথুস থেকে এসেছে বিশজন অভিজাত; আর ইথাকা নিজেই এর সঙ্গে যুক্ত করেছে নিজের বারোটি শ্রেষ্ঠ বীর আর আছে প্রখ্যাত কবিয়াল দূত মেডন এবং খোদাই কাজে নিপুণ দুইজন ভৃত্য। এদের সমবেত শক্তির মুখোমুখি যদি আমরা হই, তবে আমার আশংকা হয়, ওদের পাপের শাস্তি বিধান তো দূরের কথা বরং আমাদেরই এক নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে। আপনি যদি কোন সম্ভাব্য সাহায্যের কথা চিন্তা করতে চান, তবে জনসাধারণের বিষয় ভাবতে পারেন, ওরা মনেপ্রাণে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবে।'

'নিশ্চয়ই তাই করবো' বললেন অকুতোভয় ওডেসিউস। 'শোন, আমি কি ভাবছি। তুমিও ভেবে দেখ, এতেই এথেনি পিতা জিউসসহ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন কিনা না, আরো সহায়তার জন্য আমাকে ভাবতে হবে।'

'আপনার সহায়কবান সর্বশ্রেষ্ঠ জুটি, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি' টেলিমেকাস বললেন, 'মেঘের আড়ালে তাঁদের নাম হতে পারে, কিন্তু তাঁরাই মানুষ ও দেবতাদের সারা বিশ্ব শাসন করেন।'

'হ্যাঁ তাই ' বললেন ওডেসিউস, 'ফলে প্রাসাদে যখন আমাদের এবং পাণিপ্রার্থীদের যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্যপট রচিত হবে, তখন তারা দুজনে তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণে একটুও বিলম্ব করবেন না। যাহোক, আমি চাই, ভোর হওয়া মাত্রই তুমি প্রাসাদে যাবে এবং ঐ পামর পাণিপ্রার্থীদের দর্শন দেবে। পরে শূকরপালক আমাকে শহরে নিয়ে যাবে দুর্ভাগা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে। আমার প্রতি যদি দুর্ব্যবহার করা হয়, তুমি এই অশোভন আচরণ সহ্য করবে—এমনকি ওরা আমাকে সে স্থান থেকে তাড়িয়েও দেয় কিংবা আমার দিকে অস্ত্রও ছুঁড়ে দেয়, তবু তুমি নীরবদর্শক হয়ে সঁয়ে যাবে। অবশ্য ভদ্রভাবে তুমি ওদের ভর্ৎসনা করতে পার এবং অধিকতর সঙ্গত আচরণ করতে বলতে পার—কিন্তু ওরা তোমার কথা একটুও শুনবে না—ওদের বিচারের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমার পরিকল্পনার আর একটা দিক সম্পর্কেও তোমাকে বোঝানো দরকার। যখন মহান রণকুশলী এথেনি বলবেন যে, সময় হয়েছে, আমি তোমাকে মাথা নেড়ে ইংগিত দেব। ইংগিত দেখামাত্র তুমি প্রধান কক্ষে সজ্জিত যুদ্ধাস্ত্রসমূহ নিয়ে অস্ত্রাগারের স্থানে

জমা করবে। দেখবে সব অস্ত্রই যেন নেয়া হয়। যখন পাণিপ্রাথীরা সে-সব খুঁজে পাবে না এবং তোমাকে সে সবের কী হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করবে তুমি বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলে ওদের সন্দেহ দূর করবে। তুমি বলতে পার: 'আগুন থেকে সেগুলো আমি রক্ষার জন্য সরিয়েছি। ওডেসিউস-এর ট্রয়ে চলে যাওয়ার পর সেগুলো দেখতে একেবারেই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। সেগুলোতে আগুন ধরে গিয়েছিল এবং বেশ নষ্ট হয়েছিল। তাছাড়া আমার মনে হচ্ছিল—এটা খুবই ভাবনার ব্যাপারও—যেহেতু অস্ত্রের উপস্থিতি যোদ্ধামাত্রকেই ব্যবহারে প্ররোচিত করে, তোমরাও হয়তো বাক-বিস্তার একে অপরকে আহত করে বসতে পার, এতে নষ্ট হবে আনন্দোৎসব পাণি-প্রার্থী হিসেবে তোমাদের সুনামও।'

'কেবল আমাদের জন্য একজোড়া তরবারি, কয়েকটি বর্শা এবং দুটি চর্মবর্ম হাতের কাছে প্রস্তুত রাখবে, সহজেই যাতে আমরা দৌড়ে গিয়ে তা তুলে নিতে পারি। পাল্লাস এথেনি এবং জিউস সময় হলে পাণিপ্রার্থীদের অন্যমনস্ক করে তুলবেন।'

'আর একটা কথা এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমার পুত্র হও আর আমার শোণিত তোমার শরীরে প্রবাহিত হয়, তবে ওডেসিউস যে ফিরেছে একথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। লেয়ারটেসকে বলবে না, শূকরপালককে না, গৃহের কোনো কর্মচারীকে না—এমনকি পেনেলোপিকেও না। কাল তুমি আর আমিও আবিষ্কার করবো মহিলারা কোন পথে মোড় নিচ্ছে। পুরুষ-ভৃত্যদের দু-একজনকে পরখ করেও জানতে পারা যাবে, কারা এখনো অনুগত এবং আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কারাই বা তোমার মতো গুণবান রাজপুত্রের প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছে।'

কিন্তু তাঁর মহান পুত্রের আপত্তি তোলার মতো একটি বিষয় ছিল। 'পিতা', তিনি বললেন, 'আমার স্বভাবসত্তা সম্পর্কে অবশ্যই আপনি সময় এলেই জানতে পারবেন। তরলমতি নির্বোধের মতো আচরণ আমার ধাত নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার পরামর্শমতো কাজ করে আমরা লাভবান হবো না, সেজন্য আপনাকে আবার আমি ভাবতে বলছি। পাণি-প্রার্থীরা পরম আরামে আমাদের ঘরে বসে অসহ্য আচরণে আমাদের সব খেয়ে সাবাড় করছে, এক মুহূর্ত বিরাম নেই—আর আমরা এদিকে খামারে খামারে ভৃত্যদের মনোভাব পরখ করে বেড়াব, এতে নেহাতই অনেক সময় নষ্ট করবেন আপনি। আমিও অবশ্য মনে করি, পরিচারিকাদের বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততার প্রশ্নটি নির্ধারিত হওয়া দরকার। কিন্তু ভৃত্যদের ব্যাপারে আমার মত এই যে, ওদের পরখ করতে খামারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই,

ব্যাপারটা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত থাকুক—জিউস-এর ইচ্ছা সম্পর্কে কোনো ইংগিত যদি সত্যিই পেয়ে থাকেন, তবে এই-ই হোক।'

পিতাপুত্র যখন এইরূপ আলোচনায় রত, তখন টেলিমেকাস এবং তাঁর অনুচরবর্গের পরিবাহক জাহাজটি পোতাশ্রয়ে নোঙর করছিল। তারা কৃষ্ণ পোতটি বন্দরের গভীর জল অবধি বেয়ে নিয়ে গেলো তারপর তীরভূমিতে টেনে ওঠালো। কর্মীরা পোশাক খুলে ক্লাইটুস প্রদত্ত মূল্যবান উপহারাদি অপসারণ করলো। তারপর তারা ওডেসিউস-এর প্রাসাদে একজন সংবাদ-বাহক পাঠিয়ে দিলো। টেলিমেকাস গ্রামাঞ্চলে গেছেন এবং তাদের শহরে এসে নোঙর করতে আদেশ করেছেন—এই তথ্যাদি শুভমতি রানী পেনেলোপিকে জানানো হলো যাতে অযথা তিনি উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়েন এবং অশ্রুপাত না করেন। ঘটনাচক্রে এই সংবাদবাহক এবং সুযোগ্য শূকরপালক, যারা একই সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিল, পথে পরস্পরের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলো। তারা রাজকীয় প্রাসাদে উপনীত হলে সংবাদবাহক পরিচারিকা পরিবৃত হওয়া মাত্রই উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে দিলো তাব সংবাদটি 'মাননীয়া রানীর সংবাদবাহক উপস্থিত! তাঁর পুত্র ফিরে এসেছেন!' কিন্তু শূকর-পালক পেনেলোপির ব্যক্তিগত শ্রুতির প্রার্থনা জানালো এবং তাঁকে তাঁর পুত্রের নির্দেশানুসারে বিস্তারিত সব কিছু জানালো। সংবাদ বিশ্বস্ত-ভাবেপরিবেশিত হলে প্রাসাদ এবং প্রাঙ্গণ পশ্চাতে রেখে শূকরপালক প্রত্যাবর্তন করলো।

পাণিপ্রার্থীদের নিকট সংবাদটি আঘাতস্বরূপ অনুভূত হলো এবং তা তাদের উৎসাহের ওপর বিষাদ ছড়িয়ে দিলো। তারা প্রধান কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণের বা প্রাচীরের নিকটে ফটকের সামনে এক সভায় মিলিত হলো। পলিবুসের পুত্র ইউরেমেকাসই প্রথম কথা বললো।

'বন্ধুগণ', বললো সে, 'টেলিমেকাস অভিযান শেষে বাড়ি ফিরে নিশ্চিত-ভাবেই আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে, তার তো ফেরার কথা ছিলো না। এখন আমার প্রস্তাব এই যে, সেরা নাবিকসজ্জিত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ পাঠিয়ে এখনি আমাদের বন্ধুদের খবর দেয়া উচিত, তারা যেন এ মুহূর্তে বাড়ি ফিরে আসে।'

সে কথা বলছিল, এমন সময় এ্যামফিনোমুস পেছন ফিরে বসে ছিল, তাদের জাহাজটা দেখতে পেলো। বন্দরের দিকে তা এগিয়ে আসছিলো, সে তার ফোলা-পাল এবং মাল্লাদের দাঁড় বাওয়া দেখতে পেলো। সে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো এবং সবাইকে ডেকে বললো, 'খবর পাঠানোর আর দরকার

নেই! বন্ধুরা ফিরে এসেছে। কোনো দেবতা হয়তো টোলমেকাসের জাহাজকে তাদের জাহাজ এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে দেখছে, কিন্তু ধাওয়া করে ধরতে পারেনি।'

এরপর সমস্ত দলটি উঠে তীরভূমিতে উপনীত হলো। নাবিকদের পোশাক-আশাক খুলতে সাহায্যে লেগে গেলো সেবকরা। পাণিপ্রার্থীরা অতঃপর সভাগৃহে মিলিত হলো, সেখানে অন্য কাউকে, যুবা বৃদ্ধ—কাউকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। ইউপেইথেস-এর পুত্র এ্যান্টিনাস তখন ঘটনার বিবরণ দান করলো। 'লোকটার ধ্বংস হোক', সে বললো, 'কেবল ঈশ্বরের কৃপায় সে প্রাণে বেঁচে এসেছে। সমস্ত দিন অনুসন্ধানী দল আমরা ঝটিকাময় চূড়াসমূহে নিয়োজিত রেখেছিলাম এবং সব সময়ই নতুন লোক পাঠিয়ে দল চাঙ্গা রাখছিলাম। তীরভূমিতে কখনো আমরা ঘুমাইনি। সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই আমরা জাহাজে উঠে পড়ি এবং সকাল পর্যন্ত বসে থাকি, এই আশায় যে টেলিমেকাসকে ধরতে পারব এবং তাকে শেষ করে দেব। ইতোমধ্যে কোনো অশরীরী আত্মাই সম্ভবতঃ তাকে বাড়ি পেঁছে দিয়েছে। কিন্তু টেলিমেকাসকে বাঁচতে দেয়া হবে না। এখানে এখনি তাকে শেষ করার কোনো উপায় আমাদের বের করতে হবে। কেননা, আমি মনে করি, সে বেঁচে থাকলে আমাদের এ উদ্দেশ্যের কখনোই সন্তোষজনক পরিণতি ঘটবে না। লোকটি চতুর এবং বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগও সে ভালই জানে। তাছাড়া জনসাধারণ আমাদের আর অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না। সুতরাং আমি সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছি এবং তা তার সাধারণ সভা আহ্বান করে বসার আগেই। কারণ, আমার কথাটা লক্ষ্য করুন, সে আর ধীর গতিতে এগোবে না। ক্রুদ্ধ লোকের মতোই সে এবার আমাদের ধিকৃত করতে উঠে দাঁড়াবে এবং সবাইকে বলবে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র কীভাবে করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ওরা অবশ্যই আমাদের কুকর্মের কথা শুনে বাহবা দেবে না। বস্তুতঃ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বিদেশীদের মধ্যে আমাদের নির্বাসন দন্ডও দিতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ তাই আগেই আমাদের ঠেকানো উচিত এবং সেজন্য শহরের বাই'র গ্রামাঞ্চলে বা পথেই তাকে আমাদের ধরে ফেলা প্রয়োজন। তারপর আমরা তার আয় এবং সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে সুষম বন্টনে ভাগ করে নেব। প্রাসাদটা তার মা এবং তাঁর নতুন স্বামীকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আপনারা যদি আমাব প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং তাকে জীবিত এবং তার উত্তরাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, তবে এ-ও আমি বলি যে, তাহলে তার বাড়িতে বসে তার অন্ন ধ্বংস করা আর ঠিক হবে না—অমারা বরং তখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে

রানীকে বিবাহ প্রস্তাব দেব। রানী সর্বোচ্চ যৌতুকদাতাকে বাছাই করে স্বামীরূপে তাঁর ভাগ্য অনুযায়ী বরণ করে নেবেন।'

এ বক্তৃতার পর মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা নেমে এলো। অবশেষে এ্যামফিনোমুস রাজা নিমুস-এর পুত্র এবং এবিইয়াস-এর পৌত্র এ স্তব্ধতা ভাঙলেন। পাণি-প্রার্থীদের ভেতর সেই ছিল প্রধান প্রেরণাস্বরূপ। তৃণ এবং শস্যভরাদেশ ডুলিচিয়াম-এর অধিবাসী। সে ছিল বুদ্ধিমান। তার আচরণ পেনেলোপির দৃষ্টিতেও তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলো। এখন যে উপদেশ সে দিলো তাতে সবার সর্বোত্তম স্বার্থই রক্ষিত হবে বলে অনুমিত হলো।

'বন্ধুগণ', সে বললো, 'টেলিমেকাসকে হত্যার ব্যাপারে আপনারা আমাকে প্রস্তুত বলে ধরে নিবেন না। রাজপুত্রের রক্তপাত একটা ভয়াবহ কান্ড। সব কিছুর আগে ঈশ্বরের ইচ্ছাও আমাদের জানা উচিত। যদি সর্বশক্তিমান জিউস-এর দৈববাণী এ কান্ড অনুমোদন করে। তাহলে আমি কেবল আপনাদের সমর্থনই করবো না, আমি নিজেই তার হত্যার ভার গ্রহণ করবো। কিন্তু দেবতারা যদি এতে 'না' বলেন, তাহলে আমি আপনাদের ক্ষান্ত হতে উপদেশ দেব।'

এ্যামফিনোমুস-এর মতই সেদিন সর্বসম্মতি লাভ করলো। সুতরাং অধিকতর বিতর্ক ছাড়াই সভা স্থগিত হয়ে গেলো। ওরা প্রাসাদ-অভ্যন্তরে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে চলে গেলো এবং পুনরায় সুমসৃণ আসনসমূহে উপবেশন করলো।

এ মুহূর্তে পেনেলোপি তাঁর পাণিপ্রার্থীদের মুখোমুখি হওয়ার এক দারুণ তাড়না অনুভব করলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, কী চরম পন্থা নেয়ার পরিকল্পনা ওরা করছে। দূত মেডন ওদের বিতর্ক শুনতে পেরে-ছিল এবং পেনেলোপিকে সে-বিষয়ে সতর্কও করেছিলো। সুতরাং তিনি তাঁর পরিচারিকাবৃন্দকে তাঁর চারপাশে সমবেত করে নিচের প্রধান কক্ষে নেমে গেলেন। রাজমহিষীর মহিমাসংহত তিনি যুবকবৃন্দের সম্মুখীন হলেন, উজ্জ্বল মস্তকাবরণের একটি স্তবক গন্ডদেশে নামিয়ে দিয়ে বিশাল ছাদসংস্থিত স্তম্ভের পাশে এসে স্থান গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে এ্যান্টিনাস-এর প্রতি সোজা দৃষ্টিপাত করে তাকে সুস্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করলেন:

'ইথাকার সবাই বলে, তোমার বয়সী কেউ তোমার মতো বুদ্ধিমানও নয়, সুবক্তাও নয় এ্যান্টিনাস। কিন্তু তুমি তা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছ। আমি ধিকৃত করছি, দ্বিমুখী দুরাচার তুমি। উন্মাদ। কোন্ সাহসে তুমি তোমাকে টেলিমেকাস-এর জীবননাশের ষড়যন্ত্র কর, অতীতের সমস্ত দয়ার দায় ভুলে

যাও—জিউস নিজেই তোমাকে এই ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন, আর তুমি কিনা সেই পবিত্র শর্তের অসম্মান করে শত্রুতা সাধনে উঠে-পড়ে লেগেছ? তুমি কি ভুলে গেছ, তোমার পিতা জনতার রোষ থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য এই প্রাসাদেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন? তাফিয়ান জলদস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের মিত্র থেসপ্রোটিয়দের উপর আক্রমণ করেছিলেন তিনি আর তাতেই জনসাধারণের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, সবই ভুলে গেছ? ওরা তাঁকে হত্যা করতো, তাঁর হৃৎপিন্ড বের করে আনতো—লুণ্ঠনের আনন্দ সুদূরপরাহত হয়ে যেতো, যদি না ওডেসিউস জনতার ক্রোধ শান্ত করতেন। ওডেসিউস—যার ব্যয়ে নিখচ্চায় তোমরা আহার-বিহারে মত্ত হয়েছ, তাঁর পত্নীর সঙ্গে প্রণয়ের খেলা খেলছো, এবং তাঁর পুত্রকে হত্যার ফন্দি আঁটছো—আর কত নিপীড়ন তোমরা আমার ওপর করতে চাও! আমি তোমাকে আদেশ করছি, এ-সব কান্ডের শেষ কর, এবং আর সবাইকেই তোমার কথা শুনতে বাধ্য কর।'

পলিবুস-পুত্র ইউরিমেকুস রানীর মুখোমুখি হতে এগিয়ে এলো। 'পেনেলোপি', সে বললো', ইকারিউস-এর প্রজ্ঞামতি কন্যা, ভয় পাবেন না। আশংকা আপনার মন থেকে বিদূরীত করুন। যতদিন এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে আমি জীবিত রয়েছি ততদিন আপনার পুত্র টেলিমেকাস এর ওপর খুনী হাত কেউ রাখবে—এমন মানুষ এখনো জন্মায়নি, কখনো জন্মা-বেও না। আমি বৃথা অহংকার করছি না, পবিত্র সত্যই উচ্চাণ করছি, আমার বর্শা থেকে তেমন লোকের কালো রক্ত গড়িয়ে পড়বে। বহু নগরবিজেতা ওডেসিউস কি আমারও বন্ধু ছিলেন না? তিনি কি আমাকে তাঁর জানুর ওপর রেখে নিজ হাতে মাংসখন্ড আমার আঙুলে আর মদের পাত্র মুখে তুলে দিতেন না? এ সবই টেলিমেকাসকে এবিশ্বে আমার সেরা বন্ধু বানিয়েছে। তাই আমি আশ্বাস দিচ্ছি, টেলিমেকাস-এর জীবনের কোনো ভয়ই নেই। আমরা তাকে হত্যা করব না। তবে দেবতারা যদি তার মৃত্যু চান, সেটা ভিন্ন ব্যাপার—তা থেকে কোনো উদ্ধার নেই।'

মায়ের প্রাণ শান্ত করতে ইউরিমেকাস এভাবেই বাক্যজাল বিস্তার করলেন। কিন্তু মনের ভেতর তাঁর পুত্রকে হত্যার অভিসন্ধিই গাঢ় ফণা বিস্তার করে চললো সর্বক্ষণ। পেনেলোপি ওপর তলায় তাঁর অপূর্ব সুন্দর কক্ষে প্রস্থান করলেন। সেখানে তাঁর প্রিয় স্বামী ওডেসিউস-এর জন্যে রোদনে উন্মথিত হতে লাগলেন তিনি। অবশেষে উজ্জ্বল আঁখি এথেনি দুঃখহর নিদ্রা দিয়ে তাঁর আঁখিপল্লব মুদ্রিত করে দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় কল্যাণীয় শূকরপালক ওডেসিউস এবং তাঁর পুত্রের নিকট ফিরে গেলো। সেখানে একটি শূকরছানা হত্যা করে নৈশাহার প্রস্তুতির দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। এমন সময় এথেনি ওডেসিউস-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁর দণ্ড স্পর্শে পুনরায় অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত বৃদ্ধে রূপান্তরিত করলেন। তাঁর আশংকা ছিল ছদ্মবেশবিহীন ওডেসিউসকে শূকরপালক চিনে ফেলবে এবং এর গোপনীয়তা কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। পেনেলোপিকে খবরটা জানতে ছুটে চলে যাবে।

টেলিমেকাস তাকে সংবর্ধনা জানালেন। 'তাহলে আপনি এসে গেছেন, প্রিয় ইউমেউস! শহরের খবর কি? আমার বীর অধিনায়করা ওতপাতা থেকে ফিরে এসেছেন কি? না, তাঁরা এখনো সেই জায়গাতেই আমার ফেরার অপেক্ষায় পাহারা দিয়ে রয়েছেন?'

'ওদিকে আমি খেয়াল দিইনি', ইউমেউস বললো, 'শহরে গিয়ে এসব খবর নেয়ার সময় হয়নি। সংবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেই আমি ব্যস্ত ছিলাম। আপনার নাবিকদের পাঠানো এক সংবাদবাহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বস্তুতঃ সেই আপনার মাকে প্রথম সংবাদ দেয়। কিন্তু একটি ব্যাপার আপনাকে আমি বলতে পারি, কেননা, আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। শহরের প্রত্যন্তে হেরমেস পর্বতে আরোহণ করে আমি বন্দরে একটি জাহাজ ভিড়তে দেখেছি। সেটা পাটাতনের ওপর বিরাট জনতা, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বর্ম এবং দ্বি-ধার বর্শা আমি দেখতে পেয়েছি। আমার মনে হয়, এটা ওদেরই দল, তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

একথা শুনে টেলিমেকাস তাঁর পিতার দিকে একটু হেসে ত্বরিতে তাকালেন। অবশ্য ইউমেকাসকে সযত্নে লুকিয়ে।

তাঁদের কাজ শেষ হলো এবং খাদ্যও প্রস্তুত। যথেষ্ট ক্ষুধার্ত তাঁরা — নৈশাহারে মনোযোগ দিলেন। পানাহারে তৃপ্ত হলে শয্যার দিকে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন এবং অচিরেই সুখ নিদ্রায় সুপ্ত হলেন।

সতের

ওডেসিউসের শহরে গমন

কোমল ঊষা পূর্বদিগন্ত রঞ্জিত করা মাত্রই দেখতে যেন ওডেসিউস—পুত্র টেলিমেকাস শহরে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সুনির্দিষ্ট পাদুকা পদযুগল বেঁধে নিয়ে সুসমঞ্জস বর্শাটি হাতে তুলে নিতে নিতে শূকরপালকের সঙ্গে কিছু কথা বললেন।

'পিতৃব্য', তিনি বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি শহরে যাচ্ছি। মা'র সন্নিধানে আমি উপস্থিত হব। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমাকে রক্তে-মাংসে জীবন্ত দেখে তিনি রোদন এবং বিলাপ সংবরণ করতে পারবেন না। আপনার জন্য আমার নির্দেশাবলী শুনে রাখুন। ঐ অসুখী অতিথিকে আপনি নিয়ে যাবেন। সে ভিক্ষা করে তার আহার সংগ্রহ করুক। এসব দয়ার্দ্র-হৃদয় মানুষ সে খুঁজে পাবেই, ওরা তাকে রুটির টুকরো আর জলের পাত্র প্রদানে কার্পণ্য করবে না। তাকে সব রকম সাহায্য দান বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মন অত্যধিক সংকটাকীর্ণ। আগন্তুক যদি এ খারাপভাবে নেয়, তাতে তার আরো খারাপ হবে। আমি স্বীকার করি, সরলভাবে কথা বলাতেই আমার বিশ্বাস।'

'আমার সদাশয় প্রভু', ওডেসিউস এখানে বলে উঠলেন, 'আমাকে রেখে যাচ্ছেন বলে আমি যে মোটেই উদ্বিগ্ন, তা ভাববেন না। ভিক্ষাবৃত্তিতে যার অন্নসংস্থান, গ্রামের চাইতে শহরই তার কাছে উত্তম জায়গা। আমি সেখানেই দাতব্য খুঁজে পাব। মালিকের হাঁক-ডাকে সাড়া দিয়ে খামারে কাজ করা আমার এই বুড়ো শরীরে সইবে না। সুতরাং আপনি আপনার পথে যান। আর আপনার হুকুম যখন হয়েই গেছে, আমি আগুন-তাপে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই, আর দিনটাও একটু গরম হয়ে উঠলেই তারপর এই লোক আমাকে নিয়ে যাবে। কারণ, আমার পরিধানের কাপড়গুলোর একেবারে সুতো বেরিয়ে পড়েছে, ভয় হয়, ভোরের তুষার আমি সইতে পারব না। আপনার কথামতো শহরে যেতে এখান থেকে অনেক পথ হাঁটতে হবে।'

খামার পেরিয়ে দ্রুত লম্বা পা ফেলে টেলিমেকাস অগ্রসর হলেন, তার মনে তখন প্রণয়প্রার্থীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের ছক দানা বাঁধতে শুরু

করেছে। প্রাসাদে পৌঁছে তিনি এক দীর্ঘস্তম্ভের পাশে তাঁর বর্শা হেলান দিয়ে রাখলেন এবং পাথরের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে ভেতরে চলে গেলেন।

ধাত্রী ইউরিক্লিয়াই তাঁকে প্রথম দেখতে পেল, সে তখন বঙ্কিম আসনগুলোর ওপর পশমী আচ্ছাদন পরাচ্ছিল। অশ্রুসজল চোখে তাঁর সান্নিধ্যে সে দৌড়ে এলো। অচিরেই সুদেহী ওডেসিউসের পরিচারিকাবৃন্দ তাঁকে ঘিরে ফেলে সস্নেহ চুম্বনে তাঁর কাঁধ এবং মাথা সিক্ত করে দিল। তারপর জ্ঞানী পেনেলোপি তাঁর শয্যাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন, আরটেমিসের মতো কিংবা সোনালী আফ্রোদিতির মতো চিত্তাকর্ষক, অশ্রুপ্লাবিত শোকে দুই পুত্র গলদেশে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর কপালে এবং সুন্দর চক্ষুদ্বয়ে চুম্বন করলেন। 'তাহলে ফিরে এসেছো, টেলিমেকাস, প্রিয় পুত্র আমার! কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'আমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, মনে হচ্ছিল, আর তোমাকে কখনো দেখব না। তোমার প্রিয় পিতার সন্ধানে একান্ত গোপনে পাইলসে তুমি চলে গেলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় ছিল, আর কি তোমায় ফিরে পাব! বল, যা কিছু তুমি দেখেছ, সব বল আমাকে।'

'মা', টেলিমেকাস সংযতভাবে উত্তর করলো, 'দয়া করে আমাকেও কান্নাভারাক্রান্ত করবেন না, এমন এক ভয়ংকর নিয়তির হাত থেকে আমি পালিয়ে এসেছি এ সময়ে আমার আবেগকে অযথা উদ্বেল করে দেবেন না। বরং আপনার পরিচারিকাদের নিয়ে ওপরে যান, প্রক্ষালন এবং পোশাক পরিবর্তন করে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করুন, উৎকৃষ্টতম উৎসর্গের প্রতিশ্রুতি দিন, যদি জিউস অনুগ্রহ করে সব হিসেব মেটাবার দিন আমাদের দান করেন। আমি নিজে বাজারঅঞ্চলে যাচ্ছি, আমার যাত্রাপথে আমার সঙ্গে একজন ছিলেন, তাঁকে খুঁজতে। আমার নাবিকদের সর্মভিব্যহারে তাঁকে আমার আগেই শহরে পাঠিয়েছিলাম, সেই বিউস-কে বলে দিয়েছিলাম তাঁকে গৃহে নিয়ে গিয়ে আমার ফিরে আসাঅবধি তাঁকে সব রকম সম্মান ও যত্ন সহকারে আপ্যায়ন করতে।'

টেলিমেকাসের আচরণ তাঁর বাক্য রুদ্ধ করে দিল। তিনি স্নান করে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করলেন এবং দেবতাদের উৎকৃষ্টতম উৎসর্গ প্রতিশ্রুতি দিলেন, এই আশায় যেন জিউস তাঁর এই পরিবারকে একটি যথার্থই সব অন্যায় প্রতিকারের দিন অনুমোদন করেন।

ইতিমধ্যে টেলিমেকাস দীর্ঘ পা ফেলে তাঁর বর্শাসহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন, দুটি ক্ষিপ্রবুদ্ধি কুকুর তাঁকে অনুসরণ করলো। এথেনি এমনি প্রভায় তাঁকে সমুজ্জ্বল করে তুললেন যে, সকল চোখই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথে তাকিয়ে রইল। অভিজাত প্রণয়প্রার্থীরা তাঁর চারপাশে সমবেত

হলেন, মুখে তাদের মধুর ভাষা, অন্তরে বিদ্বেষ। কিন্তু তিনি তাঁদের তাঁর চারপাশ থেকে সরিয়ে মেন্টর এ্যান্টিফুস এবং হ্যালিসার থেসের পাশে একটি আসনে উপবেশন করলেন। এই পরিবারের জন্য এঁদের বন্ধুত্ব বহুকাল আগে থেকেই দৃঢ়মূল। এঁরা এখন তাঁকে তাঁর সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তখন পেইরেউস থিউক্লাইমেনুসকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। টেলিমেকাস তাকে অভ্যর্থনা করতে উঠে দাঁড়ালেন, সৌজন্য প্রদর্শনে এতটুকু ত্রুটি থাকছে না। কিন্তু পেইরেউসই প্রথম কথা বলে উঠলো। সে জানালো যে, তার বাড়িতে এক্ষুণি কয়েকজন পরিচারিকাকে পাঠাতে হবে যাতে মেনেলিউস-এর উপহারাদি রাজপ্রাসাদে পেঁছে দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু টেলিমেকাসের এ বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য ছিল। তিনি বললেন, 'না, পেইরেউস, কিছুই বলতে পারে না ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। যদি এই অভিজাত প্রণয়প্রার্থীবর্গ প্রাসাদে আমাকে হত্যা করে এবং আমার সম্পত্তি ভাগ করে নেয়, তাহলে আমি চাইব, তুমি আমার এখানে উপস্থিত কোনো বন্ধু সেই রত্নরাজি ভোগ করবে। পক্ষান্তরে আমি যদি প্রণয়প্রার্থীদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারি, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তুমি সেই উপহারদ্রব্যাদি সানন্দে আমার প্রাসাদে পেঁছে দেবে যখন আমি তা দেখতে চাইব।'

এই মীমাংসা টেনে তিনি তাঁর ভ্রমণ-ক্লান্ত বন্ধুকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেদী অথবা আসনের ওপর তাদের পোশাকাদি পরিত্যাগ করে তাঁরা সুমসৃণ স্নানাগারে প্রবেশ করলেন এবং স্নান সেরে নিলেন। পরিচারিকারা স্নান শেষে তাঁদের তৈল চর্চিত করলো এবং পোশাক পরিয়ে কাঁধের ওপর আলখেল্লা ঝুলিয়ে দিলো। তারপর স্নানাগার পরিত্যাগ করে আসনে এসে বসলেন। একজন দাসী স্বর্ণ-কুঁজোয় জল এনে রৌপ্যপাত্রে তা ঢেলে দিলো, তাঁরা হাত ধুয়ে নিলেন। সে তারপর কাঠের একটা টেবিল এনে রাখলো তাঁদের পাশে, শান্তশ্রী গৃহরক্ষিকা এসে রুটি এবং সাধ্যমতো অন্যান্য সুখাদ্যে তা সাজিয়ে দিয়ে গেল। টেলিমেকাসের মাতা তাঁদের উল্টোদিকে একটি স্তম্ভের পাশে একটি আরাম-কেদারায় উপবেশন করলেন, হাতে সূক্ষ্ম সুতোর বুননে ব্যস্ত ছিলেন তিনি আর ওঁরা সামনের সজ্জিত খাদ্যাদির সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হলেন। পানাহারে তাঁরা প্রায় তৃপ্ত হয়ে উঠেছেন, এমন সময় পেনেলোপি নৈ-শব্দ ভঙ্গ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, 'মনে হচ্ছে, টেলিমেকাস আমার এখন শয্যা গ্রহণের সময় হয়েছে, অবশ্য ওডেসিউসের ইল্যুমে আর্টীদদের সঙ্গে প্রস্থানের পরে থেকে সে-শয্যা আমার চোখের জলেই সর্বদা ভিজে থাকে। তোমার পিতার ফিরে আসা সম্পর্কে

তুমি কি জেনে এলে ? আমার প্রণয়প্রার্থীরা এসে এখানে ভীড় জমানোর আগেই অবশ্য তোমার তা বলে ফেলা উচিত।'

'বেশ, তাহলে মা,' টেলিমেকাস বললেন, 'আমি কি করেছি, তা আপনি শুনবেন। আমি পাইলসে গিয়েছিলাম এবং সেখানের রাজা নেস্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি তাঁর প্রাসাদে আমাকে বরণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিক আতিথেয়তা আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি যেন আমার পিতা আর আমি তাঁর ভ্রমণ শেষে ফিরে আসা বহুকাল ধরে নিখোঁজ পুত্র। তিনি এবং তাঁর রাজকীয় পুত্ররা এমন সমাদর করেছিলেন আমাকে। কিন্তু সুহেদী ওডেসিউস সম্পর্কে. তিনি জীবিত না মৃত, একটি কথাও তাঁরা বিশ্বের কারো কাছ থেকে শুনতে পাননি। যাহোক, তিনি মেনেলিউসের নিকট গমনের উদ্দেশ্যে আমাকে একটি সুন্দর রথ প্রদান করেন। সেখানে আর্গসদের হেলেন-এর সাক্ষাৎ আমি লাভ করি। যাঁর জন্যে আরগিভ এবং ট্রোজানরা এক দুর্ভোগে নিপতিত হয়েছিল। মেনেলিউস তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁর সুন্দর দেশ লেসেডিমনে আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে সব কিছু খুলে বললে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কী লম্বা ! তাহলে সেই কাপুরুষরা সেই বীরের শয্যায় প্রবেশের অপচেষ্টা করছে ? এ যেন ভীরু হরিণের সিংহ গুহায় প্রবেশ এবং তার সমুন্নত পাহাড় আর তৃণভূমি সজ্জিত উপত্যকা অধিকার করে নেয়া। সিংহ ফিরে এলে তাদের ওপর সমূহ সর্বনাশা ঘনিয়ে উঠবে বৈকি। ওডেসিউসও এর চেয়ে কম শিক্ষা এই দুর্বিনীত দলকে দেবেন না নিশ্চয়ই। একবার মনোহর লেসবসের প্রান্তরে তাঁকে আমি ফিলোমোলইনেসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেছিলাম। ওকে কী ভয়ানক শক্তিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি, তাঁর বন্ধুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। জিউস, এথেনি এবং এ্যাপোলোর শপথ, ওডেসিউসকে আমি এইসব প্রণয়প্রার্থীর সঙ্গে সংঘর্ষে এমনি ভয়ানক মুহূর্তেই দেখতে চাই। তড়িৎ মৃত্যু এবং বিষাদ-বিবাদেই তাদের নিশ্চিত পরিণতি ঘটবে। কিন্তু তোমার আবেদনের ব্যাপারে এবং তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাই না বা অনিশ্চিত উত্তরে তোমাকে এড়াতেও চাই না। বরং সমুদ্রের বৃদ্ধ মানুষটার ওষ্ঠ থেকে যা শুনেছি, তার প্রতিটি শব্দ একটুও সংযত বা গোপন না করে তোমাকে আমি বলব। সেই বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, তাঁকে তিনি বিদ্যাধরী ক্যালিপসের গুহায় বন্দী অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে সাগর অতিক্রম করার জন্যে জলযান বা নাবিক ছিল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন তাঁর জন্যে অসম্ভব।' বীর মেনেলিউসের কাছ থেকে এইটুকুই আমি জানতে পেরেছি। আমার জিজ্ঞাসা শেষ হলে আমি

তাঁকে ছেড়ে চলে আসি। দেবতারা অনুকূল বায়ুর সহায়তা দান করেছিলেন আমাকে এবং দ্রুত আমি আমার প্রিয় ইথাকায় ফিরে আসতে পেরেছি।'

টেলিমেকাসের বিবরণ শুনে পেনেলোপি গভীরভাবে আলোড়িত হলেন। তখন থিউক্লাইমেনুস শ্রদ্ধাভরে ওডেসিউসের রানীকে সম্বোধন করতে শুরু করলেনঃ 'আমাকে বিশ্বাস করুন, রাজ মহিষী, মেনেলিউসের প্রকৃত তথ্য জানা নেই। আপনি বরং আমার কথা শুনুন, লক্ষণাদি বিচার করে আপনাকে যথার্থ সত্যটাই বলব। আমি সমস্ত দেবতার সম্মুখে জিউসের শপথ করে বলছি, শপথ এই অনবদ্য আতিথেয়তার, শপথ মহান ওডেসিউসের এই গৃহের যেখানে আমি অবস্থান করছি—ওডেসিউস এখন ইথাকায় রয়েছেন, সম্ভবতঃ বিশ্রামে নয়তো পথপরিক্রমায়, এসব অনাচারের উৎস সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত—প্রণয়প্রার্থীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনায় তিনি লিপ্ত রয়েছেন। আমাদের জাহাজ থেকে লক্ষণাক্রান্ত পাখির নির্দেশ অনুধান করে টেলিমেকাসের নিকট এ তথ্যই আমি ঘোষণা করেছি।'

'মহাত্মন', বললেন প্রজ্ঞাময়ী রানী, 'আপনি যা বললেন তা সত্য হোক! এ সত্য হলে আপনি জানতে পারবেন আমার বন্ধুত্ব কতখানি উদার হতে জানে, আপনার সৌভাগ্যের জন্য ঈর্ষা করবে।'

ওডেসিউসের প্রাসাদ অভ্যন্তরে যখন এই কথোপকথন চলছিল, সে সময় প্রণয়প্রার্থীরা তাদের চিরাচরিত স্বেচ্ছাপ্রমত্ত উচ্ছলতায় সমকাল ক্রীড়াভূমিতে, যেখানে আগেও তাদের আমরা দেখেছি, লৌহচক্র এবং বর্শা নিক্ষেপে ব্যাপৃত ছিল। নৈশাহারের সময় খামার থেকে শূকরসমূহ আনিত হওয়া মাত্র, মেডন তাদের আহ্বান জানাতে এলো। মেডন ছিল তাদের গুপ্ত ভোজ আর উৎসবাদির প্রিয় পরিচালক। 'ভদ্র মহোদয়গণ, খেলাধুলোয় যথেষ্ট আমোদ আপনারা করেছেন', 'সে বললো' 'এখন আমার মতে আপনাদের নৈশাহার প্রস্তুতের জন্য গৃহভ্যন্তরে আসা প্রয়োজন। যথাসময়ে আহার্য প্রস্তুত করতে হলে যথেষ্ট করণীয় রয়েছে।' প্রণয়প্রার্থীরা এ নির্দেশ মেনে ক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রাসাদ অভ্যন্তরে সমবেত হলো। সেখানে তারা তাদের আলখেল্লাহসমূহ বেদী বা আসনের ওপর নিক্ষেপ করে পশুপাল থেকে কয়েকটা সুগঠিত চর্বিজাত মেষ, ছাগ, শূকর এবং বাছুর হত্যা করে ভোজের আয়োজন সম্পন্ন করলো।

ইতিমধ্যে ওডেসিউস প্রভুভক্ত শূকরপালকের সঙ্গে পল্লী থেকে শহরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যোগ্য শূকরপালকই প্রথমযাত্রার প্রস্তাব করলো। 'বন্ধু,' সে বললো, 'দেখতে পাচ্ছি আপনি শহরে যেতে এখনো বদ্ধপরিকর। আমার প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী আপনার যাওয়া উচিতও। আমার নিজের

ইচ্ছা ছিল বরং খামারের দেখাশুনায় আপনাকে এখানেই রেখে দেয়ার। কিন্তু তাকে আমি সম্মান ও ভয় করি। তিনি আমাকে এ জন্য ভৎ'সনা করতে পারেন এবং একজন প্রভুর ভৎ'সনা খুবই জঘন্য ব্যাপার। সুতরাং চলুন যাওয়া যাক। দিনের উত্তম অংশই গত হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে আপনি হয়তো যথেষ্ট শীত অনুভব করতে পারেন।'

'বুঝলাম এবং রাজী', বললেন ওডেসিউস, 'সুপরামর্শ আমি শুনলেই অনুধাবন করতে পারি। যাত্রা শুরু হোক; তুমিই আমাকে শুরু এবং শেষ পর্যন্ত পথ দেখাবে। তবে আমাকে দেহের ভার রক্ষার জন্য একটা লাঠি দাও। যদি তোমার সেরকম একটা তৈরী থাকে। তোমার কথায় বুঝতে পেরেছি পথটা খুবই দুরূহ।'

কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর ছিন্ন থলিটি বন্ধনীর সঙ্গে ঝুলিয়ে নিলেন কাঁধে এবং ইউমেউস তাঁকে একটা উপযুক্ত লাঠিও প্রদান করলো। তারপর তাঁরা যাত্রা করলেন। কুকুর এবং পশুরপালকরা খামার দেখাশুনার জন্য রইল। এভাবে ইউমেউস রাজাকে শহরে নিয়ে এলো। লাঠির ওপর ভর দেয়া দুস্থ ভিক্ষুকে, ছিন্নবস্ত্র পরিধানে।

যে পথে তাঁরা নেমে এলেন সেই পাথুরে পথের ধারে শহরের অদূরেই একটি সাধারণ শৌচাগার রয়েছে· পাথরের পাত্রের ওপর সেখানে ঝর্ণা থেকে জল এসে পড়ছে। ইথাকুস, নেরিটুস এবং পলিকটর নগরবাসীদের জন্য এটা বানিয়েছিলেন। চারপাশের আদ্রতায় অল্ডার বৃক্ষরাজি স্থানটিকে বেষ্টন করে গড়ে উঠেছে। ওপরের পাহাড় থেকে শীতল বায়ু আসছে, বিদ্যাধরীদের উদ্দেশ্যে একটি বেদী ওপরে নির্মিত হয়েছে, পথিকরা সেখানে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়। এখানে ডলিউসের পুত্র মেলানথিউসের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। সে দুইজন মেষপালকের সহায়তায় প্রণয়প্রার্থীদের ভোজের জন্য তার পশুপালের সেরা কয়েকটা অজ নিয়ে যাচ্ছিল। এই লোক তাদের দেখা মাত্রই অশ্লীল গালমন্দে মুখর হয়ে উঠল, যা মুহূর্তেই ওডেসিউসের উন্মাদ জাগিয়ে তুলল।

'আহা!' লোকটি চীৎকার করে বলল, 'এক নরাধম আরেকটি সঙ্গী জুটিয়েছেন, একজোড়া হয়েছেন। এক জাতের পাখির ব্যাপার আর কি! এই হতভাগ্য শূকরপালক, বল আমাকে, এই বাতিল মালটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? ন্যাক্কারজনক ভিক্ষুক, দেখলেই ইচ্ছে করে পিটিয়ে দিই, তাকে তুমি ভোজসভায় নিয়ে যাচ্ছ? কী একটা মানুষ দ্যাখ, দুয়ারে দুয়ারে কুঁজো হয়ে দাঁড়াবে আর কাঁধ ঘষে ঘষে দরোজা পালিশ করে ফেলবে—কী চাই, পা একটা কানাকড়ি—তবু একরত্তি কাজে আসবে না। লোকটাকে আমার হাতে দাও, খোঁয়াড়ের দেখাশুনা করবে, শূকরশালা ধোয়া-মোছা করবে,

শাবকদের খাওয়াবে, দৈ ঘুটে ঘোল বানিয়ে তার পেশীও শক্ত করে নিতে পারবে। কিন্তু লোকটা গেছে বখে—খামারের কাজ মরলেও সে নেবে না, বলে দিচ্ছি। বরং সে তার প্রকাণ্ড থলিটা ভরাতে শহরের দোরে দোরে হাত পাতাটাই বেছে নেবে। আমার কথাটা মনে রেখো। দেখো রাজা ওডেসিউসের প্রাসাদে গেলে ওব বরাতে কী জোটে। ওখানকার লোকদের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনাই সে পাবে বৈকি। এক পশলা পা-দানির ঝড় তার মাথায় আর হাড়গোড়ের ওপর এসে ভেঙে পড়বেই।'

কথাগুলো বলতে বলতে তাঁদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সেই মূর্খ ওডেসিউসের পশ্চাতে লাথি মেরে বসলো। কিন্তু সে ধাক্কা দিয়ে ওডেসিউসকে ফেলে দিতে পারলো না, এতই দৃঢ় তার দাঁড়াবার ভঙ্গি। লাঠির আঘাতে লোকটাকে মেরে ফেলবেন, না, কোমরে ধরে ওর মাথাটা মাটিতে ঠুসে দেবেন, এ ব্যাপারে ওডেসিউস মনস্থির করতে পারলেন না। পরিশেষে কঠিন সংযমে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। শূকরপালকই মেলানথিউসের সম্মুখীন হলো এবং তাকে ধিক্কৃত করলো।

'ঝর্ণার বিদ্যাধরীগণ এবং জিউস', সে চীৎকার করে উঠল হাত দুটো একান্ত প্রার্থনায় উঁচু করে, 'যদি এখনো ওডেসিউস তোমাদের অজকুলে বা তাদের শাবকদের রান অগ্নি প্রজ্বলিত প্রচুর চর্বিতে পুড়ে উৎসর্গ করে থাকেন, তাহলে আমার এই আশা পূর্ণ কর যেন ঈশ্বরের হাত তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। তিনিই তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। শহরের পান বিলাসে মত্ত যে উদ্ধত জীবনধারায় মজে অকর্মণ্য লোকদের হাতে খামারের ভার ছেড়ে দিয়ে পশুপালের যে সর্বনাশ ঘনিয়ে তুলছ তুমি, তার কোনোটাই শাস্তি এড়াতে পারবে না।'

'শোন তবে সঙ্করজাতীয় চেঁচানো জন্তু!' অজরক্ষক মেলাসথিউস প্রত্যুত্তরে ফুঁসে উঠল ঃ 'আমি ওটাকে একদিন কালো জাহাজে পুরে পাচার করবোই আর তাই দিয়ে কিছু টাকাও বানাবো। আর ওডেসিউসের কথা বলছ, এ আমি নিশ্চিতই বলছি আজকেই যেমন টেলিমেকাস হয় এ্যাপোলোর রূপার তীরের মুখে নয় প্রণয়প্রার্থীদের হাতেই মরবে, ঠিক তেমনি ওডেসিউ-সেরও আর ফিরে আসা হবে না, সে আশা তার এখান থেকে বহু দূরেই চিরতরে শেষ হয়ে গেছে।'

শেষ বাক্যবাণটি ছুঁড়ে সে তাঁদের অতিক্রম করে চলেছেন ফুর্তির আড্ডায় যোগ দিতে। প্রাসাদে পেঁছে সে প্রণয়প্রার্থীদের ভীড়ে মিশে গেল এবং তার প্রিয় ইউরিমেকুসের বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করলো। পরিচারকবৃন্দ কাবাব এবং কৃতী গৃহরক্ষিকা রুটি এনে দিল তাকে।

ইতিমধ্যে ওডেসিউস এবং তাঁর বিলাসী শূকরপালক সেখানে পেঁাছে গেলেন। তাঁরা বহির্বাটিতে খানিক দাঁড়ালেন। সেখানে ভেতর থেকে সুবাস লায়ারে ঝংকৃতসংগীত ভেসে আসছিল তাঁদের কানে। ফেমিউস ভোজনার্থী-দের জন্য সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করছিলেন। 'ইউমেউস', শূকর-পালকের বাহু স্পর্শ করে বললেন ওডেসিউস, 'এটা নিশ্চয়ই ওডেসিউসের গৃহ। আর সব গৃহ থেকে এর পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। এখানে অট্টালিকার পর অট্টালিকা শোভিত, সমরছিদ্রবিশিষ্ট প্রাঙ্গণপ্রাচীর নিখুঁত নির্মাণশৈলীর পরিচয়, ভাঁজ-দরোজাগুলো প্রতিরক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা বলতে হবে। কেউই এখানে নাক গলাতে পারবে না। দেখছি, বিরাট একদল নৈশাহারের জন্য ভেতরে জমায়েত হয়েছে। কাবাবের গন্ধ ভেসে আসছে, শোনা যাচ্ছে লায়ারের সুরধ্বনি। ভোজ এবং সংগীত সব সময়েই একত্রে যায়।'

'আপনার কোনো ভুল হয়নি', ইউমেউস বললো, 'কেননা আপনি স্বাভাবিক ভাবেই পর্যবেক্ষণশীল। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে স্থির করা যাক। হয় আপনিই প্রথম প্রাসাদ অভ্যন্তরে গিয়ে প্রণয়প্রার্থীদের নিকট আবেদন করুন, আর আমি এখানেই থাকি; নয়তো, আপনি যদি চান, আপনিই বরং এখানে অপেক্ষা করুন এবং আমিই প্রথমে ভেতরে যাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে বেশী বিলম্ব করবেন না। তাহলে তারা আপনাকে দেখে ফেলে কিছু ছুঁড়ে মারতে পারে বা মারধোর করে তাড়াতে পারে। কী করবেন, সে-মীমাংসা আপনারই ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

'যথার্থ বলেছ', বললেন দীর্ঘদেহী ওডেসিউস, 'কেননা আমি পরিস্থিতিটা ঠিকই বুঝতে পারছি। তুমিই প্রথমে ভেতরে যাও এবং আমি এখানে অপেক্ষা করি। ঘুষি আর নিক্ষিপ্ত বস্তুতে আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। প্রান্তরে আর সাগরে যে অসহ কষ্ট আমি সহ্য করেছি তাতে খুবই কঠিন আমি হয়ে গেছি। আর একটু ভুগলে, এমন আর কি হবে? কিন্তু মানুষ যেটা লুকাতে পারে না, সেটা হলো ক্ষুধার্ত উদর—সে এক বিষম অভিশাপ, মানুষের সকল সমস্যার উৎস, মানুষকে বিশাল বিশাল জাহাজে তা-ই উত্তাল সমুদ্রে দেয় ঠেলে, মৃত্যু আর ধ্বংস ঘনিয়ে তোলে শত্রুদের।'

যেখানে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে একটা কুকুর শুয়েছিল। সে এখন কানখাড়া করে মাথা তুললো। আরগুস তার নাম। ওডেসিউসই ওকে পালন এবং শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু এত ধৈর্যে গড়া একে কাজে লাগাবার আগেই তাঁকে পবিত্র ইলুমে প্রস্থান করতে হয়েছিল। এরপর পর বহু বছর তরুণ শিকারীরা ওকে অন্য অজ, হরিণ এবং শশক শিকারে নিয়ে যেতো। আর এখন সে প্রভুর অবর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। পড়ে

থাকে ফটকের কাছে যেখানে অশ্ব এবং গবাদিপশুর মলস্তূপ ওডেসিউসের বিশাল খামারে সাররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভৃত্যদের কর্তৃক অপসারণের অপেক্ষায় পড়ে আছে। কীট সমাকুল এই স্তূপেই এখন শিকারী আরগুসের বাসস্থান। ওডেসিউসের উপস্থিতি সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো, সে লেজ নাড়তে শুরু করলো এবং কান নামিয়ে দিলো, কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ তাঁর প্রভুর খুব কাছে সরে আসতে পারলো না। ওডেসিউস তাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিলেন, শূকরপালককে নিজের আবেগ লুকিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন। শূকরপালকের মনোভাব যাচাই করতে তিনি এখন বললেন ঃ

'ইউমেউস, এমন একটা শিকারী কুকুব মলস্তূপে পড়ে আছে, দেখতে খুবই খারাপ লাগে। এ এক দেখার বস্তু, অবশ্য বলা যায় না, এ দেখতে যেমন, দৌড়েও তেমনি কিনা। না, প্রভুবা একে শুধুই খাইয়ে দাইয়ে দৃশ্যবস্তু মাত্র করে রেখেছে।'

'এটা একটা প্রাঞ্জল সত্য এর প্রভু বিদেশে প্রাণ হারিয়েছেন। যদি এর সুসময়ে একে দেখতেন, যখন ওডেসিউস একে ছেড়ে ট্রয়ে যাত্রা করেছিলেন, তখন এর গতি এবং শক্তি দেখে অবাক হতেন। বনে এমন কোনো শিকার ছিল না যা এর তাড়া থেকে পালিয়ে যেতে পারতো। তাছাড়া ঘ্রাণশক্তিরও পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সে। আর এখন এর বড়ই মন্দ অবস্থা। ঘরছাড়া প্রভু তার এর দুঃখ, তার ওপর মেয়েরাও ওকে একটুও দেখাশুনা করে না। ভৃত্যদের মাথার ওপর কর্তা না রইলে তারা কি আর নিজেদের কাজ করতে চায়। সর্বদ্রষ্টা জিউস একটি মানুষ দাস হওয়া মাত্রই প্রথম দিনই তার ভেতরকার অর্ধেক মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়।'

'এই বলে ইউমেউস তাঁকে ছেড়ে বিশাল প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলো এবং তরুণ যোদ্ধাদের সমাবেশে গিয়ে সোজা উপস্থিত হলো। আর আরগুস উনিশ বছর পর ওডেসিউসের ওপর চোখ রেখে মৃত্যুর কালো হাতে আত্মসমর্পণ করলো।

রাজপুত্র টেলিমেকাসই প্রথম শূকরপালকের প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখতে পেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে ইংগিত করলেন। ইউমেউস তাঁর দিকে তাকিয়ে একটি টুল টেনে নিয়ে তাঁর পাশে এসে বসলো। টুলটি রন্ধনশালা-অধ্যক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট, সে তাতে বসে প্রণয়প্রার্থীদের মাংস কেটে দেয় ভোজের সময়। পরিচাবক তাকে মাংস এবং রুটি এনে দিল।

পায়ে পায়ে ওডেসিউস প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তাঁকে যথার্থই অতি-বৃদ্ধ অতি দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুকেব মতো দেখাচ্ছিল, লাঠিতে ভর করে খোঁড়াতে

খোঁড়াতে শতছিন্ন কাপড় পরে অগ্রসর হয়ে নিতান্তই এক নোংরা দৃশ্যের অবতারণা করলেন তিনি। দরোজার ঠিক ভেতরেই কাঠের চৌকাঠের ওপর এসে বসলেন তিনি, সাইপ্রেস কাঠের সুমসৃণ থামে হেলান দিয়ে। টেলিমেকাস ইংগিতে শূকরপালককে কাছে টেনে পুরো একটা রুটি এবং মাংস তুলে দিলেন তার পাত্র ধরা হাতে এবং বললেন ঃ

'আগন্তুককে এই খাদ্য দিয়ে আস। এবং তাকে বল, সে যেন ঘুরে ঘুরে সবার কাছেই প্রার্থনা জানায়। অভাবী লোকের পক্ষে বিনয় কোন কাজের কথা নয়।'

এইভাবে নির্দেশিত হয়ে শূকর পালক ওডেসিউসের নিকট উপস্থিত হলো এবং সতর্কভাবে তাঁর কথা তাঁকে জানালো। 'আগন্তুক', সে বললো, 'টেলিমেকাস আপনাকে এই খাদ্য দান করেছেন এবং বলেছেন সবার কাছেই একে একে গিয়ে আপনার প্রার্থনা জানাতে। কারণ, তিনি বলেছেন, অভাবী লোকের পক্ষে বিনয় কোনো কাজের কথা নয়।'

ওডেসিউস তৎক্ষণাৎ প্রার্থনায় এ-কথার প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ 'প্রভু জিউস, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, টেলিমেকাসকে তুমি সুখী এবং তার মনের সকল বাসনা পূর্ণ কর।' তারপর দুই হাত বাড়িয়ে তিনি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন এবং ছড়ানো পায়ের ওপর রাখা থলেতে তা স্থাপন করে খেতে লাগলেন বৃহৎ কক্ষটিতে কবির সংগীতধ্বনিত হতে লাগলো। তিনি তাঁর নৈশাহার প্রায় শেষ করেছেন এবং সুকবি তাঁর সংগীতও প্রায় শেষ করে এনেছেন এবং সমবেত ভোজানাথীরাও কক্ষটি চীৎকারে ভরিয়ে তুলেছে, ঠিক তখন এথেনি ওডেসিউসের সম্মুখে দৃশ্যমান হলেন এবং তাঁকে বললেন ঘুরে ঘুরে প্রণয়প্রাথীদের কাছ থেকে খাদ্য প্রার্থনার অবকাশে তাদের মধ্যকার ভালো ও মন্দ লোক বাছাই করে নিতে—অবশ্য এতে করে কাউকেও যে তিনি আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই দেবেন তা তিনি আদৌ বোঝেননি। সুতরাং ওডেসিউস উঠে পড়ে একের পর একের কাছে ভিক্ষা চাইতে শুরু করলেন। বাম থেকে ডানদিকে অগ্রসর হলেন তিনি। এমনভাবে হাত পেতে যেন সারা জীবন ধরেই তিনি ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছু নন। দয়াপরবশ হয়ে ওরা তাঁকে খাদ্য দিলো, কিন্তু সবাই তাঁর আবির্ভাবে অবাকও হলো, একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কে এই লোকটা কোথা থেকে এলো? এতে অজপালক মেলানথিউস কিছু বলার সুযোগ পেয়ে গেল ঃ 'মাননীয় ব্যক্তিবর্গ' এবং রানীর পাণিপ্রার্থীগণ, এই আগন্তুক সম্পর্কে আমি আপ-নাদের কিছু বলতে পারি। কেননা যখন শূকরপালক ওকে এখানে নিয়ে

আসছিল তখনই ওকে আমি দেখেছি। কিন্তু লোকটা যে কে এবং কোথা থেকে আসছে, তা আমি ঠিক জানি না।'

তৎক্ষণাৎ এণ্টিনাস ইউমেউসকে ধরে বসলো। 'তোমার যেমন কাজ শূকর-পালক!' সে চীৎকার করে উঠলো। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, মহাশয়কে কেন তুমি একে শহরে নিয়ে এলে? ভিখিরির কি কিছু কম পড়েছে আমাদের? ওদের দাবী-দাওয়ায় আমাদের জ্বালাতন করে ছাড়ছে, আমাদের ভোজ নষ্ট করে ছাড়ছে। তোমার প্রভুর খাদ্য ধ্বংস করতে এত জন যে উঠে-পড়ে লেগে আছে, এতেও বুঝি তোমার মন ওঠে না, তাই বুঝি আরো জোগাড় করে নিয়ে এসেছো?

'এণ্টিনাস', বললো শূকরপালক, 'আপনি অভিজাত বংশোদ্ভূত হতে পারেন, কিন্তু বাক্যে ভদ্রোচিত কিছুই নেই। অচেনা আগন্তুককে কে সেধে আতিথ্যে ডেকে আনে? যদি তেমন লোক হয় জনস্বার্থের সেবক, ধর্মগুরু, চিকিৎসক, পোতনির্মাতা, এমনকি কবি যার গান শুনলে আনন্দ হয়, তাঁদের কথা না হয় আলাদা। সারা বিশ্বেই এমন গুণী অতিথি আদরণীয়, কিন্তু ভিখিরিকে সেধে কে ঘরে এনে ডেকে বসায়? সব পাণিপ্রার্থী ভেতর আপনিই দেখি ওডেসিউসের ভৃত্যবর্গের ওপর বড় কঠোর, তার মধ্যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী। সে যাই হোক, ওকে আমি থোড়াই পরোয়া করি, আমার প্রজ্ঞামতি রানী পেনেলোপি এবং মহান রাজপুত্র টেলিমেকাস যতক্ষণ এ-প্রাসাদে জীবিত আছেন।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' টেলিমেকাস বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে থামিয়ে দিলেন। 'আমি এণ্টিনাসের সঙ্গে তোমাকে কথা বাড়াতে দেব না। সে তার দুষ্ট জিহ্বার আঘাতে অন্যের অনুভূতি ক্ষেপিয়ে তোলে এবং অন্য কেউ তার পদাঙ্ক অনুসরণে প্ররোচিত করে।' তারপর এণ্টিনাসের দিকে ফিরে তিনি তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করলেন: 'এণ্টিনাস, আমার সম্পর্কে আপনার পিতৃসুলভ বিবেচনা, এবং তার দরুন ভিক্ষুককে গৃহে থেকে বিতাড়িত করার উৎকণ্ঠা আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছি। এমন অত্যাচার থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। আপনি নিজে ওকে কিছু দিয়ে দিন। আমি কিছু মনে করব না, বরং আমি চাই আপনি কিছু দান করুন। আপনার দানে আমার মা কিংবা রাজকীয় ভৃত্যবর্গের কারো মনে আপনি আঘাত করবেন, এ-আশংকাও করবেন না। কিন্তু দান করার প্রবৃত্তি কি আপনার আছে? এবং এক টুকরো বিলোবার চাইতে আপন উদারতা দ্রুত বিলীন করতে আপনি অনেক সহজে পারবেন।'

'টেলিমেকাস, এ-কথা অর্থহীন।' এন্টিনাস প্রত্যুত্তরে বললেন: 'রাগের তোড়ে তোমার জিব ছোটাচ্ছ। আমি যতোটা ওকে দিতে চাই, আর সব পাণিপ্রার্থীরাও ততটুকু ওকে দিলে, আগামী তিন মাস ঐ ভিখিরীর আর এদিকে আসতে হবে না।'

কথা বলতে বলতে তিনি পা রাখবার আসনটি টেবিলের নীচ থেকে বাইরে এনে সর্বসমক্ষে রাখলেন। কিন্তু সবাই রুটি আর মাংসে ওডেসিউসের থলি পূর্ণ করে দিলো। মনে হচ্ছিল ওডেসিউসকে পাণিপ্রার্থীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যতিরেকেই তাঁর দ্বার পার্শ্বস্থিত পূর্বের আসনে ফিরে গিয়ে বসতে হবে। কিন্তু ফেরার পথে তিনি এন্টিনাসের সামনে থামলেন এবং সোজা তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন:

'আপনার ভিক্ষা দিন দয়াল, মহাত্মন! আমি জানি অভিজাতদের ভেতর আপনি কারো চেয়ে একটুও দরিদ্র নন। বস্তুতঃ, আপনাকেই মহত্তম বলে মনে হচ্ছে, কেননা, সর্বাংশে আপনি রাজার মতোই দর্শনীয়। আপনি আর সবার চেয়ে বেশী ভিক্ষা দেবেন, এর যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, আর আমিও সারা বিশ্বে আপনার গুণগান গেয়ে ফিরবো। এক সময়ে আমারও সুদিন ছিল, ঐশ্বর্যময় গৃহে ছিল বসবাস, আমার মতোই ভবঘুরেদের ভিক্ষাও দিয়েছি আমি অঢেল, কোনোদিন ফিরেও দেখিনি, কে সে, কোথা থেকে এসেছে। শত শত ভৃত্য ছিল আমার, আর প্রাচুর্য এবং বিলাসে বাস করার মতো সম্পদও ছিল আমার ঢের। কিন্তু জিউস, নিশ্চয়ই তাঁর কোন ন্যায্য কারণ ছিল, আমাকে সব থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমার জীবনে ধ্বংস আনার জন্য একদল ভ্রাম্যমাণ জলদস্যুর সঙ্গে ইজিপ্টে সাগর-যাত্রার দুর্বুদ্ধি তিনি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আর কী ছিল সেই অভিযান! কিন্তু পরিশেষে আমার বঙ্কিম জলযানগুলো নীলনদে প্রবেশ করলো। সেখানে আমার নাবিকদের জাহাজে সতর্ক থাকতে বলে একদল অনুসন্ধানকারী পাঠালাম উঁচু অঞ্চলে খবরাখবরের জন্যে। কিন্তু উন্মত্ত আবরণে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে বসলো, কয়েকটা সম্পদ-ভরা সুন্দর খামার লুঠ করলো এবং রমণী ও শিশুদের অপহরণ এবং পুরুষদের হত্যা করলো। ক্রন্দন এবং চীৎকার অবিলম্বে শহরবাসীর কানে গিয়ে পেঁছিতে দেরী হলো না. বিপদ-সংকেতে সজাগ হয়ে তারা ভোরেই এসে দেখা দিলো। সমগ্র সমতল পদাতিক, রথ এবং অস্ত্র-শোভায় ভরে গেল। বজ্রধারী জিউস আমার দলবলের মধ্যে ভয়ানক সন্ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। শত্রুদের সম্মুখে

দাঁড়াবার সাহস একজনেরও ছিল না, আমরা চারদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সৈন্যদলের বিপুল অংশকে নিহত এবং বাকীগুলোকে দাসের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে বন্দী করলো তারা। আমাকে অবশ্য তারা সাইপ্রাস দ্বীপে দিমোতেরের সঙ্গে চলে যেতে দিল। দিমোতের ছিল সাই-প্রাস দ্বীপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা আয়াসুসের পুত্র। আর এখন সাইপ্রাস থেকেই দুঃখময় পথ পাড়ি দিয়ে আমি এখানে এসেছি।'

'ঈশ্বর' চেঁচিয়ে উঠলেন এন্টিনাস, 'কী এক মহামারী চাপিয়ে দিলেন মাথায় আমাদের ভোজ নষ্ট করার জন্যে? ঐ মাঝখানে দাঁড়াও তুমি, দূরে থাক আমার টেবিল থেকে। নইলে এমন এক ইজিপ্ট আর সাইপ্রাস মার্কা লাগাবো তোমায় যে মজা টের পাবে। সাহস আর আহাম্মুকির বলিহারি পাজিটার। এ শুধু একে একে সবাইকে বিরক্ত করছে, আর সবাই ওকে কিছু না ভেবেই খাবার তুলে দিচ্ছে। সবার সামনেই তো অঢেল রয়েছে, পরের জিনিস দেওয়ার ব্যাপারে উদার হবে কারো চিন্তার দরকার পড়ে না।'

ওডেসিউস সাবধানে পিছে হটে এলেন এবং বললেন: 'আহ্, আপনার চেহারা আর বিবেচনা এক হবে ভেবে আমি কি ভুলই করেছি। আপনার নিজের ভান্ডার থেকে এক কণা লবণও আপনার অধীনস্থ লোকদের দেবার মতো লোক নন আপনি। আর এখানে অন্যের টেবিলে বসে অন্যের রুটির টুকরো বিলোনাও আপনার ধাতে আসছে না, যদিও অঢেল তা রয়েছে।'

একথা এন্টিনাসকে প্রকৃতই ক্রোধোন্মত্ত করে তুললো। করাল চাহনিতে তাকালেন তাঁর দিকে এবং আর অধিক বাক্যব্যয়ও করলেন না।' 'এর পর', তিনি বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি, তুমি এখান থেকে হেসে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তোমার প্রগলভতা এর মীমাংসা টেনে দিয়েছে।' এই বলে একটি আসন তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন ওডেসিউসের দিকে। তা ওডেসিউসের ডান ঘাড় আর পিঠের সন্ধিস্থলে গিয়ে আঘাত হানলো। ওডেসিউস পাহাড়ের মতো অটল রইলেন, এ আঘাত তাঁকে একটু নাড়াতেও পারলো না। নিঃশব্দে তিনি মাথা নাড়লেন মাত্র, প্রতিহিংসার চিন্তায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। এরপর তিনি দ্বারপ্রান্তে ফিরে গিয়ে বসলেন, ভরা থলিটি রাখলেন এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করে বললেন:

'অভিজাতবর্গ যাঁরা রানীর প্রণয়ভিক্ষা করছেন, আমার কথা শ্রবণ করুন! আমার হৃদয় ভারমুক্ত করতে দিন। যখন মানুষ তারসম্পদ রক্ষার জন্যে কিংবা তার ষাঁড় বা শাদা মেষ রক্ষার জন্যে লড়াই করে তখন একটি কি দুটি আঘাত কিছু না। তাতে কান্নার কিছুই নেই, লজ্জারও কিছু নেই। কিন্তু

এন্টিনাসের এ আঘাত আমার দুর্ভাগা পেটের দায়েই আমার ভাগ্যে জুটেছে, অভিশপ্ত উদর যা মানুষের অনেক দুর্ভাগ্যেরই মূল। যদি কোন ঈশ্বর বা শক্তি ভিক্ষুককেও প্রতিহিংসার সুযোগ দেন, তাহলে আমি আশা করছি, এন্টিনাস তাঁর বিবাহদিনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।'

'বসে শান্তিতে খাও মহাশয়', এন্টিনাস পাল্টা উত্তর দিলেন, 'নয়তো নিজেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও। নইলে তোমার বাকস্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটবে আমাদের তরুণদের হাতে তোমাকে এ-স্থান থেকে হাত-পা ধরে বের করে দেয়া কিংবা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছিলে ফেলার মধ্যে।'

কিন্তু বাকী সবার মধ্যে প্রবল আপত্তি দেখা দিল। এই সাধারণ মনোভাব একজন বীরের বক্তব্যে প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, 'এন্টিনাস, আপনি এই হতভাগ্য ভবঘুরেকে আঘাত করে অন্যায় করেছেন। যদি তিনি স্বর্গের কোন দেবতারূপে প্রকাশিত হন, তাহলে আপনার সর্বনাশ। দেবতারা বিদেশী আগন্তুকের ছদ্মবেশ প্রায়ই ধারণ করেন, এবং নানা সাজে আমাদের শহর প্রায়ই ঘুরে বেড়ান আমরা ঠিকমতো আচরণ করছি কিনা, না বখে যাচ্ছি—এসব দেখারজন্যে।'

প্রণয়প্রার্থীদের এই ছিল মনোভাব, কিন্তু এন্টিনাস তা আমলই দিলেন না। আর টেলিমেকাস যদিও সেই আঘাত নিজের বুকের ওপর ছুরিকা-ঘাতের মতোই অনুভব করলেন, তবু চোখের জল চেপে রাখলেন। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন এবং মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে তুললেন। কিন্তু প্রজ্ঞামতি পেনেলোপি যখন প্রাসাদ অভ্যন্তরে এন্টিনাস কর্তৃক আগন্তুককে প্রহারের বিষয়টি জানালেন, তখন পরিচারিকাদের সমক্ষে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'হে ধনুধারী এ্যাপোলো, ওকেও তুমি আঘাত কর, যেমন সে তোমাকে করেছে।' এবং গৃহরক্ষিকা ইউরিনোস বলে উঠলো, 'আহা, যদি আমাদের প্রত্যেকের মনের কথা ফলতো, তাহলে ওদের ভেতরকার একটা লোকও কাল ভোরের মুখ আর দেখতে পেতো না।'

'মাগো', বলে চললেন পেনেলোপি, 'সম্পূর্ণ দলটাকেই আমি ঘৃণা করি। যে ষড়যন্ত্র ওরা পাকিয়ে তুলেছে তার জন্য, এন্টিনাস ওদের মধ্যেও জঘন্যতম। একজন দুর্ভাগা ভবঘুরে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের কাছে এসে ভিক্ষা চেয়েছে। সবাই তার ঝুলি ভরে দিয়েছে, আর এন্টিনাস কিনা তার বদলে তার পিঠে আসন ছুঁড়ে মেরে ডান কাঁধে আঘাত হেনে বসলো।'

পেনেলোপি তাঁর কক্ষে বসে পরিচারিকাদের সঙ্গে ঘটনাটি সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন মহান ওডেসিউস তাঁর নৈশাহারে রত। এবং তখন পেনেলোপি তাঁর বিশ্বাসী পশুপালককে তাঁর পাশে ডাকলেন এবং বললেন: 'যাও, আমার প্রিয় ইউমেউস, আগন্তুককে এখানে আসতে বল।

আমি তাঁকে স্বাগত জানাবো এবং জিজ্ঞেস করব ঘটনাক্রমে আমার বীর স্বামী সম্পর্কে তিনি কোন কিছু শুনেছেন কিনা, কিংবা নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন কিনা। মনে হচ্ছে তিনি বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেছেন।'

'রানী', ইউমেউস উত্তর করলেন, 'আমি শুধু এইটুকু চাই যাতে তরুণ অভিজাতবর্গ চুপ করে থাকেন। তাঁর কাহিনী বলে তিনি আপনাকে অভিভূত করবেন। আপনাকে খুলে বলছি, জাহাজ থেকে পালিয়ে তিনি আমারই প্রথম সাক্ষাৎ পান। পুরো তিন রাত তিন দিন আমার কুটিরে তাঁকে আমি রেখেছিলাম। তবু তিনি তাঁর বিপদসংকুল জীবনের কাহিনী শেষ করতে পারেননি। তাঁর মোহনীয় কাহিনী শোনা যেন কোন অনুপ্রাণিত কবির হৃদয় গলানো গান শোনার মতোই, যতক্ষণ তিনি গাইবেন, যাই ঘটুক না কেন, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা শুনতেই হবে।

'তিনি দাবি করেন, তাঁর পরিবারের মাধ্যমে ওডেসিউসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি বলেছেন যে তিনি ক্রীটের বাশিন্দা, যেখানে মিনোয়ানরা বাস করে। সেখান থেকে শুরু করে একটা গড়ানো পাথরের মতো অনেক দুঃসহ অভিযানের পর তিনি এখানে আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছেন। তিনি নিশ্চয় করে বলছেন যে, ওডেসিউসের কথা তিনি শুনেছেন—তিনি কাছেই আছেন এবং জীবিত আছেন—ঐশ্বর্যশালী থেসপ্রোটিয়দের দেশে, অনেক ধনসম্পদও নাকি সংগ্রহ করেছেন।'

'এখন যাও এবং তাঁকে ডেকে আন, বললেন প্রজ্ঞামতি পেনেলোপি, 'যাতে আমি তাঁর মুখ থেকেই তাঁর কাহিনী শুনতে পারি। আর সবাই ফটকে বা বাড়ির ভেতরে ফুর্তি করুক। তাদের তো ভাবনার কিছু নেই, কেননা তাদের নিজেদের ধনসম্পদ, তাদের রুটি, তাদের জমানো মদ—সবাই তাদের নিজের নিজের বাড়িতে অক্ষয় হয়ে আছে, চাকর-বাকর ছাড়া আর খরচের কেউ নেই, আর এদিকে তারা তাদের সবটা সময় আমাদের ওপর দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, নিধন করছে আমাদের ষাঁড়, আমাদের মেষ, আমাদের চর্বি-স্ফীত অজকুল, খাচ্ছে দাচ্ছে, ঝলমলে মদ করছে সাবাড়, একবার ভাবছে না কত সম্পদ আমাদের এভাবে নষ্ট করে চলেছে। সত্যটা এই যে, ওডেসিউস এসে এই জঞ্জাল পরিষ্কার করুক, তা ওদের কেউ চায় না। আহ্ যদি ওডেসিউস তাঁর নিজের দেশে ফিরে আসতে পারতেন! তাহলে তিনি আর তাঁর পুত্র ওদের পাপের পাওনা পুরো মিটিয়ে দিতে পারতেন।'

তিনি কথা শেষ করা মাত্রই, টেলিমেকাস সজোরে হেঁচে উঠলেন, তার প্রতিধ্বনি সমগ্র বাড়িটাতে এক ভয়ানক সাবধানবাণীর মতো যেন বেজে উঠলো। পেনেলোপি হাসলেন এবং ইউমেউসের দিকে ফিরলেন। 'যাও তো',

আগ্রহভরে তিনি বললেন, 'আগন্তুককে এখানে আমার কাছে নিয়ে আস। তুমি কি লক্ষ্য করনি, আমার সকল কথার ওপর আমার পুত্র হেঁচে দিয়ে শুভলক্ষণ ছড়িয়ে দিলো? এর মানে মৃত্যু, অবশ্যই নির্ঘাৎ প্রতিটি পাণি-প্রার্থীর জন্যে। একজনও তার নিশ্চিত ধ্বংস এড়াতে পারবে না। আর একটি কথা, এটা ভুলো না। তাঁর কাহিনী শুনে যদি আমি খুশী হই, তাহলে তাঁকে আমি একটি নতুন জামা ও আলখেল্লায় ভূষিত করবো।'

এভাবে নির্দেশিত হয়ে শূকরপালক তার কাছ থেকে চলে গেলো এবং আগন্তুকের নিকট উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে রানীর বার্তা তাঁকে জানালেন। 'বন্ধু', বললো সে, 'প্রজ্ঞামতি পেনেলোপি, টেলিমেকাসের মাতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শোক বিধ্বস্ত যেহেতু তিনি, তাঁর স্বামীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আপনাকে করার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। আপনার কথা সত্য মনে করে যদি তিনি খুশী হন, তাহলে নতুন জামা ও আলখেল্লায় তিনি আপনাকে ভূষিত করবেন, অবশ্য আর সব কিছুর চেয়ে পোশাকই আপনার সবচেয়ে বেশী প্রযোজন। তারপর শহরে ভিক্ষা করে আপনার চলবে, সেখানে দয়াল লোকের অভাব নেই।'

'ইউমেউস', বললেন দীর্ঘদেহী ওডেসিউস, 'আমি ইকারুস কন্যা প্রজ্ঞামতি পেনেলোপিকে আমার জ্ঞাত সমস্ত সংবাদই জানাতে প্রস্তুত। কেননা আমি ওডেসিউস সম্পর্কে যথেষ্ট সংবাদ রাখি, যাঁর দুর্ভাগ্যের অংশও আমাকে নিতে হয়েছে। কিন্তু আমি এসব দুর্বৃত্ত তরুণদের ভয় পাই, এদের প্রগল্ভতা আর উগ্রতা স্বর্গকেও টলিয়ে দিচ্ছে।' এই মাত্র আমি প্রাসাদের ভেতর নিরীহভাবে বিচরণ করছিলাম, আর ঐ লোকটা আমাকে কঠিন আঘাত হেনে বসলো। কই, না টেলিমেকাস, না অন্য কেউ আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো। একটি অঙ্গুলি তুলেও সাহায্য করলো না! তাই পেনেলোপিকে অন্দরে অপেক্ষা করতে বল, সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁকে ধৈর্য ধরতে বল, তখন নিরাপদে তিনি তাঁর স্বামী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, তাঁর ফিরে আসার দিন সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে পারবেন, এমনকি আগুনের ধারে আমাকে একটা আসনও তিনি দিতে পারবেন। আমার কাপড় বা ন্যাকড়া ছাড়া কিছুই নয়—এ তুমি ভালোই জানো। কেননা তোমাকেই প্রথম আমি আমার আবেদন জানিয়েছিলাম।'

তাঁর যা কিছু বক্তব্য শোনা হলে শূকরপালক ফিরে গিয়ে শয়নকক্ষের চৌকাঠ পেরুনো মাত্রই পেনেলোপির প্রশ্নবাণের মুখে পড়ে গেল। 'ইউমেউস', তিনি বিস্মিত-কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি তাঁকে নিয়ে আসনি? এই দিয়ে লোকটা কি বোঝাতে চায়? তিনি কি নির্দিষ্ট কাউকে ভয়

পাচ্ছেন, না, এই বাড়িতে আর বিলম্ব করতে তাঁর লজ্জা হচ্ছে ? এমন বিনয় তো ভিক্ষুককে সফল করে না।'

'তিনি লম্পট দলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন মাত্র, এবং এতে ঠিকই করেছেন তিনি। অন্য কেউ হলেও ঠিক এমনই ভাবতো। তিনি আপনাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ঐ সময়টা আপনার জন্যেও অধিকতর সুবিধাজনক হবে, রানী মা। কেননা, এতে আপনি তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারবেন।'

'আগন্তুক নির্বোধ নয়', পেনেলোপি উত্তর করলেন ঃ কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। কারণ, আমার বিশ্বাস সারা বিশ্বে এমন লম্পট দল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

বক্তব্য শেষ করে যোগ্য শূকরপালক তাঁকে ছেড়ে সমাবেশে পুনরায় যোগ দিল, সেখানে টেলিমেকাসের নিকটে উপস্থিত হয়ে অপরে যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে তাঁর কানে কানে বললো ঃ 'প্রিয় প্রভু, আমি শূকরপাল আর খামার দেখাশুনার জন্যে এখন বিদায় নিতে চাচ্ছি। আপনার এবং আমার জীবিকার উৎস তা। এখানে সব কিছুর দায়িত্বভার আপনারই। নিজের নিরাপত্তার দিকেই প্রথম নজর দেবেন এবং দেখবেন যাতে বিলাপ করতে না হয়। কেননা, তরুণ অভিজাতদের মধ্যে কেউই সংযত নয়। ওরা আমাদের কিছু করার আগেই ওদের যেন ধ্বংস হয়।'

'তথাস্তু, পিতৃব্য', বললেন টেলিমেকাস। নৈশাহার শেষ করে আপনি বিদায় নিন। কাল সকালে জবাইয়ের জন্যে কয়েকটা ভালো পশু নিয়ে চলে আসবেন। এখানকার ঘটনা নিয়তি আর আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

শূকরপালক মসৃণ বেদীতে বসে পড়লো পুনরায় এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটিয়ে শূকরপালের সঙ্গে মিলিত হতে প্রস্থান করলো। ভোজকক্ষ ভোজনার্থীদের আশ মেটানো নাচ আর গানে ভরে রইলো, দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো।

আঠারো

রাজপ্রাসাদে ভিক্ষুক

এ সময়ে ঘটনাস্থলে এক জাত ভবঘুরে এসে প্রবেশ করলো। ইথাকায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে সে জীবিকা আহরণ করতো। সে তার অতৃপ্ত লিপ্সা আর সারাদিন ধরে খাদ্য আর পুনরায় গ্রহণের অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যেও কম কুখ্যাত ছিল না। সে এক বিশালাকায় মানুষ। কিন্তু অবয়ব অনুযায়ী মনোবল আর পেশীর অধিকারী সে ছিল না। তার মা জন্মকালে তার নাম দিয়েছিল আরনেউস; কিন্তু সবাই মিলে তার ডাক নাম দিয়েছিল ইরুস, কেননা ভিক্ষার জন্যে সকলের পায়ে পায়ে সে সব সময় লেগে থাকতো। এই মানুষটা এখন এসে উপস্থিত হলো, প্রথমেই সে ওডেসিউসকে তাঁর নিজেরই গৃহ থেকে তাড়াতে উঠে পড়ে লেগে গেল। এসেই সে আক্রমণ করে বসলো।

'বারান্দা থেকে ভাগো এক্ষুণি, নইলে পায়ের গোঁড়ালি ধরে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। দেখছ না সবাই আমাকে চোখের ইশারায় তোমাকে এখানে তাড়াতে বলছে, তাদের কথা না শুনে কি আমি পারি? ওঠ এক্ষুণি, নইলে আমার ঘুষি তোমার মাথায় এসে পড়বে।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি করাল দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। 'মহাশয়', তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনাকে কষ্ট দেয়ার মতো একটি কথা কী কাজ আমি করিনি; কেউ আপনাকে থলি ভরে ভিক্ষা দিক, এতেও আমার ঈর্ষা নেই। এই দোর-গোড়ায় আমাদের দুজনেরই ঢের জায়গা হবে, তবু আপনি অন্যের ভালোয় বাধ সাধবেন বলুন, কোন যুক্তি আছে এর? আপনিও তো আমারই মতো ভবঘুরে, অপরের দয়ার ওপরেই নির্ভরশীল। আমাকে তাড়াবার আগে দুবার ভেবে দেখুন। আর আমাকে যদি রাগিয়ে দেন তাহলে আপনার রক্তে আপনার ঠোঁট এবং বুক আমি রাঙিয়ে তুলব। আর ফলে আগামী দিনটা আমার জন্যে অনেক নির্ঝঞ্ঝাট হবে বৈকি। কেননা, আমি সত্য করে বলছি, ওডেসিউস এই প্রাসাদে তাহলে আপনাকে আর কখনো ফিরে আসতে দেখবে না।'

এ কথায় ভিক্ষুক ইরুস তার মেজাজ হারিয়ে ফেললো। 'হা!' সে চীৎকার করে উঠলো, 'পেটুকের মুখে লম্বা কথা! বুড়ো রাধুনীও এর

বেশী বলতে পারতো না। কিন্তু আমার হাতে ওর জন্যে কিছু যদি আছে, ডান আর বাঁয়ে দুটো মার, আর তাইতে তার মাড়ির সবগুলো দাঁত ধরাশায়ী হবে ঠিক লুঠের তাসের ঘোতঘোতে শূয়রের মতো। কাপড় সামলাও, দেখুক ভদ্রলোকেরা আমরা কেমন লড়তে পারি। অবশ্য তোমার যদি তরুণতর কারো সঙ্গে লড়ার আদৌ সাহস থাকে।'

এভাবে তারা পরস্পরকে উত্তপ্ত করতে লাগলো উঁচু দরোজার মসৃণ চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে। এ দৃশ্য এন্টিনাসের রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি আনন্দে হেসে উঠলেন এবং অন্যান্য পাণিপ্রার্থীকে ডেকে বললেন ঃ

'বন্ধুগণ, এ মজা আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। একেবারে স্বর্গ থেকে আমাদের উপভোগের জন্যে নেমে এসেছে। ইরুস এবং আগন্তুক পরস্পরকে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করছে। এই প্রতিযোগিতা হোক, আসুন, এক্ষুণি!'

তারা সবাই হেসে লাফিয়ে উঠে এলো এবং রুক্ষ ভিক্ষুকদের ঘিরে দাঁড়ালো। এন্টিনাসের প্ররোচনামূলক কণ্ঠ আবার শোনা গেলো ঃ

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার একটা প্রস্তাব। কিছু অজমাংস আগুনের ওপর ঝলসানো হচ্ছে, চর্বি আর শোনিতে মজিয়ে আমরা তা নৈশভোজের জন্যে প্রস্তুত করছি। আমার প্রস্তাব, এই প্রতিযোগিতায় যে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর বিজয়ী প্রতিপন্ন করে সেই কাবাব পুরস্কারস্বরূপ পাবে। কেবল তাই নয়, সে নিয়মিত ভোজে আমাদের সঙ্গে অংশ নেবে এবং আমরা এখানে আর কাউকে ভিক্ষা করতে অনুমতি দেব না।'

সবাই এন্টিনাসের প্রস্তাব অনুমোদন করলো এবং চতুর ওডেসিউস ও তাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 'বন্ধুগণ', তিনি বললেন, 'একজন সংকটবিধ্বস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে একজন তরুণের প্রতিযোগিতার কোনোই অর্থ হয় না। তবু আমার এই দুষ্ট উদরের দায় আমাকে এই ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করছে। সুতরাং আপনাদের কাছে আমি এই এক প্রতিশ্রুতি চাইছি, কেউই ইরুসের পক্ষ নেবেন না। আমি আরেকজনের অন্যায় ঘুষি খেয়ে ওর কাছে হারতে রাজী নই।'

ওরা সবাই তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এ-ব্যাপারে শপথ নেয়া হলে রাজপুত্র টেলিমেকাস তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

'আগন্তুক, এই লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি তোমার সাহস থাকে, তবে তুমি এই ভদ্রমহোদয়দের কারো জন্যে ভেব না। কেউ তোমাকে আঘাত

করলে, তাকে অন্য আরো অনেককে সামলাতে হবে। আমিই এখানকার গৃহকর্তা এবং রাজপুত্র এন্টিনাস এবং ইউরিমেকাস উভয়েই সুবিচারকও বটে আমার পক্ষেই রয়েছেন।'

এ বক্তব্য সর্বসম্মতি লাভ করলো। সুতরাং ওডেসিউস কাপড় কোমরে বেঁধে নিলেন এবং তাঁর সুগঠিত জানুদ্বয় উন্মুক্ত করলেন। তাঁর বিশাল স্কন্ধ, বক্ষ এবং মাংসল বাহু দৃষ্টিগোচর হলো। বস্তুত এথেনি নিজেই তাঁর রাজকীয় সৌষ্ঠব বাড়িয়ে দিলেন। পাণিপ্রার্থীগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি এবং বাক্য বিনিময় হলো তাদের মধ্যে। তাদের ভেতর একজন বললো ঃ

'ছেড়া কাপড়ের নীচে কী আশ্চর্য জানু লুকানো এই বৃদ্ধের! ইরুসকে আর ভিক্ষে নয়। তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে এবং তার আর উদ্ধার নেই।'

এ দৃশ্য ইরুসের জন্যে যথেষ্ট, সে সম্পূর্ণরূপে সাহস হারিয়ে ফেললো। কিন্তু তাতে ভৃত্যরা থেমে থাকলো না, তারা তার কাপড় কোমরে বেঁধে দিল এবং জোর করে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু সে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে তার সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপতে লাগলো। এর ওপর এন্টিনাসের বাক্যরূঢ় বইতে লাগলো তার ওপর।

'ও রে চাষা' চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন ওকে। 'দুঃখ-কষ্টে সাবাড় একটা বুড়ো মানুষের ভয়ে যদি অমন কাঁপতে থাকো, তার চেয়ে তোমার মরাই ভালো, নয়তো তোমার জন্মই হওয়া ঠিক হয়নি বলে তোমার মেনে নেয়া উচিত। তোমাকে আমি সধে করছি, একদম খাঁটি কথা বলে দিচ্ছি শোন। এ লোকটা যদি তোমাকে হারিয়ে দেয় এবং নিজেকে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে, তাহলে তোমাকে সোজা আমি কৃষ্ণ পোতে তুলে মূল ভূখণ্ডে রাজা এচিটুস অগ্রির কাছে পাঠিয়ে দেব। তিনি তোমার নাক কান আর গোপনাঙ্গ নিষ্ঠুর ছুরিতে কেটে যে কুকুর মুখে কাকমাংস হিসেবে তুলে দেবেন তা আমি নির্ণয় করে বলতে পারি।'

এ কথায় ইরুস আরো কাঁপতে লাগলো। যাই হোক, লোকেরা ওকে ঘেরাওর মধ্যে ঠেলে দিলো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় মুখোমুখি দাঁড়ালো। ওডে-সিউস স্থিরভাবে ভেবে দেখলেন, ওকে হত্যা করবার জন্যে আঘাত করবেন। না মৃদুতর মুষ্ঠাঘাতে ধরাশায়ী করবেন মাত্র। পরিশেষে মৃদু আঘাতেরই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, তরুণ অভিজাতদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ এতেই এড়ানো সম্ভব। এর পর তারা হস্ত উত্তোলিত করলো, ইরুস ওডেসিউসের ডান কাঁধে আঘাত হানলো। ওডেসিউস ইরুসের কানের

নীচে ঘাড়ে আঘাত হেনে হাড় ভেঙে দিলেন, ফলে ইরুসের মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগলো, মাটিতে পড়ে গিয়ে সে গোঁ গোঁ শব্দে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো এবং পা মাটিতে আছড়াতে লাগলো। এ দৃশ্যে তরুণেরা হাত তুলে হাসতে হাসতে প্রায় আধমরা হয়ে পড়লো। কিন্তু ওডেসিউস ইরুসের পা ধরে টেনে ওকে প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রাঙ্গণের বারান্দা সংলগ্ন ফটকের কাছে এনে ফেললেন : সেখানে প্রাঙ্গণ প্রাচীরে ঠেসে ধরে ওর লাঠিটা ওর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন; 'এখানে বসে থাকো আর শুকর কুকুর তাড়াও। যদি তুমি এর চেয়েও খারাপ শাস্তি না চাও, তবে আর ভিক্ষুক রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে যেয়ো না। ওটা তোমাকে মানায় না।' তারা ওর নেংরা কাপড়গুলো ফিতের সঙ্গে বেঁধে ওর গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং প্রবেশদ্বারে ফিরে এসে পূর্বত জায়গায় বসে পড়লেন।

পাণিপ্রার্থীরা প্রাণভরে হেসে এবং ওডেসিউসকে অনেক অভিনন্দন জানিয়ে কক্ষের অভ্যন্তরে পুনরায় সমবেত হলো। 'আগন্তুক' তারা বললো, 'ঐ পেটুকটাকে ইথাকায় ভিক্ষে করা বন্ধ করার জন্যে জিউস তোমার মনের প্রিয়তম বাসনা পূর্ণ করুন। আমার এখন ওকে মূল ভূখণ্ডে রাজা ইচিটুস অগ্নির নিকট পাঠিয়ে দেব।'

ওদের বাচনভঙ্গি ওডেসিউসের কাছে শুভ ইংগিতবহ বলে মনে হলো এ সময়ে এন্টিনাস তাকে চর্বি ও শোণিতমিশ্রিত বিশাল একখণ্ড মাংস এনে দিলেন, এম্ফিনোমুস ঝুরি থেকে একজোড়া রুটি এনে তাঁর পাশে রাখলেন এবং স্বর্ণপাত্র থেকে মদ ঢেলে তাঁর জন্যে পান করলেন : 'আপনার স্বাস্থ্য, হে প্রাচীন বন্ধু! তিনি বললেন, 'আপনি ভয়ের বশীভূত এখন, কিন্তু তবুও আপনার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে!'

'এ্যাম্ফিনোমুস', জ্ঞানী ওডেসিউস প্রত্যুত্তরে তাকে বললেন, 'আপনাকে আমার কাছে খুবই ভদ্র মানুষ বলে মনে হচ্ছে, যেমন পিতার যেমন পুত্র হওয়া উচিত তেমনি—আপনার পিতা ডিলিচিউসের নিসুসের সুখ্যাতি আমি শুনেছি, একজন ভালো এবং ধনী ব্যক্তি। যেহেতু তিনি আপনার পিতা এবং আপনিও ভদ্র, আমি আপনার সঙ্গে খোলা মনে কিছু কথা বলব। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

'মা ধরিত্রীর বুকে যে সকল চলাফেরা করে এবং নিশ্বাস নেয়, মানুষের মতো অসহায় তাদের মধ্যে কেউ নয়। স্বর্গ যখন তাকে সুখে স্বাস্থ্যে রাখে, সে একবারও ভবিষ্যতের দুর্দিনের কথা ভাবে না। তারপর দেবতাগণ তার মাথায় দুর্ভাগ্য চাপিয়ে দিলে, তাকে নিরুপায় হয়ে তা সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না। বস্তুতঃ জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নিয়তি

এ মুহূর্তে আমাদের কীভাবে পরিচালিত করছে, তার ওপরেই নির্ভরশীল। এই আমার দিকে দেখুন। একদিন ছিল যখন আমি সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য হতাম, আর. এখন আমি কি করতে পারি যখন আমার শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং বিশৃংখল কঠোর জীবনে আমি আবর্তিত হচ্ছি? আমার পিতা এবং ভ্রাতারা আমাকে রক্ষা করবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস কি কাজে দেবে? প্রত্যেক মানুষের জন্যে এটা একটা শিক্ষা হোক, ঈশ্বরের বিধান তারা যেন অস্বীকার না করে, বরং নিয়তির হাত থেকে যা পায় তা যেন সহজ মনে উপভোগ করে। এই যে বিশৃংখলা পাণিপ্রার্থীরা এখানে ঘনিয়ে তুলেছে, এ এক বিচার্য বিষয় বৈকি! এরা এমন একজনের সম্পত্তি বিনষ্ট করছে এবং তার পত্নীর অসম্মান করছে, যিনি আমার বিশ্বাস খুব বেশীদিন তাঁর দেশ এবং আত্মজনের নিকট থেকে দূরে থাকবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি খুব কাছেই এসে গেছেন। আমি শুধু এই আশা করব, কোনো শক্তি যেন আপনাকে আপনার নিজ গৃহের নিরাপত্তার দূরে সরিয়ে নেয় এবং তিনি স্বদেশে ফিরলে আপনাকে যেন তাঁর মুখোমুখি না হতে হয়। কারণ, আমার ধারণা নিজের গৃহের ছাদের তলে তিনি একবার দাঁড়ালে তাঁর সামনে রক্তস্রোত বয়ে যাবে এবং পাণিপ্রার্থীরা একের পর এক নিজেদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।'

'কথার পর্ব শেষে ওডেসিউস তর্পণ করে সুপেয় মদ পান করলেন এবং পাত্রটি তরুণ অভিজাতটির হাতে ফেরত দিলেন। এ্যাম্ফিনামুস মাথা নেড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কক্ষের অন্যত্র চলে গেলেন। আসন্ন ধ্বংসের আভাসে তাঁর মন ভরে গেলো। এতে অবশ্য তিনি তাঁর নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পেলেন না, কারণ এথেনি ইতিমধ্যেই টেলিমেকাসের নিক্ষিপ্ত বর্শার আঘাতে তাঁর মৃত্যু নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পরিত্যক্ত আসনে ফিরে গিয়ে তিনি উপবেশন করলেন।

তখন উজ্জ্বল-আঁখি এথেনি ইকারুস কন্যা পেনেলোপির মনে পাণি-প্রার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা জাগালেন। উদ্দেশ্যটা, ওদের মনে অনুরাগের উত্তাপ আরো তীব্র করে তোলা এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং পুত্রের নিকট তাঁর মূল্যকেও বাড়িয়ে দেয়া। ইচ্ছাকৃত হাসিতে তাঁর এক পরিচারিকার দিকে ফিরে তিনি বললেন: 'ইউরিনোম, এক অশরীরী শক্তি যেন আমাকে ধাবিত করছে এমন কখনো হয় না, আমি যেন আমার ঐ প্রেমিকদের সাক্ষাৎ দান করি যতই ওদের ঘৃণা করি না কেন, তবু আমার পুত্রের সঙ্গেও কিছু কথা বলার আছে, তাকে আমি এসব উচ্ছৃংখল তরুণদের সম্পর্কে সাবধান করতে চাই, তার সমস্ত সময় যেন সে ওদের সঙ্গে নষ্ট না করে, ওদের মুখে মিষ্ট কথা, কিন্তু মনের ভেতর অনিষ্ট চিন্তা।'

'বৎসে', বললো গৃহরক্ষিকা ইউরিসোম, 'তুমি ঠিকই বলেছ। যেভাবেই হোক, যাও। এবং ছেলের সঙ্গে সরাসরি কথা বল, যা তোমার মনে আছে। কিন্তু তার আগে গা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নাও এবং গালে গন্ধ মেখে নাও। চোখে অশ্রুর দাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। সব সময় কান্না, আর একবারও পোশাক বদলাও না, এ খুবই খারাপ। তুমি সুন্দর বড়সড় এক ছেলের মা, তার চিবুকে দাড়ি গজাক, এইতো তুমি সব সময়েই চেয়েছ!'

'ইউরোনোস', পেনেলোপি বললেন, 'তোমার দয়ার্দ্র মনের খবর আমি জানি। তবু স্নান কবতে আর সুগন্ধি মাখতে আমাকে উৎসাহ দেয়া তোমার উচিত নয়। অলিম্পাসের দেবতাগণ আমার স্বামীর সাগর যাত্রার দিন থেকেই আমার যা কিছু আকর্ষণ হবণ করে নিয়েছেন। যাহোক, অওটোনি এবং হিপ্পো-দামিয়াকে বল আমার সঙ্গে সভাকক্ষে যাওয়ার জন্যে। আমি সেই পুরুষ অধ্যুষিত সমাবেশে একা যাচ্ছি না, রুচিতে বাধে।।'

বৃদ্ধা রমণী যখন গৃহান্তরে পরিচারিকাদের এ আদেশ জানাতে এবং তাদের গৃহকর্ত্রীর নিকট পাঠাতে চলে গেলো তখন এথেনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পেনেলোপিকে নিদ্রাতুর করে তুললেন যাতে তিনি তাঁর আসনের ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁব সমস্ত বিশ্রামে প্রশান্ত হয়ে গেলো। তারপর মহান দেবী তাঁর রূপরাশি মানুষের যতটুকু হতে পারে তার চেয়ে অধিক করে বাড়ালেন যাতে পাণিপ্রার্থীরা তাঁর সৌন্দর্যে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রথমে তিনি তাঁর শুভ্র গণ্ডদেশ এমন এক স্বর্গীয় প্রসাধনে মার্জনা করলেন যা সহযোগীরা মুকুটে সজ্জিতা হয়ে নৃত্য পরিবেশন কালে ব্যবহার করে থাকেন। তারপর তিনি তাঁর অবয়বকে আরো সমুন্নত ও সুশ্রীতর করলেন, গাত্রচর্ম সদ্য মসৃণ করা হাতির দাঁতের চেয়েও শুভ্রতর করলেন। কাজ শেষ হলে দেবী অন্তর্হিতা হলেন এবং তখন শেতবাহু পরিচারিকারা গৃহের অন্য অংশ থেকে এসে উপস্থিত হলো। তাদের অগ্রসরমান কলকণ্ঠে পেনেলোপির নিদ্রাভঙ্গ হলো। হাত দিয়ে গণ্ডদেশ স্পর্শ করে তিনি বিস্মত-কণ্ঠে বলে উঠলেন: কী আশ্চর্য ঘুম, আমার এত দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও! প্রার্থনা করি আর্টিমিস আমার মৃত্যুও যেন এমন মধুর করেন। এই মুহূর্তেই তা আসুক এবং আমিও আমার উৎকণ্ঠা আর আমার স্বামী, এ্যাচিয়ার সেই শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সুখস্মৃতি বহনের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাই।'

তিনি তাঁর সুরম্য কক্ষ পরিত্যাগ করে নীচে গমন করলেন, একা নন, সঙ্গে দুই সহগামিনী সমভিব্যাবহারে। পাণিপ্রার্থীদের নিকটে পৌঁছে সেই মহিয়ষী নারী বিশাল ছাদ ধারণ করা একটি স্তম্ভের পাশে এসে আসন

গ্রহণ করলেন উজ্জ্বল শিরসজ্জার প্রান্ত দিয়ে গণ্ডদেশ ঢেকে, তাঁর বিশ্বাসী পরিচারিকাদের দুইজন তাঁর দুই পাশে স্থান গ্রহণ করলো।

তাঁর আবির্ভাব পাণিপ্রার্থীদের উদ্বেল করে ফেললো। বাসনায় তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো, ওদের প্রত্যেকেই মনে মনে এই আকাঙ্খাই করতে লাগলো যেন সে তাঁকে তার দুই বাহুর মধ্যে ধারণ করতে পারে। কিন্তু পেনিলোপি তাঁর পুত্রের দিকে ফিরে তাকালেন। 'টেলিমেকাস', তিনি বললেন, 'তোমার বুদ্ধি তোমাকে ত্যাগ করেছে। বালক বয়সে অনেক বেশী বিবেচনার পরিচয় তুমি দিয়েছ। আর এখন তুমি বড় হয়েছ, পূর্ণবয়স্ক মানুষের মর্যাদায় উপনীত হয়েছ, বাইরের যে-কেউ তোমার উচ্চতা এবং চেহারা দেখে কোনো ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির সন্তান বলেই গ্রহণ করবে, অথচ তোমার সেই পূর্বের বিচার বুদ্ধি এখন আর দেখা যাচ্ছে না। এই যে ঘটনা এই মাত্র এই বাড়িতে ঘটে যেতে সবাই দেখলো সে-কথাই আমি বলছি, তুমি কী করে আমাদের এই অভ্যাগতির প্রতি এমন নির্লজ্জ আচরণ অনুমোদন করতে পারলে ? আমাদের এই কক্ষে শান্তভাবে উপবিষ্ট কোনো অতিথিকে যদি এমন রূঢ় ব্যবহারের দরুন আঘাত সহ্য করতে হয়, তাহলে কেমন হবে ? তখন তোমার ওপরেই লোকে দোষ এবং অবমাননা আরোপ করবে।'

'মা', টেলিমেকাস সংযত উত্তর দিলেন, 'যা ঘটেছে তার জন্যে আপনার এই তিরস্কারে আমি আপত্তি করতে পারি না। ভালো এবং মন্দের পার্থক্য বোঝার বুদ্ধি এখন আমার নিজেরই হয়েছে। আগের মতো শিশু আমি আর নেই। তবে সব সময় সঠিক পথে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই দুষ্কৃতিকারীরা যারা আমাকে সর্বদা ঘিরে রয়েছে, তারাই আমার পরম বাধা। আর আমাকে সাহায্য করারও কেউ নেই। কিন্তু আগন্তুক এবং ইরুস-এর মধ্যেকার লড়াইয়ের পরীক্ষায় পাণিপ্রার্থীদের অভি-প্রায় মতো হয়নি, কেননা আগন্তুকই জয়ী হয়েছে। হে পিতা জিউস, এথেনি, এ্যাপোলো, কী মনে প্রাণেই এই কামনা আমি করি। আহা যদি এই আজকেই এই প্রাসাদেই এইসব পাণিপ্রার্থীর পরিণাম ঘনিয়ে উঠতো, প্রাঙ্গণে এবং ঘরের ভেতরে এরা সব ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো, মাথা-গুলো কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নিঃশেষে ঝরে পড়েছে সম্পূর্ণ শক্তি, ঠিক যেমন ইরুস প্রাঙ্গণ ফটকে এখন ঠুকছে, মাতালের মতো মাথাটা দুলছে, পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছে না এবং একটি সম্পূর্ণ-রূপে পর্যুদস্ত মানুষ বাড়ির পথও আর খুঁজে পাচ্ছে না !'

ইউরিমেকাস এই বাকধারায় ছেদ টানলেন রানীর প্রতি স্তুতিভাষণে মুখর হয়ে। 'ইকারুসের কন্যা, প্রজ্ঞামতি পেনেলোপি, তিনি বললেন, 'যদি

আইন আরগসের সকল এ্যাচিয়ানরা আপনার ওপর দৃষ্টি রাখতে পারতো তাহলে আপনার এই প্রাসাদ-দেয়াল আগামীকালের ভোজে আরো অনেক বেশী অতিথি সমাগম লক্ষ্য করতো। কারণ, সৌন্দর্যে, গঠনে এবং বুদ্ধি-বিবেচনায় কোনো নারীই আপনাকে স্পর্শও করতে পারে না।'

'আহ্, ইউরিমেকাস', বললেন সতর্ক পেনেলোপি, 'সমস্ত প্রতিভা, গরিমা এবং সৌন্দর্য আমি হারিয়েছি সেদিনই, যেদিন আরগিভগণ ল্যুস যাত্রা করেছিলেন এবং আমার স্বামী তাঁদের সহগামী হয়েছেন। যদি তিনি ফিরে আসতেন এবং আমাতে নিবেদিত হতেন, তবেই আমার সুনাম প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত হতো। কিন্তু আমি আমার দুর্দশার মধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছি। ওপরের ক্ষমতা আমার মাথার ওপর সংকটের স্তূপ চাপিয়ে দিয়েছে। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি, যেদিন তিনি তাঁর এই স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন, সেদিন তিনি আমার ডান হাতের কব্জি ধরে বলেছিলেনঃ 'প্রিয় পত্নী, একটি বিষয় স্থির নিশ্চিত যে, আমাদের সকল সৈনিকই ট্রয় থেকে অক্ষত দেহে ফিরবে না। সবাই বলে ট্রোজানরাও ভালো যোদ্ধা। বর্শা অথবা শরাঘাতে, কিংবা অশ্বচালিত রথের মুখে মুখোমুখি যুদ্ধে প্রাণহানি ঘটবেই। সুতরাং আমি বলতে পারি না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ফিরে আসব, না, ট্রয়ের মাটিতেই আমার ইহলীলার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে, এখানকার সব কিছুর ভার তোমার ওপর দিয়ে আমি যাচ্ছি। আমার পিতামাতার উপর নজর রেখো, এখন যেমন রাখছো, না, বরং, আমার অনুপস্থিতিতে আরো বেশী রেখো। এবং যখন তোমার সন্তানের চিবুকে দাড়ি গজাতে দেখবে, তোমার ইচ্ছে মতো কাউকে বিবাহ করো এবং তোমার এ বাড়ি পরিত্যাগ করে চলে যেয়ো।' এ কথাই তিনি বলেছিলেন এবং আর আজ তাঁর সব কথাই সত্য হতে যাচ্ছে। আমি চোখের সামনে সেই রজনী এগিয়ে আসতে দেখছি, যখন আমাকে বিবাহবন্ধন স্বীকার করে নিতে হবে, যা আমি আন্তরিক ঘৃণা করব। স্বর্গ আমার সুখ নষ্ট করেছে এবং নিঃসঙ্গভাবে আমাকে পরিত্যক্ত করেছে।'

'ইতিমধ্যে একটি বিষয় আমার সবচেয়ে বড় পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন ভদ্র এবং ধনী কন্যার পাণিপ্রার্থনায় আপনারা প্রতিযোগিতার যে ধরন অনুসরণ করছেন, তা কোনক্রমেই প্রথাসিদ্ধ রীতি-সম্মত নয়। নিশ্চিতভাবেই কাম্য নারীর বন্ধুদের ভোজের জন্যে আপনাদের নিজেদেরই গো এবং মেষআদি নিয়ে আসার কথা এবং তাঁকে মূল্যবান উপহারও দেয়ার কথা, তা না করে আপনারা অপরের ব্যয়ে অকাতরে দেদার ভোজ জমিয়ে চলেছেন।'

ওডেসিউস এ বক্তৃতায় উৎফুল্ল হলেন। একদিকে তাঁর প্রেমিকদের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে তাদের প্রতারণায় মোহান্ত করে রাখার এই কৌশল তিনি পছন্দও করলেন। অবশ্য এ সময়ে পেনেলোপির মনে অন্য চিন্তা খেলা করছিল।

ইউপেথেসের পুত্র এন্টিনাসই তাঁর কথার উত্তর দিলেন—'ইকারুস-কন্যা, প্রজ্ঞাময়ী পেনেলোপি', তিনি বললেন, আপনার এ অনুরোধ কেউই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আমরা আপনাকে যে উপহার দেবার প্রয়াস পাব, তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। তবে এই সঙ্গে একথাও যোগ করে দিতে চাই যে, আমাদের ভেতর থেকে কাউকে আপনি বিবাহ না করা পর্যন্ত আমরা কেউই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনও করব না।'

অন্য সবাই এ কথায় সম্মত হলো এবং প্রত্যেকেই নিজের অনুচর পাঠিয়ে দিলো উপহার সংগ্রহের জন্যে। এন্টিনাসের অনুচররা নিয়ে এলো একটি অতীব মূল্যবান কাপড়ের তৈরী সূচিকাজ করা লম্বা পোশাক বারোটি সোনার ব্রোচ তাতে খাপের সঙ্গে আঁটা। ইউরিমেকাসের জন্যে আনা হলো একটি সোনার হার, অপূর্ব কারুকর্মের নিদর্শন তাতে এ্যাম্বারের দানাগুলো সূর্যের মতো ঝলমল করছে। ইউরিডামাসের দুই অনুচর নিয়ে এলো একজোড়া কর্ণাভরণ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, প্রত্যেকটারই তিনটি করে ঝালর। পলিকটর-পুত্র রাজপুত্র পিসনিডার গৃহ থেকে এলো একটি জরোয়া কণ্ঠমালা। এভাবে প্রতিটি তরুণ অভিজাতই মূল্যবান উপহারসামগ্রী এনে উপস্থিত করলো। অতঃপর রানী পেনেলোপি তাঁর উপরতলস্থিত কক্ষে প্রস্থান করলেন সহগামিনী পরিচারিকাদের সঙ্গে, তারা উপহারগুলোও সঙ্গে নিয়ে গেলো।

তখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাণিপ্রার্থীরা নাচে-গানে মত্ত হয়ে রইল। রাত্রিতেও তাদের আনন্দোৎসবের শেষ হলো না। ঘর আলোকিত করার জন্যে তিনটি অঙ্গার পাত্র স্থাপন করলো তারা, তাতে শুকনো নতুন কাটা কাঠ সাজালো এবং প্রতিস্তূপে জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড চাপিয়ে দিলো। প্রাসাদ-পরিচারিকারা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, তখন ওডেসিউস বাধা দিলেন।

'ভাগো তোমরা সব, মালিকবিহীন বাঁদীর দল', তিনি বললেন, 'গৃহকর্ত্রীর কাছে যাও। ঘরের কাজ করে তাঁকে একটু খুশী কর। তাঁর পাশে বসে তাঁতে একটু হাত লাগাও, নয়তো পশম টান কর গিয়ে। আমিই না-হয় এদের জন্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখছি, যদি ভোর পর্যন্তও এরা চালিয়ে যায়, আমি হয়রান হবো না। ওর জন্যে আমার যথেষ্ট শক্তি আছে।

মেয়েরা হেসে উঠলো এবং পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো। কিন্তু গোলাপী-গাল মেলানথো তাঁর প্রতি ফুঁসে উঠলো। সে ডলিউসের কন্যাদের একটি, যাকে পেনেলোপি নিজে মানুষ করেছেন এবং সন্তানের মতোই যত্ন করেছেন, তার আবদার রেখে সব রকমের খেলনাই তাকে জুগিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের কোন মূল্য থাকেনি। মেয়েটির পেনেলোপির দুঃখের প্রতি কোন সহানুভূতিই ছিল না। সে ইউরিমেকাসকে ভালোবাসতো এবং তার রক্ষিতা হয়ে উঠেছিলো। সে ওডেসিউসের দিকে ফিরে ধারালো জিহ্বার আক্রমণ শুরু করে দিলো: 'তোমার মাথার ঘিলু নিশ্চয়ই খুব কম, একটা ডাহা ভবঘুরে বুড়ো! কোনো কামারশালায় নয়তো কোনো অতিথিশালায় গিয়ে রাতের ঘুমটা ঘুমাও না কেন? তা না, এখানে বসে নিজের যতো বাজে কথা ঝরাচ্ছো বুক ফুলিয়ে ইতরের মতো এইসব ভদ্রলোকদের সামনে! মদে তোমার বুদ্ধি নাশ করেছে, নয়তো তোমার স্বভাবই এ রকম বাজে বকার। ইরুসকে এক হাত দেখিয়ে খুবই কি মাথা গরম হয়ে গেছে তোমার? সাবধান বলে দিচ্ছি, নইলে, ইরুসের চাইতে যোগ্য কেউ তার শক্ত হাতে তোমার এ মাথা গুঁড়িয়ে রক্তাক্ত নাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে।'

'নির্লজ্জ দুষ্ট মেয়েলোক', পাল্টা জবাব দিলেন ওডেসিউস মেয়েটিকে ঝাঁঝালো কণ্ঠে, 'টেলিমেকাসকে এক্ষুণি গিয়ে তোমার এসব কথা বলে দেব। তোমাকে তিনি এসে পরে মাংসপিণ্ড বানিয়ে ছাড়বেন।'

এই শাসানো মেয়েদের ভীত করে ফেললো। ঘরের ভেতর দিয়ে তারা দৌড়ে পালালো। ভয়ে তাদের পা কাঁপতে লাগলো, কেননা ওরা তাঁর কথা গুরুত্বভাবে না নিয়ে পারেনি। ওডেসিউস অঙ্গারপাত্রে আলো জ্বালিয়ে রাখতে মনোনিবেশ করলেন। মনের ভেতর তাঁর ধ্বংসছকের আঁকিবুকির খেলা।

এথেনি অবশ্য চাইছিলেন না যে, অভদ্র পাণিপ্রার্থীরা তাদের উগ্র আচরণ থেকে বিরত থাকুক, তিনি বরং ওডেসিউসের রাজকীয় হৃদয়ে ক্রোধ আরো ঘনীভূত করতেই সচেষ্ট হলেন। ইউরিমেকাসেরই আগন্তুককে ছুঁড়ে দেয়া একটা বিদ্রূপ তার বন্ধুদের ভেতর হাসির হুল্লোড় তুললো প্রথমে। 'শোন', সে চীৎকার করে উঠলো, 'আমার মনে ধারণার উদ্ভব হয়েছে, মহান রানীর প্রতিদ্বন্দ্বী আমার বন্ধুদের তার অংশ আমি দিতে চাই, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি এই লোকটাকে ওডেসিউসের এই প্রাসাদে প্রেরণ করেছে। আদতে কি জানো? ঐ মানুষটার ভেতর থেকেই আসলে ওর মাথার খুলি থেকেই প্রদীপের আলো বেরিয়ে আসছে, যতই নিরীহ ওর কেশগুচ্ছকে দেখাক।'

এরপর সে বহু নগরবিজেতা ওডেসিউসের দিকে তাকালো। 'আগন্তুক', বললো সে, 'তোমাকে যদি আমার অধীনে কাজ দিই, অবশ্য উচিত পারিশ্রমিকে, তুমি করবে কিনা? এই ধর পাথরের বাঁধ বানানো এবং আসবাবের কাঠের জন্যে গাছ বোনার কাজ। যাতে ঠিকমতো খেতে পাও দেখব এবং কাপড় চোপড় জুতাও দেব। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, তুমি যে স্বভাব গড়ে তুলেছ, তাতে খামারের কাজে কলা দেখিয়ে তোমার বিরাট পেটটা ভরাতে বরং রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করেই বেড়াবে।'

'আমারও এইটুকু আশা ইউরিমেকাস', উত্তর করলেন ওডেসিউস, 'যদি তুমি আর আমি গ্রীষ্মকালে কোনো ফসলের মাঠে শ্রমিক হিসেবে প্রতিযোগিতা করতে পারতাম। কাচি নিয়ে মাঠে নামতাম, সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত কেউ কিছু খাবে না এবং অনেক ঘাস কাটতে হবে, তাহলে কে কেমন কাজের তার পরীক্ষা হতো। কিংবা পিঙ্গল সুশিক্ষিত ষাঁড়, ভালো বয়েস এবং যথেষ্ট টানার ক্ষমতা, যদি চালাবার ভার নিয়েও দেখা যেতো। এমন একজোড়া ষাঁড়কে ক্লান্ত করা বড় দুরূহ। আমি দুই একর জমি চষতে নিতাম। তুমি দেখতে লাঙলে সোজা খাত আমি বানাতে পারতাম কিনা। অথবা আমাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধও হতে পারে, এখানে এখুনি - তবে আমার একটা বর্ম থাকতে হবে, একজোড়া বর্শা এবং আমার মাথার উপযোগী ব্রোঞ্জ শিরস্ত্রাণ। তোমার সামনে আমাকে যে অবস্থায় দেখবে, তখন আমার ভুঁড়িতে খোঁচা দেয়ার সাধ আর তোমার থাকবে না। কিন্তু তুমি মশায়, শূন্য কুম্ভ একটা তর্জন গর্জন সার, নিজেকে খুব বড় কিছু ভেবে, বিরাট রথী ঠাওরে বড়াই করো, কেননা তেমন লোকের সামনে তুমি কখনো পড় না। আহ্, যদি ওডেসিউস ঘরে ফিরতেন এবং এখানে দেখা দিতেন, তাহলে ঐ অতবড় দরজাও নিরাপদে পালাবার তাড়াহুড়ায় নেহাৎ সরু মনে হতো তোমার কাছে।'

ইউরিমেকাসের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কঠোর দৃষ্টিতে ওডেসিউসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দুরাত্মা, এই অসম্মান এবং সর্বসমক্ষে এই অপমানের প্রতিদান অচিরেই তোমাকে দিতে হবে। মদে তোমার বুদ্ধিনাশ ঘটেছে, নয়তো এভাবে কথা বলাই তোমার স্বভাব। ইরুসের ওপর একহাত নিয়ে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে নাকি?' কথা বলতে বলতে সে একটা আসন তুলে নিলো। কিন্তু ওডেসিউস তার আক্রমণ এড়িয়ে গেলেন ডুলিচিয়ামবাসী এ্যাম্ফিনোমুসের হাঁটুর নীচে বসে পড়ে আসনটা

মদ পরিবেশকের ডানহাতে আঘাত করলো, মদের পাত্র সশব্দে সামনে মাটিতে পড়ে এবং সে নিজেও চিৎকার করে ধরশায়ী হলো।

অন্ধকার কক্ষ তৎক্ষণাৎ চিৎকারে ভরে গেলো। পাণিপ্রার্থীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। তারা বললো, 'আমরা শুধু একটা ভিখিরীর গায়ে হাত তুলছি, আব এতে করে এমন সুন্দর একটা সন্ধ্যা মাটি করে ফেলছি।'

টেলিমেকাস তখন রাজপুত্রের মতোই কথা বলে উঠলেন, 'ভদ্রমহোদয়-গণ', তিনি বললেন, 'আপনারা বুদ্ধিহারা হয়েছেন। স্পষ্টত খাদ্য এবং পানীয়ের প্রভাব এটা। নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আপনাদের বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখন আসুন, আপনাদের আহার ভালোভাবেই শেষ হয়েছে, আপনারা নিজের নিজের ঘরে বিশ্রাম গ্রহণ করতে যান, যদিও কাউকেই তাড়াতে চাইছি না।'

এ কথায় তারা ঠোঁট কামড়িয়ে ভাবতে লাগলো যে, টেলিমেকাস তাদের এভাবে বলার সাহস পেল কী করে।

অবশেষে এ্যাম্ফিনোমুস উত্তর দেয়ার ভারটা নিজের ওপর নিলেন। 'বন্ধুগণ', তিনি মন্তব্য করলেন, 'যখন যথার্থ কথা বলা হয়েছে, তখন সমালোচনার ছুতো বের করার কোনো স্থান নেই। এই আগন্তুক বা রাজ-ভৃত্যের কারো প্রতি দুর্ব্যবহার যেন কেউ না করে। বরং কোন মদ-পরিবেশক সবার পাত্র পূর্ণ করে দিক, আমরা উৎসর্গসমাপ্তে নিজের নিজের শয্যায় চলে যাই, আমাদের অতিথি টেলিমেকাসের তত্ত্বাবধানে এইখানেই থাকুন। কারণ, আর যাই হোক, তাঁরই গৃহে তিনি এসেছেন।

এ মীমাংসায় সবাই অভিনন্দন জানালেন। ডুলিচিয়ুমের মিলিউস এ্যাম্ফিনোমুসের অনুচরবৃন্দের একজন--একভাঁড় মদ নিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে সবাইকে পরিবেশন করলো। স্বর্গের দেবতাদের পানের আগে তর্পণ করলো এবং পরিশেষে নিজের নিজের ঘরে প্রস্থান করলো।

উনিশ

ইউরিক্লিয়া ওডেসিউসকে চিনতে পারলো

রাজা ওডেসিউস সভাকক্ষে একা পরিত্যক্ত হলে এথেনির সহায়তায় তিনি পাণিপ্রার্থীদের ধ্বংসপরিকল্পনায় নিয়োজিত হলেন। পুত্র টেলি-মেকাসকে কিছু নির্দেশ দিয়ে তাঁর কাজ শুরু হলো।

'টেলিমেকাস', তিনি বললেন, 'অস্ত্রশস্ত্রাদির শেষটা অবধি লুকিয়ে ফেলতে হবে। যখন প্রণয়ীরা সেগুলো খুঁজে না পেয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, কী ব্যাপার, তুমি ওদের সন্দেহ ঘোচাতে বিশ্বাসযোগ্য কিছু বানিয়ে বলো। তুমি বলতে পারো: 'ধুঁয়োয় বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে ওসব আমি সরিয়ে রেখেছি। ওডেসিউসের ট্রয়ে গমনের পর সেগুলো একেবারেই বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আগুনে আঁচ এবং ধুঁয়োয় সেগুলোর খুবই ক্ষতি করেছে। তাছাড়া আমার আর একটা বিষয় মনে হয়েছে এবং তা গুরুতরও বটে,—অস্ত্র দেখলেই তা হস্তগত করতে বাসনা জাগে আপনারা পান করতে করতে ঝগড়া ঝাটিতে মত্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং পরস্পরের প্রতি সেগুলোর সাহায্যে আঘাত হেনে উৎসব এবং প্রণয়ের উদ্দেশ্যকেও মাটি করে দিতে পারেন।

পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তখনই তিনি ধাত্রী ইউরিক্লিয়াকে ডেকে বললেন:

'মাতা, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতার অস্ত্রশস্ত্র গুদামে লুকিয়ে রাখি ততক্ষণ পরিচারিকাদের ঘরের ভেতর আটকিয়ে রাখুন। ভারী সুন্দর জিনিস এ সব কিন্তু পিতার প্রস্থানের পর এ জায়গায় পড়ে থেকে এগুলো ধুঁয়োয় একেবারে মলিন হয়ে যাচ্ছে। আমি তখন ছোট ছিলাম, ভালো বুঝতাম না। কিন্তু আমি আগুনের আঁচ থেকে ওগুলো বাঁচাবো বলে ঠিক করেছি।'

'বৎস', তাঁর প্রিয় বৃদ্ধ ধাত্রী উত্তরে বললো, 'এটা খুবই সুখের দিন যে, তুমি তোমার বাড়িঘর জিনিসপত্র নিয়ে ভাবছো! কিন্তু বল, কে তোমার সঙ্গে প্রদীপ নিয়ে যাবে? পরিচারিকাদেরই থাকার কথা, কিন্তু তুমি বলছো এদের বাইরে আসতে দেবে না।'

'এই আগন্তুক', টেলিমেকাস দ্রুত উত্তর দিলেন। 'যেই আমার খাদ্য গ্রহণ করে তাকে আমি আলস্যে বসিয়ে রাখি না। যতদূর থেকেই ভ্রমণ শ্রান্ত হয়ে সে আসুক না কেন।'

বৃদ্ধা আরো বলতে পারতো কিন্তু একথা তাকে চুপ করিয়ে দিলো। পরিচারিকাদের ঘর তালাবদ্ধ করে দিলো সে এবং ওডেসিউস ও তরুণ রাজপুত্র শিরস্ত্রাণ, উঁচুবর্ম তীর বর্শাসমূহ স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাল্লাস এথেনি নিজে একটি স্বর্ণপ্রদীপ হাতে নিয়ে পথ দেখাতে লাগলেন। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা গোলাপী আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এতে টেলিমেকাস বিস্ময়সূচক ধ্বনি উচ্চারণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলেন না। 'পিতা', তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এই আশ্চর্য বস্তুটি কি আমি দেখছি? দেয়ালসমূহ, কপাটে খোপরাজি, পাইনের কড়িকাঠগুলো এবং স্তম্ভনিচয় সবই যেন জ্বলছে, প্রোজ্জ্বল আলোকমালা বিকীরণ করছে, স্পষ্ট আমার তাই মনে হচ্ছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস স্বর্গের কোনো দেবতা এই ঘরে পদার্পণ করেছেন।

'চুপ!' বললেন সতর্ক ওডেসিউস। 'নিজের বিবেচনা এখন নিরস্ত রাখো এবং কোনো প্রশ্ন করো না। অলিম্পিয়াবাসীদের নিজস্ব ধর্মধারা রয়েছে, এটা তারই একটা নিদর্শন। তুমি তোমার শয্যায় যাও এখন, আমি এখানেই থাকি পরিচারিকাদের একটু পরখ করার রয়েছে এবং তোমার মা-কেও দেখতে হবে। তাঁর উৎকণ্ঠা নিয়ে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পুরো জেরা করে ছাড়লেন।'

সুতরাং টেলিমেকাস সভাকক্ষ পেরিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট শয্যাগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন, প্রদীপের আলোয় পথ অতিক্রম করে। অন্যান্য রাতের মতো আজো ভোর পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকার জন্যে শয্যা গ্রহণ করলেন তিনি। ওডেসিউস পুনর্বার একা সভাকক্ষে পরিত্যক্ত হলেন এথেনির সহায়তায় প্রণয়ীদের নিধন পরিকল্পনা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে।

প্রজ্ঞাময়ী পেনেলোপি তখন তাঁর কক্ষ থেকে অবতরণ করলেন, আর্টেমিস কিংবা সোনালী আফ্রোদিতির মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। পরিচারিকারা তাঁকে আগুনের পাশে তাঁর নির্দিষ্ট আসন এনে দিলো। আসনটা রূপো আর হাতির দাঁতে তৈরী, ইকমেলিউস নামক এক কারুশিল্পীর কাজ। কাঠামোতে পায়া সংযোজিত করেছে সে, ওপরে বিশাল এক মেষচর্ম বিছানো। পেনেলোপি আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্বেতবাহু পরিচারিকারা তাদের বাসস্থান থেকে বেরিয়ে এসে ভোজ্যাবশিষ্ট সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো,

ভোজে ব্যবহৃত টেবিল এবং পাত্রাদি পরিষ্কার করে ফেললো। তারা অপর পাত্র থেকে আগুন মেঝের ওপর ঢেলে বড় করে নতুন আগুন জ্বালালো আলো আর উষ্ণতার জন্যে।

মেলানথো এই সুযোগে ওডেসিউসকে আবার ভৎসনা শুরু করলো। 'হা! এখনো এখানে!' বললো সে চিৎকার করে, 'সারা রাত ধরে আমাদের জ্বালাবে! ঘরময় ঘুর ঘুর করা আর মেয়েদের দিকে কটাক্ষ! ভাগো এখান থেকে হতভাগা! যা খেয়েছ ওতেই খুশী থাকো, নইলে দেখবে ঘরের বাইরে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কানের ভেতর অগ্নিশলাকা পুরে দিয়ে!'

ক্ষিপ্রবুদ্ধি ওডেসিউস তার দিকে ভ্রূকুটি করলেন। 'ভদ্রমহিলা', তিনি বললেন, 'আমার ওপর এতো ক্ষেপে গেছ কেন? এই কি কারণ যে, আর কোনো উপায় নাই বলে নোংরামর ছেঁড়া কাপড় পরে ভিক্ষুখ বা ভবঘুরের মতো আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াই? তাহলে বলি শোন, একদা আমিও ধনী ছিলাম, আমার মতো গৃহহারা লোককে আমিও ভিক্ষে দিয়েছি, তাকিয়েও দেখিনি, সে কে, কি চায়। শতশত ভৃত্য আমার ছিল, বিলাসে জীবন কাটাবার মতো কোনো উপকরণেরই অভাব আমার ছিল না। কিন্তু জিউস, নিশ্চই কোনো ন্যায্য কারণে আমাকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাই, নিজের কথাও একটু ভাবো, নইলে তুমিও তোমার এ আশ্রয় একদিন হারাতে পারো। তোমার কর্ত্রী বিরূপ হয়ে উঠতে পারেন তোমার ওপর, অথবা ওডেসিউসও ফিরে আসতে পারেন। হ্যাঁ, সে ব্যাপারে এখনো আশা আছে। আর তাছাড়া তিনি যদি মৃত হয়ে থাকেন এবং চিরতরে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলেও ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরই মতো সুযোগ্য পুত্র তোমাদের কোনো অন্যায় আচরণই তাঁর চোখ এড়ায় না। এড়াবার বয়সও তিনি পার হয়েছেন।'

পেনেলোপি কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি সক্রোধে এই দুষ্ট স্ত্রী-লোকটির দিকে তাকিয়ে ভৎসনা করে উঠলেন: 'এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রেখো না', তিনি বলে চললেন, 'আমি এই অসম্মানকর ঘটনার সবই শুনেছি এবং তুমি যা করেছ তার জন্যে ভয়ানক দণ্ড তোমাকে পেতে হবে। কারণ, তুমি ভালোই জানো, আদতে তুমি আমাকে বলতেও শুনেছ—এই লোকটার কাছে আমার স্বামী সম্পর্কে কোনো সংবাদ আছে কিনা, তা আমি জানতে চাই।' গৃহরক্ষিকা ইউরোনোমের দিকে ফিরে তিনি তারপর বললেন: 'তুমি কি একটা আসন এখানে এনে দেবে, কম্বল

বিছানো, আমার অতিথির বসার জন্যে, যাতে আমরা পরস্পরে কথা বলতে পারি? লোকটার কাছ থেকে তাঁর সমস্ত কাহিনী আমি শুনব।'

ইউরোনোম দ্রুত একটি কাষ্ঠাসন নিয়ে এলো, তার ওপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিলো। মহান দীর্ঘদেহী ওডেসিউস তাতে উপবেশন করলেন এবং পেনেলোপি কথা শুরু করলেন এই বলে: 'মহাত্মন, অধিক ভণিতা না করে আপনাকে স্পষ্টতঃ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। আপনি কে এবং কোথা থেকে আসছেন? আপনার নগরের নাম কি এবং কোন্ বংশের লোক আপনি?'

'মহিয়ষী', উত্তর করলেন অভিজ্ঞ ওডেসিউস, 'পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যিনি আপনাকে কিছু এড়িয়ে যেতে পারেন। আপনার সুখ্যাতি স্বর্গকেও স্পর্শ করেছে। একজন যথার্থ রাজা যিনি জনবহুল শক্তিশালী এক রাষ্ট্র শাসন করেন হৃদয়ে যথেষ্ট ঈশ্বরভক্তি নিয়ে, তাঁরই যোগ্য এ সুখ্যাতি। তিনি ন্যায়ের রক্ষক, ফলে কৃষ্ণমৃত্তিকা গম এবং যবের ফলনে অফুরন্ত বৃক্ষরাজি পক্ক ফলভারে সদানত, মেষদল তাদের শাবকের লালনে কখনো ব্যর্থ হয় না, সমুদ্রে মাছের অভাব পড়ে না—সবই তাঁর সুশাসনের ফলশ্রুতি, এবং তাঁর জনসাধারণও তাঁর অধীনে ক্রমেই উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চলে। আপনি এমনি উত্তম, সুতরাং আপনি আমাকে যে-কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তবে শুধু আমার বংশ এবং দেশ সম্পর্কে জানতে চাপ দেবেন না, কেননা তাতে আমার স্মৃতিতে আঘাত দিয়ে আমার দুঃখকে নতুন করে ডেকে আনবেন। অগণন তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে অন্যের গৃহে বসে আমি নিজের দুঃখ স্মরণ করে কাঁদব এবং বিলাপ করবো, এ আদৌ যুক্তিপূর্ণ নয়। নিরন্তর কর্কশ কান্না খুবই খারাপ। আমার ভয় হয় আপনার পরিচারিকাদের কেউ কেউ এমনকি আপনিও অবশেষে আমাকে নেহাৎ ন্যাক্কারজনক বলে ভেবে বসতেন এবং হয়তো এই সিদ্ধান্তই করবেন যে, মদের প্রভাবেই আমার অশ্রুর বন্যাস্রোত উন্মুক্ত করে দিয়েছে।'

'মহাশয়', পেনেলোপি বললেন, 'সমস্ত প্রতিভা, গরিমা এবং সৌন্দর্য যা আমার ছিল ঈশ্বর সবই নষ্ট করে দিয়েছেন সেদিনই, যেদিন অরগিভরা ইল্যুম যাত্রা করেছিলেন এবং আমার স্বামী তাঁদের নৌবহরে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি যদি ফিরতেন এবং আমার প্রতি নিবেদিত হতেন, তাহলে আমার সুনাম প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ধিত হতে পারতো। কিন্তু আমি দুর্ভোগের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছি। ওপরের শক্তি আমার মাথার ওপর সংকটের স্তূপ চাপিয়ে দিয়েছে। কেননা সকল প্রধান, ডুলিচিয়াম,

সেম, বনানীঘেরা জেমিনথ্নস এবং আমাদের নিজস্ব সূর্যকরোজ্জ্বল ইথাকার—সবাই, একজনও বাদ নেই যিনি বিবাহ কামনায় অবাঞ্ছিতভাবে আমার ওপর জোর না করছেন এবং আমার গৃহে সম্পদ লুটে না নিচ্ছেন। ফলে আমি আমার অতিথিদের উপেক্ষা করি, আমার দ্বারপ্রান্তের ভিক্ষুককে অবহেলা করি। এমনকি সর্বসাধারণের কাজে যে বার্তাবাহক আসে তাকেও আমি এড়িয়ে যাই। আমি শুধুমাত্র ওডেসিউসের প্রত্যাবর্তন কামনায় নিছক আমার প্রাণ বের করে ফেলছি। ইতিমধ্যে ওরা আমার বিবাহ-দিন ধার্য করতে ভীষণ চাপ দিয়ে চলেছে, আর আমাকে কেবলই ফন্দি-ফিকির বের করে ওদের বোকা বানাতে হচ্ছে। প্রথমটা অবশ্য প্রকৃত প্রেরণা থেকেই করেছিলাম। এখানে আমার তাঁতের একটা বড় ছক বসিয়েছিলাম এবং তাতে একটি বিশাল এবং সূক্ষ্ম পোশাক তৈরী করতে শুরু করি। আমার পাণিপ্রার্থীদের এই অজুহাত দিলাম 'ওডেসিউসের মৃত্যু হয়েছে বলে, আপনারা, তরুণ অভিজাতবর্গ', যারা আমার পাণিপ্রার্থনা করছেন, তাঁরা যদি আমার এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন যাতে যে-সুতো আমি তুলেছি তা নষ্ট না হয়, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো। এটা প্রভু লায়ারটেসের জন্যে আবরণ পোশাক। যমের কঠিন হাতে নিপতিত হবার সময়, যা সব মানুষকেই হতে হয়, তিনি যাতে আবরণবিহীন অবস্থায় সমাধিস্থ না হন সেজন্যেই ওটা আমি বুনছি। আমার স্বদেশীয় রমণীদের মধ্যে এমন কুৎসা রটনার ঝুঁকিও আমি নিতে পারি না যাতে বলা হতে পারে যে তিনি এত ধন জমিয়েছেন, কিন্তু সমাধিস্থ হলে আবরণহীন অবস্থায়। এই প্রস্তাব আমি তাদের দিলাম, সম্মতি দেয়ার মতো শোভনতা তারা অবশ্য দেখিয়েছিল। দিনে আমি সেই বিশাল ছকটা গাঁথতাম, রাতে পাশে রাখা প্রদীপে তা পুড়িয়ে ফেলতাম। তিন বছর তারা আমার এই কৌশলে আটকা পড়ে রইলো। চতুর্থ বছর পড়লো, ঋতুসমূহ গড়িয়ে যেতে লাগলো, এমন সময় আমার অধম দায়িত্বহীন পরিচারিকারা তাদের সুযোগ করে দিল আমার অসতর্ক মুহূর্তে এসে আমার কৌশল ধরে ফেললো তারা। তিরস্কারে তারা আমায় মুহ্যমান করে ফেললো এবং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজটি শেষ করতে আমাকে বাধ্য করলো। এখন আমি ওদের একজনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের সম্ভাবনা আর পরিহার করতে পারছি না। পালাবার কোনো উপায়ও খুঁজে পাচ্ছি না। বিশেষতঃ আমার পিতা মাতাও চাইছেন এই ব্যবস্থা মেনে নিতে। কেননা, এই লোকগুলো আমার পুত্রের সম্পদ খেয়ে শেষ করছে, এ দৃশ্যও তার অন্তরে বিরাট উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বড় হয়েছে

কী ঘটছে তা সে খুবই বুঝতে পারে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণেরও যথেষ্ট যোগ্য হয়ে উঠেছে সে। যাই হোক, আমি তবু আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে অনুরোধ করছি। কারণ, পুরাকাহিনীর মতো আপনি তো আর গাছ কিংবা পাথর থেকে ওঠে আসেননি।'

'মহামান্যা রানী', বললেন কল্পনাক্ষম ওডেসিউস, 'আপনি কি আমার বংশধারা না জেনে কিছুতেই খুশী হবেন না? বেশ, তবে তা জানতে পাবেন। কিন্তু তাহলে আমি নিজে এখন যেমন দুর্ভাগ্যপীড়িত রয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী শোকার্ত হয়ে পড়ব। নগরে নগরে অনেক দুর্দশার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো একটা মানুষের পক্ষে তাই স্বাভাবিক। যাই-হোক, এই আমার কাহিনী এবং এতেই আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।

'গাঢ় নীল সাগরের বুকে একটা দেশ আছে, তার নাম ক্রীট। ঐশ্বর্যশালী একটি সুন্দর দেশ, চারদিকেই সমুদ্রবিধৌত, জনবহুল এবং নব্বইটি নগরের গর্বে গর্বিনী। দ্বীপের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। প্রথম এ্যাচিয়ানরা, তারপর প্রকৃত ক্রীটবাসীগণ, স্বাদেশিকতায় গর্বিত; এরপর সিডোনিয়ানরা; ডোরিয়ানরা তিনটি শাখায় বিভক্ত; এবং পরিশেষে মহান পালাসগিয়ানরা। নব্বইটি নগরের মধ্যে একটি বিশাল নগর হলো ক্নসুস, সেখানে নয় বছর ধরে রাজা মিনস শাসন করেন এবং সর্বশক্তিমান জিউসের বন্ধুত্বে ধন্য হন। তিনি আমার পিতার পিতা ছিলেন। আমার পিতা মহান ডিওকেলিয়নের দুই পুত্র—আমি এবং রাজা ইদোমেউস। মনে আছে একদিন ইদোমেউস তাঁর তীক্ষ্ণাগ্র জলপোতে চড়ে এট্রিউসের পুত্রদের সমভিব্যহারে ইলুমে যাত্রা করেন। সুতরাং রাজ্যভার কনিষ্ঠপুত্র আমার হাতে পড়লো- নাম আমার এ্যাথন, অবশ্য জ্যেষ্ঠের মতো ভালো মানুষ আমি ছিলাম না।' এ সময়ে ওডেসিউসের সঙ্গে আমার দেখা হয়, ক্রীটে আমি তাঁকে স্বাগত জানাই। মেলিয়া অন্তরীপ থেকে ট্রয়ের পথে যেতে তরঙ্গের মুখে পড়ে তিনি সেখানে গিয়ে উঠেছিলেন। এমনিসুসে যেখানে এইলেইথি গুহা রয়েছে, তিনি সেখানে জাহাজ ভেড়াতে প্রয়াস পান-খুবই দুরূহ সেখানে জাহাজ ভেড়ানো। ঝড় তাঁকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিল। প্রথমেই তিনি নগরে গিয়ে ইদোমেউসের খোঁজ করেন, তাঁকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ এবং সম্মানিত বন্ধু বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু নয়-দশদিন আগেই ইদোমেউস তাঁর তীক্ষ্ণাগ্র জলপোতে ইলুমের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। সুতরাং আমিই ওডেসিউসকে গৃহে নিয়ে যাই এবং সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আমার সে-সময়কার প্রাচুর্য অতিথিকে অপরিমিত

আপ্যায়নের পক্ষে অনুকূল ছিল। তাঁর অনুচরদেরও সর্বসাধারণের ভাণ্ডার থেকে তাদের প্রাণভরে প্রচুর রসদ আমি সরবরাহ করি—শস্য, মদ এবং মাংসের জন্যে গবাদিপশু। এই ভালো লোকগুলো বারোদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল, উত্তুরে ঝড়ে আটকা পড়ে—সে এমন ঝড় যে, মাটিতেও সহ্য করা যাচ্ছিল না। নিশ্চয়ই কোনো ক্রুদ্ধ শক্তি এমন ভয়াবহ করে তুলেছিল সেই ঝড়। অবশেষে ত্রয়োদশ দিনে ঝড় থামলো এবং তারাও সমুদ্রে ভেসে পড়লেন।'

তিনি এসব মিথ্যা ভাষণ এমন বিশ্বাসযোগ্য করে তুললেন যে, পেনেলোপির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এবং তাঁর গণ্ডদেশ ভিজে গেল। পশ্চিম হাওয়া তুষার জমিয়ে তোলে, পুবের হাওয়া পাহাড়ের মাথার সেই বরফ গলিয়ে দেয়। সেই বরফগলা জল নদী-নালায় বন্যা তোলে ঘনিয়ে। তেমনি বন্ধনমুক্ত অশ্রুস্রোত তার শুভ্র গলদেশ ভাসিয়ে দিতে লাগলো যখন তিনি তাঁর স্বামীর জন্যে ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন, যিনি তাঁর পাশেই ছিলেন বসে। কিন্তু যদিও ওডেসিউসের হৃদয় স্ত্রীর দুঃখে মুষড়ে যায় তবু তাঁর চোখ শিং বা লোহার মতো শক্ত হয়ে রইল, একবারও মনি দুটো কাঁপলো না, এমনি কঠিন সংযমে তিনি অশ্রু রুদ্ধ করে রাখলো।

প্রাণভরে কেঁদে নিয়ে পেনেলোপি তাঁর জেরায় ফিরে গেলেন। 'আমার ইচ্ছে মহাত্মন' তিনি বললেন, 'আপনি যে আমার স্বামীকে আপনার গৃহে আপ্যায়ন করেছেন সে ব্যাপারে কিছু প্রমাণ আমাকে দেখান। বলুন তিনি কী ধরনের কাপড় পরেছিলেন এবং কেমন তাঁকে দেখাচ্ছিল? এবং তার সঙ্গীদের বিবরণও আমাকে দিন।'

'মাননীয়া কর্ত্রী', উত্তর করলেন ওডেসিউস, 'যাকে বহুদিন দেখার সুযোগ হয়নি, তাঁর বর্ণনা সহজ নয়। আমার দেশ থেকে ওডেসিউসের সাগর-যাত্রার পর উনিশ বছর চলে গেছে। তবু আমার মনে তাঁর যে প্রতিকৃতি রয়েছে তা থেকে আপনাকে ধারণা দেব। প্রভু গোলাপী আলখেল্লা পরিধান করেছিলেন, কাঁধের ওপর ভাঁজ ছিল সেটার, আটকাবার খোপসহ একটি স্বর্ণব্রোচ তিনি তাতে শোভিত করেছিলেন। ওতে একটি নকশা ছিল, একটি শিকারী কুকুর সামনের দুই পা দিয়ে একটি আত্মরক্ষাপ্রয়াসী চিত্রিত মৃগশাবক আঁকড়ে ধরে আছে, মৃগটির পা বাড়ানো, পালানোর উদ্যমে—সমস্ত চিত্রটাই স্বর্ণ দ্বারা রচিত। এ কারুকর্মটি সবাই প্রশংসা করেছে। আমি তাঁর পোশাকও মনে রেখেছি। ওটা তাঁর শরীরে শুকনো রশুনের মতো জ্বলজ্বল করছিল—খুবই মসৃণ ছিল সেটা। আমি আপনাকে বলছি, মেয়েরা তাঁর প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করত। অবশ্য এসঙ্গে একথাও আপনি স্বীকার করবেন,

এটা আমার জানার কথা নয় যে, ওডেসিউস এ পোশাক গৃহেই পরিধান করেছিলেন কিনা, কিংবা সাগর-যাত্রার পর কোনো বন্ধু তাঁকে দিয়েছে কিনা। কেননা ওডেসিউস খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর দেশে তাঁর মতো লোক খুব কমই ছিল। আমি নিজে তাঁকে একটি ব্রোঞ্জ-তরবারি দিয়েছিলাম, একটি মসৃণ গোলাপী আবরণ, এবং ঝালরবিশিষ্ট একটি পোশাক। তাঁর সুগঠিত জলযানে সসম্মানে তাঁকে আমি বিদায় দিয়েছিলাম। আরেকটি প্রমাণ—তাঁর দলের ভেতর একজন অনুচর ছিল, তাঁর চাইতে বয়েসে কিছু বেশী। কেমন দেখতে ছিল সে, তাও আপনাকে বলছি। তার গোল কাঁধ ছিল, কালো রং এবং কোঁকড়ানো চুল। তার নাম ছিল ইউরিবেটস, ওডেসিউস দলের অন্য সবার চাইতে তাকেই বেশী সমীহ করতেন, কেননা সে-ই কেবল তার নেতার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতো।'

ওডেসিউসের বর্ণনা পেনেলোপিকে আরো কান্নাভারাতুর করে তুললো। কারণ এ বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্যতা তিনি বুঝতে পারলেন। আরেকবার কেঁদে তিনি প্রশান্তি লাভ করলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: 'মহাত্মন', পূর্বে আপনাকে আমি করুণার চোখে দেখেছি। কিন্তু এখন আপনি আমার এগৃহে একজন সমাদৃত এবং মাননীয় অতিথিরূপে বৃত হবেন। কারণ, আপনার বর্ণিত পোশাকগুলো আমিই তাঁকে পরতে দিয়েছিলাম, গুদাম থেকে আমি নিজেই তা নিয়ে এসেছিলাম। আমিই সেগুলো ভাঁজ করেছি এবং ব্রোঞ্জের অলংকারসজ্জিত করে দিয়েছি। আর এখন যে দেশ তিনি এত ভালবাসতেন, সেখানে তাঁকে কখনো স্বাগত জানাতে পারবো না। আহা, কী অশুভ মুহূর্তে তিনি যে তাঁর বিশালগর্ভ জলপোতে সেই অভিশপ্ত নগরের দিকে যাত্রা করেছিলেন, যার নামও মুখে আনতে আমি আজ ঘৃণাবোধ করি।'

'মহিয়ষী রানী', সূক্ষ্মবুদ্ধি ওডেসিউস উত্তর করলেন, 'আমার অনুরোধ, অমন শুভ্র গণ্ডদেশ আর অশ্রুপাতে বিনষ্ট করবেন না, স্বামীর শোকে হৃদয়কেও আর যন্ত্রণাবিদ্ধ করবেন না। আপনাকে আমি দোষ দিই না। প্রতিটি রমণীই যিনি স্বামীর প্রেম উপভোগ করেছেন এবং তাঁর সন্তান ধারণ করেছেন তিনিই স্বামীশোকে বিলাপ করবেন, এ তো স্বাভাবিক, সে-স্বামী যত হীনই হোক না কেন। আর এ তো ওডেসিউস, লোকে তাঁকে দেবতা বলেই মনে করতো। কিন্তু অশ্রু মুছে নিন এবং আমার যা বলার আছে তা শুনুন। আমি আপনাকে সত্য বলছি, সত্য ছাড়া বলব না। আমি বলছি। ওডেসিউসের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সংবাদ আমার কাছে আছে, তিনি জীবিত এবং নিকটেই রয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি এখন ঐশ্বর্যশালী দেশ

থেসপ্রোটিয়ায় অবস্থানরত, বিদেশে উপার্জিত বহু সম্পদ নিয়ে ঘরের পথে তিনি রয়েছেন। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর সমুদয় সঙ্গী এবং উত্তম জলপোতসমূহ গভীর সমুদ্রে হারিয়েছেন। থ্রিনাসি দ্বীপ পরিত্যাগের পরপরই এ ঘটনা ঘটে। জিউস এবং সূর্যদেবতা তাঁর ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন, কেননা তার সঙ্গীরা সূর্যের গোসম্পদ হনন করেছিল। ফলে তাঁর সকল নাবিক সলিল সমাধি লাভ করে। কিন্তু তিনি নিজে জাহাজের তলদেশ আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং তরঙ্গাঘাতে দেবতাদের জ্ঞাতিভ্রাতা ফ্যায়াসিয়দের দেশের উপকূলে নিক্ষিপ্ত হন। এঁরা সহৃদয়তাবশতঃ তাঁকে স্বর্গসুলভ সম্মান প্রদর্শন করেন, প্রভূত উপহার প্রদান করেন এবং তাঁকে স্বদেশে নিরাপদে পেঁছে দেয়ার উদ্বেগে সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ ওডেসিউস বহু আগেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতেন যদি তিনি ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপায় খুঁজতে আরো দেশ ভ্রমণে না যেতেন, ব্যবসায়িক উদ্যোগে তিনি অনতিক্রম্য, এটা তাই প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে জীবিত কোনো ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষ নন। আমি থেসপ্রোটিয়ার রাজা ফিইদনের কাছ থেকে এসব শুনতে পেয়েছি। তাঁর প্রাসাদে পান উৎসর্গের সময় তিনি শপথ করে আমাকে বলেছিলেন যে, নাবিকসজ্জিত একটি জাহাজ সমুদ্রসৈকতে প্রস্তুত হয়ে আছে ওডেসিউসকে তার স্বদেশে রেখে আসার জন্যে। কিন্তু ফিইদন তাঁর আগেই আমাকে একটি থেসপ্রোটিয় জাহাজে করে ডুলিচিয়ুমের ধনরাশিও আমাকে দেখিয়েছিলেন। রাজার প্রাসাদে যে পরিমাণ ঐশ্বর্য ওডেসিউস জমা রেখেছেন তাতে তিনি এবং তাঁর দশপুরুষের এমনিই চলে যাবে।

'ফিইদন বলেছেন, ওডেসিউস নিজে গেছেন দোদোনাতে, সেখানে দেবতাদের নিকটও পবিত্র যে বিশাল ওক গাছ রয়েছে তার কাছ থেকে জিউসের ইচ্ছা তিনি জানতে গিয়েছেন—তাঁর নিজের দেশ ইথাকায় এতদিন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, সেখানে তিনি কী-ভাবে পদার্পণ করবেন, প্রকাশ্যে, না, ছদ্মবেশে ? এটাও জেনে নেয়া তাঁর উদ্দেশ্য।

সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন তিনি নিরাপদে আছেন এবং শীঘ্রই ফিরবেন। সত্যিই তিনি খুব কাছেই এসে গেছেন। বন্ধুবান্ধব এবং স্বদেশ থেকে নির্বাসনের কাল তাঁর অচিরেই ফুরোবে। আর আপনি চান বা না চান এ ব্যাপারে শপথ করে আমি বলবই। আমি জিউসের নামে প্রথম শপথ করছি যিনি সর্বোত্তম এবং মহত্তম দেবতা, এবং পরে মহান ওডে-সিউসের গৃহের নামে শপথ, যেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছি, আমি যা কিছু

আগাম বলছি তার সবই ফলবে। এ বছরেই ওডেসিউস এখানে উপস্থিত হবেন, পুরনো চাঁদের বিলয় এবং নতুন চাঁদের উদয়ের মধ্যে।'

'মহাশয়', প্রজ্ঞাময়ী রানী বললেন, 'আপনি যা বললেন তা সত্য হোক, সত্য হোক! তা যদি হয়, তাহলে আমার উদার হস্তের দানে আপনি বুঝতে পারবেন আমার বন্ধুত্বের অর্থ কি এবং সারা বিশ্ব আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হবে। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে ভবিষ্যতের আশংকা তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। না আমি ওডেসিউসের প্রত্যাবর্তনের কোনো আশা দেখছি, না আপনার পাথেয়ের ব্যবস্থার কোনো সম্ভাবনা। কেননা, এখানে কোনো কর্তা নেই, কোনো নেতা নেই ওডেসিউসের মতো (আহা তেমন কেউ ছিল নাকি কোনো কালে), যিনি যথাযথ মর্যাদায় আগন্তুকদের স্বাগত জানাবেন এবং তাঁদের প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। তা যাক, পরিচারিকা এস, আমাদের অতিথির পা ধুয়ে দাও, তার জন্যে গদী, কম্বল এবং পরিচ্ছন্ন আচ্ছাদনে সুন্দর শয্যা প্রস্তুত কর যেন ঊষারানী স্বর্ণসিংহাসনে বসার আগে পর্যন্ত তিনি উষ্ণতায় এবং সুখে নিদ্রা যেতে পারেন। আর সকালে তোমাদের প্রথম কাজ হবে স্নান করিয়ে দেয়া এবং এমন ভাবে তৈল মর্দন করা যাতে তিনি সভাকক্ষে প্রাতঃরাশের সময় টেলিমেকাসের পাশে উপবেশনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত মনে করতে পারেন। আর ঐসব লোককে কেউ যদি বিদ্বেষবশে আমাদের অতিথিকে নিপীড়ন করে, তাহলে তার খুবই খারাপ হবে। এখানে তার সাফল্যের সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। সে ইচ্ছেমতো রাগ ঝাল করতে পারে, ফল হবে না। আপনি যদি নোংরা হয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে আমার ঘরে খেতে বসেন, তাহলে আমার যে অন্য স্ত্রীলোকের চাইতে বেশী বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি আছে, তা আপনি বুঝবেন কি করে? মানুষের জীবন খুবই ক্ষুদ্র। কৃপণদের আতিথেয়তা সম্পর্কে কোনোই ধারণা নেই,, তারা বেঁচে থাকতে জগতজোড়া কুখ্যাতি কুড়ায়, মৃত্যুর পর পায় সবার ঘৃণা। অন্যদিকে কোনো মানুষ যদি দয়ার কাজ করে, যেহেতু তাঁর হৃদয় যথাস্থানে সংস্থাপিত, তাঁর সুনাম দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বন্ধুপ্রতিম অতিথিদের মাধ্যমেই। তাঁর প্রশংসা গাইবার লোকের অভাব কোনোদিনই হয় না।'

'সম্মানিত মহিলা', উত্তর করলেন সতর্ক ওডেসিউ, 'আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, ক্রীটের তুষারাবৃত পর্বতমালাকে বিদায় জানিয়ে সেই যে আমার জাহাজে চড়ে আমি চলে এসেছি, তারপর থেকে কম্বল আর ধোয়া চাদরে আমার অরুচি ধরে গেছে। সুতরাং আমি অতীতে যেমন করে সজাগ থেকে শুয়ে থাকতাম, আজ তেমনি থাকবো। কেননা বহু

রজনী আমি অস্বস্তিকর শয্যায় শুয়ে শুভাশীষপূর্ণ ভোরের সোনালী আলোর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি। পদ প্রক্ষালনের আরামও আর আমাকে আকর্ষণ করে না। আপনার পরিচারিকাদের কাউকে আমি পা স্পর্শ করতে দেব না, যদি না তেমন বৃদ্ধা কেউ থাকে, যে আমারই মতো জীবনের অভিজ্ঞতায় ধনী। যদি তেমন কেউ থাকে তবে তাকে আমার পা পরিচর্যা করতে দিতে আপত্তি নেই।'

এ কথার উত্তরে প্রজ্ঞাময়ী পেনেলোপি বললেন, 'প্রিয় বন্ধু, বলতে দ্বিধা নেই, আপনার চেয়ে জ্ঞানী অতিথিকে অভ্যর্থনা করার সৌভাগ্য এ গৃহের আর হয়নি' আপনি প্রতিটি কথাই এত সুন্দর করে উপস্থিত করেন এবং বক্তব্যও আপনার অত্যন্ত সুবিবেচনাসম্মত। তেমন একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা আমার আছে, খুবই ভালো মনের, বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অসুখী স্বামীকে লালন করেছে এবং তাঁকে বড় করে তুলেছেন। বস্তুতঃ জন্ম মাত্রই সে তাঁকে তুলে নিয়েছিল। সে-ই আপনার পা ধুয়ে দেবে, যদিও কায়িক শ্রম সে এখন আর বড় একটা করে না। ইউরিক্লিয়া, এস, এই কাজটা এ'র জন্যে করো - তোমারই প্রভুরই সমবয়েসী ইনি হবেন। সন্দেহ নেই, ওডেসিউসেরও হাত-পা ইতিমধ্যে আমাদের অতিথিগুলোর মতোই হয়ে গেছে, কেননা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পুরুষের বয়স দ্রুত বেড়ে যায়।'

এতে বৃদ্ধা দুই হাতে তার মুখমন্ডল আবৃত করে কেঁদে উঠলো এবং তার শোককে ভাষায় মুক্ত করে দিলোঃ 'হায়, আমার সন্তান, এমন কোনো কাজ নেই যা আমি তোমার জন্যে করতে না পারি। জিউস তোমাকে নিশ্চই সব মানুষের চাইতে বেশী ঘৃণা করে, যদিও ঈশ্বরভীরু তুমি ছিলে। বজ্রধারীকে কে তোমার চেয়ে বেশী উৎসর্গ করেছে? বাছাই করা বলি, চর্বিস্ফীত রান তুমি তাঁকে নিবেদন করতে এই কামনায় যে তুমি সুখে বৃদ্ধ হবে এবং পুত্রকে রাজকুমারের গরিমায় চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে দেখবে। তথাপি তুমিই হলে একমাত্র মানুষ যার ঘরে ফেরা নিয়ে তিনি বললেনঃ 'না, তা হবে না।' আমি মনে মনে ভাবি, বিদেশে না জানি কোথায় জানি কেমন সব তরল রমণীরা আমার প্রভুকে ব্যঙ্গ করছে, যেমন ব্যঙ্গের মুখোমুখি আপনিও এখানে হয়েছেন মহাশয় এসব নিশাচর রমণীদের সংস্পর্শে এসে অবশ্য এদের উদ্ধত এবং অশ্লীল বাক্যবাণ এড়াতেই আপনি এদের পা ধুয়ে দিতে যে রাজী হন নি, তা বুঝি। ভালো, আমার বিজ্ঞ রানী আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি খুশীর সঙ্গে রাজী। আমি আপনার পা ধুয়ে দেব -- পেনেলোপির জন্যে, আপনার জন্যেও, কেননা আপনার অশান্তি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিন্তু আমার কথা শুনুনঃ

এ-ছাড়াও কিছু বলার আছে আমার। আমাদের এখানে বহু ভ্রমণ ক্লান্ত অতিথি এর আগেও এসেছেন, কিন্তু তাদের কেউই ওডেসিউসের কথা আমার মনে এত তীব্রভাবে জায়গায়নি যেমন আপনার দৃষ্টি, আপনার কণ্ঠস্বর, আপনাব পদযুগল দেখে আমার মনে হচ্ছে।'

'ভদ্র নারী', বললেন ওডেসিউস সতর্ক হয়ে, 'সেকথাই আমাদের দুজনের ওপর চোখ ফেলে সবাই ভাবতো। লোকে আমরা আশ্চর্যভাবে দেখতে একরকম, তুমি নিজেও সেটাই বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছ।'

বৃদ্ধ নারী পরিচ্ছন্ন একটি পাত্র নিয়ে এলো, পা ধোয়ার কাজে তা ব্যবহৃত হয়, তাতে প্রচুর ঠান্ডা জল ঢেলে গরম জল মেশানো। ওডেসিউস এতক্ষণ চুলোর ধারে বসেছিলেন, দ্রুত তিনি অন্ধকারে সরে গেলেন। কেননা হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর গায়ে সুস্পষ্ট এক চিহ্ন রয়েছে, প্রক্ষালন-কালে তা তার নজরে নিশ্চয়ই নড়তে পারে। তাহলে তাঁর গোপনীয়তা ধরা পড়ে যাবে। বস্তুতঃ ইউরিক্লিয়া যখন তার প্রভুর নিকটে এসে তাকে মার্জনা করতে শুরু করলো, তখনই সে চিহ্নটি সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে।

বহু বছর আগে ওডেসিউস একবার অটোলিকুস এবং তার পুত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে শূকরের শ্বেতশুণ্ডের আঘাতে আহত হয়েছিল। এই অভিজাতটি তাঁর মাতাব পিতা; যেযুগের সবচেয়ে সেরা চৌর্যনিপুণ এবং মিথ্যাভাষী ছিলেন। প্রভু হাবমেসের নিকট থেকে তিনি এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁকে তিনি সর্বদাই মেষ এবং শাবক উৎসর্গ করে তুষ্ট বাখতেন। একবার তিনি সম্পদময় দেশ ইথাকায় এসেছিলেন, এসেই দেখতে পেলেন তাঁর কন্যা সবেমাত্র একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। তিনি নৈশাহার শেষ করলে ইউরিক্লিয়া নবজাত শিশুকে তার মাতামহের হাঁটুর ওপর এনে রাখলো এবং বললো, অটোলিকুস, আপনার কন্যার পুত্র ধনের নামকরণ এবার করুন, এতদিন ধবে এর আশায় আমরা চেয়েছিলাম।

উত্তর দিতে জামাতা এবং কন্যার দিকে তাকালেন অটোলিকুস এবং বললেন: 'আমাকে এর ধর্মপিতার হতে দাও। আমার জীবনে এ পৃথিবীর ওপরে নীচে সর্বত্র আমি স্ত্রীপুরুষ সবার মধ্যে অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেছি। তাই এ ছেলের নাম হোক ওডেসিউস—যার অর্থ, শত্রুতার শিকার। বড় হয়ে যখন সে মায়ের পুরনো বাড়িতে পারনাসুসে যাবে, আমার অগণন জাগতিক সম্পদ জমা আছে, আমি তা থেকে তার অংশ তাকে দেব এবং একজন সুখী মানুষ হিসেবেই তাকে ফেরৎ পাঠাবো।'

যথাসময়ে ওডেসিউস তাঁর মাতামহের গৃহে উপাহারাদি সংগ্রহের জন্যে গিয়েছিলেন। অটোলিকুস এবং তাঁর পুত্ররা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। উষ্ণ আন্তরিকতায় তাঁরা তাঁর হস্ত মর্দন করেছিল এবং তাঁর মাতামহী আনন্দে তাঁর গলা দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, কপালে এবং দুই চোখে চুমু খেয়েছিলেন। অটোলিকুস তাঁর পুত্রদের আদেশ করলেন একটা ভোজ উৎসব আয়োজন করতে। একটুও দেরী না করে তাঁরা পাঁচ বছরের তাজা এক ষাঁড় এনে চামড়া ছাড়িয়ে খণ্ড খণ্ড মাংস প্রস্তুত করে নিয়েছিল। যত্নসহকারে কাবাব বানিয়ে বিভিন্ন ভাগে পরিবেশন করা হয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ভোজ চলে, সবাই ভোগ করছিল সমানভাবে এবং সবাই নিজের নিজের ভাগ নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্টও হয়েছিল। সূর্য অস্ত গেলে এবং অন্ধকার নেমে এলে তাঁরা শয্যার আশ্রয় নিলেন নিদ্রার আশীর্বাদ উপভোগ করার জন্যে।

পরদিন অতিপ্রত্যুষে ঊষার প্রথম ছটা দেখা দেয়া মাত্রই অটোলিকুসের পুত্রগণ ওডেসিউসকে নিয়ে একদল শিকারী কুকুরসহ শিকারে বেরিয়ে গেলেন। পারনাসুসের বনরাজিশোভিত চড়াই অতিক্রম করে অচিরেই তাঁরা পাহাড়ের তুমুল বায়ুমথিত চূড়ার ওপর নিজেদের দেখতে পেলেন। তরুণ সূর্যের মতোই তাজা বায়ু, সাগরের গভীর এবং শান্ত স্রোতধারা স্পর্শ করে সদ্য বয়ে আসছিল, সূর্যের প্রথম কিরণধারা কর্ষিতভূমির ওপর এসে সবে পড়তে শুরু করেছে, এমন সময় তাড়ানো-দল বনানীর এক নির্দিষ্ট কোলে এসে উপস্থিত হলো, শিকারী কুকুরদলও ঘ্রাণে উত্তপ্ত হয়ে আগে আগে ছুটতে লাগলো। পেছনে ধাবিত হলেন অটোলিকুসের পুত্রগণ, সঙ্গে ওডেসিউস, হাতে তাঁর দোদুল দীর্ঘ বর্শা। ঠিক এই স্থানটিতেই একটি মহাশক্তিধর শূকরের আবাসস্থল ছিল, এতই ঘন তৃণাচ্ছাদিত যে এক নিশ্বাসও ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না, প্রদীপ্ত সূর্যের এক কণাও এ অন্ধকার ভেদ করতে সক্ষম নয়, বৃষ্টিধারাও সে আচ্ছাদন ফুঁড়ে ভূমিতে স্পর্শ করতে অক্ষম, তদুপরী অগণিত শুকনো মরাপাতায় স্থানটি সমাকীর্ণ। যাই হোক শূকরটি তাদের পশ্চাদ্ধানের পদশব্দ শুনতে পেল। সে গুহা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো, ক্রোধসংহত পশ্চাদভাগ, স্ফুলিঙ্গ দৃপ্ত চোখ, সে শিকারীদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ওডেসিউসই প্রথম তৎপর হলেন। বিশাল বাহুতে বর্শা স্থির করে তিনি ধাবিত হলেন, লক্ষ্যবিদ্ধ করতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু শূকরটি ছিল দ্রুততর, সে তাঁর হাঁটুর ওপরে আঘাত হেনে বসালো, ঘায়ে মাংস ভেদ করে গেলো, কিন্তু হাড়ে পৌঁছতে পারলো না। ওডেসিউসও লক্ষ্যভেদ করলেন। তিনি ওটাকে

ডানকাঁধে বিঁধে ফেললেন, তাঁর সমুজ্জ্বল বর্শার তীক্ষ্ন মুখ শূকরটিকে নিস্তব্ধ করে দিলো এবং সে সগর্জনে অচিরেই ইহলীলা সংবরণ করলো। অটোলিকুসের পুত্রগণ শিকারটির দায়িত্ব নিলেন। তাঁরা যত্নসহকারে তরুণ রাজপুত্রের ক্ষতস্থান বেঁধেও দিলেন কালো রক্ত নিষ্কাশন করে। অধিক বিলম্ব না করে তাঁরা গৃহে ফিরে গেলেন।

অটোলিকুস এবং তাঁর পুত্রদের পরিচর্যায় ওডেসিউস যথাসময়ে আঘাত থেকে আরোগ্যলাভ করলেন—উপহারাদিতে ভারী করে তাঁকে সানন্দ বিদায় জানানো হলো ইথাকার পথে। তাঁর পিতা এবং মাতা তাঁর প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হলেন। তাঁরা তাঁর অভিযান সম্পর্কে প্রশ্নাদি করলেন, বিশেষ করে ক্ষতচিহ্নটির বিষয় জানতে চাইলেন। ওডেসিউস তাঁদের বললেন, পারনাসুসে শিকার অভিযানকালে কী করে শূকরের শূড়ের আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন।

এখন ক্ষতচিহ্নের ওপর হাত পড়তেই সে তা চিনে ফেললো। তখুনি তাঁর প্রভু সড়াৎকরে পা সরিয়ে নিলেন, এতে ধাতুর চক্রটি জলপাত্রে জল ছলকে মাটিতে পড়ে গেলো। আনন্দ এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে তার হৃদয় আচ্ছন্ন করলো। তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। তার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো। সে ওডেসিউসের চিবুকে হাত রেখে বললোঃ 'নিশ্চয়ই তুমি ওডেসিউস, বাচ্চা আমার! তুমি মনে করেছ তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, আমার প্রভুর এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচর্যা আমিই তো করেছি।'

এই বলে সে পেনেলোপির দিকে চোখ ফেরালো—তাঁর স্বামী যে এ ঘরেই রয়েছেন, তাঁকে এই সংবাদ জানাতে। কিন্তু পেনেলোপি তার চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে প্রস্তুত ছিলেন বা এ ইঙ্গিতও বোঝার মতো অবস্থায় ছিলেন না, কেননা এথেনি তাঁর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ওডেসিউসের ডানহাত তার কণ্ঠ চেপে ধরলো, অন্যহাতে তাকে কাছে টেনে নিলেন তিনি।

'ধাত্রী', তিনি বললেন, 'তুমি কি আমার সর্বনাশ করতে চাও? তুমিই না আমাকে বুকে করে মানুষ করেছ? আমি সত্যিই ঘরে ফিরেছি, উনিশ বছর পরে, অনেক দুরূহ অভিযান শেষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি ঘটনাটা যেনে ফেলেছ, মুখ বন্ধ রাখ, এ-বাড়িতে একটা প্রাণীও যেন এ কথা জানতে না পায়। নইলে তোমাকে সোজা জানিয়ে দিচ্ছি, আর তুমি জানো আমি নিজে ভয় দেখাই না—যদি ভাগ্য বলে এই সব প্রেমিককে শেষ করতে আমি পারি, তোমাকেও আমি ছাড়াব না, তুমি আমার নিজের

ধাত্রী হলে কী হবে, যেদিন আর সব দাসীকে হত্যা করব সেদিন তোমাকেও শেষ করব।'

'বাছা আমার', ইউরিক্লিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিলো, 'এভাবে আমাকে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমিই ভালোই জানো কত অবিচল আর কঠিন আমি। আমি পাথর খণ্ড বা লোহার মতো নিশ্চুপ থাকবো। একথাও মনে রেখে এই সব একগুঁয়ে অভিজাত খোকাকে যদি তুমি সাবাড় করতে পার, তবে তোমার গৃহের পতি পরিচারিকাদের সব খবর তোমাকে আমি দেব যাতে তুমি নির্দোষদের থেকে অবিশ্বাসীদের বেছে বের করতে পার।'

'আর তাতে', বললেন আত্মপ্রত্যয়ী ওডেসিউস, 'কী এমন লাভ হবে? আমি তোমার সাহায্য চাই না। কেননা আমিই নিজেই ওদের প্রত্যেকের খবর নেব এবং একে একে চিহ্নিত করব। এর মধ্যে আর নাক গলিয়ো না, সব নিজের ভেতরই রাখ, আর সমস্ত কিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দাও।'

এভাবে ভৎর্সিতা হয়ে বৃদ্ধা কক্ষ পেরিয়ে জল আনতে চলে গেল, কেননা পাত্রের সব জলই পড়ে গেয়েছিল। সে তাঁর পা ধুয়ে এবং অলিভ-তেলে মর্দন করে দিল, ওডেসিউস তার আসন পুনর্বার আগুনের কাছে নিয়ে এলেন উত্তপ্ত হওয়ার জন্যে, কম্বল দিয়ে ক্ষতচিহ্ন ঢেকে বসলেন তিনি।

পেনেলোপিই কথোপকথন পুনরারম্ভ করলেন। 'মহাত্মন', তিনি বললেন, 'আপনাকে আর একটু দেরী করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, আর একটি বিষয় আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। যদিও বুঝতে পারছি, নিদ্রার সময় এসে গেছে, বিশেষতঃ দুঃখতাড়িত মানুষ এমন আরাম পেলে ঘুম এমনিতেই আসে। কিন্তু আমার বেলায় মনে হয় স্বর্গ-দুঃখের আর কোনো সীমা-পরি-সীমা রাখেনি। দিনের বেলায় আমি গৃহ তদাকরীর কাজে যাই, তখন একটিই সান্ত্বনা থাকে আমার আর সেটা হলো, কান্না এবং দীর্ঘশ্বাস। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমি শয্যায় শুই বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা সহস্র সুর নিয়ে আমার অন্তরাত্মা আক্রমণ করে বসে, নৈরাশ্যকে যন্ত্রণায় রূপান্তরিত করে। আপনি তো জানেন পান্ডারেউস-কন্যা বাদামী নাইটেঙ্গিলের কথা। বসন্তের শুরুতে সে গভীর বনে প্রবেশ করে আনন্দ-মধুর সংগীত ছড়াতে থাকে। কিন্তু সুরের অজানিত আবর্তে সে তার কণ্ঠ ছেড়ে দেয়া গানে কত না দুঃখই ঢেলে দিতে থাকে—রাজা জেথুসের সন্তান তাঁর প্রিয় পুত্র ইটিলুসকে সে অসাবধানতাবশতঃ নিজের হাতে মেরে ফেলেছিল—সেই

দুঃখই কি সুধা হারিয়ে পরিশেষে গল্পে গলে পড়ে না তার গানে? আমারও হয়েছে সেই দশা। একবার এদিক ঝুঁকি তো আরেকবার ওদিকে। আমি কি আমার পুত্রের সঙ্গেই থাকবো সবই অটুট রেখে, আমার সমস্ত সম্পদ, আমার ভৃত্য সমুদয়, এই প্রকান্ড অট্টালিকা এবং আমার স্বামীর শয্যার প্রতি বিশ্বস্ততা? জনমতকে মোটেই গ্রাহ্য না করে? না আমি প্রাসাদের এসব পাণিপ্রার্থীর ভেতর থেকে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে দয়ার্দ্র একজনকে বেছে নিয়ে চলে যাবো? কেননা, আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, আমার পুত্র যখন দায়িত্বজ্ঞানহীন কিশোর ছিল তখন তার ব্যবহার এমন ছিল যে, স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এবং আবার আমার বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে, পৌরুষে পদার্পণ করেছে, বস্তুতঃ সে এখন আমাকে সরে যাওয়ার জন্যেই মিনতি করে, তার সম্পত্তির জন্যে এমনিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে—কেননা তা তার চোখের সামনেই এসব প্রণয়ীরা লুটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে।

'যথেষ্ট বলা হয়েছে। আপনাকে আমি আমার এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে অনুরোধ করছি, বলছি স্বপ্নটা। আমি খোঁয়াড়ে বিশটি হাঁসের একটি দল রাখি। ওরা পুকুর থেকে শস্যকণা খুঁটে খেতে আসে এবং তা দেখতে আমি আনন্দ পাই। আমি স্বপ্নে দেখেছি, পাহাড় থেকে একটি বিশাল ঈগল নেমে এসে তার বাঁকা চঞ্চু দিয়ে ওদের ঘাড়গুলো ভেঙে দিলো, সবগুলোই মারা পড়লো। মেঝেতে স্তূপাকৃত হয়ে হাঁসগুলো পড়ে রইল এবং ঈগলটি উন্মুক্ত আকাশে মিলিয়ে গেলো। ঘুমের ভেতরই আমি সজোরে কাঁদতে লাগলাম, এ্যাচিয়ান মহিলাগণ আমার চারপাশে সমবেত হয়ে দেখতে পেলেন যে ঈগল আমার হাঁসগুলো মেরে ফেলেছে বলে আমি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু পাখিটি ফিরে এলো। ছাদের এক বাড়ানো কাঠের ওপর সে বসলো এবং মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠে আমার অশ্রুপাত রুদ্ধ করে দিলো। 'সাহস রাখো', সে বললো, 'মহান ইকারুসের কন্যা। এটা স্বপ্ন নয়, বরং আনন্দময় বাস্তব, যা অচিরেই ফলতে তুমি দেখবে। এই হাঁসগুলো ছিল তোমার প্রণয়ীরা, আর ঈগলের ভূমিকা পালন করেছে যে সে হচ্ছি আমি, তোমার স্বামী, বাড়িতে ফিরে এসেছি এবং ওদের প্রত্যেককেই কঠিনতম শাস্তি দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।' এ-মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আমি চারিদিকে তাকালাম, দেখলাম হাঁসগুলা তাদের অভ্যস্থ স্থানে শস্যকণা খুঁটে খাচ্ছে।

'মহীয়ষী', উত্তর করলেন সূক্ষ্মবুদ্ধি ওডেসিউস, 'কেউই এস্বপ্নের ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করতে পারবে না, আপনি ওডেসিউসের নিজের কাছ থেকে

জানতে পেরেছেন, কী করে এটা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করবেন। স্পষ্টতঃই প্রণয়প্রার্থীদের সবারই ধ্বংস অনিবার্য, এদের একজনও বাঁচবে না।'

'মহাত্মন, স্বপ্ন', বললেন সতর্ক পেনেলোপি, 'হলো উদ্ভট এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। মানুষ যা দেখে তাতে, তাই সত্য হয় না। দুটো ফটকের ভেতর দিয়ে নির্বস্তুক দৃশ্যাবলী আমাদের নিকট পেঁৗছে। একটা হলো শিং-এর, অন্যটা হাতির দাঁতের। হাতির দাঁতের ফটক দিয়ে যা আসে তা আমাদের প্রতারণা করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, কখনো সত্য হয় না। মসৃণ শিংয়ের মাধ্যমে যা আসে তা স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলে দেয় যে, যা দেখেছো, তা ঘটবে। কিন্তু আমার ভয় হয়, এ ফটক দিয়ে আমার এ অদ্ভুত স্বপ্ন আসেনি, আসলে আমার এবং আমার পুত্রের কী আনন্দই না হতো!'

'যা হোক, আপনাকে আমি অন্য কিছু বলতে চাই, চিন্তার খোরাক পাবেন। সেই ঘৃণিত দিনটি এগিয়ে আসছে যেদিন ওডেসিউসের গৃহ থেকে আমাকে ছিন্ন করা হবে। কারণ, শীগগীরই আমি শক্তি পরীক্ষার প্রস্তাব আনব, বারোটি কুঠার পরপর সাজানো থাকবে এক সারিতে জাহাজের নতুন তলদেশের খুঁটির মতো, ওডেসিউস প্রায়ই এটা সাজাতেন। তিনি বেশ দূরে দাঁড়িয়ে এদের প্রত্যেকটার মধ্য দিয়ে শর চালনা করতে পারতেন। আমি এখন প্রণয়ীদের এই পরীক্ষায় নিয়োজিত করতে চাই। যে ধনুকে জ্যা যোজন করতে পারবে এবং বারোটি কুঠার ভেদ করে শর চালনায় সক্ষম হবে, তার হাত ধরেই এ গৃহকে বিদায় জানিয়ে আমি চলে যাব। যেখানে নববধূ হয়ে এসেছিলাম আমি একদা এই সুন্দর গৃহে, সুন্দর দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ স্বপ্নের ভেতরও একে আমি ভুলব না।'

'রাজমহিয়ষী', ওডেসিউস বললেন সূক্ষ্ম চিন্তাজাল বুনে, 'প্রাসাদে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আপনি যতো শীঘ্র করবেন, ততই মঙ্গল। কেননা অনতিবিলম্বে ওডেসিউস নিজেই এখানে উপস্থিত হবেন, ওরা তাঁর ধনুকে জ্যা যোজনার লৌহচিহ্নসমূহ শরাঘাতে ভেদ করতে ব্যর্থ হতে থাকবে, ইতিমধ্যেই ওডেসিউস সশরীরে দেখা দিবেন।'

'আহ্, আমার বন্ধু', বললেন ধীরমতি পেনেলোপি, 'আপনি যদি শুধু আমার পাশে সভাকক্ষে বসে থাকেন এবং আমাকে উৎসাহ দেন, তাহলে আমার চোখ কখনোই ঘুমে ঢলে আসবে না। কিন্তু ঘুম ছাড়া কেউ টিকে থাকতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে, অন্য আর সব কিছুর মতো। সুতরাং ওপরের কক্ষে শয়নের জন্যে এখন আমি প্রস্থান করব, সে আমার শোকশয্যা, আমার চিরায়ত চোখের জলে

ভেজা, ওডেসিউসের সেই অভিশপ্ত নগরের পথে যার নাম আমি মুখে আনতে ঘৃণাবোধ করি, সমুদ্রযাত্রার পর থেকে এই আমার অদৃষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার জন্যে এই ব্যবস্থা। আর আপনি যদি ইচ্ছে হয় মেঝেতে যা কিছু বিছিয়ে নিদ্রা যান, নয়তো ওদের উপযুক্ত শয্যা প্রস্তুত করে দিতে অনুমতি দিন—যা আপনার অভিরুচি, এ গৃহ রাত্রি যাপনের জন্যে আপনার অধিকারে ন্যস্ত রইলো।'

পেনেলোপি ওপরে তাঁর শোভিত কক্ষে প্রস্থান করলেন সহগামিনীদের সমভিব্যাহারে। কিন্তু তারা চলে যাওয়া মাত্র তাঁর প্রিয় স্বামী ওডেসিউসের জন্যে কান্নায় ভেঙে পড়লেন—অবশেষে এথেনি তাঁর চোখে সুমধুর নিদ্রার উপাচার নামিয়ে দিলেন।

বিশ

সঙ্কটের সূত্রপাত

ইতিমধ্যে ওডেসিউস দরদালানে নিদ্রার ব্যবস্থা করলেন। মেঝেতে একটি ষাঁড়ের কাঁচা চামড়া বিছালেন, তার ওপর প্রভূত পরিমাণ মেষলোম রাখলেন, প্রণয়ীরা তাদের অভ্যাসমতো প্রতিদিনই মেষ হত্যা করতো, লোমের অভাব ছিল না। তিনি শয্যা গ্রহণ করলে ইউরোনোস তার ওপর একটি বড় জামা চাপিয়ে দিলো। তিনি মনে মনে প্রণয়ীদের নানা পরিকল্পনা করছিলেন, ঘুম আসছিল না। এমন সময় একদল মেয়ে, প্রণয়ীদের রক্ষিকা দল, ঘর থেকে হাসতে হাসতে এবং পরিহাস বিনিময় করতে করতে বেরিয়ে এলো। ওডেসিউসের ক্রোধ ভেতরে জমে উঠতে লাগলো। তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি তখনো কী করতে হবে, মনে মনে দীর্ঘ বিতর্কে ব্যাপৃত হলেন। তিনি কি ওদের পেছনে ধাবিত হবেন এবং প্রত্যেককেই হত্যা করবেন? না, আজকের এই শেষ রাতটা তাদের লম্পট প্রেমিকদের বাহুবন্ধনে যাপনের সুযোগ দেবেন? এই ভাবনা তাঁকে অবরুদ্ধ ক্রোধে গর্জনমুখর করে তুলল, যেমন কুকুরী তার অসহায় শাবকদের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো আগন্তুক দেখলে প্রতিরক্ষার ভঙ্গিতে গর্জন করে ওঠে, তেমনি গর্জাতে লাগলেন ওডেসিউস এসব উচ্ছৃংখল দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিশেষে তিনি তাঁর মুষ্টি বুকের ওপর নামিয়ে আনলেন এবং নিজেকে সংযত করলেন। 'ধৈর্য ধর হৃদয়।' তিনি বললেন, 'যখন সাইক্লোপস তোমার বীর নাবিকদের গিলে খেয়েছিল তখন তোমাকে এর চেয়েও ঘৃণ্য দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেখান থেকেও তুমি যথেষ্ট চতুরতায় বেঁচে এসেছিলে, সে গুহায় তোমার মৃত্যু একেবারেই নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল বৈ তো নয়।'

যদিও তাঁর অন্তরের বিদ্রোহ দমনের জন্যে আত্মভর্ৎসনার এমন শক্তি ছিল, তথাপি তিনি শয্যায় ছটফট না করে পারলেন না, ঠিক যেমন চর্বি এবং শোণিত মেশানো মাংসখণ্ড দ্রুত পরিপক্ক করার জন্যে একজন পাচক আগুনের ওপর নাড়াচাড়া করে তেমনি। শয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে তিনি ভাবছিলেন একা এমন বিরূপ পরিবেশে নীতিহীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তিনি কেমন করে পারবেন। এমন সময় এথেনি স্বর্গ থেকে

নেমে তাঁর দিকে একটি রমণীর আকারে অগ্রসর হলেন। তিনি তাঁর মাথার ওপর নত হলেন এবং বললেন ঃ 'আবার নিদ্রাহারা, হতভাগ্য? কিন্তু কেন? এ গৃহ কি তোমার নিজের বাড়ি নয়? তোমার পত্নীরত্ন কি এর ভেতরে নেই এবং তোমার পুত্র যাকে যে-কোনো লোক পুত্ররূপে পেতে চাইবে, সেও কি নেই?'

'দেবী', ওডেসিউস তাঁর স্বাভাবিক দূরদর্শী মনোভাব নিয়ে উত্তর করলেন, 'আপনি যা কিছু বললেন, সবই সত্য। তবু আমি বেশ ধাঁধার মধ্যে রয়েছি। এসব তরুণ লম্পটদের আমি একা আক্রমণ করব, এজগতে এ কী করে সম্ভব? আমি একা আর ওদিকে ওরা সবাই একত্রে ভীড় জমিয়ে থাকে এখানে। আর একটি বিষয়, সেটা আরো গুরুতর, আমাকে বিব্রত করছে। যদি জিউস এবং আপনাব কৃপায় এদের ধ্বংস সাধন আমি করতে পারি, তাহলেও কোন নিরাপদ আশ্রয়ে আমি পালাতে পারব? এসব সমস্যা আপনি বিবেচনা করবেন, এই আমি চাই।'

'তোমাকে তুষ্ট করা কী দুরূহ।' বললেন উজ্জ্বল আঁখি এথেনি। অধিকাংশ লোক অনেক কম শক্তিধর মিত্রের ওপর নির্ভর করেই খুশী থাকে, সে মিত্রও নিছক মানুষ এবং আমার মতো জ্ঞানসমৃদ্ধও নয়। কিন্তু যে-আমি তোমার সকল অভিযানের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে প্রহরায় রাখা থেকে নিরত হইনি, সে একজন দেবী। এতে কি তোমার বোধোদয় হবে? যদি তুমি আর আমি অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যদলেব পঞ্চাশটি 'কোম্পানী' দিয়েও ঘেরাও হয়ে যাই, এবং প্রত্যেকেই ধেয়ে আসে তোমার রক্তের পিপাসায়, তবু তুমি তাদের নাকের তলা দিয়েই তাদের গরু এবং মেষ তাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে। বুঝো তাহলে, নাও, এখন নিজেকে একটু ঘুমের হাতে সঁপে দাও। শুয়ে জেগে থাকা এবং সমস্ত রাত পার হতে দেখা খুবই বিরক্তিকর। আর তাছাড়া শীগ্‌গীরই তো তুমি সব বিপদ কাটিয়ে উঠছো।' এই বলে মহিয়ষী দেবী তাঁর চোখ ঘুমে বন্ধ করে দিলেন এবং অলিম্পিয়ায় চলে গেলেন।

ঘুমে ওডেসিউসের ক্লান্তি নিঃসরণ হলো, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিশ্রামে প্রশান্ত হলো। ইতিমধ্যে তাঁর বিশ্বস্ত পত্নী জেগে উঠলেন। নরম শয্যায় বসে কান্নায় ছেড়ে দিলেন নিজেকে। অবশেষে কান্নায় ক্লান্ত হয়ে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলেন তিনি। 'মহিমাময়ী আর্টেমিস, জিউস-কন্যা', তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন, আর আর্টেমিসের দিকেই এই মহান নারীর চিন্তাস্রোত ধাবিত হলো, 'একটি মাত্র শর তোমার ধনুক থেকে, আমার বুক ভেদ করে যাক এবং এই মুহূর্তেই আমার আত্মা নিয়ে

যাও। অথবা ঝড়ো বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের পথে ওধাও হয়ে যাক এবং সমুদ্র যেখানে ঘূর্ণমান স্রোত ধারায় আবর্তিত হচ্ছে সেখানে নিক্ষেপ করুন—পান্ডারেউসের কন্যাদের যেমন ঝড়ের দৈত্যরা নিয়ে গিয়েছিল। দেবতারা আগেই ওদের পিতামাতাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, নিজগৃহে অনাথ হয়ে ছিল ওরা। কিন্তু তবু ওরা বেঁচে ছিল, পনির, সুমিষ্ট মধু আর সুপেয় মদ আফ্রোদিতি ওদের এনে দিতেন, আর ওরা বেড়ে উঠছিল ষোলকলায়, হেরি সব নারীর চাইতে ওদের সুন্দর এবং জ্ঞানী করে গড়ছিলেন, মার্জিতা আরটেমিস ওদের আকার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এথেনি শিখিয়েছিলেন হাতের কারুকাজ যা যেকোনো নারীরই গর্বের বিষয়। কিন্তু একদিন এলো যেদিন দেবী আফ্রোদিতি ওদের শুভবিবাহের কামনায় বজ্রধারী জিউসের নিকট গেলেন ওপরে সুউচ্চ অলিম্পুসে কেবল জিউসই জানেন বিশ্বের এই আমাদের জন্যে কী ভালো বা মন্দের ভবিতব্য নির্ধারিত হয়ে আছে। এবং সেইদিনই কিনা ঝড়-দৈত্য ওদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘৃণিত ইরিনেসদের হাতে তুলে দিল তাদের হুকুম তামিলের জন্যে! অলিম্পুসের দেবতারা, আমারও তেমন পরিণতি অবধারিত করুন, নয় তো, মঙ্গলসহ আরটেমিস আমাকে মৃত্যুর আঘাত হানুন, যাতে ওডেসিউসের ছবি হৃদয়ে ধারণ করেই ধরণীর ধূলায় মিশে যেতে পারি, এসব হীন মানুষের আনন্দের খোরাক যেন আমাকে হতে না হয়।

'আহা, এটা খুবই কষ্টসাধ্য কিন্তু সাধ্যাতীত নয় যে, একজন মানুষ দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে দিনমান কেঁদে কাটায়, কিন্তু রাতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। নিদ্রা আঁখিপল্লব মুদিত করামাত্রই ভালো-মন্দের সমস্ত চেতনাই বিতাড়িত হয়ে যায়। কিন্তু স্বর্গ যে আমার স্বপ্নকেও দুঃস্বপ্ন করে গেলেন! আজ রাতেও ওডেসিউসকে আমি স্বপ্নে দেখেছি, ঠিক সেইরূপ, যেদিন নৌবহর নিয়ে তিনি সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ঠিক তেমনি। আমার শয্যা-পাশে তাঁকে দেখেছি। আমার হৃদয় লাফিয়ে উঠেছিল। কেননা মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন নয়। এ সত্যি।'

তাঁর প্রার্থনার নিবিড়তায় ঊষার আবির্ভাব ঘটলো, পূর্বদেশ পুঞ্জপুঞ্জ সোনায় ভরে গেলো। পেনেলোপির কাতরতায় ওডেসিউস অস্থির হলেন। তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন এবং এক জাগ্রতস্বপ্নে যেন মনে হলো তিনি তাঁকে তাঁর পাশে দেখতে পেলেন চোখে তাঁকে চিনতে পারার আলোক। তিনি আলখেল্লা এবং মেষচর্ম শয্যা থেকে তুলে নিলেন, সেগুলো কক্ষের অভ্যন্তরে আসনের ওপর রাখলেন, ষাঁড়ের চামড়া বাইরে

এনে নীচে রাখলেন এবং তারপর হাত তুললেন প্রার্থনায় : 'হে পিতা জিউস, এ যদি সত্যি হয় যে, তোমার শাস্তির কাল পার করে তুমি আমাকে বহুজল এবং স্থলদেশ অতিক্রমণের পর এখন আমার স্বদেশে স্বগৃহে তোমার দায়ায় পৌঁছে দিয়েছ, তাহলে এই গৃহে যারা জেগে উঠেছে তাদের কেউ কোনো শুভবাণী আমার জন্যে উচ্চারণ করুক এবং বাইরেও আর সব শুভলক্ষণ দেখা দিক।'

প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই মন্ত্রণাদাতা জিউস কুজ্‌ঝটিকার বহু ওপরে অলিম্পাসের সুউচ্চ ঝলমলে চূড়ায় অবস্থিত তাঁর সিংহাসন থেকে বজ্রধ্বনি করে উত্তর প্রদান করলেন। রাজা ওডেসিউস আনন্দিত হলেন এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে যে-কথা শুনতে চাইছিলেন তা-ও ভেসে এলো, কাছেরই এক দালানে যেখানে রাজার পেষণযন্ত্র রয়েছে সেখান থেকে একটি দাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই শুভবার্তা। এই যন্ত্রে বারোজন মহিলা কাজ করে। যব আর গম পেষে তারা ঘরের রুটির জন্যে। এ মুহূর্তে সবাই তাদের নিজের নিজের অংশটুকু পিষে ঘুমুতে গেছে, একজন শুধু কাজ শেষ করতে পারেনি, আর সবার মতো শক্ত সমর্থ সে নয়, তাই। এই নারী তার পেষণযন্ত্র বন্ধ করে এখন যে কথাগুলো বলে উঠলো, তার প্রভুর কাছে তার মূল্যের সীমা ছিল না : 'জিউস, স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভু, তারাভরা আকাশ থেকে কী বজ্র ফেললে। একটি মেঘও তো চোখে দেখা যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই কোনো ভাগ্যবানের উদ্দেশ্যে তোমার এ-কাজ। এই গরীব বেচারার কথাও তাহলে তুমি শোন, আমার কামনাও পূর্ণ করো। আমার কামনাটি এই : আজকেই এসব ভোজবিলাসের শেষ দিন হোক এই প্রাসাদে। কী কঠিন কাজ এসব তরুণ বাবুদের জন্যে ময়দা পেষা। ওরা আমার মাজা ভেঙে দিয়েছে। আজকেই তাদের শেষ ভোজ হোক, আমি বলছি।'

মহিলার অশুভ বাক্য বজ্রপতনের সঙ্গতি পেয়ে ওডেসিউসকে সুখী মানুষ করে তুললো। তিনি ভাবলেন, দুষ্কৃতিকারীদের ওপর প্রতিশোধ তার আয়ত্তে এসে গেছে।

এ সময়ে প্রাসাদ-ভৃত্যরা কাজের জন্যে সমবেত হলো এবং তারা আগুন জ্বালাতে শুরু করলো, অবশ্য চুলোতে সে আগুন একেবারে নেভে না কখনো। টেলিমেকাস পরিধান করলেন এবং শয্যা ত্যাগ করলেন, তাঁকে তরুণ দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। ধারালো তরবারি কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে দিলেন, সুগঠিত পদযুগলে দৃঢ় পাদুকা পরে নিলেন, ব্রোঞ্জ-তীক্ষ্ন বর্শা তুলে নিলেন হাতে এবং প্রবেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন, পথে ইউরি-ক্লিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ক্ষণিক দাঁড়ালেন।

'প্রিয় ধাত্রী', তিনি বললেন, 'তোমরা পরিচারিকারা আমাদের অতিথির যথাযথ যত্ন নিয়েছিলেন তো ? খাদ্য এবং শয্যা যথাযথ দিয়েছিলে তো ? না, তাঁর নিজের সাধ্যের ওপরই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলে ? তাহলে ঠিক মায়ের মতোই হতো। তিনি এত জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েও কোনো কিছুই ভালো-ভাবে করতে যেন রাজী নন এবং সব সময়েই ভালো লোককে দিয়ে তাড়িয়ে দিতে তৎপর।

'থাক, থাক, বাছা', ইউরিক্লিয়া যুক্তিপূর্ণভাবে বললো : 'তাকে শুধু শুধু দোষ দিও না, যখন মোটেও কোনো কারণ নেই। ভদ্রলোক যতক্ষণ ইচ্ছে খেয়েছেন দেয়েছেন—আর খাবার কথা কী বলব, অধিক খাবার আর ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তোমার মা তাঁকে নিজে জিজ্ঞেস করেছেন। ঘুমের সময় এলে তাঁকে উপযুক্ত শয্যা তৈরী করে দিতেও তিনি বলেছেন। কিন্তু ভাগ্যের মার খেয়ে যারা নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদের মতোই তিনি শয্যায় কম্বলের আরামে শয়ন করতে স্বীকৃত হননি, বরং অমার্জিত চামড়া বিছিয়ে মেষলোমের বিছানায় দরদালানে শুয়েছেন। ওপরের বড় জামাটি আমাদেরই দেয়া।'

একথা শুনে, টেলিমেকাস সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন বর্শা দুলিয়ে, কয়েকটা কুকুর দৌড়ে চললো, তিনি বিক্রয়কেন্দ্রে গেলেন তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ইতিমধ্যে ইউরিক্লিয়া তার অধীনস্থ কর্মীদের নির্দেশা-বলী জানিয়ে দিলো—সদবংশজাত ছিল সে, তর আচরণও ছিল তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ। পেইসেনরের পুত্র অপস-কন্যা সে।

'কাজে যাও !' সে হাঁক দিলো, 'এই যে তুমি, মেঝেতে জল ছিটাও, মোছ। নজর রেখে কাজ করো, আসনগুলোতে গোলাপী আচ্ছাদান বিছাতে ভুলো না। এবং তুমি, টেবিলগুলো মুছে ফেল, মদপাত্রগুলো দ্বিহাতল পেয়ালাগুলো ধুয়ে নাও। আর সবাই যাও কুঁয়ো থেকে যত শীঘ্র পার জল নিয়ে আস। কেননা, তরুণ বাবুরা অচিরেই প্রাসাদে এসে পেঁাছবেন। তাঁরা আজ আগেভাগেই আসবেন, আজকে সাধারণ ছুটির দিন।'

মেয়েরা তাদের কাজে লেগে পড়লো। বিশজন জল আনতে গেল কুঁয়ো থেকে বাকীরা দক্ষ হাতে ঘরের কাজ শেষ করতে লাগলো। ভদ্রলোকদের পুরুষ ভৃত্যরা এর পর দেখা দিলো এবং জ্বালানী কাঠ তৈরী করতে লাগলো পরিচ্ছন্ন এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। মেয়েরা জল নিয়ে ফিরে এলো, শুকর-পালকও তিনটি সেরা শুকর নিয়ে এসে যোগ দিলো। জন্তুগুলো প্রশস্ত প্রাঙ্গণে চরতে লাগলো এবং সে নিজে ওডেসিউসের কাছে এসে সামরিক

অভিনন্দন জানালো ঃ ‘বেশ, বন্ধু, তরুণ বাবুদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ভালো হয়েছে, না-তারা আগের মতোই আপনাকে খুঁচিয়ে চলেছে ?’

‘আহ্, ইউমেউস’ উত্তর করলেন ওডেসিউস, ‘কত যে কামনা করছি আমি, দেবতারা যেন এইসব দুর্বৃত্তকে অন্যের বাড়িতে বসে এরা যে অসহ্য দুর্ব্যবহার করে চলেছে, তার সমুচিত শাস্তি দেন ! ওদের ভেতর সৌজন্যের কণা মাত্রও নেই।’

ও’রা দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন অজপালক মেলানথুস প্রবেশ করলো, পালের সেরা ছাগ প্রণয়ীদের ভোজের জন্যে সে তাড়িয়ে এনেছে। সঙ্গে তার আরো দুজন রাখাল। প্রতিধ্বনিময় দরদালানের নীচে তারা পশুগলো বে'ধে ফেললো। মেলানথুস আরেকবার ওডেসিউসকে ব্যক্ত করতে শুরু করলো ঃ ‘আরে তুমি এখনো এখানে ? ভদ্রলোকদের নিকট এখনো ভিক্ষে চাইছো আর সমস্ত বাড়িটা উত্যক্ত করে ছাড়ছো ? নিজেকে সরিয়ে যা নিয়ে এই কাণ্ড ? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে বিদায় বলার আগে তোমার সঙ্গে আমার এক হাত হয়েই যাবে। তোমার ভিক্ষের ধরনটা আমার মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। আর তাছাড়া এইটেই একমাত্র বাড়ি নয় যেখানে মানুষ খাওয়া-দাওয়া করে।’

এর জন্যে একটি কথাও ব্যয় না করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ওডেসিউসের ছিল। তিনি শুধু নীরবে মাথা নাড়লেন, যদিও মনের মধ্যে ভীষণ দুরভিসন্ধি তাঁর খেলে গেলো।

তৃতীয় নতুন আবির্ভাব ঘটলো প্রধান পশুপালক কিলিটিয়াসের। সে একটা বক্‌না বাছুর আর কতিপয় চর্বিস্ফীত ছাগ প্রণয়ীদের ভোজের জন্যে নিয়ে এসেছে। খেয়া-পারানীরা মূল ভূখণ্ড থেকে এই পশুগুলো নিয়ে এসেছে, ওরা পথিকদের খেয়াপারাপারও করে থাকে। কিলিটিয়াস সতর্কতার সঙ্গে পশুগুলো প্রতিধ্বনিময় দরদালানের নীচে বাঁধলো এবং শূকরপালকের নিকট এসে দাঁড়ালো একটি প্রশ্ন নিয়ে। ‘এই আগন্তুক কে ?’ সে জিজ্ঞেস করলো, ‘যিনি সবেমাত্র আমাদের এ-গৃহে এসেছেন ? কোথা থেকে তিনি আসছেন বলে জানিয়েছেন ? কোন্ জনগোষ্ঠীর কবি এবং স্বদেশই বা কোন্‌টা ? তাঁকে দেখে ভাগ্যতাড়িত মনে হচ্ছে, তবু তাঁর চেহারায় রাজকীয় ছটা। কিন্তু প্রাসাদে জন্মালে কী হবে, দেবতারা একজন মানুষের সৌন্দর্য একেবারে নষ্ট করে দেন যখন তাঁকে পথের জীবনের কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেন।’

এই বলে সে ওডেসিউসের সন্নিকটে গেলো, হাত বাড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। ‘আপনাকে স্বাগতম, হে প্রবীণ বন্ধু ! আপনি এখন জরাক্রান্ত

তবু আপনার ভবিষ্যৎ সুখ কামনা করি! পিতা জিউস কী নিষ্ঠুর দেবতা, তুমি! কঠোরতম আর কেউ নেই। মানুষকে দুর্ভাগ্য, দুর্ভোগ, এবং যন্ত্রণার মধ্যে ফেলতে সামান্যতম দয়ার টানও তুমি অনুভব করো না। অথচ তুমিই আমাদের সৃষ্টির উৎস। মহাত্মন, আপনার দিকে এইমাত্র যখন আমি তাকালাম, আমার শরীরে ঘাম দিয়েছে এবং চোখ জলে ভরে গেছে। আপনি আমার মনে ওডেসিউসের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছেন। কেননা, আমার মনে হয়, তিনিও আপনার মতোই ছেঁড়া কাপড় পরে পৃথিবীর কোথাও হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যদি তিনি বেঁচে থাকেন এবং এখনো সূর্যালোক চোখে দেখতে পান। তা যদি না হয়, যদি ধরাতলে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই মহান ওডেসিউসের জন্যে এই দীর্ঘশ্বাস ফেলছি—তিনিই আমাকে কেপহ্লেনিয়ান অঞ্চলের গো-পালের তত্ত্বাবধায় নিযুক্ত করেছিলেন, তখন আমি যদিও বালক মাত্র ছিলাম। এখন সেই মোটা-ভ্রু পশুগুলো বহুগুণে বেড়ে গেছে, কল্পনাও করা যায় না তা, ঠিক পাকা ফসলের মতো। এ প্রায় যাদুর মতো, এর বেশী আশাই করা যায় না। কিন্তু এখন, প্রভুরা সেই সব গো-সম্পদ এখানে নিয়ে আসতে হুকুম করেছে, কী করবেন, না, তারা তা খেয়ে শেষ করবেন। রাজারও ফিরে আসার ভয় তাদের নেই, ঈশ্বরের ভ্রূকুটির ধারও তারা ধারে না। আসলে রাজা এতকাল ধরে নেই, ওরা তাঁর সব কিছুই লুটপাট করে না নেয়া পর্যন্ত খুশীই হতে পারছে না। আমার হয়েছে কী যে মুশকিল! অহরহই মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে। তাঁর পুত্র জীবিত থাকতে পশুপাল নিয়ে অন্যত্র পালিয়েও যেতে পারি না। আর এ-তো আরো কঠিন, এখানেই থেকে অন্যের হাতে নীরবে পশুগুলো একে একে তুলে দেয়ার নিদারুণ যন্ত্রণা সয়ে যাওয়া। আমি অনেক সহজেই পালিয়ে যেতাম এবং কোন শক্তিশালী রাজার আশ্রয় নিতাম, কেননা এ আমার আর সহ্য হয় না। কিন্তু মনে যে আমার অভাগা প্রভুর ফিরে আসার আশা যায় না। এখনো আমি ভাবি, তিনি নিশ্চয়ই একদিন ফিরবেন এবং এই সব প্রণয়ীকে প্রাসাদ থেকে দৌড়ে পালাতে বাধ্য করবেন।'

'পশুপালক', উত্তর করলেন তড়িৎবুদ্ধি ওডেসিউস, 'তুমি বুদ্ধিমান এবং শুভেচ্ছাসম্পন্ন মানুষের মতোই কথা বল। তোমার বিচক্ষণতায় আমারও মীমাংসা ও বিশ্বাস এসেছে। তাই তোমার জন্যে একটি সংবাদ, যার সত্যতা সম্বন্ধে আমি শপথ করে বলছি। আমি সকল দেবতার সামনে জিউসের নামে শপথ করছি। এই আতিথেয়তা এবং ওডেসিউসের গৃহেরও শপথ, তোমার ইথাকা ছাড়ার আগেই ওডেসিউস ফিরে আসবেন, আর

তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তোমার নিজের চোখেই এই সব বীরকে যারা কর্তা সেজে বসেছেন এখানে তাদের হত্যাকাণ্ড দেখে যেতে পারো।'

'মহাত্মন', বললো গো-পালক এই উত্তরে: 'আপনি যা বললেন তার সবই ঘটুক, ঈশ্বর এই অনুমতি দিন। আপনিও শীগগীরই জানবেন কী ধাতুতে আমি তৈরী এবং এই হাত দুটো দিয়ে কী আমি করতে পারি!' এবং ইউমেউসও সকল দেবতার কাছে ওডেসিউসের প্রত্যাবর্তনের এই প্রার্থনায় সুর মিলালো।

এর মধ্যে যে পাণিপ্রার্থীদের সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করছিলেন তারা আরেকবার টেলিমেকাসকে হত্যার পথ ও উপায় নিরূপণ করছিল। এমন সময়, শোন এবং দেখ, একটি অশুভ ইংগিতবহ পাখির আবির্ভাব ঘটলো তাদের বামপার্শ্বে, একটি উড্ডীন ঈগল, নখরে তার ধৃত ভীত-সন্ত্রস্ত কপোত। এ্যাম্ফিনোমুস তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুদের সাবধান করে জানালো যে তাদের টেলিমেকাসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং সে খাদ্য গ্রহণের জন্যে সবাইকে আহ্বান জানালেন। এ প্রস্তাব তাদের মনপূত হলো এবং তারা ওডেসিউস প্রাসাদে চলে গেল। সেখানে তারা আলখেল্লাসমূহ বেদী অথবা আসনে নিক্ষেপ করে বকনা বাছুর, চর্বিযুক্ত ছাগ শূকর ইত্যাদি নিধনে অগ্রসর হলো। মাংস কাবাব করে পরিবেশন করা হলো এবং বড় পাত্রে মদ মেশানো হলো। শূকরপালক প্রত্যেকের জন্যে একটি করে পেয়ালা সাজিয়ে দিলো। প্রধান পশুপালক কিলিটিয়াস রুটি পরিবেশন করলো। মেলানথুস ঘুরে ঘুরে মদ বিতরণ করতে লাগলো। সামনের সুখাদ্য সদ্ব্যবহারে তারা মন দিলো।

টেলিমেকাস পরিকল্পিতভাবে ওডেসিউসের জন্যে বিশাল সভাকক্ষের ঠিক মুখে পাথর নির্মিত প্রবেশ দ্বারে একটি মলিন টুল এবং ছোট টেবিল এনে দিলেন। তাঁকে তিনি অন্ত্রাদি এবং স্বর্ণপাত্রে মদ পরিবেশন করলেন এবং তাঁকে বললেন ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে তিনি পানাহার করতে পারেন। 'আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন', তিনি যোগ করলেন, 'ওদের দিক থেকে কোনো অভদ্রতা বা আক্রমণের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্যে। এটা কোনো সরাইখানা নয়, এটা ওডেসিউসের বাড়ি, তার থেকে আমার হাতে এসেছে। এবং আমি, ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, সব রকম প্ররোচনা এবং উগ্রতা থেকে বিরত থাকুন যাতে কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এখানে না ঘটে।'

টেলিমেকাস যে তাদের এভাবে সম্বোধন করতে পারবে এতে তারা খুবই বিস্মিত হলো। তারা সবাই ঠোঁট কামড়ালো। ইউপেইথিসের পুত্র

এ্যান্টিনাসের দিক থেকেই একটি মন্তব্য এলো মাত্র, সে বললো : 'বেশ, ভদ্রমহোদয়গণ, যদিও এটা যথেষ্ট আক্রমণাত্মক, তবু টেলিমেকাসের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা চলবো। শাসানির ভঙ্গিতে সে কথা বলছে, তা হোক। আমাদের পরিকল্পনার ওপরের শক্তি বাদ সাধছেন, দেখতেই পাচ্ছো। তা না হলে আমরা এমন ব্যবস্থা করতাম যাতে ঐ রূপোলী কণ্ঠ এই দেয়ালসমূহে আর ধ্বনিত হতে পারতো না।'

এ্যান্টিনাস তার বক্তব্য রাখলো, কিন্তু টেলিমেকাস তাতে কানও দিলো না।

ইতিমধ্যে শহরে আজকের পবিত্র দিনে উৎসর্গের জন্যে নির্ধারিত পশুগুলো তত্ত্বাবধায়করা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, দীর্ঘকেশ এ্যানটিয়াস ধানুকী এ্যাপোলোর ছায়াচ্ছন্ন গুহার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর ওদিকে প্রাসাদের ভোজোৎসবে মাংসাদির কাবাব শিক থেকে খুলে টেবিলে স্তূপীকৃত করা হলে সবাই সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিলো। পরিবেশকরা ওডেসিউসকে বেশ ভালো একটা অংশ দিলো। সেটা তাদের অংশের মতোই যথেষ্ট। টেলিমেকাস, তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, এভাবে পরিবেশনের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এথেনি তো চান না যে প্রণয়ীরা সব তাদের দুর্ব্যবহার থেকে বিরত থাকুক, বরং তিনি চাইছিলেন ওডেসিউসের রাজহৃদয়ে ক্রোধ আরো গভীর কামড় বসাক।

ওদের মধ্যে স্টেসিস্পুস নামক এক ব্যক্তি ছিল, এক উচ্ছৃংখল প্রকৃতির মানুষ। সেম থেকে সে এসেছে। প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী। এই সরল ব্যক্তি ধনগর্বেই দীর্ঘকাল অনুপস্থিত রাজার স্ত্রীর পাণিপীড়নের অভিলাষে এসে ভীড় জমিয়েছে। সে এখন তার হল্লামুখর সঙ্গীদের মনোযোগ আকর্ষণে তৎপর হয়ে উঠলো। বিদ্রূপে সে উচ্চকণ্ঠে হয়ে বললো, 'অভিজাতবর্গ, আমাদের অতিথিকে ইতিমধ্যেই প্রচুর খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এটা খুবই সঙ্গত। কারণ, টেলিমেকাসের কোনো বন্ধুকে তার গৃহে কার্পণ্য দেখানো সৌজন্যের রীতিও নয়, সাধারণ ভদ্রতাও নয়। কিন্তু দেখুন! আমি নিজেও আমার অংশ থেকে তাকে এক উপহার দিচ্ছি, সেটা সে স্নানাগারের পরিচালক কিংবা প্রাসাদের অন্য কোনো ভৃত্যকে পাচার করতে পারে।'

এই বলে সে তার বিশাল হাতে পাত্র থেকে গরুর খুর তুলে নিল এবং তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলো। ওডেসিউস পাশে সরে গিয়ে সেই নিক্ষেপ এড়িয়ে গেলেন। বস্তুটি দেয়ালে আঘাত হানলো। ওডেসিউসের মুখে ফুটে উঠলো যে নীরব হাসি, তা সত্যিই বিদ্রূপে ভয়াল। টেলিমেকাস তৎক্ষণাৎ গর্জে

উঠলেন স্টেসিপ্পসের ওপর : 'এটা আপনার জন্যে ভালোই হলো স্টেসিপ্পস যে আপনি আমার অতিথিকে আঘাত করেননি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াটা যেন তাঁর প্রাপ্য ছিল। যদি আঘাত করতেন, তাহলে আমার এই বর্শা আপনাকে ভেদ করে যেতো। আপনার পিতা বিবাহের পরিবর্তে এখানে আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। বুঝতে চেষ্টা করুন আমি আমার গৃহে এ ধরনের ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখেছি এখন এবং আমি বুঝি কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। আমার শৈশব এখন অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আপনাদের লাম্পট্য, পশু-হনন, রুটি এবং মদের অপচয় আমাকে দেখতে হয়, একা আমি আপনাদের ঠেকাতে পারি না, তাই সহ্য করতে হয়, কিন্তু আমি আপনাদের এই ধরনের উগ্রতা থেকে বিরত থাকতে বলছি, কেননা এসব পরিণামে আমাকেই স্পর্শ করে। আর যদি আপনারা মনে করে থাকেন, আমাকে হত্যা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আপনারা খুশী হবেন না, তাহলে তাই আমি বরং কামনা করব। দিনের পর দিন বল্গাহীন হীন-আচরণ ঘটে চলেছে, আমার অতিথিদের অসম্মান হচ্ছে, আমার এই সুন্দর গৃহে আমারই পরিচারিকারা আপনাদের লালসার ইন্ধন যোগাচ্ছে—এসব সহ্য করার চাইতে মৃত্যু অনেক ভালো।'

টেলিমেকাসের বিষোদগারের পর এক দীর্ঘ নির্ঘাত নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ডামাসটর-পুত্র এজলেউস অবশেষে তা ভঙ্গ করলেন।

'বন্ধুগণ', তিনি মন্তব্য করলেন, 'যখন খাঁটি কথা বলা হয়েছে, তখন কূটতর্ক অর্থহীন। এই আগন্তুককে কিংবা অন্য কোনো রাজকীয় ভৃত্যকে উত্যক্ত করা আর নয়। এখন টেলিমেকাস এবং তাঁর মাতার নিকট আমার প্রস্তাব করার আছে। সহৃদয়তার সঙ্গে এটা বলা হচ্ছে এবং আশা করি তাঁরা দুজনেই ভালোভাবে তা গ্রহণ করবেন। যতদিন টেলিমেকাস, তুমি এবং তোমার মাতার মনে মনে আশা পোষণ করতে যে তোমার জ্ঞানী পিতা একদিন ফিরে আসবেন, ততদিন তাঁর প্রতীক্ষায় যাপন এবং পাণিপ্রার্থীদের আবেদনের বিরুদ্ধে অনড় থাকায় কেউ তোমাদের দোষ দিতে পারেনি। এটাই সঠিক পন্থা বলে মনে হতো এবং আদতে তা প্রমাণিতও হতো যদি ওডেসিউস সত্যি সত্যি গৃহে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তা আর তাঁর ললাটে লেখা নেই। সুতরাং আমি তোমাকে বলছি, তোমার মাকে সামনে উপস্থিত হতে বল, তাঁর কাছে সমস্ত বিষয়টি তুলে ধর। তিনি আমাদের ভেতর থেকে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে দয়াল, একজনকে বিবাহ করুন,

এর পরিণামে তুমি তোমার উত্তরাধিকার নিষ্কণ্টকে উপভোগ করো—পানাহারের প্রাচুর্যে, তিনিও তাঁর নতুন স্বামীর গৃহ দেখাশুনা করুন।'

'আমি আপনার নিকট শপথ করছি এজলেউস', বললেন ধীরবুদ্ধি তরুণ, 'আমি জিউস এবং পিতার দুর্দশার শপথ করছি—হয়তো তিনি ইথাকা থেকে বহু দূরে মৃত, নয় তো এখনো কোথাও বেদিশা ঘুরছেন—যে আমার মায়ের বিবাহ স্থগিত রাখার কোনো উদ্দেশ্যই আমার নেই, প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁকে বারবার চাপ দিচ্ছি তাঁর পছন্দ স্থির করে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেলতে এবং তাঁকে আমি প্রভূত উপঢৌকনাদির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি। তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা এই যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে এ-গৃহ থেকে নির্গত করা সম্পূর্ণরূপে আমার বিবেকের বিরুদ্ধে। ঈশ্বর তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

পাল্লাস এথেনি প্রণয়ীদের বুদ্ধি এমনভাবে বিভ্রান্ত করলেন যে, তারা টেলিমেকাসের উত্তর ধ্বনির পর ধ্বনি তুলে অপার উল্লাসে অভিনন্দিত করলো। কিন্তু অচিরেই তাদের হাস্যমুখর মুখগুলো গুমড়ানো অচেনা চেহারা ধারণ করলো। তাদের মনে হতে লাগলো খাদ্যদ্রব্যের ওপর রক্তধারা ছড়িয়ে পড়েছে। জলে চোখ ভরে গেল, নির্বোধ মাতলামিতে মগজ হলো আচ্ছন্ন।

এবং তখন মহান টেলিমেকাসের কণ্ঠ শ্রুত হলো। 'অসুখী মানুষ', তিনি চিৎকার করে বললেন, 'কী অভিশাপ আপনাদের ওপর নেমে এলো? আপনাদের মস্তক, আপনা দের মুখমণ্ডল, আপনাদের হাঁটু রাত্রির অবগুণ্ঠনে ঢেকে গেছে। বাতাসে বিলাপের ধ্বনি। আমি গণ্ডদেশসমূহ অশ্রুতে ভিজে যেতে দেখছি। এবং দেখুন দেয়ালের কাষ্ঠসারি রক্তচিহ্নিত হয়ে উঠেছে। বারান্দা প্রেতযোনিতে বোঝাই হয়ে গেল। প্রাঙ্গণও ঠিক তেমনি প্রেতেরা আঁধারে এবং নরকে পারাপার করছে। সূর্য স্বর্গের পথ থেকে মুছে গেছে এবং এক অশুভ কুয়াশা সমগ্র পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে।'

ওরা তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। একসঙ্গে তারা হেসে উঠলো। পলিবুসের পুত্র ইউরিমেকুস উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, ভ্রমণে গিয়ে আমাদের তরুণ বন্ধুর বুদ্ধিনাশ ঘটেছে বিদেশ থেকে।

বন্ধুগণ, তাড়াতাড়ি আসুন, তাঁকে বাইরে বের করে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন, তিনি তো এখানে বড়ই আঁধার দেখছেন।'

'ইউরেমেকুস, বললেন নবীন দ্রষ্টা, 'আমার পথ খুঁজতে আপনাদের সাহায্যের কোনো দরকার আমার নেই। আমার চোখ এবং কান আছে এবং

নিজেরই দুটো পা আছে, সেই সঙ্গে ঘাড়ের ওপর বেশ সুস্থ মাথাও একটা আছে—আমাকে দরজার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট এসব এবং তাই আমি যাচ্ছিও এখন। কেননা, আমি আপনাদের সর্বনাশ ঘনীভূত দেখতে পাচ্ছি। একজনও বাঁচতে পারবেন না, রাজা ওডেসিউসের গৃহে যারা অপরকে অপমান আর দাঙ্গা বাধিয়ে চলেছেন, না, তাঁদের একজনেরও রক্ষা নেই।' এই বলে দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি পেইরেউসের পাশে গেলেন। তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

পাণিপ্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো, সবাই মিলে অতিথিকে বিদ্রূপ করে টেলিমেকাসকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলো।

'টেলিমেকাস', বললো একজন তরুণ ছুরি, তার খোঁচাটাও হুবহু আর সবার মতোই, 'তুমি সত্যিই অতিথিপরায়ণতায় বড়ই অপয়া। দেখ ঐ ভবঘুরের দিকে এখন একবার, বড়ই আদর করে তাকে আপ্যায়ন করতে তাকে ডেকে এনেছ। সে খাবার আর পানীয় ছাড়া আর কিছুই চায় না। গতর-খাটার কথা সে জীবনেও শোনেনি। আদতে মা-ধরিত্রীর একটা বোঝা বৈ সে আর কিছুই নয়। যেন ওতেই যথেষ্ট নয়, আরেকজন আবার লাফিয়ে উঠে দিব্যি দ্রষ্টা বলে গেলেন। আপনারা বরং আমার পরামর্শ নিন, আমাদের এই বন্ধুদের বেঁধে সিসিলিগামী কোনো জাহাজে পুরে পাচার করে দিন। ওতে দু'পয়সা আসবে।'

কিন্তু এটা এবং আর সব বিদ্রূপবাণ টেলিমেকাসকে প্রত্যুত্তরে প্রবোচিত করতে পারলো না। তিনি তাঁর মুখ বন্ধ রাখলেন এবং চোখ তাঁর পিতার ওপর নিবদ্ধ করলেন। ওডেসিউস কখন অভদ্র দঙ্গলকে আক্রমণ করবেন, সে জন্যে প্রতি মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে রইলেন। আর পেনিলোপি—সেই বুদ্ধি-মতী রমণী এমন এক স্থানে আসন পরিগ্রহণ করলেন। এখান থেকে সব কিছুই দেখা এবং শোনা যাচ্ছিল।

খুবই মহার্ঘ্য এবং সুস্বাদু ভোজের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল। তারা ইচ্ছেমতো পশুনিধন করেছে তাদের অনন্দ বর্ধনের জন্যে। কিন্তু নৈশা-হারের তালিকায় একজন দেবী এবং একজন মহাশক্তিধর পুরুষ তাদের জন্যে যে ভোজের ব্যবস্থা করে তুলছিলেন, তার অধিক উপাদেয় কিছুর কল্পনাও করা যায় না, শীগগীরই তা পরিবেশিত হলো, কেননা, দুষ্কৃতির সূত্রপাত ঘটলো ওদের হাতেই।

একুশ

বিশাল ধনুক

উজ্জ্বল-আঁখি এথেনি এবার পেনেলোপিকে পাণিপ্রার্থীদের মুখোমুখি হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি ধনুকে জ্যা যোজনা এবং লৌহ কুঠারের লক্ষ্য-ভেদে তাদের আহ্বান জানাতে এবং পরিণামে তাদের ধ্বংস ঘনিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। সুউচ্চ সিঁড়ির ধাপ অবরোহণ করে কক্ষ থেকে নেমে এলেন তিনি এবং তাঁর সুগঠিত হাত দিয়ে একটি তাম্রনির্মিত হাতির দাঁতের হাতল-বিশিষ্ট চাবি তুলে নিলেন, তারপর তাঁর সখীদের সমভিব্যবহারে প্রাসাদের দূরবস্থিত কোণে যেখানে রাজভাণ্ডার অবস্থিত সেখানে গমন করলেন। এখানে রাজার ব্রোঞ্জ, স্বর্ণ এবং শিল্পিত লোহার সম্পদাদি রক্ষিত। সেই সঙ্গে রয়েছে বঙ্কিম ধনুক এবং মারাত্মক শরপরিপূর্ণ তূণীর। বিখ্যাত বীর ইফিটুস এসব ওডেসিউসকে দিয়েছিলেন যখন তাঁদের লেসিডেইমনে সাক্ষাৎ হয়েছিল। মেস্সেনিতে অরটিলোকুসের গৃহে এঁদের প্রথম পরিচয়। ওডে-সিউস সাধারণ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এসেছিলেন এখানে, মেস্সেনিয়ানরা ইথাকা থেকে তিনশত মেষ রাখালদের-সহ জলপোতে তুলে নিয়ে এসেছিল। ওডেসিউকে এই ঘটনাই এতদূরে আসতে বাধ্য করেছে। যদিও তিনি বালক মাত্র ছিলেন তখন। তাঁর পিতা এবং বয়োবৃদ্ধগণ তাকেই এ-কাজে মনোনীত করেছিলেন। ইফিটুস এসেছিলেন তাঁর হারানো বারোটি ঘোটকীর খোঁজে আর একটি ছোট্ট খচ্চরও ওরা প্রসব করিয়েছিল। পরিণামে এই অশ্ব-গুলো তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এই নিয়ে জিউস-পুত্র অসাধ্য সাধনের নায়ক হিরাক্লিসের সঙ্গে তার প্রাণান্তকর সংঘর্ষ হয়। হিরাক্লিস তাঁর নিজ গৃহেই তাঁকে হত্যা করেন। তিনি ছিলেন ইকুটুসের আমন্ত্রক, আতিথেয়তার রীতি তুচ্ছ করে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি—মানুষ-টাকে ভোজনে তৃপ্ত করেন প্রথমে তারপর হত্যা করেন, অশ্বগুলো নিজে অধিকার করে নেন এবং নিজের অশ্বশালায় সেগুলো পাঠিয়ে দেন।

এই অশ্বগুলোর খোঁজে এসে ইফিটুস ওডেসিউসের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁকে ধনুকটি দেন। তাঁর মহান পিতা ইউরিটুস বহু বছর আগে এটা সংগ্রহ

করেন এবং মৃত্যুকালে প্রাসাদে তাঁকে দিয়ে যান। এর পরিবর্তে ওডেসিউস তাঁকে একটি ধারালো তরবারি এবং দৃঢ় বর্শা দান করেন বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু অতিথি এবং আমন্ত্রণ তাদের পুনর্বার সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই জিউস-পুত্র ধনুক-দাতা বীর ইকিটুসকে হত্যা করেছিলেন। এই ধনুক ওডেসিউস কখনো সমুদ্রযাত্রাকালে সঙ্গে নিতেন না, বরং বন্ধুর ঐশ্বর্য যা স্মৃতিস্বরূপ স্বগৃহে সংরক্ষিত রাখতেন। তবে নিজ এলাকায় এটার ব্যবহার তিনি করতেন।

রানী ভাণ্ডারে উপনীত হলেন এবং ওক কাষ্ঠের প্রবেশদ্বারে উঠে দাঁড়ালেন। এটা বহুকাল আগের কোনো সূত্রধরের শিল্পকর্ম, সে তার বাটালি দিয়ে সুমসৃণ ও সুঠাম করেছিলেন। নিজের হাতে সে দেয়ালে বসিয়ে দিল চৌকাঠ এবং মসৃণ দরোজাও তাতে নিজেই লাগিয়েছিল। দরোজার হাতলে সন্নিবিষ্ট চর্মবন্ধনী দ্রুত অপসারিত করলেন তিনি, গহ্বরে চাবি প্রবেশ করালেন এবং নিখুঁত চাপ দিলেন অর্গলে। চাবি তার কাজ করলো। ষাঁড় যেমন ঘাস দেখে গর্জমান হয় তেমনি শব্দে দরোজা তাঁর সামনে খুলে গেলো। তিনি মেঝের উঁচু আস্তরের ওপর পা রাখলেন। এখানে পোশাকপূর্ণ সিন্দুকাদি ছিল সুগন্ধি ঔষধাদিতে সংরক্ষিত। কিন্তু পেনেলোপি পায়ের ডগার ওপর ভর করে কীলক খুলে উজ্জ্বল আধারসহ ধনুকটি পেড়ে আনলেন। আধারটি হাঁটুর ওপর রেখে তিনি বসলেন এবং স্বামীর ধনুকটি বার করে আনতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। অনেক কান্নায় যখন শান্ত হলেন, তাঁর গর্বিত পাণিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে সভাকক্ষের দিকে তখন অগ্রসর হলেন তিনি, বাহুতে ধনুক এবং মারাত্মক শরসমৃদ্ধ তূণীর। তার সহগামিনীরা ব্রোঞ্জ এবং লৌহনির্মিত যন্ত্রাদি পরিপূর্ণ একটি বাক্স বহন করে তাঁকে অনুসরণ করলো। তাদের প্রভু এইগুলো দক্ষতার পরীক্ষায় ব্যবহার করতেন। তারপর তাঁর উজ্জ্বল মস্তকসজ্জার একভাঁজ দিয়ে মুখ ঢেকে, সেই মহিয়সী নারী বিশাল ছাদসংলগ্ন একটি স্তম্ভের পাশে স্থান গ্রহণ করলেন এবং অধিক ভনিতা না করে তাঁর পাণিপ্রার্থীদের শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানালেন :

'শুনুন, অভিজাতবর্গ। গৃহস্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনারা এ গৃহে জেঁকে বসে আছেন। নিত্যদিন ভোজোৎসব চলছে, আর আমার পাণিপীড়নের অভিলাষ ব্যতীত আপনাদের এ আচরণের অন্য কোনো অজুহাতও আপনারা তুলে ধরতে পারেননি। এই যদি পুরস্কার, তাহলে এগিয়ে আসুন, বীরবৃন্দ, আমি আপনাদের রাজা ওডেসিউসের ধনুকে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। যিনি এর জ্যা যোজনায়

এবং এই বারোটি কুঠারের প্রত্যেকটির ভেতর দিয়ে শরচালনায় সক্ষম হবেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব, এই গৃহকে বিদায় জানিয়ে যা আমাকে নববধূরূপে বরণ করেছিল, এই সুন্দর গৃহ সকল প্রকার উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ, এই গৃহ যাকে আমার স্বপ্নের মধ্যেও কখনো আমি ভুলবো না।'

তিনি তারপর সুশীল শূকরপালক ইউমেউসের দিকে ফিরে ধনুক এবং লৌহ কুঠারাদি প্রণয়ীদের হাতে ন্যস্ত করতে আদেশ দিলেন। তাঁর হাত থেকে সেগুলো গ্রহণ করে নীচে রাখতে রাখতে সে কান্নায় ভেঙে পড়লো, পেছন থেকে গো-পালকও প্রভুর ধনুক দেখে কান্নার শব্দ করে উঠলো। এ্যান্টিনাস তাদের প্রতি রূঢ় হয়ে উঠলেন তৎক্ষণাৎ। 'নির্বোধ গোলামের দল!' সে অবাক-কণ্ঠে বললো, 'নিজের নাকের বাইরে আর কিছুই দেখতে পারে না! এই হতভাগার জুটি, কী জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছ? নাকে কাঁদছে আর গৃহকর্ত্রীকে উতলা করে তুলছে, যেন তাঁর স্বামীকে হারানোটা কষ্টের যথেষ্ট নয়? বসে পড়ো আর চুপচাপ নিজের নিজের খাবার খেয়ে নাও, নয়তো এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও বসে কাঁদো। ধনুক ঐখানেই রেখে দিতে পার, ওটার মীমাংসার ভার আমাদেরই এবং তা আমরা নিশ্চয়ই করব। অবশ্য আমি মনে করি না, ঐ সুন্দর অস্ত্রটাতে ছিলা পরানো খুব একটা সহজ কাজ হবে। এই সম্পূর্ণ দলটাতে ওডেসিউসের মতো একজনও নেই। আমি নিজে তাঁকে দেখেছি। আমার স্মৃতিশক্তি ভালোই, যদিও সে সময় আমি নেহাৎ ছোট ছিলাম।'

এসব বলা সত্ত্বেও, এ্যান্টিনাস মনে মনে এই আশাই পোষণ করছিল যে, সম্ভবতঃ সেই ধনুকে জ্যা যোজন এবং সকল লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে শর-চালনায় সফল হবে। কিন্তু প্রকৃত শর নিক্ষেপের সময় যখন এসেছিল সেই হয়েছিল প্রথম ব্যক্তি যাকে তুলনাবিহীন ওডেসিউসের শরাঘাত সইতে হয়েছে, যে ওডেসিউসকে সে একটু আগেই অপদস্থ করেছিল, বন্ধুদেরকেও অপদস্থ করতে উস্কানি দিচ্ছিল, সেই ওডেসিউসের বাড়িতে বসেই।

টেলিমেকাসেরও কিছু বলার ছিলো। 'আমার মনে হয়, আমি হয়তো জন্মবোকা' হেসে সে বলে উঠলো আমার প্রিয় মাতা, তিনি অত্যন্ত বিচারবুদ্ধিশীলা বলেই, বলেছেন তিনি এ বাড়ি ছেড়ে যাবেন আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে আর আমি এসব হাসছি নির্বোধের মতো নিজে নিজে খুশী হচ্ছি। বেশ ভদ্র মহোদয়গণ, আসুন এগিয়ে। এই আপনাদের পুরস্কার।—এই মহিয়ষী নারী, যার সমতুল্য কাউকে এ-যুগে আপনারা আচিয়ার কোথাও খুঁজে পাবেন না, পবিত্র পাইলসে নয়, আরগসে নয়, মাইসিনে নয়, এই ইথাকাতেও নয়, অন্ধকার মূল ভূখণ্ডেও নয়। কিন্তু

আপনারা একথা ভালোই জানেন। আমার মাতার প্রশংসা গাইবার আমার কি প্রয়োজন? সুতরাং এগিয়ে আসুন! কোন অজুহাত নয়, অথবা বিলম্বও নয়। ঐ বস্তুর মুখোমুখি হতে মনকে প্রস্তুত করুন এবং আমরা দেখি আপনারা ছিলা পরিয়েছেন। আমিই-বা কেন চেষ্টা করি না। আমি যদি ছিলা পরাতে পারি আর সবগুলো কুঠার ভেদ করে তীর চালাতে পারি, তাহলে আমার মা এ বাড়িকে বিদায় জানিয়ে অন্য কারো সঙ্গে চলে যেতে পারেন। আমাকে এখানে রেখে যাওয়াকালে অন্ততঃ এটা বুঝে যাবেন তিনি পিতার ভয়ঙ্কর খেলনা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে উঠেছি আমি।'

কথা শেষ করে টেলিমেকাস আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। বেগুনী আলখেল্লা কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেললেন এবং তরবারি খুলে রাখলেন। তিনি কুঠারগুলোর জন্যে একটা সোজা লম্বা পরিখা খননে অগ্রসর হলেন। তারপর সেগুলোকে গেঁথে সমতা যাচাই করে নিলেন এবং পরিশেষে সেগুলোর চারপাশে মাটি বসিয়ে দিলেন। যাঁরা তাঁর এ কাজ দেখছিল তাঁরা তাঁকে প্রশংসা না করে পারলো না, কারণ কখনো একাজ করতে আগে দেখেননি, অথচ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এগুলোর সাজানো সম্পন্ন করলেন তিনি। তারপর প্রবেশদ্বারে প্রস্থান নিয়ে তিনি ধনুকটি হাতে নিলেন। তিনবার তিনি ধনুকটা বাঁকিয়ে আনলেন, তিনবারই তাকে ছেড়ে দিতে হলো তিনি যে জ্যা যোজনায় এবং লৌহচিহ্ন মালায় লক্ষ্য ভেদে সফল হবেনই অতটা আশা নিয়ে নয় অবশ্য। চতুর্থবারে তিনি এত জোরে ধনুকটা বাঁকালেন যেন মনে হলো এবার ছিলা পরাতে পারবেন, কিন্তু ওডেসিউস তাঁকে মাথা নেড়ে নিষেধ করে সে চেষ্টার ইতি টেনে দিলেন।

'আচ্ছা, যা হোক', তরুণ রাজপুত্র দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'আমার মনে হয় আমি সব সময়েই ভীরু আর দুর্বল থেকে যাবো। কিংবা আমি খুবই তরুণ এখনো কারো সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার উপযুক্ত হয়ে উঠিনি। বেশ ভদ্র মহোদয়গণ, এখন আপনাদের পালা. আপনারা আমার চাইতে শক্তিশালী, দেখুন চেষ্টা করে কে সফল হন।'

এই বলে সে ধনুকটি মাটিতে নামিয়ে রাখলো। আর চকচকে কারুকাজমণ্ডিত দরোজায় অগ্রভাগ ঠেকিয়ে তার পাশেই রাখলো তীরটি। তারপর পুনরায় আসন গ্রহণ করলো। তৎপর হলো এ্যান্টিনাস, প্রস্তাব করলো যে, পালা করে সবারই অংশগ্রহণ করা উচিত। বাঁ থেকে ডানে ক্রমান্বয়ে ঘুরে যাবে সেই তীর, মদ-পরিবেশনের মতোই। প্রস্তাব সমর্থিত হলো। যার ফলশ্রুতিতে প্রথমেই উদ্যোগী হতে হলো ইনোপ্স-পুত্র লিওডেসকে। লিওডেস

সর্বক্ষণ গৃহের দূরকোণে যে বিশাল সুরাপাত্র ছিল তার পাশে বসে থাকতো ও তাদের উৎসর্গাদির কাজে পৌরহিত্য করতো। সে অন্যদের মতো ছিল না, হিংস্রতাকে সে তীব্রভাবে ঘৃণা করতো; যার জন্যে তাদের আচরণে ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছিল তার। প্রতিযোগিতার প্রথমজন হিসেবে অংশ নেয়ার জন্যে তীর-ধনুক হাতে সে চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালো এবং নিজে নিবিষ্ট হলো ধনুকটির দিকে। কিন্তু জ্যা যোজন দূরে থাক, তার অনেক আগেই শর-যোজনার সব উদ্যম তার কোমল অশক্ত হাত দুটি ক্লান্তিতে ভেঙে দিলো।

পাণিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে সে বললো, 'বন্ধুগণ, আমি এতে কখনোই শর-যোজনা করতে পারবো না: পরবর্তী ব্যক্তিকে পরখ করে দেখতে দাও। বিশ্বাস করো এই ধনুক অনেকের বুক ভেঙে দেবে এবং সেরা বীরদের অনেকেরই মৃত্যু ডেকে আনবে। তারচেয়ে অনেক ভালো পরামর্শ হলো, যে পুরস্কার-লাভে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি, যে পুরস্কারের জন্যে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছি এবং আশায় প্রহর গুণছি, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। তোমাদের অনেকেই এখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো যারা এখনো ভাবছো তোমাদের আশা পূর্ণ হবে এবং রানী পেনিলোপিকে বিজিত করতে পারবে। তাদেরকে ধনুকটি পরখ করতে দাও এবং দেখ কি ঘটে। অচিরেই তাদের ভালবাসা রূপান্তরিত হবে এবং তারা অন্য কোন এচীয়ান রূপসীর পদপ্রান্তে নিবেদন করবে তাদের ভালবাসার উপাচার। আর এভাবেই পেনেলোপি সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করতে সক্ষম হবে যে সবচেয়ে যোগ্য এবং যে ছিল তার নিয়তি-নির্ধারিত পুরুষ।'

লিওডেস ধনুকটি রেখে দিলো। ধনুকটির অগ্রভাগ চকচকে কারুকাজ-মণ্ডিত দরোজায় ঠেকিয়ে তার পাশেই ঝুলিয়ে রাখলো তীরটি এবং তারপর এসে আসন গ্রহণ করলো। কিন্তু এ্যান্টিনাস তাকে ভর্ৎসনা করলো কঠোর ভাষায়, 'লিওডেস! এ কী রকম নির্বোধের মতো উক্তি! এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথায় আমি গভীর অসন্তোষ জানাচ্ছি: তুমি বলছো কিনা এই ধনুক সেরা বীরদের বুক ভেঙে দেবে এবং মৃত্যু ডেকে আনবে। কারণ তুমি নিজে তাতে জ্যা যোজনা করতে পারোনি। এটা আসলে তোমার মাতৃদোষ—ধনুর্বিদ হবার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। যাই হোক এই মহতী সমাবেশে অন্য অনেকে আছে যারা খুব শীঘ্রই শর যোজনায় সক্ষম হবে। এরপর সে ছাগপালক মেলানথিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তৎপর হও মেলানথিয়াস। প্রাসাদের ভেতর আগুন তৈরী করো আর মেষের চামড়া আবৃত একটি টুল নিয়ে আসো এবং ভাঁড়ার থেকে আনো বিশাল একতাল চর্বি। জ্যা যোজনা করে

প্রতিযোগিতার নিষ্পত্তি করার আগে যাতে করে আমরা তরুণ বীরেরা ধনুক-টিকে চর্বি গলিয়ে তৈলাক্ত করে নিতে পারি।'

মেলানথিয়াস দ্রুত আগুন তৈরী করলো। তা উজ্জ্বল আলোয় জ্বলতে লাগলো। একটি টুল এনে তাতে বিছিয়ে দিলো একটি কম্বল। আর ভাঁড়ার থেকে আনলো বিশাল একতাল চর্বি। তরুণ বীরেরা তপ্ত চর্বিতে ধনুকটি তৈলাক্ত করে শর যোজনায় সাধ্যমতো চেষ্টা চালালো। কিন্তু সবাই যথারীতি ব্যর্থ হলো। বস্তুত তারা ততটা বলশালী ছিল না। যাই হোক, এ্যান্টিনাস এবং রাজপুত্র ইউরেমেকাস কিছু সময়ের জন্যে ধনুকটি স্থির করে ধরে রাখতে পেরেছিল এবং এরাই ছিল সেই সমাবেশের নেতা এবং যোগ্যতম ব্যক্তি যাদের নিয়ে গর্ব করা চলে।

ইতোমধ্যে গো-পালক ও শূকরপালক রাজার দুই চর সংঘবদ্ধ হয়ে লুকিয়ে গৃহের বাইরে চলে এলো। ওডেসিউস নিজেই তাদের অনুসরণ করলেন। যখন তারা দরজা গলিয়ে বের হয়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করছিল তখন তিনি চিৎকার দিয়ে ডাকলেন, 'গো-পালক! এ কী শূকরপালক তুমিও সেখানে! তারপর তিনি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে তাদের সচকিত করে তুললেন, আমি কী তা প্রকাশ করবো নাকি এখনো মুখ বুঁজে বসে থাকবো? না, আমার মনে হচ্ছে তা অবশ্যই বলতে হবে। যদি ওডেসিউসের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো ব্যাপার ঘটে সেক্ষেত্রে তোমরা কোন পক্ষ নেবে—ধরো অতর্কিতে তিনি এসে হাজির হলেন? তোমরা কি পাণিপ্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করবে, নাকি তার? বলো, কোন-পক্ষের প্রতি তোমাদের সত্যিকার মমত্ববোধ রয়েছে?'

গো-পালক বললো, 'আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন কোন শক্তি তাঁকে শুধু গৃহে ফিরিয়ে আনে। তখনই দেখতে পারবে আমার সাহসিকতা এবং এই হাত দুটি দিয়ে কি ঘটাতে পারি দেখবে, এই বলে ইউমেউস সুর করে সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালো যেন তাদের বিজ্ঞ প্রভু গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। এভাবে ওডেসিউস তাদের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন, 'যদি তাই হয়, এই দেখ আমি চলে এসেছি! হ্যাঁ আমি স্বয়ং! আজ দীর্ঘ উনিশ বছর যাতনাভোগের পর স্বদেশে, স্বগৃহে ফিরে এসেছি। আমি জানি, আমার ফিরে আসায় কেবল তোমরা দুজনই আনন্দিত হবে। কারণ অন্যদের একজনকেই আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রার্থনা করতে শুনিনি। তাই এখন আমি বলতে যাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্যে আমি কি করার প্রস্তুতি নিয়েছি। যদি

দেবতাদের কৃপায় এই দুর্বৃত্তদলকে দমন করতে পারি তবে প্রত্যেকে পাবে স্ত্রীরত্ন, অর্থমঞ্জুরী, এবং আমার বাড়ির পাশেই হবে তোমাদের বাড়ি। এবং সেইদিন থেকে আমি টেলিমেকাসের ভাই ও বন্ধুর মতোই জানবো তোমাদের। আমি বলেছি, আমিই ওডেসিউস—স্পষ্টভাবে তা প্রমাণ করতে দাও এখন। তাহলে তোমরা নিশ্চিত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাকে সমর্থন করতে পারবে। যখন আমি অটোলিকাস-পুত্রদের সঙ্গে পারনেসাসে গিয়েছিলাম তখন একটি শুয়োর আমার এখানে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল. এই দেখ সেই ক্ষতচিহ্ন।'

এই বলে তিনি জীর্ণ বস্ত্র সরিয়ে স্পষ্ট আলোয় ক্ষতচিহ্নটি দেখালেন। তারা দুজনই সেদিকে তাকালো এবং তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। তারপরেই তারা ওডেসিউসকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং ভালবাসার আবেগে মাথায় ও কাঁধে চুমু খেতে লাগলো। ওডেসিউসও তেমনি তাদের হাতে মাথায় চুমু খেলেন। ওডেসিউস যদি তা থামিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে হয়তো এই স্নেহার্দ্র দৃশ্যটি সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো। তিনি বললেন, 'কান্না থামাও। তা না হলে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এসে আমাদেরকে দেখে ফেলবে এবং গৃহাভ্যন্তরের লোকদেরকে গিয়ে বলে দিবে। এখন ভিতরে যাও, দল বেঁধে নয়, একজন একজন করে। আমি আগে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। এখানে তোমাদের ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। ওরা অর্থাৎ সেই পাণিপ্রার্থীরা হয়তো আমাকে তীর ধনুক নিয়ে পরখ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। যখন তা ঘটবে. সুদক্ষ ইউমেউস. তুমি তখন প্রাসাদ থেকে তা এনে আমার হাতে দিবে। আর মহিলাদের গিয়ে বলো তারা যেন শক্ত কপাটগুলো ঘরের ভেতর থেকে তালা দিয়ে রাখে। আরো জানাবে যে যদি তারা এই পুরুষদের মহল থেকে আর্তনাদ বা অন্য কোন কোলাহল শুনতে পায় তাহলে তারা যেন কক্ষ থেকে বেরিয়ে না আসে, যেখানে আছে সেখানে বসেই যেন শান্তভাবে কাজ করতে থাকে। সুদক্ষ ফিলোইটিয়াস, তোমাকে দিচ্ছি প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের সদর দরোজায় খিল আটকানো ও দড়ি দিয়ে বাঁধার দায়িত্বটি মজবুত করে বাঁধিবে।'

এই নির্দেশ দিয়ে ওডেসিউস প্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং আরো একবার তাঁর টুলের ওপর বসলেন। দুই রাজভৃত্যও তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে এলো।

ইত্যবসরে ধনুক চলে এসেছে ইউরিমেকাসের হাতে। আগুনে তপ্ত করে সে তাতে জ্যা যোজনার চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু সব চেষ্টার পরও তাকে ব্যর্থ হতে হলো এবং তার দর্পিত হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ক্রোধোন্মুক্ত

চিৎকারে সে ফেটে পড়লো, 'নিয়তিই এসব করে চলেছে। আমি তা মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি। শুধু আমার জন্যে নয় তা, সবার কথা ভেবে। আমাদের বিবাহের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার জন্যে আমার অবশ্যই দুঃখ হয়, কিন্তু ততটা নয় – কেননা আমাদের এই দ্বীপে এবং অন্য নগরীতেও এখনো অনেক রমণী রয়েছে। যে ভাবনা আমাকে পীড়া দিচ্ছে তা হলো এই ধনুক যোজনার ব্যর্থতা প্রমাণ করছে যে দেবোপস ওডেসিউসের তুলনায় আমরা দুর্বল কীট-পতঙ্গের মতো। চিরকাল এই কলঙ্ক আমাদের নামের সঙ্গে লেগে থাকবে।'

কিন্তু বাকচতুর এ্যান্টিনাস এসব কিছুই ভাবলো না। সে বললো, 'ইউরিমেকাস, এ তোমার ভ্রান্ত ধারণা। তুমি একাকী তা ভাবছো। আজ ধনুর দেবতার সম্মানে সাধারণ ছুটির দিন। আজ কি ধনুক ধরা মানায়? অস্ত্রশস্ত্র রেখে সব ভুলে যাও। কুড়ালগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রেখে আসো না কেন? আমি নিশ্চিত, আজ কেউ প্রাসাদে ঢুকে সেগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে না। ফিরে আসো, আর সুরা-সেবকদের প্রত্যেকের পেয়ালায় সামান্য মদ্য পরিবেশনার সুযোগ দাও। আমরা দেবতার নামে উৎসর্গের আয়োজন করি এবং ধনুর্বিদদের আপাতত বিশ্রাম নিতে দিই। আর ছাগপালক মেলানথিয়াসকে বলো, সে যেন সকালবেলা পাল থেকে বেছে উৎকৃষ্ট ছাগলগুলো নিয়ে আসে যাতে করে আমরা মহান ধনুর্দেবতা এ্যাপোলোর নামে তা উৎসর্গ করতে পারি। এবং তারপরেই আমরা আবার ধনুক নিয়ে সচেষ্ট হবো এবং কার জয়লাভ হবে তার মীমাংসা করতে পারবো।'

এই প্রস্তাব সবারই পছন্দ হলো। নির্দেশানুযায়ী পরিচারকেরা এসে জল সিঞ্চন করে তাদের হাত ধুইয়ে দিলো। বিশাল পানপাত্রগুলো মদে কানায় কানায় পূর্ণ করে নিয়ে এলো বালকেরা। তারপর প্রত্যেকের পেয়ালায় প্রাথমিকভাবে সামান্য একটু সুরা পরিবেশিত হবার পর পূর্ণোদ্যম মদ্যপানে রত হয়ে গেলো। যখা দেবতাকে ভোগ দেয়া সমাপ্ত হলো এবং নিবৃত্ত হলো নিজেদের তৃষ্ণা তখন সুকৌশলে ওডেসিউস ছদ্মবেশীর রূপ ধরে বেরিয়ে এলেন।

সে বললো, আমাদের স্বনামধন্য রানীর পাণিপ্রার্থী ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা শুনুন। আমি আপনাদের আনুকূল্য প্রার্থনা করছি, বিশেষ করে ইউরিমেকাস এবং যুবরাজ এ্যান্টিনাসের কাছে আমার প্রার্থনা, যারা জ্ঞান-বানের মতো প্রস্তাব করেছেন যে কিছু সময়ের জন্যে আমাদের ধনুক যোজনা

থেকে বিরত থাকা উচিত। এবং এই বিতর্কের নিষ্পত্তির ভার ঈশ্বরের হাতে দিয়েছেন এবং স্থির প্রত্যয়ী হয়েছেন যে. ধনুর্দেবতা তাঁর প্রিয়পাত্রকে বিজয়ী করবেন। এখন আমাকে একবার ধনুটিকে শর যোজনার সুযোগ দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি; তাতে আপনারা আমার হাত দুটির ক্ষমতা পরখ করে দেখতে পারবেন, সেই বাহু দুটিতে এখনো কিছুমাত্র শক্তি আছে কী না, যা এক সময় ছিল খুবই শক্তিধর। নাকি আরাম-আয়াসহীন যাযাবর জীবন যাপনের ফলে তার সবই লুপ্ত হয়ে গেছে।'

তাঁর অনুরোধ তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত করে তুললো। তারা এই-জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে, হয়তো সে ধনুকটিতে শর যোজনা করতে সক্ষম হয়েও যেতে পারে। এ্যান্টিনাস তাকে তীক্ষ্ন তিরস্কারে বিদ্ধ করলো, 'তোমার মরণ হোক, দুর্মুখ। কবে আর তোমার বোধোদয় হবে? তোমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে খানাপিনা করেও কি তৃপ্ত হওনি? প্রত্যেকটি খাবার তুমি আমাদের সংগে বসে খেয়েছো এবং আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনা শোনার সুযোগ পেয়েছো অন্য কোন ভ্রমণকারী বা ভবঘুরে যে সুযোগ কখনো পায় না। আসলে এই সুস্বাদু মদই তোমার সমস্যা করেছে। যে সংযত হয়ে পান না করে তা কেবল গিলতে থাকে তার এই অবস্থাই হয়। নৃসিংহ ইউরিসানের কথা স্মরণ করো। যখন সে রাজা পীরিথাসের বাড়িতে ল্যাপিথাইকে দেখতে গিয়েছিল তখন এই মদই তার বুদ্ধি-বিভ্রাট ঘটিয়েছিল। ঘোরতর মাতাল হয়ে সে প্রাসাদের ভেতর এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করছিল। নিমন্ত্রণকর্তা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে টেনে-হেঁচড়ে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে এবং তারপর ছুরি দিয়ে নাক কান কর্তন করে সেই বদ্ধ-উন্মাদ মাতালকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষুদ্র হৃদয়ে কঠিন যাতনা নিয়ে সে ফিরে আসে। সেই থেকেই নৃসিংহরূপীদের সংগে মানুষের বিবাদ শুরু হলো। কিন্তু সে হলো প্রথম ব্যক্তি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিল এবং মাতাল হবার জন্যে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিল। এবং তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি তুমি ধনুকে শর যোজনা করতে যাও তাহলে তোমারও কিন্তু একই দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এদেশে তোমার আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না, আমরা তোমাকে বেঁধে একটি কালো জাহাজে তুলে রাক্ষসরাজ এফিটাসের হাতে সঁপে দেবো। যাঁর নাগপাশ থেকে কেউ তোমাকে মুক্ত করে আনতে পারবে না। তাই বলি, শান্ত হয়ে নেশা করো আর তোমার চেয়ে বয়সে তরুণ বীরদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্যোগ নিও না।'

কিন্তু দূরদর্শিনী পেনেলোপি এবার বাগড়া দিয়ে বসলেন, 'এ্যান্টিনাস, যারা টেলিমেকাসের অতিথি হিসেবে এখানে এসেছে তাদের প্রতি এরকম

সংকীর্ণতা দেখালে তাতে ভদ্রতা বা সাধারণ সৌজন্যবোধ কিছুই প্রকাশ পায় না। তুমি কি কল্পনা করছো যে, এই আগন্তুকের আপন শক্তির প্রতি যত আস্থাই থাকুক, সে ওডেসিউসের বিশাল ধনুতে জ্যা যোজনা করে পত্নী হিসেবে আমাকে তার গৃহে তুলে নেবে? আমার মনে হয় সে নিজেই কখনো তা কল্পনা করেনি। তাই নিমন্ত্রিত অতিথিকে বঞ্চিত করো না। তোমাদের ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন।'

ইউরেমেকাস এবার সেই বিতর্কে যোগ দিলো, 'আমাদের বুদ্ধিমতী রানী পেনেলোপি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমরা এই ভেবে আতংকিত নই যে, এই ব্যক্তি রানীকে বিজিত করে নেবে। সেকথা অবান্তর। এই ভেবে শিহরিত হচ্ছি যে, নারী-পুরুষেরা আমাদের কী না বলবে! আমরা চাই না যে, সাধারণ লোকেরা বলাবলি করুক, এরা অকর্মণ্যের দল। তারা সেই লোকের মতো সভ্য-ভব্য নয় যার স্ত্রীকে তারা পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিল তারা তার ধনুকে শর যোজন করতে পারেনি। কিন্তু এক-সময় এক ভবঘুরে এসে তার অসীম ক্ষমতাবলে শর যোজন করে প্রতিটি লক্ষ্যবিন্দুতে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই তারা রটনা করবে আর আমাদের মান-সম্মানের হানি ঘটাবে।'

পেনেলোপি এবার সমুচিত জবাব দিলেন, 'যে নিন্দুকেরা রাজদাক্ষিণ্য নিয়ে বেঁচে থাকে তাদের সাধারণ লোককেও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তোমাদের চরিত্রে কেন তার প্রতিফলন ঘটছে? আমাদের অতিথি এক বিশাল শক্তিধর মানুষ, এমনকি, সে কুলীন বংশীয় বলে দাবি করতে পারে। তাই বলছি, তাকে ধনুকটি দাও এবং তারপর দেখো কি ঘটে। কোন বাগাড়ম্বর নয়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি এ্যাপোলোর কৃপায় সে শর-যোজনে সক্ষম হয় তবে তাকে আমি নতুন কোট এবং টিউনিক পরিয়ে সজ্জিত করবো। মানুষ এবং কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাকে দেবো একটি তীক্ষ্ণ বল্লম ও দুধারবিশিষ্ট একটি তলোয়ার। সেইসঙ্গে দেবো একজোড়া পাদুকা এবং তারপর যেখানে সে নিরাপদ মনে করে সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দেবো।'

টেলিমেকাস বাধা দিয়ে বললো, 'মাতা, সারাদেশে এমন একজনও নেই' যে ধনুকটির ওপর আমার চেয়ে বেশি অধিকার দাবি করতে পারে। আমি সেটি কাকে দেবো বা না দেবো তা একান্তই আমার ইচ্ছা। এবং তা এই বন্ধুর ইথাকার এবং সুদূর এলিস দ্বীপপুঞ্জে যেখানে ঘোড়া চড়ে বেড়ায় সেই দ্বীপের সেনাধ্যক্ষ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন কেউই নেই যে আমার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে পারে। এমনকি আমি যদি মনস্থ

করি অতিথিকে চিরতরে ধনুকটি দিয়ে দেবো এবং সে যদি তা নিয়ে এদেশ থেকে চলেও যায়। সুতরাং নিজ গৃহে গিয়ে তাঁত ও টাকু দিয়ে নিজের কাজে মন দাও আর দেখো গিয়ে দাসীরা তাদের কাজ ঠিকমতো করছে কিনা। আর ধনুক একান্তই পুরুষের ভাবনার বিষয় আর এখন তা সম্পূর্ণ আমার চিন্তার বিষয় ঃ কেননা আমিই এখন বাড়ির কর্তা।'

পুত্রের জ্ঞানদানের গঞ্জনা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে নিজ কক্ষে ফিরে এলেন পেনেলোপি। সেবিকা পরিবৃতা হয়ে তিনি উপরতলায় শয়নগৃহে গেলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না উজ্জ্বল-আঁখি এথেনি তাঁর চোখে সুখনিদ্রার পরশ বুলিয়ে গেলো ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণপ্রিয় স্বামী ওডেসিউসের কথা ভেবে চোখের জল ফেললেন তিনি।

প্রাসাদে যখন পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় বইছে সেই ফাঁকে সুদক্ষ শূকরপালক সুদৃশ্য বাঁকানো ধনুকটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। সে শুনতে পেলো জনৈক তরুণ তাকে চিৎকার করে বলছে, 'বাউন্ডুলে নোংরা শূকরপালক, তুই ধনুক নিচ্ছিস কেন? আমরা যদি আবার সুযোগ পাই, দেখবি যেই কুকুর তুই পুষেছিস সেইগুলোই তোকে টুকরো টুকরো করে খাবে। দূর হ, যেখানে কেউ যায় না সেই শূকরছানাদের নিয়ে পড়ে থাকগে।'

গালিগালাজের প্রবল স্রোতে ইউমেউসকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেললো। প্রাসাদের বিক্ষুব্ধ জনতার আতঙ্কে ধনুকটি সে মাটিতে ফেলে দিলো। এবার উচ্চস্বরে টেলিমেকাসের কণ্ঠ ভেসে এলো, সে প্রাসাদের অন্যপ্রান্ত থেকে গর্জে উঠলো, 'ওহে ধীমান বুড়ো, ধনুক নিয়ে তুমি এগিয়ে চলো। শীঘ্রই তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের সবাইকে তোমার মান্যগণ্য করতে বলতে হবে না। তুমি সচেষ্ট হও। আমি তোমার পিছু ধাওয়া করে পাথর ছুঁড়ে মারবো না।' হতে পারি আমি বয়সে তরুণ, কিন্তু তোমার চেয়ে আমি বলশালী। যদি এই অপগণ্ডদের দমন করার মতো শক্তি আমার পেশিতে থাকতো তাহলে যে বাড়িতে বসে তারা কুটিল ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে সেখান থেকে তাদের ঘাড় ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।'

টেলিমেকাসের প্রতি তাদের অসন্তোষ সীমা ছাড়িয়ে গেলো। তারা উচ্চস্বরে উপহাস করে হেসে তার কথায় অভিনন্দন জানাল। শূকরপালক ধনুকটি কুড়িয়ে নিলো; তারপর তা নিয়ে গিয়ে ওডেসিউসের সমর্থ হাত দুটির ওপর রাখলো। তারপর সে সেবিকা ইউরিসেলিয়াকে তার কক্ষ থেকে ডেকে আনলো এবং জানতে চাইলো এবার কি করতে হবে। বললো, 'ইউরিসেলিয়া, আপনার কাঁধের ওপর আছে এক উর্বর মস্তিষ্ক। টেলিমেকাস আপনাকে মহিলাদের কক্ষের কপাটগুলো ভাল করে আটকে

রাখার দায়িত্ব দিয়েছে। এবং যদি তারা পুরুষদের মহল থেকে আর্তনাদ বা কোলাহল শুনতে পায় তবে তারা যেন কক্ষ থেকে বেরিয়ে না আসে। যেখানে আছে তারা সেখানে বসেই যেন শান্তভাবে কাজ করতে থাকে।'

ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আর কিছু না বলে ইউরিসেলিয়া চলে গেলো। বিশাল হল ঘরের দিকে যাওয়ার যে দরোজা তা আটকে দিলো। সেই সময়ই সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো ফিলোটিয়াস। সারিবদ্ধ গাছের নীচে পড়ে ছিল প্যাপিরাসের তৈরী জাহাজ বাঁধার দড়ি; তা দিয়ে সে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ঢোকার দরজাটি বাঁধলো। কাজ সেরে আবার সে ভেতরে ঢুকে পড়লো যে টুল ছেড়ে উঠে গিয়েছিল তার ওপর গিয়ে বসলো আবার। নিবিষ্ট চোখে ওডেসিউসের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ধনুক এখন ওডেসিউসের হাতে। ধনুকটিতে টংকার দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে পরখ করে দেখলো, ভয় হলো, হয়তো মালিকের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে এর শিঙ্গা পোকায় কেটে ফেলেছে। পাণিপ্রার্থীরা পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলো আর ওডেসিউসের দিকে তীক্ষ্ম বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে বললো, 'আহা, দিব্যি পণ্ডিত সেজে বসেছেন! যেন কত বড় ধনুক সমঝদার! সন্দেহ নেই, ধনুক সংগ্রহ করে তিনি কারখানা চালু করতে চাচ্ছেন। যেন পথে পথে ঘুরে ধনুক সম্পর্কে কত কি বিদ্যে আয়ত্ত করেছেন।' গৃহের অন্য প্রান্ত থেকে আরেক তরুণ মন্তব্য করলো, 'এবার তার উপকৃত হবার সম্ভাবনা খুবই কম; ধনুকে শর-যোজনার সম্ভাবনা নেই।'

তাদের এতোসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যে বসে ঠাণ্ডা মাথায় ওডেসিউস ধনুকটি স্থির করে ধরে শেষবারের মতো পরীক্ষা চালালেন। যেমন করে সঙ্গীতজ্ঞ তার সুরযন্ত্রের ফাঁসগুলোতে মেষপুচ্ছে তৈরী তার লাগিয়ে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করেন তেমনি তড়িঘড়ি না করে অনায়াসে ডানহাত দিয়ে ওডেসিউস ধনুকে শর যোজন করলেন, সংগে সংগে তা থেকে চিলের ডাকের মতো একটা মধুর সুর ভেসে উঠলো। পাণিপ্রার্থীরা তা দেখে থ বনে গেলো। তাদের মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো। সেই মুহূর্তটি স্মরণীয় করার জন্যে জিউস তাঁর বজ্রনাদ সৃষ্টি করলেন আর তাতে দীর্ঘ-কালের যাতনা-পীড়িত ওডেসিউসের মনপ্রাণ কূটনীতিজ্ঞ ক্রোনস-পুত্রের কাছ থেকে আনুকূল্যের ইঙ্গিত পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো।

একটি তীর ওডেসিউসের পাসে টেবিলে খোলা অবস্থায় পড়েছিল। আর বাকিগুলো, যেগুলোর আঘাত অচিরেই এ্যাচিয়ার বীরেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেগুলো ছিল তূণীর ভেতর। তীরটি হাতে নিয়ে তিনি

ধনুকের তারে স্থাপিত করলেন তারপর তার ও তীরের খাঁজকাটা অংশ একই সংগে টেনে ধরে লক্ষ্যভেদ করলেন তিনি। টুলের ওপর বসেই কাজ সমাপ্ত হলো। একটি তীরও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। তীরগুলো আমূল বিদীর্ণ হয়ে তামার পাত্রের ভেতর দিয়ে গলিয়ে গেলো। এবার ওডেসিউস পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, 'টেলিমেকাস, তোমার গৃহের আগন্তুক তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করেনি। আমার কোন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, এমনকি শর যোজনায় তেমন বেগও পেতে হয়নি আমাকে। এই ভদ্রমহোদয়গণ আমাকে গালমন্দ দিয়ে খাটো করে ভুল করেছেন, আমার ক্ষমতা অতুলনীয়। কিন্তু তা থাক, এখন নৈশভোজের, আয়োজনের সময় হয়েছে, এই রাত নৃত্যগীতের আনন্দে মেতে উঠুক, কারণ তাছাড়া কোন অনুষ্ঠানই পূর্ণাঙ্গ হয় না।

কথা শেষ করে ওডেসিউস সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তাতে তার পুত্র এবং উত্তরাধিকার যুবরাজ টেলিমেকাস একটি তীক্ষ্ণধার তলোয়ার ঝুলিয়ে এবং বর্শা মুষ্টিবদ্ধ করে পিতার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, আর তখন ঝলমল করছিল তার পরিধানের তাম্র-পরিচ্ছদ।

বাইশ

প্রাসাদে খণ্ডযুদ্ধ

জীর্ণবাস খুলে ফেলে ধনুক ও শরপূর্ণ তূণী নিয়ে ওডেসিউস চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তীরগুলো ঢেলে পদপ্রান্তে ফেলে রাখলেন।

পাণিপ্রার্থীদের দিকে চেয়ে তিনি গর্জে উঠলেন, 'প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে এবং আমি জয়লাভ করেছি। এখন নতুন লক্ষ্যভেদ, যাতে এখনো কেউ আঘাত করেনি; কিন্তু এ্যাপোলোর কৃপায় আমি এখন তা করতে সচেষ্ট হচ্ছি।' এই বলে তিনি একটা মারাত্মক শর এ্যান্টিনাসের দিকে তাক করে ধরলেন।

এ্যান্টিনাস তখন সবেমাত্র দুহাতলঅলা প্রকাণ্ড পানপাত্রটি দুহাতে স্থির করে ধরে সোনার পেয়ালার মদে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন। রক্তপাতের কোন চিন্তাই তাঁর মাথায় আসেনি। কেউই ধারণা করতে পারেনি যে এই বর্ণোজ্জ্বল সভায় কেউ একজন, তা সে যত শক্তিধরই হোক না কেন, সে এমন দুর্যোগ সৃষ্টি করবে এবং এই আনন্দের মধ্যে তার মৃত্যু ডেকে আনবে। তবুও ওডেসিউস বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং তার গলদেশ বিদীর্ণ করে দিলেন। তীক্ষ্ণাগ্র বাণ তার গলদেশের কোমল মাংস ভেদ করে গেলো। পেয়ালাটি আঘাত পাওয়া মাত্রই হাত থেকে পড়ে গেলো আর সে হুমড়ি খেয়ে একদিকে ঢলে পড়লো। ঘোলাস্রোতের মতো তার নাসারন্ধ্র দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে এলো। পা ছুঁড়ে সে টেবিল উল্টে ফেলে দিলো সব খাবার-দাবার ছড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপর এবং তার রুটি ও মাংসে লেগে রইলো শুষ্ক রক্তের প্রলেপ।

লোকটিকে ভূপাতিত হতে দেখে পাণিপ্রার্থীরা প্রাসাদের ভেতর ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জন শুরু করে দিলো। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তারা উন্মাদের মতো শক্ত দেয়ালঘেরা ঘরের চারদিকে তল্লাশী চালালো, কিন্তু হাতে তুলে নেয়ার মতো ঢাল বা একটা লাগশই বর্শা কোনটাই পেলো না। তারা ওডে-সিউসের প্রতি ক্রোধে ফেটে পড়লো, 'আগন্তুক মানুষ মর্মান্তিক লক্ষ্যভেদ করে যাকে তুমিও তোমার শেষ খেলা সাঙ্গ করেছো। এবার তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হবে। তুমি ইথাকার মহত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, ইথাকার শকুনেরা তোমাকে ভক্ষণ করবে।'

তারা সবাই ভ্রান্তিরবশে ভাবলো লোকটি হয়তো অসতর্কভাবে তাকে হত্যা করেছে। নির্বোধদের মাথায় এই বুদ্ধির উদয় হলো না যে তাদের সবাইকেই কতল করার জন্যে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

অপরাজেয় ওডেসিউস তাদেরকে ভ্রূকুটি করে চিৎকার দিয়ে বললেন, 'কুকুরের পাল, তোরা কখনো ভাবিসনি যে, আমি ট্রয় থেকে ফিরে আসবো। তাই আমার গৃহে বসে অন্ন ধ্বংস করেছিস, আমার দাসীদের বলাৎকার করেছিস আর আমি বেঁচে থাকতেই আমার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নানা কৌশলে উত্যক্ত করেছিস। স্বর্গের দেবতা ছাড়াও যে-কোন মনুষ্যশক্তির আগমন ঘটতে পারে সে ভয়ও তোরা করিসনি। আমি তোদের প্রত্যেককে জানিয়ে দিচ্ছি তোদের মৃত্যু অনিবার্য।'

ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধান করতে লাগলো। ইউরিমেকাসই শুধু উত্তর করতে সমর্থ হলো। বললো, 'ইথাকার ওডেসিউস যদি বাড়ি ফিরে থাকে আর আপনিই যদি সেই ব্যক্তি হোন তাহলে আপনার বাড়িতে যে দুর্ধর্ষ কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে তার সবই সত্য। কিন্তু যে ব্যক্তি এসব অপকর্মের জন্যে দায়ী, দুষ্কর্মের অগ্রনায়ক সেই এ্যান্টিনাস ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। তার বিয়ের ইচ্ছে বা প্রয়োজন কোনটাই ছিল না অন্য কোন কুমতলবে সে এসব করেছিল। দেবতার বলে সে পরাভূত হয়েছে। সেই পরিকল্পনা করে সে চেয়েছিল এই সুরম্য নগরী ও ইথাকার রাজ্যের রাজা হতে এবং আপনার পুত্রকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে। এখন সে তার সমুচিত শাস্তি লাভ করেছে এবং তাকে নিহত হতে হয়েছে। আমরা আপনার নিজেরই লোক, সুতরাং আমাদের মুক্তি দিন। এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে আমরা আপনার গৃহে যে অন্ন ও পানীয় সাবাড় করেছি তার ক্ষতিপূরণ করবো। আমরা প্রত্যেকে পুরস্কার হিসেবে আপনাকে দেবো বারোটি করে বৃষ এবং আপনাকে সেই পরিমাণ তামা এবং সোনা দেবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার দুঃখের উপসম হচ্ছে। মনে হয়, এবার আপনার ক্রোধের উপসম হবে।'

ওডেসিউস তার দিকে কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললো, 'ইউরিমেকাস, যদি তোমরা তোমাদের অধিকারের সব সম্পদ এবং অন্যভাবে সংগ্রহ করে আরো কিছু দাও, তাও কি বীরপুরুষেরা আমি তোমাদের অপরাধের জন্যে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবো? এখন তোমাদের সামনে রয়েছে দুটি

পন্থা ; হয় তোমরা আমার মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও না হয় পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। মনে হয় তোমাদের খুব অল্প জনই ধড় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।'

এইকথা শুনে তাদের প্রাণ ধুকপুক করতে লাগলো এবং ভয়ে পা কাঁপতে লাগলো। কিন্তু ইউরিমেকাস পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলে লঠলো, 'বন্ধুগণ সেই নির্দয় হাত দুটি থেকে রক্ষা পাবার আর কোন ভরসা নেই। তার হাতে আছে মজবুত ধনুক ও তূণী। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সবাইকে হত্যা করতে পারবে সে সেগুলো নিক্ষেপ করতে থাকবে। চলো আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তার সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসো, আর তার মারাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে টেবিলটি উঁচিয়ে ধরে সবাই একযোগে অগ্রসর হও। কে জানে হয়তো তাকে আমরা চৌকাঠ থেকে ফেলে দরজা দিয়ে বের করে দিতে পারবো এবং তাড়িয়ে শহরের দিকে নিয়ে যেতে পারলে তখন হৈচৈ করে সবাই তাকে ধাওয়া করবে। অচিরেই সে বুঝতে পাবরে তার আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এই বলে সে ভয়াবহ হুংকার দিয়ে তাম্রনির্মিত দুধারবিশিষ্ট তলোয়ার নিয়ে ওডেসিউসের দিকে ঝাপিয়ে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা ওডেসিউস একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। যা তার বক্ষ ভেদ করে কলিজা পর্যন্ত বিদীর্ণ করে গেল। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। ঢলে পড়ার আগে টেবিল আঁকড়ে ধরতে গিয়ে টেবিলসহ উল্টে পড়ে গেল। মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলো খাবার ও মদের পেয়ালা। যন্ত্রণায় মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগলো ; লাথি মেরে দূরে ছুড়ে দিলো চেয়ারটি ; এবং তার দুচোখ জুড়ে নেমে এলো মৃত্যুর হিম কুয়াশা।

এরপর বিশাল ওডেসিউসকে আক্রমণ করতে এলো এ্যাম্ফিনোমাস। তরবারি হাতে দরোজা থেকে সরাসরি তার দিকে এগিয়ে গেলো সে, কিন্তু কাছাকাছি পেঁছুনোর আগেই টেলিমেকাস পেছন দিক থেকে তাকে আঘাত করলো। কাঁধের মাঝ বরাবর বর্শা বিদীর্ণ করে তার বুকপিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে শুয়ে রইল। এ্যাম্ফিনোমাসের দেহে বর্শা লাগিয়ে রেখেই লাফিয়ে অন্যদিকে চলে গেলো টেলিমেকাস। এই ভেবে ভয় পেয়েছিল যে সে যদি উপুড় হয়ে পড়ে মৃত দেহ থেকে বর্শা তুলে আনতে যায় তখন দ্রুত কোন শত্রু এসে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে পারে। তাই সে দ্রুত ওডেসিউসের কাছে ছুটে গেলো এবং ভয় সন্ত্রস্ত হয়ে তার কানে ফিসফিস করে বললো, 'পিতা শুনুন', আমি আপনার জন্যে একটা ঢাল ও একজোড়া বর্শা নিয়ে

আসছি এবং মাথা মুড়ে নেয়ার জন্যে নিয়ে আসছিল একটি তামার শিরস্ত্রাণ। আমি ফিরে আসার সময় নিজেও সজ্জিত হয়ে আসবো এবং শূকরপালক ও গো-পালকের জন্যেও তাই করবো। বর্ম পরে নিলে আমাদের আক্রমণ করতে আরো সুবিধা হবে।'

স্থিরপ্রতিজ্ঞ ওডেসিউস বললেন, 'দ্রুত যাও। আত্মরক্ষা করার তীরগুলো শেষ হবার আগেই অস্ত্রগুলো নিয়ে আসো তা না হলে ওরা একা পেয়ে আমাকে দরোজার বাইরে নিয়ে যেতে পারে।'

পিতার পরামর্শ অনুযায়ী টেলিমেকাস দ্রুত অস্ত্রালয়ে ছুটে গেলো, সেখানে রক্ষিত ছিল তাদের যুদ্ধাস্ত্র। সেখান থেকে সে তুলে নিলো চারটি ঢাল, আটটি বর্শা, এবং মাথায় ঘোড়ার কেশরের তৈরী চুড়োশোভিত চারটি তামার শিরস্ত্রাণ। এগুলো নিয়ে দ্রুত এসে সে পিতার পাশে দাঁড়ালো এবং সংগে সংগে নিজেকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করতে তৎপর হলো। সেবকদ্বয়ও সেভাবে যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করে তাদের বিজ্ঞ, মহাশক্তিধর প্রভুর পাশে এসে দাঁড়ালো।

যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্যে হাতে তীর ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ওডেসিউস একজন একজন করে পাণিপ্রার্থীদেরকে বধ করলেন এবং যখন মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠলো তখন তিনি থামলেন। কিন্তু একটা সময়ে ধনুর্বরের শরক্ষেপণ ব্যর্থ হতে লাগলো। তাই তিনি বিশাল হলঘর ও বারান্দার মাঝে যে কপাট আছে তার থামে ঠেকিয়ে ধনুকটি রেখে দিলেন এবং চারভাঁজঅলা ঢালটি ঝুলিয়ে রাখলেন কাঁধে। উন্নত শিরে জড়ালেন খুব মজবুত একটি শিরস্ত্রাণ। সেই শিরস্ত্রাণের মাথার ঘোড়ার কেশরতৈরী চুড়োটি গর্বিত ভঙ্গিতে দুলতে লাগলো। সবশেষে তিনি হাতে তুলে নিলেন অগ্রভাগ তামায় নির্মিত এমন দুটি শক্ত বর্শা।

শক্ত কাঠের দেয়ালের পেছনে ছিল একটি খিড়কি-দরোজা। লাগানো ছিল তাতে দৃঢ়নিবদ্ধ কপাট। প্রাসাদের চৌকাঠ পেরিয়ে এদিক দিয়ে একটি গলিপথ রয়েছে। এই পথ ধরেই কেবল বাইরে যাওয়া চলে। ওডেসিউস শূকরপালককে সেই খিড়কি-দরোজা পাহারা দেয়ার নির্দেশ জানালেন। কিন্তু এ বিষয়ে এজলাসের কিছু বলার ছিল। সে তার লোকদের ডেকে বললো, 'বন্ধুগণ, কেউ কি খিড়কি-দরোজার ওপরে ওঠে লোকজন ডেকে বলতে পারে না যে ভেতরে এইসব হচ্ছে? আমাদের এই মুহূর্তেই

সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের বন্ধু শীঘ্রই উপলব্ধি করবেন যে তার শেষ অস্ত্রও ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

ছাগপালক মেলানথিয়াস উত্তরে বললো, 'তা অসম্ভব, প্রভু এজলাস। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের প্রধান ফটক আমাদের অতি সন্নিকটে, তাছাড়া গলিপথের মুখটিও বেশ সমস্যাসংকুল জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে শক্ত-সমর্থ কেউ একাই আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাকে অস্ত্রাগার থেকে যুদ্ধাস্ত্র এনে আপনাকে সজ্জিত করতে দিন। কেননা আমি ধারণা করছি অস্ত্রশস্ত্র গৃহেই রয়েছে। ওডেসিউস এবং যুবরাজ তা দূরে কোথাও লুকিয়ে রাখেনি।'

সুতরাং এবার ছাগপালক মেলানথিয়াস প্রাসাদের ভেতর দিয়ে গুপ্তপথ ধরে ওডেসিউসের সংগ্রহশালায় গেলো। সেখান থেকে সে নিলো এক ডজন ঢাল ও বর্শা এবং সেই পরিমাণে মাথায় ঘোড়ার কেশর-তৈরী পালক-শোভিত শিরস্ত্রাণ। এগুলো নিয়ে সে রওনা হলো এবং শীঘ্রই পাণি-প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর করলো। ওডেসিউসের হাঁটু কাঁপতে লাগলো এবং মন হতাশায় ভরে গেলো যখন তিনি দেখলেন ওরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এবং দুহাতে বর্শা উত্তোলিত করছে। তিনি বুঝতে পারলেন ঘটনা সর্বনাশের পথে মোড় নিচ্ছে। পুত্রের কাছে ছুটে গিয়ে তিনি আতংকের সংগে বললেন, 'টেলিমেকাস, আমি নিশ্চিত যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে যোগান দেয়া হচ্ছে তার জন্যে এখানকার কোন মহিলা দায়ী। আর তা না হলে এটি মেলানথিয়াসের কর্ম।'

বুদ্ধিমানের মতো স্বীকারোক্তি করলেন টেলিমেকাস, 'পিতা, আমিই ভুল করেছি এবং এরজন্যে অন্য কাউকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ আমি সংগ্রহ-শালার গোপন দরোজাটা খোলা রেখে এসেছিলাম। আর ওরা আমাদের চেয়েও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল তার ওপর। বিজ্ঞ ইউমেউস, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে অস্ত্রাগারের দরোজাটি বন্ধ করে দিয়ে আসো। আর দেখে আসবে এই সর্বনাশা কর্ম কোন্ মহিলার, নাকি ডোলিষাসের ছোকরা মেলানথিয়াসের—আমার এমনই সন্দেহ হচ্ছে।'

তারা যখন এ কথা বলাবলি করছে তখন ছাগপালক মেলানথিয়াস মস্ত একস্তূপ যুদ্ধাস্ত্র আনার জন্যে পুনরায় সংগ্রহশালার দিকে যাত্রা করছে। কিন্তু বিচক্ষণ শূকরপালক লুকিয়ে তাকে অনুসরণ করলো। ওডেসিউস নিকটেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গিয়ে তাকে বললো, 'হে রাজাধিপতি, আমরা যাকে সন্দেহ করেছিলাম সেই বদমাশটা আবার অস্ত্রাগারে ঢুকেছে।

এখন আপনার কি আদেশ? যদি আমি বলপ্রয়োগে ওকে কাবু করতে পারি তাহলে তাকে কি হত্যা করবো? নাকি আপনার গৃহে বসে সে যেসব দুষ্কর্ম করেছে তার শোধ নেয়ার জন্যে তাকে আপনার এখানে ধরে নিয়ে আসবো?'

এ কথার উত্তরে ওডেসিউস বললেন, 'যত প্রবল যুদ্ধই তারা করুক না কেন, আমি এবং টেলিমেকাস সেই প্রণয়াভিলাষী ভদ্রলোকদের প্রাসাদে চার-দেয়ালের মধ্যেই আটকে রাখবো। আর তোমরা দুজন মেলানথিয়াসের হাত-পা পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে তাকে অস্ত্রাগারে নিক্ষেপ করবে এবং কাজশেষে কপাটে তালা দিয়ে দেবে। তার শরীর পেঁচিয়ে একটি দড়ি বেঁধে ছাদের কাছ থেকে তাকে একটি থামে ঝুলিয়ে রাখবে যাতে করে সে জ্যান্ত ঝুলে থেকে কিছুক্ষণ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে।'

তারা আদেশ পালনের জন্যে তৈরী হয়েই ছিল, তাই তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাগার অভিমুখে যাত্রা করলো। মেলানথিয়াস ইতিমধ্যে ঘরের এক কোণে বসে অস্ত্রশস্ত্র হাতড়ে খুঁজছিল, তাই তারা যে ঢুকছে তা সে লক্ষ্য করলো না। ওরা দুজন দরোজার পাশে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না একহাতে একটি সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণ এবং অন্য হাতে লতাপাতা-চিত্রিত বিশাল পুরনো ঢালটি যা এক সময় তরুণ যোদ্ধা লেয়েরটেসের হাতে শোভা পেতো, কিন্তু বর্তমানে কিছুদিন পড়ে থাকার জন্যে সেটির ফিতার সেলাই পঁচে গেছে, সেগুলো নিয়ে ছাগপালক অতিক্রম করে। তারা দুজন ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং চুল ধরে টেনে সেই হতভাগ্য বদমাশকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিলো, এবং তারপর রাজ-অধিপতির নির্দেশ অনুযায়ী গেঁড়োর পর গেঁড়ো দিয়ে তার হাত-পা একসঙ্গে করে যতদূর সম্ভব শক্ত করে বাঁধলো। সবশেষে তারা ওর দেহ পেঁচিয়ে একটি দড়ি বেঁধে এমনভাবে থামের সংগে ঝুলিয়ে রাখলো যেন ছাদটা অতি নাগালেই থাকে। তারপর শূকরপালক ইউমেউস তার শিকারকে বিদ্রূপ করলো ঃ

'মেলানথিয়াস নীচের যে শয্যায় তুমি সারারাত ঘুমিয়ে থাকতে তা এখন প্রাণভরে যতক্ষণ খুশি তাকিয়ে দেখ। সাগরের ঝর্ণা থেকে সোনালী রূপ ধরে ঊষাদেবী আর ভোরে তোমার ঘুম ভাঙাবে না; যখন তুমি প্রাসাদে পাণিপ্রার্থীদের জন্যে মাংস পরিবেশনের জন্যে ছাগল চড়িয়ে নিয়ে যেতে।' দড়ির মারাত্মক বাঁধনে আটকা পড়ে রইলো মেলানথিয়াস তখন সেই যুগল-যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে সুদৃশ্য দরোজাটি বন্ধ করে তাদের বিজ্ঞ অপরাজেয় প্রভুর কাছে ফিরে এলো।

যখন উভয়পক্ষ পরস্পরকে সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে আস্ফালন করছে ঠিক সেই ক্ষণে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওদের চারজন প্রত্যক্ষ করলো বিশাল ভয়ংকর এক রূপ: জিউস-দুহিতা এথেনিই মেনটরের কণ্ঠস্বর ও দেহরূপ পরিগ্রহ করে ঘটনা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। ওডেসিউস আনন্দিতচিত্তে তাকে অভিনন্দিত করলেন। চিৎকার করে বললেন, 'মেনটর, পুরনো বন্ধুকে স্মরণ করে এবং তার অতীতের উপকারের প্রতিদান হিসেবে তাকে উদ্ধার করতে এসেছো। কিন্তু কেন, আমরা দুজনেই তো তখন নিতান্ত বালক ছিলাম।'

একথা বলার অন্তরালে তার মনে ছিল কুমতলব। আর ওদিকে যুদ্ধের দেবীর আগমনে ইতিমধ্যে পাণিপ্রার্থীদের পক্ষ থেকে সমস্বরে গালি-গালাজ বর্ষিত হচ্ছে। সব হৈচৈ ছাপিয়ে এজলাসের তীক্ষ্নকণ্ঠ শোনা গেল, সে চিৎকার করে বললো, 'মেনটর, ওডেসিউসকে অত কথা বলতে দিও না, আর তার পক্ষ নিয়ে পাণিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ো না। আমি তোমাকে বলবো আমরা কিভাবে কাজ হাসিলের ফন্দি এটেছি। যখন আমরা ওদের যমালয়ে পাঠাবো অর্থাৎ পিতাপুত্রকে হত্যা করবো তখন তুমিও তাদের সংগে পড়ে যাবে এবং এই মুহূর্তে এই গৃহে যা করার প্রস্তাব নিয়েছো তার জন্যে তোমার মৃত্যু হবে। তোমার শির দিয়ে তার মাশুল দিতে হবে। এবং যখন আমাদের তলোয়ার তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদের বাগে পাবে তখন ঘরে বাইরে তোমাদের অধিকার যা আছে এবং ওডেসিউসের সব সম্পদসহ তোমরা পরিত্যক্ত হবে। আমরা তোমার গৃহে তোমার পুত্র বা কন্যাদের প্রাণে বেঁচে থাকতে দেবো না এবং তোমার সুযোগ্যা পত্নী নিজে কখনো ইথাকার পথে বেড়াতে সাহস পাবে না।'

এই বিক্ষোভের ফলে এথেনি অতীষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি ওডেসিউসের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করলেন, 'কোথায় তোমার সেই উদ্দামতা, ওডেসিউস ? কোথায় গেল তোমার সেই শৌর্য? তুমি কি সেই ওডেসিউস নও, যে নয়টি বৎসর বিরামহীনভাবে অভিজাত বংশীয় শুভ্রবাহু হেলেনের জন্যে ট্রয়বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে ? যুদ্ধে কতবার কতলোক হত্যা করেছো এবং যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন করে প্রায়াসের সুবিস্তৃত নগরী অধিকার করেছিলে। এখন তুমি নিজেরই অধিকৃত এলাকা, নিজগৃহে রয়েছ। তবে কেন শক্তিক্ষয়ের জন্যে পরিতাপ করে সেই স্যাঙ্গাতদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছ না ? অতীতের বন্ধু, আমার, আমার পাশে এসে দাঁড়াও এবং অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শিখে নাও এবং জেনে যাও এলসিমাসের পুত্র মেনটর

অতীতে কারসমরে পড়ে যে অনুগ্রহ পেয়েছিল কিভাবে তার প্রতিদান করছে।'

তা সত্ত্বেও, তার বিজয় নিশ্চিত করার জন্যে এথেনি সব বল প্রয়োগ করলেন না। কিন্তু ওডেসিউস ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র উভয়কেই পরীক্ষামূলকভাবে সাহস ও শক্তির যোগান দিতে লাগলেন। এবং নিজে চাতকপাখির রূপে পরিগ্রহ করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উড়ে গিয়ে প্রাসাদের ধোঁয়াটে-রং কড়িকাঠে স্থির হয়ে বসলেন।

পাণিপ্রার্থীদের শক্তি সংহত করার জন্যে ছয়জন উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এদের মধ্যে আছে ডামাসটয়ের পুত্র এজলস, ইউরিনোমাস, এ্যাম্ফিমিডন, ডিমোপটলিমাস, পলিকটরের পুত্র পিসানডার এবং শক্তিমান পলিবাস তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয় যারা এখনও বেঁচে আছে, অস্তিত্ব রক্ষার্থে লড়াই করছে। অনেকেই ইতিমধ্যে সেই ধনুক থেকে নির্গত তীরে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এজলস সেই জীবিতদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে নির্দেশ জানালেন।ঃ

'বন্ধুগণ, অবশেষে অজেয় ওডেসিউস নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। দেখো, মিথ্যা গর্বে তুষ্ট করে মেনটর কিভাবে তাকে নিঃসহায় করে গেছে এবং মোটে চারজন তাদের পথিমধ্যে রয়ে গেছে। সবগুলো দীর্ঘবর্শা একসঙ্গে নিক্ষেপ করো না, কিন্তু এই সুযোগে আমরা ছয়জন ওডেসিউসকে ঘায়েল করি এবং আমাদের জয় ঘোষণা করি। আর তার যদি একবার পতন হয় তাহলে অন্যদের হিসেবে ধরি না।'

তারা ছয়জন এবার সারবেঁধে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগে অস্ত্র নিক্ষেপ করলো, কিন্তু সব উৎক্ষেপণ ব্যর্থ করে দিলো এথেনি। একজন আঘাত করলো বিশাল প্রাসাদের কপাটের থামে অন্যজন সুদৃঢ় কপাটে এবং তৃতীয়জনের অ্যালকাষ্ঠে তৈরী ছয়ফুট দীর্ঘ তামা মোড়ানো বর্শা দেয়ালে প্রবিষ্ট হলো। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওরা পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণে অক্ষত রয়ে গেলো এবং পরে শুনতে পেলো দুর্জয় ওডেসিউস তাদের আদেশ করছে, 'বন্ধুগণ, এবার আমার কথার জবাব দেবার এবং আক্রমণ করায় পালা। সেই দলের ঠিক মাঝখানটায় অস্ত্র নিক্ষেপ করো। ওরা আমাদের কতল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ওদের অপরাধের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।'

তারা সযত্নে অস্ত্র তাক করলো এবং তাদের হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো চারটি তীক্ষ্ন বর্শা। যার ফলশ্রুতিতে ওডেসিউস হত্যা করলেন ডিমোপটলিমাসকে। টেলিমেকাস করলেন ইউবিয়েডসকে এবং অন্যদিকে ইলেটাসের পতন হলো শূকরপালকের হাতে এবং পিসানুডারের গো-পালকের হাতে। চারজনই

মাটি কামড়ে পড়ে রইল। পাণিপ্রার্থীরা বিতাড়িত হয়ে গৃহের দূরকোণে চলে গেলে ওডেসিউসের দল দ্রুত ছুটে গিয়ে মৃতদেহ থেকে তাদের মারণাস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে এলো।

ক্রোধোন্মত্ত পাণিপ্রার্থীরা আরো একবার তাদের বর্শা নিক্ষেপ করলো। কিন্তু এথেনির হস্তক্ষেপে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে গেলো। একজন আঘাত করলো বিশাল প্রাসাদের দরজার থামে, অন্যজন সুদৃঢ় কপাটে এবং তৃতীয়জন তার ছাইরঙা বর্শার তাম্রনির্মিত ব্যান্ড অগ্রভাগ দিয়ে বিদ্ধ করলো দেয়াল। কিন্তু এ্যাম্ফিমিউস টেলিমেকাসের কব্জিতে আঘাত করতে সক্ষম হলো। তীব্রবেগে ছুটে যাওয়া তামার বর্শা তার দেহের ত্বকে আলতোভাবে ছুঁয়ে গেলো মাত্র। সিটিসিম্পাসের হাত থেকে নির্গত দীর্ঘ এক বর্শা ইউমেউসের ঢালের ওপর দিয়ে ছুটে এসে ভূপাতিত হওয়ার পূর্বে তার স্কন্ধদেশে আঁচড় দিয়ে গেলো। ওডেসিউস স্থির ও সংহত হয়ে পুনরায় তার লোকদের নিয়ে শত্রুচক্রের মাঝখানে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। এবার ইউরিডামাসের পতন হলো নগর লুণ্ঠনকারীর হাতে, টেলিমেকাস হত্যা করলো এ্যাম্ফিডনকে, শূকরপালক পরাভূত করলো পলিবাসকে এবং সবশেষে গো-পালক সিটিসিম্পাসের বক্ষ বিদীর্ণ করে তারা শত্রুর উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, দাম্ভিকের ইতর ছোকরা, আমি তোমাকে শিক্ষা দেবো, কি করে ছোট-মুখে বড় বড় কথা বলতে না হয়। কিন্তু তোমার চেয়ে যারা বহুগুণে জ্ঞানী তাদের হাতে ছেড়ে দেবো বিচারের ভার। ওডেসিউস প্রাসাদে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে তুমি তাকে গরুর খুর ছুঁড়ে দিয়েছিলে, এ বিচার হবে সেই কর্মের জন্যে।'

তারপর ওডেসিউস দ্রুত ছুটে এসে তার দীর্ঘ বর্শা দিয়ে এজলসকে জখম করলেন। আর টেলিমেকাস তার বল্লমের অগ্রভাগে ইউনরস-পুত্র লিওক্রিটাসের উরু ও জংঘার মাঝ বরাবর প্রবিষ্ট করলো। সে উপুড় হয়ে পড়ে ললাটে ভূস্পর্শ করে শুয়ে রইল। এবাব এথেনি তাদের মাথার অনেক উঁচুতে ছাদ থেকে মেলে ধরলেন তার বিশাল ঢালটি। তা দেখে পাণিপ্রার্থীরা থ বনে গেলো। বসন্তয়ের দীর্ঘদিনে উড়ন্ত গোমাছির তাড়া খেয়ে গরুর পাল যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তেমনি ওরা প্রাসাদময় ছুটোছুটি শুরু করে দিল। বাঁকানো নখের থাবা ও চঞ্চু দিয়ে শকুন যখন পাহাড় থেকে নেমে এসে ছোট পাখিদের তাড়া করে আর পাখিগুলো তখন ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে গিয়ে বা মাটিতে নুয়ে পড়েও আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে শকুনের থাবার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সেই খেলা দেখে লোকজন আনন্দে করতালি দিয়ে উঠে ঠিক তেমনি ওডেসিউসের দল পাণিপ্রার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তাদের ক্ষত-বিক্ষত

করলো। মাথায় আঘাতের শব্দ শোনা গেলো, শোনা গেল মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের বেদনাদীর্ণ চিৎকার আর রক্তে ভেসে গেলো সমস্ত মেঝে।

লিওডেস দ্রুত ছুটে গিয়ে ওডেসিউসের দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরে জানালো যন্ত্রণাক্লিষ্ট আবেদন, 'আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, ওডেসিউস। সহায় হও, আমাকে করুণা কর। প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার গৃহের মহিলাদের প্রতি যে ভুল আমি করেছি তা আর কখনো করবো না। প্রকৃতপক্ষে আমি ওদের এই পাপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি যখন ওদের এই দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছি তখন ওরা আমার কথা শোনেনি। নিজেদের দুর্বৃত্তির জন্যেই তাদের এই যাতনা পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু আমি ছিলাম তাদের পুরোহিত মাত্র; আমি নিজে কিছু করিনি। এখন আমাকেই ওদের পরিণতির অংশীদার হতে হচ্ছে। অন্যের মঙ্গল করে একজন শেষে এই প্রতিদান পেলো।'

ওডেসিউস ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন, 'তুমি বলছো, ওদের পুরোহিত ছিলে মাত্র। তাহলে বলো কতবার তুমি প্রার্থনা করেছো যে আমার প্রত্যাবর্তনের সুখের দিন যেন আর না আসে এবং আমার প্রিয়পত্নী যেন তোমার হয়ে থাকে এবং গর্ভে তোমারই সন্তান ধারণ করে। এবং সেজন্যে কোনকিছুই আর তোমাকে মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।' এই বলে ওডেসিউস মৃত এজলসের পাশে পড়ে থাকা তলোয়ার তার বিশাল হাতে তুলে নিলেন এবং লিওডেসের ঘাড়ে কোপ বসালেন। তার ফলে কিছু বলার উদ্যোগ নেয়ার পূর্বেই তার মুণ্ডটি ধূলায় গড়িয়ে গেলো।

টারপিয়ুসের পুত্র সাধক ফিমিয়ুস যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের চারণকবির দায়িত্ব পালন করতো সে কোনক্রমে এই ধ্বংসস্তূপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। সে এসে এবার দাঁড়ালো খিড়কি-দরোজার পাশে। স্তব্ধ সুরযন্ত্রটি হাতে নিয়ে মনে মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল—এই গৃহ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাসাদের বিশাল বেদীতলে গিয়ে বসে থাকবে যেখানে গৃহদেবতা জিয়ুসের নামে লেয়েরটেস এবং ওডেসিউস কত অগ্নিদগ্ধ উৎসর্গ অর্পণ করেছেন নাকি এগিয়ে গিয়ে ওডেসিউসের পা ধরে করুণাভিক্ষা করবে। ভাবনার দুটি স্রোতে আলোড়িত হয়ে শেষে স্থিরসিদ্ধান্তে পেঁৗছলো সরাসরি নৃপতির কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সুরাধার ও রূপোখচিত আসনের মাঝখানে খোলাফাঁপা সুরযন্ত্রটি রেখে এবার তাই সে ছুটে গেলো, দুবাহুতে ওডেসিউসের হাঁটু আকড়ে ধরে প্রার্থনা জানালো, 'আপনার পদপ্রান্তে বসে ক্ষমাভিক্ষা করছি ওডেসিউস। সহায় হউন, আমাকে করুণা করুন। যে দেবতা ও মানুষের জন্যে সুরসাধনা করে, তার মতো একজন

সাধককে হত্যা করলে পরবর্তীতে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। আমার কোন গুরু ছিল না, আমি নিজেই সেই গান বাঁধতাম। সব ধরনের গানই কোনরকম পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই আমার ঠোঁটে আপনি এসে উচ্চারিত হতো আর আমি তখন অনুভব করতাম আমি আপনাদের জন্যে গাইছি, যেমন করে দেবতাদের জন্যে গাই। সুতরাং আমার কণ্ঠ কেটে ফেলার আগে বারদুই ভেবে দেখুন। তাছাড়া আপনার পুত্র টেলিমেকাসের কাছেই জানতে পারবেন যে স্বেচ্ছায় অর্থের বিনিময়ে কখনোই আমি পাণিপ্রার্থীদের সমাবেশে এসে সঙ্গীত-সাধনা করিনি। কিন্তু এজন্যে কখনো গাইতে হয়েছে, কারণ সেই পশুরা আমাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে আসতো।

খুব নিকটে বসেই উৎকর্ণ হয়ে ওডেসিউস এই কাকুতি-মিনতি শুনছিল এবং তাই তৎক্ষণাৎ পিতাকে চিৎকার দিয়ে ডেকে উঠলো : 'থামুন, এই লোক নির্দোষ। তাকে তলোয়ার স্পর্শ করবেন না। এবং বার্তাবাহক মেডন যে আমাকে শৈশবে দেখাশোনা করতো তাকেও আমাদের অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে যদি না সে এতক্ষণে ফিলোটিয়াস বা শূকরপালকের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করে থাকে কিংবা প্রাসাদে আপনার আক্রমণের মুখে পড়ে না থাকে।'

এ কথা বার্তাবাহকের কানে পেঁছুলো। সে ছিল তার বংশের মধ্যে সবচেয়ে গুণী ব্যক্তি, সেই মেডন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আত্মরক্ষার্থে নিজেকে একটি বৃষচর্মে আবৃত করে উচ্চ চেয়ারের তলে শুয়ে ত্রাসে কাঁপছিল। এ কথা শোনামাত্র সে লুকানো আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এলো। দ্রুত গিয়ে টেলিমেকাসের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, 'আমি এখানেই রয়েছি, প্রিয় বৎস। আমাকে মুক্তিদানের জন্যে তোমার পিতাকে সুপারিশ কর। তিনি যেন নিষ্ঠুর তলোয়ারে আমাকে হত্যা না করেন, কেননা সেই চক্র তার গৃহের অন্ন ধ্বংস করার জন্যে এবং তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রদর্শন না করার কারণে তিনি এখন দুর্দমনীয় ও উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।'

লোকটির দিকে তাকিয়ে নিজ মনে ওডেসিউস হাসলেন, তারপর বললেন, 'নিঃশঙ্ক হও। আমার পুত্র তোমাকে মৃত্যুর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছে যে পাপের চেয়ে পুণ্য উৎকৃষ্টতর। আমি আশা করি তুমি তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে এবং তাতে লোকদের উদ্বুদ্ধ করবে। এখন তুমি ও সুক্ষ্ম গায়ক প্রাসাদ ত্যাগ কর। গৃহাভ্যন্তরের কাজ শেষ করে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ ছেড়ে বাজদরবারে গিয়ে অপেক্ষা কর।

তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করে তারা মুক্ত হাওয়ায় জিউসের বেদীতলে এসে উপবিষ্ট হলো। মৃত্যুভয় তখনো কাটেনি তাদের, তাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছিল চারদিক। ওডেসিউস তল্লাসী-দৃষ্টিতে গৃহের সব দিক অনুসন্ধান

করে দেখছিলেন, কেউ এখনো যমের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে লুকিয়ে আছে কিনা। কিন্তু তিনি বুঝলেন সবাই প্রাণহীন পড়ে আছে। জেলেরা যখন তাদের জালে ধূসর সমুদ্রফেনায় আটকে মাছগুলো তীরে টেনে তোলে এবং আটকেপড়া মাছগুলো নোনাজলের তৃষ্ণায় কিছুক্ষণ লাফ-ঝাঁপ দিয়ে শেষে সূর্যালোকের স্পর্শে তাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করে, ঠিক তেমনি জালে আটকেপড়া মাছের মতোই পাণিপ্রার্থীরা পরস্পরিত হয়ে রক্ত ও ধূলার স্তূপে পড়ে ছিল।

ওডেসিউস পুত্রকে ডেকে বললেন, 'টেলিমেকাস, তুমি কি সেবিকা ইউরিক্লিয়াকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেবে ? আমার কিছু বলার আছে।'

আদেশ শিরধার্য করে টেলিমেকাস বেরিয়ে গেলো, মহিলা মহলের দরোজায় আঘাত করে বৃদ্ধা পরিচরিচারিকা ইউরিক্লিয়াকে উচ্চস্বরে ডেকে বললো, এই মুহূর্তেই সে যেন চলে আসে, কেননা তার বাবা তাকে কিছু বলার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন এবং আরো জানান দিয়ে গেলো যে তাকে এই প্রাসাদের সেবিকাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাসনের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।'

আদেশ শুনে বাকরুদ্ধা হলো ইউরিক্লিয়া, কিন্তু তবু কক্ষের দরোজা খুলে বেরিয়ে এসে টেলিমেকাসের সঙ্গে পা মেলালো। সে দেখলো কাদা ও রক্তে আকীর্ণ হয়ে ভূলণ্ঠিত মৃতদেহের মাঝে ওডেসিউস দাঁড়িয়ে, সে এক ভয়ংকর দৃশ্য, কৃষকের ষাঁড় ভক্ষণ করার পর সিংহের চোয়াল বেয়ে যেমন রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে, পা ও বাহুযুগলে শুষ্করক্তের আস্তর লাগানো ওডেসিউসকে তেমনি দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই লাশ ও রক্তস্রোত দেখে ইউরিক্লিয়ার অন্তর বিজয়ে গৌরবে চিৎকার দিয়ে উঠলো। ওডেসিউস অবশ্য তার এই উল্লাসে বাধা দিয়ে ভর্ৎসনা করলেন, 'বৃদ্ধা দাসী, নিজেকে সংযত কর। উল্লাস প্রশমিত কর। আমি এখানে বিজয়-উৎসব করবো না। নিহতদের নিয়ে উল্লাস করা অধর্মের কাজ। তাদের দুষ্কর্মের জন্যেই তারা দেবতাদের শিকার হয়েছে। যারা তাদের সংস্পর্শে এসেছে কাউকেই সম্মান প্রদর্শন করেনি তারা—ভালো ও মন্দকে তারা সম্মান জ্ঞান করেছে। তাই বিবেচনাহীন দুষ্কর্মের জন্যেই তাদের আজ এই মারাত্মক পরিণতি। কিন্তু বাড়ির মহিলা-সেবিকারা কি করেছে ? বলো, কারা সৎপথে ছিল আর কারা আমার বিরোধিতা করেছে।'

তার প্রিয় বৃদ্ধা দাসী উত্তর করলো, 'বৎস, আমি তোমাকে ঠিক ঠিকই বলবো। তোমার প্রাসাদে কাজ করতো পঞ্চাশজন সেবিকা। যাদের আমরা গৃহকর্মে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং পশম আঁচড়ানো কাজ শিখিয়ে সেবাকর্মের যোগ্য করে গড়েছিলাম। তাদের মধ্যে কুড়িজন পাপের পথ অবলম্বন

করেছে এবং আমাকে এমনকি পেনেলোপিকেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। টেলিমেকাস তখন সবেমাত্র বড় হয়ে উঠেছে এবং তাই তার মাতা তাকে চাকরাণীদের আদেশের অনুমতি দেননি। কিন্তু এখন আমাকে উপরতলায় মহিলাদের আবাসে গিয়ে সংবাদটা দিতে দিন। ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

বিজ্ঞ ওডেসিউস বললেন, 'এখনো তাকে জাগাবে না। তার আগে যারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত করেছে সেই মহিলাদের এখানে আসতে বলো।'

নিজেদের বক্তব্য অবহিত করানোর জন্যে সেই দাসীরা যেন প্রাসাদে আসে, তাদের এই সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্যে বৃদ্ধা দাসী প্রাসাদ ত্যাগ করলেন আর ওডেসিউসও তখন টেলিমেকাসকে এবং স্বপক্ষের দুই পশুপালককে ডেকে তাঁর জরুরী নির্দেশ দিলেন, 'মহিলাদের সহযোগিতা নিয়ে মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলো। তারপর স্পঞ্জে পানি লাগিয়ে টেবিল এবং বসার সুন্দর আসনগুলো পরিষ্কার করবে। যখন সমস্ত প্রাসাদ পরিপাটি করা হয়ে যাবে তখন কয়েদখানা ও প্রাসাদ-অঙ্গনের দেয়ালের মাঝখানে নিয়ে যাবে মহিলাদের এবং তারপর দীর্ঘ তরবারির আঘাতে হত্যা করবে তাদের। ভালবাসার স্মৃতিচারণার জন্যে তাদের কেউ যেন বেঁচে না থাকে...

দুঃসহ বিলাপ করতে করতে মহিলাদের সবাই একসঙ্গে এসে হাজির হলো। তাদের দু'গাল বেয়ে নামলো অশ্রুধারা। তাদের প্রথম কাজ ছিল নিহতদের লাশ সরানো। লাশগুলো তারা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের নীচে দেয়ালের একটার সংগে আরেকটি ঠেকা দিয়ে রাখলো। ও নিজেই এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন ওডেসিউস। তাদের অনিচ্ছার এই কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কড়া পাহারায় রইলেন তিনি।

তারা স্পঞ্জে পানি লাগিয়ে টেবিল ও সুদৃশ্য চেয়ারগুলো পরিষ্কার করলো। তারপর টেলিমেকাস ও পশুপালকদ্বয় বেলচা দিয়ে বিরাট প্রাসাদের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লার টুকরোগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুললো। আর সেই ময়লা জড় করে বাইরে ফেলে দিয়ে এলো দাসীরা। সবশেষে গৃহ-সজ্জার কাজ সারা হলে তারা মহিলাদের দরদালানের বাইরে নিয়ে কয়েদখানা ও প্রাসাদের দেয়ালের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ স্থানে জমায়েত করলো। সেই স্থান থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন পথ নেই। তারপর টেলিমেকাস বললেন ঃ

'আমি হলফ করে বলছি, তোমাদের কাউকেই আরামের মৃত্যু প্রদান করবো না, যারা আমাকে এবং আমার মাতার অসম্মান করেছো এবং সেই দুষ্টচক্রের

লোকদের শয্যাসঙ্গী হয়েছো।' এই বলে সে হাতে তুলে নিলো একগাছি দড়ি। সেই দড়ি এতদিন কাজে লেগেছে নীলমাথাঅলা জাহাজ বাঁধার জন্যে। তার একপ্রান্ত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের থামে এবং অন্যপ্রান্ত কয়েদখানার সংগে আটকিয়ে এমনি টানটান করে বাঁধা হলো যেন তাতে ঝুলে থেকে মাটি স্পর্শ করা না যায়। এবং তারপর ঘুঘু বা ডানাঅলা গায়কপাখিরা ঝোপের মধ্যে যখন একটু বিশ্রামের আশ্রয়স্থল ভেবে ফাঁদের তারে পা রাখে এবং শান্তি সন্ধান করে পরিণামে তাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় ঠিক তেমনি মৃত্যুযন্ত্রণা আরো তীব্রভাবে অনুভব করানোর জন্যে গলায় একটি করে আংটা পরিয়ে দিয়ে সেই দাসীদের দড়িতে সারবেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। কিছুক্ষণের জন্যে শুধু তাদের পা-গুলো শুন্যে ছোঁড়াছুড়ি করলো, কিন্তু তাও আর দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

তারপর মেলানথিয়াসকে প্রাসাদ থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করে ফটকের সামনে ছুঁড়ে ফেলা হলো। সেখানে ধারাল ছোরায় কর্তন করা হলো তার নাক ও কান; ওরা কুকুরের খাদ্যের জন্যে ছিঁড়ে নিলো ওর পুরুষাঙ্গ এবং ক্রোধোন্মত্ত হয়ে টুকরো টুকরো করে কাটলো ওর হাত-পা। তারপর নিজেরা হাত-পা পরিষ্কার করে গৃহাভ্যন্তরে ওডেসিউসের কাছে গেলো এবং এভাবেই সমাধা করা হলো সব কাজ।

ওডেসিউস এবার তার প্রাণপ্রিয় পুরানো সেবিকার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ইউরিক্লিয়া, আমাকে কতকটা জীবাণুনাশক গন্ধক এনে দাও এবং আগুন তৈরী করো। আমি ঘরে ধোঁয়া দেবো। আর পেনিলোপিকে তার সহচরীদের সংগে আসতে বলো এবং সব পরিচারিকাদেরও প্রাসাদে উপস্থিত হতে বলবে।'

স্নেহান্ধ বৃদ্ধা সেবিকা উত্তর করলো, 'যা বললে সবই সঠিক এবং অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তার আগে আপনাকে আলখেল্লা ও একটি টিউনিক পরিধান করতে দিন। আপনার এ-রকম প্রশস্ত কাঁধ জীর্ণকাপড়ে ঢেকে আপনারই গৃহে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাহলে লোকজনের মনে কষ্টের কারণ হবে। কিন্তু ওডেসিউস স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। পুনরায় জোর দিয়ে বললেন, 'এই প্রাসাদে আমার প্রথম প্রয়োজন আগুনের।'

ইউরিক্লিয়া বিরোধিতা করলো না। সে তাকে গন্ধক এনে দিলো এবং আগুন তৈরী করলো। যা দিয়ে ওডেসিউস প্রাসাদ, গৃহাভ্যন্তর, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ সব স্থান একনাগাড়ে ধুমায়িত করে গেলেন।

ইতিমধ্যে প্রাসাদের ভেতর দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো সেই বৃদ্ধা এবং অন্যান্য মহিলাকে খবর দিলো আসার জন্যে। আলোকবর্তিকা-হাতে দল বেঁধে বেরিয়ে এসে তারা গলা জড়িয়ে ধরে স্নেহচুম্বনে অভিনন্দিত করলো ওডেসিউসকে। দু'হাত ধরে ওডেসিউসের কাঁধে ও মাথায় চুমু খেলো তারা। আবেশের আতিশয্যে ভেঙে পড়লেন তিনি এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাদের কাউকেই চিনতে বেগ পেতে হলো না ওডেসিউসের।

তেইশ

ওডেসিউস ও পেনেলোপি

প্রাণপ্রিয় স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, রানীমাকে এই সংবাদ জানানোর জন্যে মুখে পরমতৃপ্তির হাসি নিয়ে তড়িঘড়ি উপরতলায় উঠে এলো সেই বৃদ্ধা। পা দুটি যেন তার দেহ বয়ে নিয়ে আসতে পারছিল না। এবং দ্রুত ছুটে আসার জন্যে পায়ের পাতাও তখন কাঁপছিল। তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সে উচ্চস্বরে ডাকলো, 'নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠুন প্রিয় বৎসে, পেনেলোপি। এবং সেই দৃশ্য অবলোকন করুন. যার জন্যে আপনি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পথ চেয়ে ছিলেন। ওডেসিউস ফিরে এসেছেন, তার প্রত্যাবর্তনও ঠিক সময়েই হয়েছে। এবং তিনি হত্যা করেছেন সেই দুর্বৃত্তদের যারা তার ঘর-বাড়ি তছনছ করেছে, সম্পত্তি ভোগ করেছে এবং তার পুত্রের উপর চালিয়েছে উৎপীড়ন।'

দেহরক্ষীর কথা ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না পেনেলোপি। তিনি বললেন, 'আমার প্রিয় সেবিকা, শোন, দেবতারা তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। জ্ঞানীর বুদ্ধিহরণ এবং অজ্ঞকে বিজ্ঞে পরিণত করা—এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। তোমার মস্তিষ্ক ছিল বেশ উর্বর তা, এখন তারা নিষ্ফলা করে ফেলেছে। তোমার কী দুঃসাহস যে আমার দুর্দশা নিয়ে হাসি-তামাশা করছো! আর যখন আমার আঁখিপল্লব একটু শান্তির নিদ্রাপ্রত্যাশায় মুদে এসেছে তখনই এসব বাজে বকতে এসেছো? যে স্থানের নাম মুখে আনতে চাই না, ওডেসিউস সেই অভিশপ্ত স্থানে যাত্রা করার পর এমন ঘুম আমি কখনো ঘুমাইনি। তুমি এখন দূর হও, নীচে নিজের কক্ষে ফিরে যাও। আর যদি অন্য কোন দাসী এসে আমার ঘুম ভাঙে এবং এসব বাজে কথা শোনাতে আসে তাহলে তার কানের পাশে এক থাপ্পড় মেরে স্বস্থানে প্রত্যাখ্যান করাবো। তোমার এই বয়সের জন্যে শুধু তুমি রেহাই পেয়ে গেলে।'

কিন্তু এতে নিরস্ত হলো না বৃদ্ধা পরিচারিকা, বললো, 'আমি আপনাকে নিয়ে কৌতুক করছি না। ঠিকই বলছি, ওডেসিউস গৃহে ফিরে এসেছেন। যাকে নিয়ে প্রাসাদে সবাই বিদ্রূপ করছিল তিনিই সেই আগন্তুক। টেলেমেকাস অবশ্য তা আগেই জানতো, কিন্তু বদমাশদের শত্রুতার জবাব

দেয়ার জন্যে পিতা যে পরিকল্পনা করেছিল তা গোপন রাখতে হয়েছিল তাকে।'

পেনেলোপির হৃদয় নেচে উঠলো। শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পরিচারিকাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। দুচোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা আর ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো হৃদয়ের আকুতি : বললো, 'প্রিয় সেবিকা, পায়ে পড়ি তোমার। সত্যি করে বলো, ওডেসিউস প্রকৃতই কি গৃহে ফিরে এসেছেন! তুমি যা বলছো, এই পৃথিবীতে তা কি সম্ভব! কী করে তিনি একাই সেই বদমাশদের দমন করলেন, যারা সারাক্ষণ আমার গৃহের চারপাশে দলবেঁধে ঘুরঘুর করতো?'

ইউরিক্লিয়া বললো, 'এমন আর কখনো দেখিনি। আমি কিছুই জানতাম না। কেবল শুনেছিলাম মৃতপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদ। শক্ত করে দরোজাগুলো আটকিয়ে রেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গৃহের এক কোণে বসে ছিলাম আমরা। তখন আপনার পুত্র টেলিমেকাস আমাকে বেরিয়ে আসার জন্যে চিৎকার দিয়ে ডাকে। তার পিতা আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন তাকে। তারপর গিয়ে দেখি মৃতদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ওডেসিউস। শক্ত মেঝের সর্বত্র স্তূপাকারে পড়ে ছিল তারা। একবার যদি তখন দেখতেন তাকে। সিংহের মতো সারা গায়ে লেগেছিল তার রক্ত আর কাদা। ইতিমধ্যে লাশগুলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে জমা করে রাখা হয়েছে এবং আগুন তৈরী করে তিনি প্রাসাদে ধোঁয়া দিচ্ছেন। আপনাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। সব দুঃখ-যন্ত্রণার অবসানের পর আজ আপনারা দুজনে যেন সুখনীড়ে প্রবেশ করতে পারেন সেজন্যে এখন আমার সংগে চলুন। যে আশা আপনি দীর্ঘদিন লালন করছিলেন তা আজ পূর্ণ হয়েছে, ওডেসিউস আজ আপনার উষ্ণ-সান্নিধ্যে ফিরে এসেছেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ফিরে পেয়েছেন আপনাকে ও তার পুত্রকে এবং নিজ প্রাসাদেই তিনি সেই পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যেকের প্রতিশোধ নিয়েছেন যারা তার ক্ষতি সাধন করেছিল।'

বুদ্ধিমতী পেনেলোপি বললেন, 'এত শীঘ্রই পুলকিত হয়ো না, প্রিয় ধাত্রী। গর্বও করো না। তুমি তো জানো, তাঁর ফিরে আসায় সবাই কীভাবে তাকে অভিনন্দিত করবে, কিন্তু আমি নিজে এবং যে পুত্রসন্তানকে আমরা লালন করেছি এদের মতো তা কেউ আর করবে না। কিন্তু তোমার এই বর্ণনা সত্য বলে বোধ হচ্ছে না। এটা অবশ্যই দেবতাদের কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাণিপ্রার্থীদের বিদ্বেষ ও অজ্ঞতার জন্যেই এই শাস্তি তাদের প্রদান করা হয়েছে। কেননা তারা কাউকেই সম্মান দেখায়নি— ভাল ও মন্দকে সমান জ্ঞান করেছে। বিচার-বিবেচনাহীন কর্মের জন্যেই

তাদের আজ এই পরিণতি। ইতিমধ্যে ওডেসিউস কোন দূরদ্বীপে আটকা পড়ে প্রত্যাবর্তনের পথ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেখানেই ঘটেছে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি।'

বৃদ্ধা ধাত্রী বিস্মিত হলো, 'একথা কী করে বলতে পারলেন! যখন আপনার স্বামী আপনারই গৃহে উপস্থিত তখন আপনি নিঃসন্দেহে বলছেন তিনি আর কখনোই ফিরে আসবেন না! আপনার বিশ্বাস খুবই দুর্বল। কিন্তু আমাকে আরো কিছু বলতে দিন—একটা ঘটনা বললেই সত্যতা প্রমাণিত হবে। আপনি কি জানেন না, তাঁর দেহে একটি ক্ষতচিহ্ন আছে? অনেক কাল আগে একটি শুয়োরের সাদা দাঁতের আঘাতে সেই ক্ষতটা সৃষ্টি হয়? আমি তার দেহ ধৌত করার সময় সেই ক্ষতটি দেখতে পেয়েছি। কোন এক গোপন উদ্দেশ্যের জন্যে ওডেসিউস আমার গলা টিপে শাসিয়ে বলেছেন যে আমি যেন আপনাকে একথা না বলি। এখন আমার সংগে আসুন। এরজন্যে আমার জীবন বিপন্ন হবে, যদি আমি আপনাকে জালিয়াতি করে থাকি তবে নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়ায় আমাকে হত্যা করবেন।'

পেনেলোপি উত্তর করলেন, 'প্রিয় ধাত্রী, তুমি খুবই জ্ঞানবতী মহিলা, কিন্তু অমর দেবতাদের মনের ভেতরটা তুমি জানো না। যাই হোক, চলো আমার পুত্রের কাছে যাই, আর গিয়ে দেখি আমার পাণিপ্রার্থীদের মৃতদেহ এবং সেই ব্যক্তিকে যিনি তাদের হত্যা করেছেন।'

এই কথা বলে তিনি নিজগৃহ ছেড়ে নীচের তলার দিকে পা বাড়ালেন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগলেন। তিনি কি স্বামীকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবেন, নাকি সোজা গিয়ে তার হাতে ও মাথায় চুম্বন করবেন? বস্তুতঃ তিনি করলেন কি—পাথরের পাটাতন পেরিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করার পর একটা চেয়ার টেনে চুল্লীর পাশে বসলেন আর তার বিপরীত দিকে ওডেসিউস বিশাল থামের পাশে মেঝেতে বসে মাটির দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিলেন—তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাকে দেখে কিছু বলে কিনা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দীর্ঘক্ষণ সেখানে বসে রইলেন পেনেলোপি, একটি কথাও বললেন না। কিন্তু তার চঞ্চল চোখ দুটি একবার অবলোকন করছিল ওডেসিউসের মুখাবয়ব, আবার পরমুহূর্তে তার জীর্ণবাসের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, সেই জীর্ণবাস-লোকটিকে যেন পুনরায় তার কাছে আগন্তুক করে তুলছে, যাকে তিরস্কৃত করে সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিলো টেলিমেকাস।

'মাতা, আশ্চর্য! এতই পাষাণ আপনার হৃদয়! পিতার কাছ থেকে এত দূরে বসে কেন? কেন আপনি তাঁর পাশে গিয়ে বসছেন না, কোন প্রশ্ন করছেন না? কথাবার্তা বলছেন না? দীর্ঘ উনিশ বছর দুর্যোগপূর্ণ

যাত্রাশেষে যে স্বামী সবেমাত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে তার প্রতি কোন নারী কি এমন বাড়াবাড়ি করতে পারে! আসলে আপনার হৃদয় সব সময়ই পাষাণের চেয়ে কঠিন।'

'আঘাত আমাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে', স্বীকার করলেন পেনেলোপি, 'আমি তাকে কি বলবো, কি প্রশ্নই বা করবো, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এমনকি আমি তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছি না। কিন্তু ওডেসিউস যদি সত্যই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন তাহলে আমরা পরস্পরকে আরো গভীরভাবে জানতে পারবো। আমাদের এমন কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে যার খবর অন্য কেউ জানে না, কেবল আমরা দুজনই জানি।'

ধৈর্যশীল ওডেসিউস মৃদু হাসলেন, তারপর দ্রুত পুত্রের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন: 'টেলিমেকাস, তোমার মাতাকে আমাদের গৃহেই আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে দাও। খুব শীঘ্রই তার মন স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জীর্ণবাস ও মলিন চেহারার জন্যে এই মুহূর্তে সে আমাকে ওডেসিউস হিসেবে স্বীকার করে নিতে পারছে না এবং আমার প্রতি বীতরাগ পোষণ করছে। কিন্তু তুমি ও আমি মিলে বিবেচনা করে দেখবো সর্বাগ্রে কি করণীয়। কোন বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে যখন কোন দেশের একজন নাগরিককে মাত্র একজনকে কেউ হত্যা করে তখন তাকে সমাজচ্যুত হয়ে আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দেশান্তরিত হতে হয়। কিন্তু আমরা হত্যা করেছি ইথাকার সম্ভ্রান্তবংশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, তারাই ছিল দেশের ধারক-বাহক। সেক্ষেত্রে তো সমস্যা হবেই।'

বিচক্ষণতার সংগে উত্তর করলো টেলিমেকাস, 'পিতা, আপনার সমকক্ষ কেউ নেই, সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে আপনিই যোগ্যতম ব্যক্তি উদ্যোগী হোন, আমরাও তৎপর হই আপনার আদেশ তামিল করার জন্যে একথা বলতে পারি যে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দেহে শক্তি আছে, পিছপা হবো না।

ওডেসিউসের আর কোন ভ্রান্তি রইল না, বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। তাহলে শোনো আমাদের মূল পরিকল্পনা হলো, তোমার আগে গা-হাত-পা পরিষ্কার করে টিউনিক পরিধান করে দাসীদেরও সুসজ্জিত হতে বলবে। তারপর আমাদের সেই অপূর্ব সাধক যতদূর সম্ভব উচ্চস্বরে তার সুরযন্ত্রে নৃত্যের জন্যে আনন্দসঙ্গীত বাজাবে যাতে করে বাইরের পথচারী বা প্রতিবেশীরা ধারণা করে নিতে পারে যে ভেতরে বিবাহের আনন্দ-উৎসব চলছে। এভাবেই পাণিপ্রার্থীদের মৃত্যুসংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই আমরা

আমাদের আঙ্গুরক্ষেতের খামারবাড়িতে পেঁছে যেতে পারবো। আর একবার সেখানে পেঁছতে পারলে ঈশ্বর আবার আমাদের মাথায় নতুন বুদ্ধি যোগাবেন।'

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হলো তারা। পুরুষেরা হাত-পা ধৌত করে টিউনিক পরিধান করলো আর মেয়েরা সজ্জিত হলো উজ্জ্বল পরিচ্ছদে। সুখ্যাত চারণকবি হাতে তুলে নিলো তার সুরযন্ত্রটি, তারপর তা থেকে ঝড়ে পড়লো সুরমুর্চ্ছনা এবং নৃত্যের তালে তালে তা বেজে চললো। সুসজ্জিত নৃত্যপ নর-নারীর পায়ের শব্দে প্রতিধ্বনিত হলো বিশাল প্রাসাদ। সেই শব্দ শুনে পথচারীরা ভাবলো, 'এতদিন বহুকাঙ্ক্ষিত আমাদের রানীকে কেউ নিশ্চয়ই বিয়ে করেছে। কী নিষ্ঠুর জীব ! এমনই চপলমতি যে নিজ স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলো না !' কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে যা ঘটেছিল তার খুব সামান্যই জানলো তারা।

ইতিমধ্যে নিজগৃহে গিয়ে মহান ওডেসিউস স্নান সারলেন এবং গৃহের প্রহরায় নিয়োজিত মহিলা ইউরিনোসিকে দিয়ে দেহে তেল মাখালেন, তারপর সজ্জিত হলেন সুন্দর একটি টিউনিক ও আলখেল্লা পরে। তাঁকে আপাদমস্তক রূপবান করে তুলতে অবশ্য এথেনিও ভূমিকা নিয়েছিলেন। পূর্বের চেয়ে দীর্ঘকায় ও শক্তিধর করে তাকে গড়ে তুললেন তিনি। মাথা থেকে ঝুলিয়ে দিলেন চিকুরগুচ্ছ, দেখে মনে হলো রক্তাভ-নীল হায়াসিন্থ পুষ্প ফুটে রয়েছে, যেন হেপ্যাসটাসের বিদ্যা আয়ত্ত করে এবং দেবী নিজে তাঁর সুচারু গোপনবিদ্যায় পারদর্শী করে কোন রূপকারকে দিয়ে রূপোর ওপর স্বর্ণখচিত করেছেন। তিনি তাঁর মাথা ও স্কন্ধদেশও শোভিত করলেন সৌন্দর্যসম্ভারে। স্নান সমাপনের পর তাঁকে দেখাচ্ছিল অমর দেবতাদের মতো। তারপর পুনরায় তিনি স্ত্রীর বিপরীত দিকে নিজ আসনে গিয়ে বসলেন।

'কী অদ্ভুত জীব !' বিস্মিত হলেন তিনি, 'ঈশ্বরই তোমাকে এভাবে গড়েছেন, কিন্তু তবুও নিছক গোঁ ধরে তুমি এমন নিরুত্তাপ আচরণ করছো। এতটা কঠোর হয়ে অন্য কোন স্ত্রী স্বামীর বাহুপাশ থেকে এত দূরে থাকতে পারতো না। আর যে স্বামী কিনা উনিশ বছর দুর্যোগপূর্ণ যাত্রাশেষে সবে-মাত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ঠিক আছে, সেবিকা, আমাকে একাকী ঘুমানোর জন্যে শয্যা তৈরী করে দাও। কেননা আমার স্ত্রীর অন্তর লোহার মতো কঠিন।'

সতর্ক পেনেলোপি বললেন, 'আপনিও অদ্ভুত আচরণ করছেন। আমি গর্বিত বা উদাসীন নই। এমনকি আমি অহেতুক বিস্মিত হইনি। আপনি

যখন প্রকাণ্ড পালতোলা জাহাজে চড়ে ইথাকা থেকে যাত্রা করেছিলেন আপনার তখনকার চেহারাটা আমার মনে পরিষ্কার অঙ্কিত হয়ে আছে। শোনো ইউরিক্লিয়া, শয়নগৃহের বাইরে তাঁকে একটি আরামদায়ক শয্যা তৈরী করে দাও যা তিনি নিজেই রচনা করেছিলেন। সেখানে বিছাবে বড় শয্যাটি, এবং তারপর তাতে মোটা কাপড় ও কম্বল জড়িয়ে তার উপর পরাবে একটি ধোয়া চাদর।'

এই ছিল তার স্বামীকে পরখ করে দেখার প্রক্রিয়া। কিন্তু ওডেসিউস তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, অনুগত স্ত্রীর দিকে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'পেনেলোপি, আমাকে তুমি অতীষ্ঠ করে তুলেছো! তুমি কি দয়া করে বলবে কে আমার শয্যা এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে গেছে? অবাক করা ব্যাপার! কোন দক্ষ শ্রমিকের পক্ষেও তো তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়; সবচেয়ে শক্তিধর জীবিত কোন যুবকও চেষ্টা করে তা নড়াতে পারতো না। সেই জটিল শয্যা তৈরী করার ক্ষেত্রে অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল; এবং সে কাজ ছিল আমারই এবং আমি একাই তা সম্পন্ন করেছিলাম। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ছিল লম্বা পাতাঅলা একটি জলপাইগাছ, পূর্ণবয়সে এর সুউচ্চ কাণ্ডটি দেখতে হয়েছিল বিশাল থামের মতো। তার নীচে ঘন-সন্নিবিষ্ট পাথর সাজিয়ে নিমার্ণ করেছিলাম আমার গৃহ, পাথর সাজানো শেষে তাতে ছাদ দিয়েছিলাম এবং গৃহের দরোজায় লাগিয়েছিলাম মজবুত সুদৃশ্য দুটি কপাট। তারপর আমি জলপাইগাছের ছোট ছোট ডালপালাগুলো ছেটে দেই এবং সুকৌশলে গোড়ার দিক থেকে তার কাণ্ডটি চেছে নিই। সযত্নে বাটালি দিয়ে তা মসৃণ করে চেছে বৃত্তাকার সীমান্তরেখা টেনে বানিয়েছিলাম আমার শিয়রের অংশ। পূর্ণাঙ্গ শয্যায় রূপ দেয়ার জন্যে যেখানে যা করার দরকার পর্যাপ্তভাবে আমি তা-ই করেছিলাম। কাজশেষে তার ওপর খোদাই করে বসিয়েছিলাম সোনা-রূপো এবং হাতির দাঁত আর ফ্রেমের চারপাশে বেঁধে দিয়েছিলাম কয়েকটি বেগুনি ফিতে।

'এই তো ছিল আমাদের গোপন রহস্য এবং আমি যে তা অবগত আছি তা তোমাকে জানালাম, কিন্তু মহিয়ষী, আমি যা জানি না তা হলো এখনো আমার পালংকটি যথাস্থানে আছে নাকি—বৃক্ষকাণ্ডটি কেটে কেউ তা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনার বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করে তাঁর হাঁটু কাঁপতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয় গলে গেলো তাঁর। কান্নায় ভেঙে পড়ে দুবাহুতে ওডেসিউসের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন এবং মাথায় চুম্বন করলেন।

উচ্চস্বরে বললেন, 'ওডেসিউস, আমার প্রতি রুষ্ট হয়ো না, কেননা আমাদের মধ্যে তুমি ছিলে সর্বদা সবচেয়ে বিবেকবান মানুষ। দেবতারাই আমাদের সব দুর্দশার কারণ, তাঁরা আমাদের যৌবনের উল্লাস আনন্দ সহ্য করতে পারেননি এবং তাই উভয়কে একই সংগে পেশঁছে দিয়ে গেলেন শেষ জীবনের প্রান্তে। কিন্তু আমার প্রতি রাগান্বিত হবেন না বা দুঃখ নিবেন না; কেননা প্রথম দর্শনেই আমি চুম্বন করিনি এখন যেমন করছি। কেননা! আমার অন্তরে এক মারাত্মক ভয় ছিল কেউ হয়তো আপনার রূপ ধরে আমাকে প্ররোচিত করতে পারে। কত দুর্বৃত্তই তো সেই সুযোগ নেয়ার তালে ছিল। আরগোসের হেলেন কখোনোই ভিনদেশী প্রেমিকের বাহুপাশে শয্যা গ্রহণ করতেন না যদি তিনি জানতেন তাঁর দেশেব লোকেরা তাঁকে উদ্ধার করে আরগোসে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে লড়াই কবে চলেছে। হায়! শেষ পর্যন্ত জিউস-দুহিতাও দেবীর হাতে প্ররোচিত হয়ে পতিত হলেন, তা না হলে তিনি এতো নির্বোধের মতো কাজ করতেন না। সে-ই হলো জগতের দুর্দশার কারণ এবং তা থেকেই আমা.দরও দুঃখের সূত্রপাত হলো। যাক এখন ভালোয় ভালোয় সব শেষ হয়েছে। আপনি বিশ্বস্ততার সংগে আমাদের স্মৃতিচিহ্ন—শয্যার গোপন কথা বর্ণনা করতে পেরেছেন। যে কথা আমি, আপনি এবং দাসী একটোরিস ছাড়া আর কারো জানা নেই। আমি যখন এই গৃহে প্রথম আগমন করি তখন আমাদের শয্যাগৃহের প্রহরী হিসেবে পিতা আমার সংগে সেই দাসীকে পাঠিয়েছিলেন। আপনি আপনার স্ত্রীর মনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিরসন করতে পেরেছেন।'

আবেগে আপ্লুত হলো ওডেসিউসের মন। পরম বিশ্বস্ত ও অনুগত স্ত্রীকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন তিনি। সমুদ্র-দেবতা বাতাস ও ঢেউয়ের আঘাতে সুদৃশ্য জাহাজ ভেঙে চুরমার করে দিলে প্রতিকূল সমুদ্রে লড়াই করে বেঁচে থাকা নাবিকেরা হঠাৎ দ্বীপের সন্ধানে যেমন আনন্দ অনুভব করে ঠিক তেমনি পেনেলোপির জন্যেও এ এক পরম-সুখের লগ্ন। বেঁচে যাওয়া নাবিকদের জন্যে তা কি গভীরতম সুখ নয়! যারা সাদা ফেনা ঠেলে প্রতিকূল সমুদ্রপথে লড়াই করে তীরের নোনা ভূমিকে এসে স্পর্শ করে! স্বামীকে ফিরে পেয়ে পেনেলোপিও সেই পরম অনুভূতির আলোড়ন অনুভব করলেন। তাই তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহুর আলিঙ্গন থেকে স্বামীকে আর মুক্ত হতে দিলেন না। এদিকে গোলাপী রং ঊষাদেবী উদিত হলেন না এবং উজ্জ্বল-আঁখি এথেনিও তাকে সাহায্য করলেন না। পশ্চিম দিগন্তে নিশাদেবীকে আটকে রেখে রাত্রি দীর্ঘায়িত করলেন তিনি এবং যে সোনার রথে চড়ে ঊষার উদয় সেই রথের ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া দুটির

কাঁধে জোয়াল চড়ালেন না। ল্যাম্পাস ও পীথন, যে দেবাশ্বদ্বয় পৃথিবীতে দিবালোকের সূচনা করে তাঁরা আর রথ চালালেন না।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও স্ত্রীকে একটি কথা জানাতে ভুল হলো না বিচক্ষণ ওডেসিউসের। তিনি বললেন, 'প্রিয়া, আমার অভিযাত্রা এখনো শেষ হয়নি। দুর্গম ভয়াবহ পথে আবার আমার অভিযানে যেতে হবে। সে পথ যত সংকটাকীর্ণই হোক না কেন তার শেষ দেখতে হবে আমাকে। আমি যখন আমার সঙ্গীদের এবং নিজেকে উদ্ধারের জন্যে যমালয়ে গিয়েছিলাম তখন তিরেসিয়াসের আত্মা আমাকে একথা জানান। সুতরাং প্রিয়া, চলো, শয্যা গ্রহণ করি এবং বাহুবন্ধনে উভয়ে পরস্পরিত হয়ে সুখনিদ্রা যাপন করি।'

দূরদর্শী পেনেলোপি উত্তরে বললেন, 'দেবতারা যেহেতু আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছেন এবং আপনার সুখের নীড়েই রয়েছেন তখন যে মুহূর্তে ইচ্ছা করবেন তখনই শয্যা তৈরী হবে। অন্য কাজ পরে হবে কিন্তু আপনি যে নতুন অভিযানের কথা শোনালেন সেই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ খুলে বলুন। এই মুহূর্তে তা শুনলেও তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

'কেন জোরাজুরি করছো? কিছুটা রুষ্ট হলেন ওডেসিউস, ঠিক আছে তোমাকে সব খুলে বলছি, কোন কিছুই গোপন করবো না। কিন্তু সেকথা তোমার ভাল লাগবে না, আমি নিজেই তুষ্ট হতে পারছি না। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, জাহাজে সুন্দর দাঁড় বেঁধে নগর থেকে নগরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের সংগে দেখা না হয়। সেই লোকেরা সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং খাবারে লবণ ব্যবহার করে না আর আমাদের ঘিয়ে-রং জাহাজে যে দাঁড় থাকবে তা যে জাহাজের পাখার কাজে আসে এসবই তাদের অজানা। তখন তুমি আরেক-জন লোকের দেখা পাবে, সে তোমার কাঁধে দুইটি পাখা পরিয়ে দেবে। তারপর তিনি বললেন, সেই সময় আমাকে জাহাজের দাঁড়টি মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলতে হবে। এবং প্রভু পসিডনের নামে উৎসর্গ করতে হবে একটি মেষ, একটি ষাঁড় এবং একটি গর্ভবতী শূকর। তারপর আমি বাড়ি ফিরে আসবো এবং বাড়ি ফিরে দূর স্বর্গে বিরাজমান অমর দেবতাদের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য মর্যাদার সংগে করতে হবে পূজার আয়োজন। তার ফলে সাগর-তীরে পরম শান্তিতে মৃত্যু হবে আমার। এবং আমার বৃদ্ধ বয়স গুণী লোকজন পরিবৃত হয়ে খুব সুখে কাটবে; তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন একথা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে।

বুদ্ধিমত্তার সংগে উত্তর করলেন পেনেলোপি ঃ 'তবে তাই হবে; যদি দেবতারা আপনাকে শেষ জীবনে সুখী করতে চান তাহলে সমস্যা উত্তরণে আপনাকে অবশ্যই দৃঢ়সংকল্প হতে হবে।'

যখন তাঁরা কথা বলছিলেন তখন ইউরিনোমী ও একজন সেবিকা মশালের আলোয় তাঁদের জন্যে আরামদায়ক নরম শয্যা তৈরী করছিল। শয্যা পরিপাটি করে বিছানো হলে বৃদ্ধা সেবিকা নিজগৃহে ঘুমাতে চলে গেলো আর গৃহরক্ষিকা ইউরিনোমী মশালের আলোয় পথ দেখিয়ে তাদের শয্যাগৃহে পেশছে দিয়ে বিদায় নিলো। দীর্ঘকালের পরিচিত শয্যায় পুনরায় শুয়ে তারা অনুভব করলো এক অনাবিল আনন্দ। ইতিমধ্যে টেলিমেকাস গো-পালক ও শূকরপালকের নৃত্যরত পায়ে ক্লান্তি নেমে এলো, মহিলারাও অবসন্ন হলো এবং রাত্রি যাপনের জন্যে অন্ধকার প্রাসাদেই ঘুমিয়ে পড়লো তারা।

কিন্তু প্রণয়সুখে বিভোর পেনেলোপি ও ওডেসিউস পরস্পর অনেক কথা বললেন। ওডেসিউস পতিপরায়ণা স্ত্রীর মুখে শুনলেন কি করে সে তার ঘর আগলে বসেছিল আর প্রতিনিয়ত সহ্য করে চলছিল দুর্বৃত্তদলের কর্মকাণ্ড; তারা সাবাড় করলো সব পশু এবং হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলো আর মদের পিপাগুলোও খেয়ে শূন্য করে ফেললো, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে সব মেনে নিতে হলো তাকে। আর মহামতি ওডেসিউস শোনালেন তাঁর শত্রুকে পরাজয়ের কাহিনী এবং অভিযানের নানা দুঃখ-যন্ত্রণার কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেছেন পেনেলোপি, সব কথা বলা শেষ হবার আগে এক মুহূর্তের জন্যেও নিদ্রা স্পর্শ করলো না তাঁর আঁখিপল্লব।

প্রথমে তিনি সাইকোনদের সংগে যুদ্ধজয়ের ঘটনা শোনালেন আর বললেন এক উর্বরা দেশের কথা যেখানে মানুষ পদ্মের মধু খেয়ে বেঁচে থাকে। তারপর বললেন সাইক্লোপ্সের কথা যাকে তার প্রচুর মাশুল দিতে হয়েছে। সে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে তার লোকদের। ইউলাস নামে এক অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারপর সেখান থেকে ফিরে ঝড়ের মুখে পড়ে তাকে ভয়ংকর সব মাছের কবলে পড়তে হয়, দেবতারা তখনও তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক ছিলেন না। ন্যাস্ট্রিগোনিয়ার তীরে টেলিপাইলাস নামে একদল বর্বর লোকের পাল্লায় পড়েন এবং তারা তাঁর সব রণতরী ধ্বংস করে ও লোকদের হত্যা করে; একমাত্র সম্বল কালো জাহাজটি নিয়ে তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। যাদুর দেবী সারাসির যাদুবলে সেখান থেকে তিনি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে থীবির টিরে-সিয়াসের সংগে কথা বলার সুযোগ পান। মৃত্যুপুরীতে সাক্ষাৎ ঘটে তার

পুরানো বন্ধুদের সংগে এবং সেখানে মাকেও দেখতে পেলেন যিনি তাঁকে জন্ম দিয়েছেন এবং শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন। আরো বললেন কেমন করে সাইরেনের মায়াবী গান শুনতে পেয়েছিলেন এবং সেরিবডিস ও সিল্লা নামক ভয়ংকর দুই রাক্ষসের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তাদের কবলে পড়লে কোন নাবিক প্রাণ ফিরে আসতে পারে না। তার লোকেরা সূর্যদেবের পশু হত্যা করেছিল যার ফলে বজ্রনিনাদী জিউস জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ড নিক্ষেপ করে তার জাহাজ গুঁড়িয়ে দেয় এবং তার অনুচরেরা তার লোকদের সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। সেই সর্বনাশা আক্রমণ থেকে তিনি নিজে কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে যান। ওগিজিয়া দ্বীপে যাদুর দেবী ক্যালিপ-সোর আমন্ত্রণের কথাও শোনালেন তিনি। ক্যালিপসো চেয়েছিল তাকে বিয়ে করতে যার জন্যে সে অতিথিকে নানা ভোগসামগ্রী দিয়ে তার গুহায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং প্রলুব্ধ করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাকে দিবে অমরত্ব ও অনন্ত যৌবন, কিন্তু পরিশেষে সে ক্ষেপে উঠেছিল তাঁর প্রতি। সবশেষে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি সেরীতে পৌঁছান। সেখানে তিনি দয়ালু ফীসিয়ানদের দেখা পান। ফীসিয়ানরা তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা জানালো এবং ব্রোঞ্জ ও সোনার দ্রব্যাদি এবং রান্না-বান্নার বিভিন্ন সামগ্রীসহ জাহাজে তুলে গৃহে পাঠিয়ে দিলো। গল্প বলা শেষ হওয়া মাত্র ওডেসিউসের দেহ নিশ্চিন্তে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো।

আবো একবার তাকে নিয়ে ভাবলেন উজ্জ্বল-আঁখি দেবী এথেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রীর বাহুবন্ধনে সুখনিদ্রা পরিপূর্ণ হলো তাঁরা ততক্ষণ সোনার রথে চড়ে সাগরের ঝর্ণা থেকে আগত উষাদেবীকে উদিত হতে দিলেন না এবং পৃথিবীতে দিবালোক ফুটে উঠলো না। অবশেষে নরম শয্যা ছেড়ে গাত্রোত্থান করলেন ওডেসিউস এবং স্ত্রীকে তার পরিকল্পনার সব কথা খুলে বললেন, 'প্রিয়তমে, আমরা দুজনেই পরস্পরের জন্যে দুঃখ-ভোগ করেছি, তুমি শুনে ব্যথিত হয়েছো যে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমি দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি এবং ইথাকায় ফেরার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু জিউস ও অন্যান্য দেবতারা আমাকে নির্বাসিত করে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, আমরা পরস্পরের বাহুবন্ধনে একটি রাত্রি যাপন করেছি। এখন আমার বিষয়সম্পত্তি তোমার দায়িত্বে রেখে আমি গৃহত্যাগ করছি। দুর্বৃত্তদল আমার পশুসম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে তা পুনরায় সংগ্রহের জন্যে আমি সচেষ্ট হবো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবো ততক্ষণ দেশের লোকেরাও আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি

আমাদের খামারবাড়িতে প্রিয় পিতার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি। পিতা আমার দুঃখে কাতর হয়ে আছেন। প্রিয়তমে, আমি আমার পরিকল্পনার কথা বললাম; তাছাড়া আমার পরামর্শ অনুধাবনের জ্ঞান তোমার খুব ভালমতোই রয়েছে। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে সাধারণে রটনা হয়ে যাবে যে আমি প্রাসাদের ভেতর প্রাণিপ্রার্থীদের হত্যা করেছি। এখন তুমি সহচরীদের নিয়ে উপরতলায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো, কারো সঙ্গে দেখা করো না এবং কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসও করো না।'

সুন্দর গাত্রবর্ম পরিধান করে টেলিমেকাস গো-পালক ও শূকরপালককে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললেন ওডেসিউস এবং তাদেরও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার নির্দেশ দিলেন। তারাও তাঁর আদেশমতো ব্রোঞ্জের অস্ত্র ধারণ করলো। তারপর দরোজা খুলে তারা একযোগে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো ওডেসিউসের নেতৃত্বে। তখন দিব্য দিবালোক ফুটে উঠেছিল কিন্তু এথেনি মায়াবলে অন্ধকার সৃষ্টি করে তাদের নগরের বাইরে পেঁছে দিয়ে এলেন।

চব্বিশ

সব দ্বন্দ্বের সমাপ্তি

ইত্যবসরে সিলেনিয়ার হার্মিস দেবদূত পাণিপ্রার্থীদের আত্মায় এসে ভর করলেন। তাঁর হাতে ছিল এক অলৌকিক সোনার হুড়ি; তাতে মন্ত্র পড়ে তিনি চোখে মায়াবী আবেগ পরিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রা থেকে আমাদের জাগিয়ে তোলেন। তিনি তাদের জাগ্রত করলেন এবং ছড়িটি উত্তোলিত করে তাদের পথনির্দেশ দিলেন। বাদুড়ের মতো কিচমিচ শব্দ করতে করতে তারা হার্মিসকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো। ছাদ থেকে কোন বস্তুর পতন হলে অন্যান্য বাদুড়েরা কোন রহস্যজনক গুহার ভেতর যেমন অদ্ভুত শব্দ করতে থাকে ঠিক তেমনি শোনালো সেই শব্দ। হার্মিসের মায়াবলে আবিষ্ট হয়ে তেমনি ভীতিপ্রদ তীক্ষ্ন শব্দ সৃষ্টি করে তারা সবাই গহীন অন্ধকার পথ বেয়ে পরিত্রাতাকে অনুসরণ করে চললো। ওসান নদী অতিক্রম করে ক্ষুদ্র পাহাড় ছাড়িয়ে এবং সূর্যতোরণ ও স্বপ্নলোকের সীমানা পেরিয়ে খুব দ্রুত তারা উপনীত হলো মন্দারপুষ্প ভরা নন্দনকাননে। এই কাননই মানুষের বিদেহী আত্মার আবাসভূমি।

পেলিউসপুত্র একিলিস, প্যাট্রোক্লাস, মহাপ্রাণ এন্টিলোকাস এবং আয়াসের আত্মার সংগে তাদের সাক্ষাত ঘটলো সেই কাননে। অতুলনীয় পেলিউসপুত্র ছাড়া দানানদের মধ্যে পৌরুষ ও পদমর্যাদায় কেউই আয়াসের সমকক্ষ ছিল না। একিলিসের আত্মার সংগে মিলিত হয়ে তারা দেখা করলো এট্রিউসপুত্র আগামেমননের সংগে। এ্যাজিসথাসের গৃহে যে সহকর্মীরা তার সংগে মৃত্যুবরণ করেছিলো তাদের আত্মা পরিবৃত হয়ে আগামেমনন তখনো যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। প্রথমে কথা বলে উঠলো একিলিসের আত্মা, 'আগামেমনন, আমরা ভাবতাম সমস্ত যুবরাজের মধ্যে তুমিই বজ্রনিনাদী জিউসের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র এবং চিরকালের বন্ধু; কেননা তুমি যে দক্ষতার সংগে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ট্রয়নগরীতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলে আর আমরা একিয়ানরাও সেই ভয়াবহ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকেও পূর্ণযৌবন বয়সেই মৃত্যুর হাতে ধরা দিতে হলো যদিও কেউই তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না। কিন্তু তোমাকে অভিনন্দিত করতাম যদি বীরবেশে রাজকীয়ভাবে নিয়তির কবলে পড়ে ট্রয়নগরীতে

তোমার মৃত্যু হতো। তাহলে সমগ্র জাতি তোমার নামে নির্মাণ করতো স্মৃতিস্তম্ভ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তোমাকে মহাবীর হিসেবে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু পরিণামে তুমি বরণ করলে অভিশপ্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।'

এট্রিউসপুত্রের আত্মা উত্তর করলো, 'হে শক্তিমান যুবরাজ একিলিস, আরগোস থেকে অনেক দূরে এসেও পূর্ণমর্যাদা নিয়ে ট্রয়নগরীতে তুমি মৃত্যু-বরণ করেছিলে। তোমার মৃতদেহ উদ্ধারের জন্যে ট্রয় ও একিয়ার কতো বীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়েছিল তাদের প্রাণ। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত হলে তুমি! সত্যি কোন রথীর রথ চালানোর চেয়েও সেই দৃশ্য মহৎ। আমরা তোমার জন্যে সারাদিন যুদ্ধ করেছিলাম। প্রবল ঝড় সৃষ্টি করে জিউস যদি আমাদের নিবৃত্ত না করতেন তাহলে আমরা যুদ্ধ করেই চলতাম। তারপর তোমার মৃতদেহ আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জাহাজে নিয়ে আসি। সেখানে তোমার সুন্দরকান্তি দেহ উষ্ণ জলে ধৌত করে মলম লাগিয়ে শয্যায় শায়িত করি। তোমার দেশবাসীরা বেদনার্ত হয়ে তাদের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে এবং তাদের গাল বেয়ে নেমে আসে তপ্ত চোখের জল। সংবাদ পেয়ে চিরআয়ুষ্মতী জলপরীদের নিয়ে তোমার মাতা ছুটে আসেন। তারা সাগরতল থেকে উদগীরণের সময় জলের বুকে এক আশ্চর্য বুদবুদ শব্দ সৃষ্টি হয় যা দেখে ভয় পেয়ে সৈন্যরা জাহাজ ছেড়ে তড়িঘড়ি ছুটে পালাতে থাকে। কিন্তু শুধু একজন, সেই নেস্টরের কাছে কোন গুহ্যবিদ্যাই অবিদিত ছিল না। প্রথমবারের মতো না হলেও আরো একবার তাঁর বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি এগিয়ে গেলেন এবং বন্ধুর মতো তাদেব সম্বোধন করে বললেন, 'আরগিভের সুধীবৃন্দ, আপনারা থামুন। একিয়ার লোকেরা আপনারাও শান্ত হউন! ইনি একিলিসের মাতা, জলপরীদের সংগে তিনি তাঁর মৃতপুত্রের লাশ দেখতে এসেছেন, তিনি শংকা দূরীভূত করলেন এবং সৈন্যদের মনে আবার সাহস ফিরে এলো। তারা দেখলো বৃদ্ধ সমুদ্রদেবতার কন্যাদের—তাদের পরিধানে ছিল অবিনশ্বরতার বর্ম এবং মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে তারা অশ্রুবিসর্জন করছিলেন। নয়জন সঙ্গীতদেবী উপস্থিত ছিলেন সেখানে; তারা গানে গানে মধুর সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করলেন আর সেই করুণ রাগিনী শুনে আরগিভ সৈন্যদের দুচোখ জলপূর্ণ হয়ে উঠলো।'

অমর দেবতা ও মরণশীল মানুষ সমভাবে তোমার জন্যে সতেরদিন দিবারাত্র শোক করেছিলো। আঠার দিনের মাথায় তোমার মুখাগ্নি করি এবং তোমার চিতায় বলি দেয়া হয়েছিল মেদপুষ্ট মেষ ও হৃষ্টপুষ্ট গো-মহিষ। দেবতার তৈরী কাপড়ে জড়ানো হয়েছিল তোমার দেহ আর দুর্লভ আঠা ও

প্রচুর মধু ঢেলে জ্বালানো হয়েছিল তোমার চিতার আগুন। একিয়ার সৈন্যবাহিনী তোমার সম্মানার্থে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেছিল এবং রথে চড়ে তোপধ্বনি দিচ্ছিল তখন। তারপর পবিত্র অগ্নিশিখায় দেহ সংহার হলে প্রভাতে আমরা তোমার শুভ্র হাড়গুলো সংগ্রহ করে তেল ও সুরার মধ্যে ডুবিয়ে রাখি। সুবিখ্যাত হ্যাপাসটাস নির্মিত একটি শবাধার ছিল তোমার মা'র। সেটা তিনি ডায়োনিসাসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন উপহার হিসেবে। আমরা তোমার ও মেনোটিয়াসপুত্র প্যাট্রোক্লাস, যে তোমার অব্যবহিত পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিল, তার হাড়গুলো একসঙ্গে রেখে দিই আর প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর পর যে ছিল তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সেই এন্টিলোকাসের হাড়গুলো অবশ্য রাখা হয়েছিল আলাদা করে। সেগুলো নিয়ে আরগোসের শক্তিমান সৈন্যরা হেলেসপন্ট নদীতীরে এমনই সুদৃশ্য ও বিশাল করে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করলেন যা দূরসাগর থেকেই আজও ভবিষ্যতের নাবিকদের দৃষ্টিগোচর হবে। একিয়ার বীর-সেনাদের অস্ত্রচালনা প্রতিযোগিতায় দেবতার হাতের তৈরী এক আশ্চর্য সুন্দর পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তোমার মা। নিহত রাজার সম্মানার্থে কত রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তুমি নিজেই উপস্থিত হয়েছো কতবার। কিন্তু যেদিন তোমারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় স্বর্গের দেবী রূপালি-চরণ থেটিস যে অত্যাশ্চর্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তা তুমি জীবনে কখনো দেখনি। কারণ তোমার প্রতি ছিল দেবতাদের গভীর ভালবাসা। মরণেও তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হলো না; জগৎ চিরকাল তোমাকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করেও আমি নিজেকে কিভাবে সান্ত্বনা দিব? গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় আমি জিউসের ষড়যন্ত্রের শিকার হই এবং তার ফলে এজিসথাস ও বিবেকহীন স্ত্রী ডেকে আনলো আমার দুঃখজনক পরিণতি।'

তাদের কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটালেন মৃত্যুদূত হার্মিস। ওডেসিউসের হাতে নিহত পাণিপ্রার্থীদের আত্মাগুলো জাগ্রত করলেন তিনি। নতুন আগন্তুকদের দেখে তারা দ্রুত প্রস্থান করলেন। অবশ্য আগামেমননের আত্মা মেলেনিউসপুত্র এ্যাম্ফিডনকে ঠিকই চিনতে পারলো। এই এ্যাম্ফিডন তাকে আপ্যায়িত করেছিল তার ইথাকার বাড়িতে। আগামেমননের আত্মা তার সংগে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করলো না কিন্তু দূর থেকে দ্রুত তাকে অভিনন্দিত করে বললো, 'এ্যাম্ফিডন, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। আজ তুমি তোমার সমবয়সী বীরপুরুষদের নিয়ে পৃথিবীর পাতালে এসে উপস্থিত হয়েছো। মনে হচ্ছে যেন নগরের কানন থেকে সবচেয়ে সুন্দর পুষ্প-

গুলো কেউ যত্নের সংগে তুলে নিয়েছে! বিশাল সমুদ্রবক্ষে ঝড় সৃষ্টি করে পসিডন কি তোমার জাহাজ ছিনিয়ে নিয়েছিল? না কি কোন উপজাতীদের পশু-পাখি হরণ করার সময় ও তাদের নগর বা রমণীরত্ন লুণ্ঠন করতে গিয়ে যুদ্ধে তোমার পতন হয়েছে? অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলো, কেননা আমি একবার তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্যে তোমার গৃহের অতিথি হয়েছিলাম। সমুদ্রপথে ইলিয়ার বিরুদ্ধে যখন আমরা যুদ্ধ শুরু করি তখন ওডেসিউসকে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে আমি রাজা মেনেলেউসকে সংগে করে ইথাকায় তোমার গৃহে অতিথি হয়েছিলাম সেকথা কি তুমি ভুলে গেছো? তারপর পুরো একমাস আমরা সমুদ্রপথে জাহাজ চালিয়ে ইলিয়ামে পেঁছি; নগর লুণ্ঠনকারী বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে তখন আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।'

এ্যাম্ফিডনের আত্মা উত্তরে বললো, 'হে মহান রাজন, আপনি যে সব ঘটনার উল্লেখ করলেন তার সবই মনে আছে আমার এবং কি রকম ঘটনা-চক্রে আমাদের মৃত্যু ডেকে আনলো সেই বৃত্তান্তও আপনাকে অকপটে খুলে বলবো।

'ওডেসিউসের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে আমরা তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিই; তিনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেও আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেন না বা নিজের সিদ্ধান্তের কথাও জানালেন না, কিন্তু গোপনে তিনি আমাদের ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তখনই ছলনাময়ী নারীর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, বিশাল সুতোর জাল ছড়িয়ে তিনি গৃহে বসে তাঁত দিয়ে নকশাদার মসৃণ এক চাদর বুনতে শুরু করলেন আর আমাদের অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "অভিজাতবর্গ, আপনারা যারা ওডেসিউসের মৃত্যু হয়েছে বলে আমার পাণিপ্রার্থনা করে বসে আছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আর কিছুকাল আপনারা আবেগ সংযত করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন; তা না হলে সুতোর জাল সৃষ্টি করে আমি যে কাজটি করছি তা ভেস্তে যাবে। এটি প্রভু লেয়েরটেসের শব-আচ্ছাদন। যখন তিনি মৃত্যুর হাতে ধরা দিবেন, যে হাতে একদিন সবাইকে ধরা পড়তে হবে, তখন যেন দেশের লোক আমার নামে কুৎসা রটনা করে বলতে না পারে যে, প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও লোকটি চিরনিদ্রায় শায়িত হবার সময় একটা আচ্ছাদন পর্যন্ত পেলো না।" এভাবেই তিনি আমাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং ভদ্রলোকের মতো তার সব কথা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিনের বেলা তিনি আচ্ছাদনটি বুনে চলতেন আর রাত্রিবেলা তার নকশাগুলোর সেলাই আবার খুলে ফেলতেন। এরকম কৌশলে

আমাদের চোখে ধোকা দিয়ে তিনটি বৎসর পার করে দিলেন। ঋতুর পর ঋতু অতিক্রান্ত হলো। এক দাসীর জানা ছিল এসব বৃত্তান্ত, চতুর্থ বৎসরের মাথায় সেই দাসী বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সব জানিয়ে দেয়। আচ্ছাদনের নকশাগুলো যখন খুলছিলেন তিনি তখনি আমাদের হাতে ধরে পড়ে যান। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুননকর্ম সম্পূর্ণ করার জন্যে তাঁকে আমরা চাপ সৃষ্টি করি। কিন্তু সেই বিশাল আচ্ছাদনে নকশাগুলো চাঁদ সুরুযের মতো ঝলমল করে ফুটিয়ে তোলার আগেই কোন এক অপদেবতার বলে ওডেসিউস এসে উপস্থিত হলেন। মলিনবেশে তিনি গিয়ে উঠলেন গৃহসীমানাব দূরপ্রান্তে অবস্থিত শূকরপালকের কুটিরে। তাঁর পুত্র যুবরাজ টেলিমেকাসও তখন মরুরাজ্য পাইলস থেকে ফিরে সবেমাত্র সেখানে এসে পেঁাছেছেন। সেখানে বসে সবাই মিলে পরামর্শ করে আমাদের হত্যার পরিকল্পনা নেয়। এবং তারপর তারা ইথাকা নগরের দিকে বা অন্যত্র কোথাও চলে যায়। অগ্রনায়কের ভূমিকা নিয়েছিল টেলি-মেকাস আর তার কথা অনুয়ায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন ওডেসিউস। লাঠিতে ভর দিয়ে দুর্বল বৃদ্ধ ভিক্ষুক যেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে ওডেসিউসকে তেমনি ছদ্মবেশ পরালো শূকরপালক। যখন তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর পরিচ্ছদ এতই নোংরা, মলিন ছিলো যে আমাদের দলের কেউ, এমনকি বৃদ্ধরাও পর্যন্ত সনাক্ত করতে পারলেন না যে ইনিই ওডেসিউস। বস্তুত তখন আমরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছিলাম এবং তাঁর মাথায় এটা সেটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম। নিজেকে সংযত করে ধৈর্য ধরে সব গালমন্দ ও দুর্ব্যহার সহ্য করে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাড়ছিল তাঁর ক্ষোভের উত্তেজনা। যা কিছু মারাত্মক অস্ত্র ছিল তার সবই টেলিমেকাসের সহযোগিতায় অস্ত্রাগার থেকে সরিয়ে তালাবদ্ধ দরোজার বাইরে স্তূপ করে রাখেন। তারপর তিনি সুকৌশলে রানীকে আমাদের দক্ষতার প্রমাণ করার আহ্বান জানাতে অনুরোধ করেন। সামান্য কিছু অস্ত্রে আমাদের দক্ষতা প্রমাণ সম্ভব হলো না। সেই বিশাল ধনুকে জ্যা যোজনাও আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব হলো না; বস্তুত আমরা ছিলাম খুবই দুর্বল। কিন্তু বিশাল ধনুকটি যখন ওডেসিউসের হাতে দেয়া হলো আমরা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম যত যুক্তিই দেখান হোক না কেন ভিখিরীর হাতে ধনুক দেয়া চলে না। একমাত্র টেলিমেকাসই তাকে ধনুকে জ্যা যোজনার উৎসাহিত করে। এবং তখন নির্ভীক লোকটি অনায়াসে জ্যাযোজনা করে লক্ষ্যভেদ করলেন। তারপর চোখে খুনের নেশা ধরে গেল তাঁর। তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপ করে যুবরাজ এন্টিনাসকে ভূপাতিত করেন তিনি। তাঁর মারাত্মক বল্লমের অব্যর্থ

লক্ষ্যভেদে একে একে আমাদের সবার পতন হলো। দ্রুত লাশের স্তূপ জমে উঠলো প্রাসাদে, একথা নিশ্চিত যে কোন দেবতা তাদের সহযোগিতা করেছিল। তৎক্ষণাৎ দেবতা বলে নিশ্চিন্তে তারা আমাদের আঘাতে আঘাতে নাজেহাল করে ফেলে। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, শোনা গেল মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মর্মন্তুদ হাহাকার আর রক্তপ্লাবিত হয়ে গেল সারা মেঝে।

'আগামেমনন, এভাবেই আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটলো। এখনও অযত্নে পড়ে আছে আমাদের মৃতদেহগুলো। এভাবেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের গৃহে সংবাদ পেঁছাবে এবং বন্ধুরা এসে বিলাপ করবে এবং ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে দেহের শুষ্ক রক্ত পরিষ্কার করে সংকার করবে; যে সংকার প্রতিটি মৃতদেহেরই প্রাপ্য।

'ওডেসিউস সত্যিই অপরাজেয় বীর!' এই বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো আগামেমননের আত্মা, 'কী সুখী যুবরাজ, তার ভাগ্যে জুটেছে ইকারুস-দুহিতার মতো সাধ্বী স্ত্রী, নিষ্কলঙ্ক পেনোলোপির চরিত্রে ফুটে উঠেছে একজন বিদুষী ও প্রতিব্রতা স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। কালস্রোতে এতটুকু ম্লান হবে না তার মহিমা। চিরকালের রানী সুন্দরী সতী-সাধ্বী পেনেলোপির উদ্দেশ্যে মরণশীল মানুষের জন্যে দেবতারা রচনা করবেন যশগান। আর বিপরীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাইট্যামনেসট্রা। আপন স্বামীকে হত্যা করে সে কলুষিত করেছে নিজের চরিত্র। নাম উচ্চারণমাত্র তাকে অভিসম্পাত দিবে সবাই। কেননা সে সাধ্বী নারীজাতিকে করেছে কলঙ্কিত।'

পৃথিবীর অতলে মৃত্যুপুরীতে যখন মৃত আত্মারা কথাবার্তা বলছিল ওডেসিউস তখন দলবল নিয়ে ফুলফলসমৃদ্ধ লেয়েরটেসের খামারবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। অনেককাল আগে নিজ চেষ্টায় এই খামার তৈরী করেছিলেন লেয়েরটেস। এর মাঝখানেই তার কুটির আর তার চৌহদ্দিতে রয়েছে আরো কিছু দালানকোঠা, ভূমিদাস ও শ্রমিকদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্যে তা নির্মাণ করেছেন তিনি। সিসিলির এক বৃদ্ধাও থাকেন এই কুটিরে, এই গ্রাম্য পরিবেশে বৃদ্ধকে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা-যত্ন করেন তিনি।

খামারে পেঁছে ওডেসিউস টেলিমেকাস ও তার সঙ্গীদের ডেকে বললেন, 'তোমরা দালানগৃহে যাও, সেখানে গিয়ে হৃষ্টপুষ্ট শূকরছানা জবাই করে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। ততক্ষণ পিতাকে আমি একটু পরখ করে দেখি—আমার কথা তাঁর মনে আছে কিনা, আর আমাকে দেখে চিনতে

পারেন কিনা। নাকি এতকাল পরে আমাকে সনাক্ত করতে তিনি ব্যর্থ হোন।'

এই বলে যুদ্ধাস্ত্রগুলো চাকরদের কাছে হস্তান্তরিত করে সোজা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন ওডেসিউস। পিতাকে পরখ করে দেখার মানসে সুশোভিত আঙ্গুরক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেলেন ওডেসিউস। বিশাল ফলবাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডলিয়ুসকে দেখতে পেলেন না তিনি এবং কোন ভূমিদাস বা ডলিয়ুসের পুত্রদেরও সাক্ষাৎ মিললো না। এক বৃদ্ধের নেতৃত্বে তারা সবাই গিয়েছিল আঙ্গুরক্ষেতের দেয়াল তৈরীর জন্যে পাথর সংগ্রহ করতে। তিনি গিয়ে দেখলেন আঙ্গুর-বাগানে একটি চারা রোপণ করার জন্যে পিতা একাকী গর্ত খুঁড়ছেন। তাঁর পরণে ছিল শতছিন্ন নোংরা একটি আলখেল্লা আর কাঁটার আঁচড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পায়ে ছিল চারদিকে সেলাই দেয়া একজোড়া জুতা। জুতাজোড়া ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল গোড়ালির সংগে। কাঁটা-লতার জন্যে হাতেও পরেছিলেন একজোড়া দস্তানা। আর মাথায় দিয়েছিলেন ছাগচর্মের টুপি—এসবের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল তাঁর দুঃখের চরম রূপ। সুদর্শন ওডেসিউস দেখলেন পিতা কেমন বুড়িয়ে গেছেন, অথর্ব হয়ে পড়েছেন; তার দুর্দশা অনুভব করা মাত্র একটা নাসপাতি গাছের তলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দুচোখ জলমগ্ন হয়ে গেলো তাঁর। কোন স্থিরসিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। ভবেতে লাগলেন—ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন, নাকি আগে তাব ইথাকায় প্রত্যাবর্তনের সব বৃত্তান্ত খুলে বলবেন অথবা তাকে প্রশ্ন করে তার মনের অবস্থা জানতে চাইবে। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দৃঢ়মনে পিতার সংগে বাক্যালাপ করবেন তিনি এবং উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্যে তখনি তিনি পিতার নিকট চলে গেলেন।

মাথা নুইয়ে লেয়েরটেস তখনো তার চারাগাছের চারপাশের মাটি খুঁড়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় তার স্বনামধন্য পুত্র এসে কথা বলতে শুরু করলেন।

ওডেসিউস বললেন, 'হে বৃদ্ধ, এখানে দেখছি সব কিছুই সযত্নলালিত, বেশ পরিপাটি। মনে হচ্ছে ফলবাগানের তেমন কাজ খুবই আছে যা আপনি জানেন না। ডুমুর, জলপাই, আঙ্গুর, নাশপাতি অথবা শাকসব্জি বোনার শস্য যাই বলি না কেন এমন কোন কাজ বা গাছপালা নেই এখানে যাতে আপনার নিপুণ হাতের স্পর্শ নেই। অন্যপক্ষে আরেকটি বিষয়ে মন্তব্য না করে পারছি না, আশা করি তাতে বেয়াদবি হবে না, তা হলো আপনি ভালভাবে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন না। বস্তুত আপনার মলিন

বেশভূষা দেখলে মনে হয় যে বার্ধক্য আপনাকে যেন কাহিল করে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মনে হয় না যে প্রভুর অবজ্ঞা অবহেলার জন্যে আপনার এই দশা হয়েছে, কারণ আপনার এই বিশাল দেহের গড়ন দেখে মনে হয় না আপনি কারো দাস। বরং মনে হচ্ছে আপনি কোন রাজ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। যে বংশের লোকেরা বৃদ্ধ বয়সটা আরাম-আয়াসের মধ্য দিয়ে উপভোগ করে থাকে এবং স্নান ও আহারের পর নরম শয্যায় নিদ্রা যায়। সে যাই হোক, এখন বলুন আপনি কার ভূমিদাস এবং কার বাগানেরই পরিচর্যা করছেন? দয়া করে সত্য কথা বলবেন। আরো একটা বিষয় অবগত করবেন, তা হলো আমি কি সত্যি ইথাকায় অবস্থান করছি? একটু আগে এখানে আসার পথে এক লোক আমাকে বললো আমি ঠিক জায়গামতোই এসেছি। কিন্তু তাকে দেখে তেমন বুদ্ধিমান মনে হলো না। আমি যখন তাকে আমার এক বন্ধুর নাম উল্লেখ করে জানতে চাইলাম যে সে কি এখনো বেঁচে আছে, নাকি মরে গেছে বা অন্যত্র চলে গেছে তখন কথাগুলো সে তেমন আগ্রহভরে শুনলও না এবং প্রসন্নমনে উত্তরও দিলো না। আপনি যদি আমার কথা মন দিয়ে শোনেন তাহলে আপনাকে সেই বন্ধুর কথা বলবো। কিছুকাল আগে আমার নিজের দেশে এক আগন্তুকের সংগে আমার সখ্যতা হয়। পরে তিনি আমাদের প্রাসাদে আসেন। এ জীবনে আমি যত বিদেশীকে আতিথ্য দিয়েছি তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুশীল ব্যক্তি। তিনি বলেছিলেন তাঁর বাড়ি ইথাকায় এবং আরমিসিউসের পুত্র লেয়েরটেস তার পিতা। আমি সর্বান্তকরণে আমার গৃহে আসার জন্যে তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম এবং শান-শওকতপূর্ণ প্রাসাদ সাধ্যমতো তাঁর আতিথেয়তা করেছিলাম। এমন কি তার মর্যাদা অনুযায়ী উপহৃতও করেছিলাম তাঁকে। উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম তাঁকে পাকা সোনার বারোটি মোহর, ফুলের নকশাকাটা একটি মজবুত সুরাপাত্র, বারোটি একভাজ করা মোজা, বারোটি কম্বল, বারোটি সুদৃশ্য আঙরাখা এবং অনেকগুলো আলখেল্লা। তাছাড়াও তাঁকে দিয়েছিলাম কারুকর্মে দক্ষ সুন্দর চারজন রমণীরত্ন।'

অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতা ওডেসিউসকে বললেন, 'মহাশয়, আমি নিশ্চিত করে বলছি, যে দেশের সন্ধান আপনি করছেন এটাই সেই দেশ। কিন্তু এদেশ এখন দুর্বৃত্তদের কবলে। আপনি বৃথাই আপনার বন্ধুকে উদার মনে এতসব উপহার দিলেন। অবশ্য সে যদি আজ ইথাকার বুকে বেঁচে থাকতো তাহলে সে-ও আপনার আতিথ্য ও উপহারের প্রতিদান খুব জাঁকালো ভাবেই করতো। প্রতিদান না নিয়ে গেলে সে আপনাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে দিত না। কিন্তু দয়া করে বলুন ঠিক কতদিন আগে সেই হতভাগ্য লোকটির

সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়েছিল; আপনার সেই অতিথিই আমার দুঃখী পুত্র—জীবনে সেই একটি পুত্রের মুখই আমি দেখেছিলাম। বন্ধুবান্ধব ও গৃহ ছেড়ে দূরে কোন সাগরে ডুবে সে হয়তো এতদিনে মাছের খাবারে পরিণত হয়েছে বা কোন দ্বীপে আটকে পরে শিকার হয়েছে বন্য পশুপাখির। মৃত মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু পুজা-অর্চনা করতে হয়, ওডেসিউসের জন্যে আমি তাও করতে পারিনি। আমরা যে দুজন তাকে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখিয়েছিলাম তাদের সুযোগ হলো না যে তার দেহ-সৎকার করে একটু বিলাপ করার। একান্ত অনুগত স্ত্রী পেনেলোপির সেই ভাগ্য হলো না। সে ভেবেছিল স্বামীর আঁখিপল্লব দুটি মুদে দিয়ে শবযানে চড়িয়ে অন্তিম-সঙ্গীত বাজিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে।

'কিন্তু আপনার প্রতি আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। আপনার কি নাম? কোন নগরের বাশিন্দা আপনি? কোন সাগরতীরে আপনি জাহাজ নোঙর করে সঙ্গীদের নিয়ে এখানে এসেছেন? নাকি অন্য কারো জাহাজে চড়ে পর্যটকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

মহাবীর ওডেসিউস বললেন, 'যা জানতে চাইছেন তা অবশ্যই আপনাকে জানাবো। আমি আসছি আলীবাস থেকে। সে দেশের রাজপ্রাসাদেই আমার বাস। পলিপেমনসের পুত্র রাজা এফিডাস আমার পিতা। আমার নিজের নাম এপিরিটাস। আমি যখন সিকানিয়া ছাড়ি তখন কোন ইচ্ছেই ছিল না এখানে আসার কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে আসতে হলো; তীর ছেড়ে দূরসাগরে ভেসে গেছে আমার জাহাজ। আজ থেকে চার বছর আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ওডেসিউস। হয়তো তারপরেই দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর বিদায়লগ্নে একটি শুভ-সংকেত ছিল। তার ডানদিকে একটি পাখি উড়ে গিয়েছিল তা দেখে খুশী মনে তাকে বিদায় জানিয়েছিলাম। মনে খুব আশা ছিল, আমরা আবার পরস্পরের অতিথি হবো এবং দুজনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর উপহারসামগ্রীর বিনিময় হবে।'

একথা শুনে হতাশার অতলে তলিয়ে গেলেন লেয়েরটেস। আর্তনাদ করতে করতে দুহাতে কালো মাটি তুলে মাথার সাদা চুলে মাখাতে লাগলেন। ওডেসিউসের হৃদয় আলোড়িত হতে লাগলো। অনুভবের তুমুল আলোড়নে অকস্মাৎ ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুম্বন করতে লাগলেন তিনি। চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'পিতা, আমি ফিরে এসেছি, আপনি যার সন্ধান চাইছেন সেই লোকটিই আজ দীর্ঘ উনিশ বছরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিন্তু বিলাপ করার সময় নেই এখন। আপনাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। অবশ্য একটু তাড়া আছে আমার, ঈশ্বর

জানেন কতো দ্রুত সব কাজ সমাধা করতে হবে আমাকে। সেই পাণিপ্রার্থীদের প্রাসাদ-অভ্যন্তরে সদলে হত্যা করেছি। অপকর্ম ও দুর্ব্যবহারের উচিত জবাব দিয়েছি তাদের।

লেয়েরটেস উত্তর করলেন, 'তুমি যদি সত্যিই আমার পুত্র ওডেসিউস হয়ে থাকো তাহলে এমন কোন প্রমাণ দাও যাতে আমি নিশ্চিত হতে পারি।'

ওডেসিউস সেজন্যে তৈরী হয়েই ছিলেন, বললেন, 'এই ক্ষতস্থানটি দেখুন, আমি যখন পারনাসিউসে গিয়েছিলাম তখন এক দাঁতাল শুয়োর আমাকে আক্রমণ করে. সেই থেকে এই ক্ষতচিহ্নটির সৃষ্টি। দাদা অটোলিকাস যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমাকে কিছু উপহার দিবেন, সেই উপহার আনার জন্যেই আপনি ও মা আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। শৈশবে আপনি যে গাছগুলো আমাকে দান করে-ছিলেন, বাগানের সেই গাছগুলোও আপনাকে দেখাচ্ছি। আমি তখন ছোট্ট বালক। এটা-সেটার জন্যে আবদার করতাম আর আপনার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতাম। আপনি ফলবাগানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বৃক্ষের নাম বলতেন আমাকে। আপনি আমাকে দিয়েছিলেন তেরটি নাশপাতিগাছ, দশটি আপেল ও চল্লিশটি ডুমুরগাছ আর হাত তুলে পঞ্চাশটি আঙ্গুর গাছের সারি দেখিয়ে বলেছিলেন একদিন এগুলোও আমার হবে। সেই বৃক্ষের বিভিন্নটায় ভিন্ন ভিন্ন সময় ফল ধরতো যার জন্যে গাছের ডালপালা-গুলো নানান সময়ে ফলভারে ঝুলে পড়তো।'

সংগে সংগে লেয়েরটেসের বোধে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ওডেসিউসের সব কথাই সত্য। হাঁটু কাঁপতে লাগলো তাঁর। কম্পিত হৃদয়ে প্রাণপ্রিয় পুত্র শক্তিমান ওডেসিউসকে আলিঙ্গন করে প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়লেন তিনি। ওডেসিউস বুকে জড়িয়ে তাঁকে শান্ত করলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে তিনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করলেন, প্রভু জিউসের আশীর্বাদে দেবতারা এখনো স্বর্গে বিরাজমান। তা না হলে পাণিপ্রার্থীরা কি করে তাদের দুষ্কর্মের সমুচিত জবাব পেলো। কিন্তু আমি খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি, কেননা এখনই হয়তো ইথাকার সেনাবাহিনী আমাদের এখানে ছুটে আসবে এবং আরো সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে তারা সিফেল্লেনিয়ার সব নগরীতে জরুরী সংবাদ পাঠাবে।

বীরপুত্র ওডেসিউস বললেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই। কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। চলুন ফলবাগানের ভেতর দিয়ে খামারবাড়িতে যাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুপুরের খাবার তৈরীর জন্যে শূকরপালক ও গো-পালকের সংগে আমি টেলিমেকাসকে পাঠিয়েছিলাম।

তার কথা অনুযায়ী তারা খামারবাড়িতে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন ব্যাপ্ত গৃহাঙ্গনে টেলিমেকাস ও পশুপালকদ্বয় বড় বড় মাংসপিণ্ডে সুরা মাখাচ্ছে। পিতা লেয়েরটেস স্বগৃহে স্নান করলেন, সুগন্ধী মাখলেন এবং সিসিলিয়ার পরিচারিকার হাতের তৈরী একটি উজ্জ্বল পরিচ্ছদে নিজেকে সজ্জিত করলেন। তার রাজকীয় রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে এথেনিও ভূমিকা নিলেন। স্নান সেরে ফিরে এলে মনে হলো তিনি আরো দীর্ঘকায় ও শক্তিমান হয়ে উঠেছেন। অমর দেবতার মতো পিতার রূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন পুত্র। বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'পিতা! আমার বিশ্বাস, এর আগে কখনো কোন দেবতা আপনাকে এমন দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি দান করেনি। উত্তরে প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ লোকটি বললেন, দেবরাজ জিউস, এথেনি এবং এ্যাপোলোর আশীর্বাদে সেফেল্লেনিয়ার রাজা থাকাকালে যে শক্তিমত্তায় আমি নেরিকাসের অন্তরীপস্থিত দুর্গ জয় করেছিলাম গতকালও যদি সেই শক্তি থাকতো তাহলে সেই দবৃর্ত্ত দমনে আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করতাম। আমি নিশ্চিত যে, সদলে আমি তাদের ধ্বংস করে দিতাম, যা দেখে তোমার হৃদয়ও আনন্দে আকুল হয়ে উঠতো।'

তাঁরা দুজনে এসব কথা বলাবলি করছিল আর ওদিকে তাঁদের খাবারও প্রস্তুত হয়ে এলো। টেবিলে বসে ওরা যখন সবেমাত্র খাবার মুখে তুলতে যাবে ঠিক তখনি কর্মক্লান্ত পুত্রদের নিয়ে উপস্থিত হলেন ডলিয়ুস। তাদের মাতা সিসিলির সেই বৃদ্ধা পুত্রদের ভেতরে আসার জন্যে ডাকলেন। সেই বৃদ্ধার স্বামীর প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ আর পুত্রদেরও খুব যত্নআত্তি করতেন তিনি। কিন্তু বয়সের ভারে এখন আর তেমন পারেন না। ওডেসিউসের দিকে চোখ পড়তেই তারা বুঝতে পারলেন ইনি কে! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পথিমধ্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। হৃদ্যতার সঙ্গে তাদের অভিনন্দিত করে বললেন, 'হে বৃদ্ধা, আসুন একসঙ্গে খেতে বসি, তোমরাও এসে যোগ দাও। দূরে দাঁড়িয়ে কেন! তোমাদের জন্যে খাদ্য গ্রহণে বিরত ছিলাম আমরা। প্রতিমুহূর্তে আশা করছিলাম, তোমরা হয়তো ফিরে আসছো।'

দু'হাত প্রসারিত করে ছুটে এসে ডলিয়ুস ওডেসিউসকে জড়িয়ে ধরে তার হাতের কব্জিতে চুমু খেলেন, 'প্রিয় প্রভু, তাহলে সত্যি আপনি ফিরে এসেছেন। আমাদের আশা পূর্ণ হলো। কিন্তু আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। ঈশ্বর কৃপা করে আপনাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করালেন। এই তো আপনার সুখ ও শান্তির নীড়; আপনার ওপর দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত

হোক ! কিন্তু একটা বিষয়ে আমি বেশ চিন্তিত আছি—বিদুষী রানীমাতা পেনেলোপি কি আপনার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জেনেছে, নাকি লোক পাঠিয়ে তাকে খবর দেবো ?'

ওডেসিউস উত্তর করলেন, 'হে প্রিয় বন্ধু, তিনি সবই জানেন। সেজন্যে চিন্তা করবেন না।'

কথাশেষে ডলিয়ুস গিয়ে তাঁর কাঠের আসনে বসলেন। এবার তার পুত্রদের পালা। ওরা সবাই একে একে গিয়ে ওডেসিউসের সংগে হাত মিলালো ও তাঁকে অভিনন্দন জানালো। তারপর ফিরে গিয়ে পিতার পাশে আসন গ্রহণ করলো তারা।

কিন্তু ওডেসিউস যখন খামারবাড়িতে খাবার টেবিলে বসে লোকজনের সংগে আলাপ করছিল তখন পাণিপ্রার্থীদের মর্মন্তুদ মৃত্যুসংবাদ চুপে চুপে অগ্নুনের মতো ছড়িয়ে গেলো চারদিকে। ফলশ্রুতিতে, দলবেঁধে বিলাপ করতে করতে লোকজন এসে জমায়েত হতে লাগলো ওডেসিউসের গৃহের দরজায়। তারা যে যার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে এসেছে আর যারা ছিল ভিনদেশী তাদের লাশ জাহাজে তুলে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের বাড়িতে। বিক্ষুব্ধ ইথাকাবাসীরা সভাস্থলে এসে সমবেত হতে লাগলো। সবাই এসে উপস্থিত হওয়ার পর ইউপিথেস বক্তৃতা দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। ওডেসিউসের প্রথম শিকার, পুত্র এণ্টিনাসের মৃত্যুতে তাকে খুবই ব্যথিত দেখাচ্ছিল। দু'গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা, তিনি বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমি ঘোষণা করছি ওডেসিউস জাতির চরম শত্রু। আমাদের যে নবীন তরুণদের নিয়ে যাত্রা করেছিলেন তিনি, তারা আজ কোথায় ? তার জন্যে তাদের সবাইকেই জীবন বিপন্ন করতে হয়েছে। আমাদের সুন্দর জাহাজগুলোও তিনি খুইয়েছেন। আর আজ তিনি একা ফিরে এসে হত্যা করলেন সিফেল্লেনিয়ার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের। তাই এখন আপনারা দ্রুত তৈরী হোন। এপিয়ানের সাম্রাজ্য পাইলস, না এলিসে সে পালিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরার জন্যে সচেষ্ট হোন। তা না হলে আর মান-সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো না আমরা। যদি পুত্র ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ না নেই তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের নাম উচ্চারণমাত্র ঘৃণায় নাক কুঁচকাবে। আমি এ জীবনে বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। বরং সেটাই ছিল ভাল যদি সংগে আমারও মৃত্যু হতো। সুতরাং বন্ধুগণ, তৎপর হোন, তা না হলে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পারে।'

তার আকুল আবেদনে দেশবাসীর মনে করুণার উদ্রেক হলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সভাস্থলে এসে আবির্ভূত হলো মেডন ও চারণকবি। প্রাসাদ থেকে সরাসরি ছুটে এসে সুধীমণ্ডলীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। সবাই বিস্মিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রখর ধীসম্পন্ন মেডনের কথা শোনামাত্র তারা চমৎকৃত হলো। মেডন বললো, 'প্রিয় ইথাকাবাসী, শুনুন, খুব শীঘ্রই আপনারা বুঝতে পারবেন যে দেবতার সহযোগিতা নিয়েই ওডেসিউস একাজ সম্পন্ন করেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম একজন দেবতাকে। তিনি মেন্টরের রূপ ধারণ করে গৃহকোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং ওডেসিউসের সামনে দাঁড়িয়ে আরো কয়েকজন দেবতা একাজে তাঁকে উৎসাহিত করছিল, আবার পরক্ষণেই পাণিপ্রার্থীদের মাঝে ফিরে গিয়ে তাদের আতঙ্কিত করে তুলছিলেন। এভাবেই খুব দ্রুত তাদের লাশের স্তূপ জমে উঠলো।'

মেডনের মুখে একথা শোনামাত্র ভয়ে তাদের মুখ ফেকাসে হয়ে গেলো। এবার উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ রাজা হালিথেরসেস। তিনি ত্রিকালজ্ঞ; ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব ঘটনাই তাঁর বিদিত। তিনি উচ্চস্বরে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ইথাকাবাসীরা শুনুন, আপনাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যা ঘটেছে তার জন্যে দায়ী আপনাদের অপকর্ম। আপনাদের সন্তানদের এই মারাত্মক খেলায় যোগ দিতে যখন নিষেধ করেছিলাম তখন আমার কথা শোনেননি এবং নেতা মেন্টরকেও মান্য করেননি। দুর্নিবার লোভের বশবর্তী হয়ে তারা অন্যের ধনসম্পদ লুট করেছে এবং যুবরাজ আর কখনো ফিরে আসবে না ভেবে তার স্ত্রীকে প্রণয় নিবেদন করে উত্যক্ত করেছে; এ অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। আশা করি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে আপনারা প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত হবেন। তা না হলে আপনারা নিজেই আপনাদের সর্বনাশ ডেকে আনবেন।'

এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার সংগে সংগে অর্ধেকেরও বেশী শ্রোতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, সোচ্চার প্রতিবাদ জানালো তারা। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা নির্বিবাদে নিজেদের আসনে বসে রইলো। বৃদ্ধ রাজার সরল সত্য ভাষণ অন্যদের ভালো লাগলো না, তাদের কাছে গুরুত্ব পেলো ইউপিথেসের কথা। যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণে উদ্যোগী হলো তারা। উজ্জ্বল তাম্রনির্মিত বর্ম পরিধান করে, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নগরের পাশে এক মুক্ত প্রান্তরে জমায়েত হলো তারা। নির্বোধ ইপিথেস নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তার মানসপটে এই দৃশ্য ভাসতে লাগলো যে, তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ

নিচ্ছেন, বস্তুত তিনি নিজেই আর ধড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন না, ঠিক আজই তাকে নিয়তির হাতে ধরা দিতে হবে।

এথেনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জিউসের সংগে পরামর্শ করে দেখবেন। তিনি শ্রদ্ধার সংগে সম্ভাষণ করে বললেন, 'হে দেবতাদের প্রভু, ক্রোনস্-পুত্র রাজার রাজা, আপনার মনের সংগুপ্ত সিদ্ধান্ত কি প্রকাশ করবেন ? আপনি কি এই বিবাদ আরো দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছেন ? বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবেন, নাকি এই দুঃখ-যন্ত্রণা আতংক প্রলম্বিত করেই চলবেন ?'

মেঘ সৃষ্টিকারী দেবতা উত্তরে বললেন, 'হে বৎস, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে জানতে চাইছ কেন ? তোমার ইচ্ছাতেই কি ওডেসিউস প্রত্যাবর্তন করেনি এবং সে কি তোমার নির্দেশেই তার শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নেয়নি ? তুমি নিজের ইচ্ছামতো যা করবে তা-ই হবে যথার্থ কাজ। যেহেতু ওডেসিউস পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে, সুতরাং তাকে অনন্তকালের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে শান্তি-চুক্তির মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা করে ফেলো। আর আমরা তাদের মন থেকে বিস্মৃত করে ফেলবো পুত্র ও ভ্রাতৃহত্যার স্মৃতি। আর এভাবেই আবার ফিরে আসবে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি।

এথেনি তার কাজে যোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। জিউস তার মনে সাহস সঞ্চার করামাত্র দ্রুত অলিম্পাস চূড়া থেকে নেমে এলেন তিনি।

আর এদিকে খামারবাড়িতে তৃপ্তিসহকারে আহার শেষ করলেন বীরবর ওডেসিউস। তারপর বললেন যে, কারো একজনের বাইরে গিয়ে দেখে আসা উচিত, শত্রুরা আমাদের দৃষ্টি-সীমানায় পেঁছেছে কিনা। ডোলিয়াসের এক ছেলে দ্রুত চৌকাঠের দিকে ছুটে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলো যে, শত্রুপক্ষ খুবই সন্নিকটে এসে গেলো। এই দৃশ্য দেখে উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে ওডেসিউসকে ডাকলো সে ঃ 'শুনুন, শত্রু আমাদের খুব নিকটেই এসে গেছে। দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।' এই কথা শোনামাত্র লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে বর্ম পরিধান করলেন তাঁরা। ওডেসিউসের দলের চারজন, ডোলিয়াসের ছয়পুত্র এবং চুল পেকে গেলেও পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে বৃদ্ধ লেয়েরটেস ও ডোলিয়াসকেও যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করতে হলো। উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার পর ফটক খুলে ওডেসিউসের নেতৃত্বে একযোগে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। মেণ্টরের ছদ্মবেশে জিউস-দুহিতা এথেনিও তাঁদের সংগে যোগ দিলেন। তাঁকে দেখে বীরশ্রেষ্ঠ ওডেসিউস আনন্দে

আত্মহারা হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পুত্রের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'টেলিমেকাস, যখন তুমি কঠিন সমরাণলে পতিত হবে, সেই সমরানলে পড়ে বীরশ্রেষ্ঠরা তাঁদের সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকে, আশা করি তখন তুমিও তোমার পিতার সম্মান ক্ষুন্ন করবে না। এ জগতে পৌরুষ ও বীরত্বে কেউই আমাদের সমতুলা নয়।' একথার উত্তরে ধীমান টেলিমেকাস বললো, 'পিতা, এ কথায় আমি মোটেও লজ্জিত হইনি। কেননা শীঘ্রই আপনি আমার বীরত্বের পরিচয় পাবেন।'

আনন্দিতচিত্তে দেবতার কথা স্মরণ করলেন লেয়েরটেস। বিস্ময়ের সংগে বললেন, 'ওহে কল্যাণকামী দেবতারা! আজ আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গিয়েছে। আমার পুত্র ও পৌত্র বীরত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।'

উজ্জ্বল-আঁখি এথেনী তার কাছে ছুটে এসে বললেন, 'লেয়েরটেস, প্রিয়তম বন্ধু আমার, পিতা জিউস ও উজ্জ্বল-আঁখি দেবীর নামে আরাধনা করে কাঁধে দীর্ঘ বর্শা নিয়ে দ্রুত যুদ্ধযাত্রা করো।'

এই কথা বলে পাল্লাস এথেনি তার মনে সাহস সঞ্চার করলেন আর জিউস-দুহিতার নাম নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই দীর্ঘ বর্শাটি নিক্ষেপ করলেন তিনি। বর্শা গিয়ে বিদ্ধ হলো ইউপিথেসের বর্মের কপোলের পাতে। বর্ম তাকে রক্ষা করতে পারলো না। বর্শার আঘাতে মুখমণ্ডল বিদীর্ণ হলো তার। ভূপাতিত হলেন ইউপিথেস। ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো তার বর্ম। তারপর ওডেসিউস ও তার সুযোগ্য পুত্র সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দু'ধারবিশিষ্ট তলোয়ারে শত্রুদের আঘাত করতে লাগলেন। তারা ওদের সবাইকেই কতল করতেন এবং কাউকেই ধড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দিতেন না, যদি না বিশাল ছত্রধারী জিউস-দুহিতা চিৎকার করে যুদ্ধরত সৈনিকদের ক্ষান্ত করতেন। তিনি বললেন, 'ইথাকাবাসী, এই ভয়ংকর যুদ্ধ পরিত্যাগ করুন এবং আর রক্তপাত হওয়ার আগেই ক্ষান্ত হোন।'

এথেনির চিৎকারে ইথাকাবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। দেবীর ভয়ংকর কণ্ঠস্বর শুনে অস্ত্র পরিত্যাগ করলো তারা। মারণাস্ত্রগুলো ভূমিতে ফেলে রেখে নিষ্কৃতিলাভের আশায় তারা শহরের দিকে যাত্রা করলো। আর ওডেসিউস রণনিনাদ সৃষ্টি করে সদলে দুরন্ত ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটি জ্বলন্ত বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করলেন দেবরাজ জিউস। তা গিয়ে পতিত হলো সেই দুর্ধর্ষ পিতারই উজ্জ্বল-আঁখি দুহিতার সামনে। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে রাজ উপাধিতে আখ্যায়িত করে ওডেসিউসকে নিরস্ত্র হবার নির্দেশ জানালেন

এথেনি। সর্বদ্রষ্টা জিউসের অবমাননা হয় এই ভয়ে তাকে গৃহযুদ্ধ অবসানের আদেশ দিলেন তিনি।

আনন্দিতচিত্তে আদেশ শিরোধার্য করলেন ওডেসিউস। এবং তার পরমুহূর্তেই আবার মেন্টরের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন বিশাল ছত্রধারক জিউস-দুহিতা পাল্লাস এথেনি এবং বিবদমান দুই শক্তির মধ্যে স্থাপন করলেন চিরশান্তি।